তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ প্রতিযোগিতায় বিপুল সাড়া

ঢাকা, ১৭ অগ্রহায়ণ (২ ডিসেম্বর) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ১০০ দিনব্যাপী অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’এর প্রথম দিনে বিপুল সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। প্রথম দিনেই নিবন্ধন করেছেন ৩ লক্ষাধিক প্রতিযোগী। তাদের মধ্যে প্রথম দিনের কুইজে অংশগ্রহণ করেছেন ৩৯ হাজার ৬৮৮ জন প্রতিযোগী। প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য হতে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী হয়েছেন ১০০ জন।

জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার এ আয়োজনে সহায়তা প্রদান করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ বিশ^বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। প্রতিযোগিতার স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার তথ্য মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। প্রতিযোগিতায় priyo.com নামক প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন সহযোগী হিসাবে কাজ করছে।

১ ডিসেম্বর ২০২০ হতে শুরু হওয়া এ প্রতিযোগিতা চলবে ১০ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত। সবার জন্য উন্মুক্ত এই কুইজে অংশগ্রহণের জন্য অনলাইনে নিবন্ধন করতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের নিয়মাবলি জানতে এবং নিবন্ধন করতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট https://mujib100.gov.bd অথবা https://quiz.priyo.com ব্যবহার করতে হবে।

প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের জন্য প্রতিদিনই রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। প্রতিদিন সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে ১০০ জন বিজয়ীর সকলে পাবেন ১০০ জিবি করে মোবাইল ডাটা ও টেলিটক সিম এবং তাদের মধ্যে প্রথম ৫ জন পাবেন স্মার্টফোন। এছাড়া পুরো প্রতিযোগিতায় গ্রান্ড প্রাইজ হিসেবে থাকবে মোট ১০০টি ল্যাপটপ।

আজকের কুইজ : শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ লুৎফর রহমান তাঁর বড় চাচা শেখ আবদুল মজিদের ছোট মেয়ে সায়েরা খাতুনকে বিয়ে করেছিলেন। শেখ মুজিবের দাদা ও নানার ঘর ছিল পাশাপাশি। শিশুকালে বাবার কাছেই তাঁর লেখাপড়া শুরু। বাবার কাছেই ঘুমাতেন। তাঁর গলা ধরে রাতে না ঘুমালে ঘুম আসত না। শেখ মুজিব ছিলেন বংশের বড় ছেলে, তাই তিনিই সমস্ত আদর পেতেন। ‘শেখ মুজিবুর রহমান’ নামটি কে রাখেন?

#

মোহসিন/ফারহানা/খালিদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১০

তথ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতে তুরস্কের রাষ্ট্রদূত

**আঙ্কারায় স্থাপিত হবে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য**

ঢাকা, ১৭ অগ্রহায়ণ (২ ডিসেম্বর) :

তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপিত হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত মুস্তফা ওসমান তুরান।

আজ সচিবালয়ে তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদের সাথে সাক্ষাৎ শেষে তুর্কি রাষ্ট্রদূত সাংবাদিকদেরকে আরো জানান, একইসাথে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতেও আধুনিক তুরস্কের পিতা কামাল আতাতুর্কের ভাস্কর্য স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, তথ্যসচিব খাজা মিয়া ও মন্ত্রীর দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

তুর্কি রাষ্ট্রদূতের সাথে বৈঠকের পর তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ সাংবাদিকদেরকে বলেন, ‘বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির অনেক মিল রয়েছে। আপনারা জানেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং কোভিড পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে তিনি আসবেন বলে সম্মতিও দিয়েছেন। এছাড়া, তুরস্কের টেলিভিশন টিআরটি’র ইংরেজি চ্যানেলে মুজিববর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠান সম্প্রচার এবং আগামী বছর আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে দু’দেশের মধ্যে সাংবাদিক প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিনিময় নিয়েও আলোচনা হয়েছে।’

আঙ্কারায় বঙ্গবন্ধু ও ঢাকায় কামাল আতাতুর্কের ভাস্কর্য স্থাপনের পাশাপাশি তুরস্কের বাণিজ্যিক রাজধানী ইস্তাম্বুলে এবং বাংলাদেশের বাণিজ্য নগরী চট্টগ্রামেও অনুরূপ কিছু করা যায় কি না সেটি নিয়েও আলোচনা হয়েছে, জানান ড. হাছান।

তুরস্কের রাষ্ট্রদূত তুরান বলেন, ‘বন্ধুত্বপূর্ণ দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আশা করি আমরা মুজিববর্ষের সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দেব। বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন বাংলাদেশের প্রতীক আর কামাল আতাতুর্ক হচ্ছেন তুরস্কের প্রতীক। এই দুই নেতার ভাস্কর্য দুই দেশে স্থাপন করবো এ ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আঙ্কারায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এবং ঢাকার কামাল আতাতুর্ক এভিনিউয়ে কামাল আতাতুর্কের ভাস্কর্য স্থাপিত হবে। শিগগিরই এই কাজ শুরু হবে।’

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০৬

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি**

**কর্মসূচি প্রণয়ন সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১৭ অগ্রহায়ণ (২ ডিসেম্বর):

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আগামী ১৭ই মার্চ-২৬শে মার্চ, ২০২১; পর্যন্ত ১০ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির এক সভা গতকাল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। সভার সঞ্চালক এবং কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর এ অনুষ্ঠানমালা আয়োজনের প্রস্তাবিত কর্মসূচির বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে তুলে ধরেন।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনার আলোকে আগামী ১৭ই মার্চ থেকে ২৬শে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। সে অনুসারে প্রণীত খসড়া কর্মসূচি সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় অংশগ্রহণকারী জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যগণ প্রস্তাবিত কর্মসূচির ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেন। পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সমন্বিত কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হবে বলে জানানো হয়।

জুম অনলাইন প্লাটফর্মে আয়োজিত এ সভায় অন্যান্যের মধ্যে সাবেক মন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, সাবেক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নুর, শিক্ষা মন্ত্রী ডা: দীপু মনি, পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, আরমা দত্ত, জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব আব্দুর রউফ তালুকদার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ, পুলিশ মহাপরিদর্শক ড. বেনজীর আহমেদ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ বদরুল আরেফীন, তথ্য সচিব খাজা মিয়া, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক এস এম হারুন অর রশীদ, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আশরাফুল আলম, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী, চ্যানেল আই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর, সিনিয়র সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান, মনজুরুল আহসান বুলবুল, সুভাষ সিংহ রায়, অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স (অ্যাটকো) এর সিনিয়র সহ-সভাপতি মোজাম্মেল বাবু এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন অংশগ্রহণ করেন।

#

মোহসিন/অনসূয়া/জসীম/শামীম/২০২০/১৬০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৯৮

**পাঠ্যক্রমে যুগোপযোগী পরিবর্তন আনছে সরকার**

**-- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, সরকার পাঠ্যক্রমে যুগোপযোগী পরিবর্তন আনছে। সেইসাথে মূল্যায়ন পদ্ধতি, শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণে পরিবর্তন আনছে। প্রযুক্তি, নারী ও প্রতিবন্ধীবান্ধব শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষায় সবার অভিগম্যতা যেন থাকে তা সরকার নিশ্চিত করছে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর মিরপুরে সরকারি বাঙলা কলেজে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল উন্মোচন, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নারের উদ্বোধন ও বধ্যভূমির স্মৃতিফলক উন্মোচনের সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সরকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করছে যেন শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া শেষ করে নিজেরা উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে আজ শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় ভীত হয়ে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি আজ নতুন করে অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। তারা দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে নতুন করে আবার বিতর্কের সৃষ্টি করছে।

সরকারি বাঙলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. ফেরদৌসী খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, সংসদ সদস্য মোঃ আসলামুল হক এবং ১৯৭১: গণহত্যা- নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্টের সভাপতি অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন।

উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সরকারি বাঙলা কলেজ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর নির্যাতন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। মুজিব বর্ষে সেই নারকীয় হত্যাকাণ্ডকে এ প্রজন্মের সামনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের অন্যতম বধ্যভূমি সরকারি বাঙলা কলেজ প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

#

খায়ের/ফারহানা/খালিদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৯৬

বঙ্গবন্ধু লেকচার সিরিজ

স্বাধীনতার ধারণাকে বঙ্গবন্ধু ধারবাহিকভাবে মানুষের মাঝে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন

-- এম এ মুহিত

ঢাকা, ১৬ অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর) :

সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ধারণাকে বঙ্গবন্ধু ধারবাহিকভাবে সাধারণ মানুষের মাঝে বোধগম্য ও জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। এভাবে তিনি জাতি গঠন ও জাতি রাষ্ট্রের ধারণাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

আজ বিজয়ের মাসের প্রথম দিনে ঢাকায় সুগন্ধায় নবনির্মিত ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বঙ্গবন্ধু লেকচার সিরিজের প্রথম দিনের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে আবুল মাল আব্দুল মুহিত এসব কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শুরু হওয়া এ অনুষ্ঠানে সাবেক অর্থমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল সংকল্প, সাহস, উদারতা এবং দরিদ্রদের প্রতি সমবেদনা। বঙ্গবন্ধু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলায় পরিণত করার জন্য উর্বর ভূমি ও বিশাল জনগোষ্ঠীসহ সবকিছুই তাঁর ছিল। দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জনকল্যাণের নীতি অনুসরণ করেন জাতির পিতা।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন সূচনা বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম ও মননশীলতার ওপর গবেষণা প্রয়োজন। একারণে স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর প্রথম কার্যালয় সুগন্ধায় বঙ্গবন্ধু সেন্টার ফর ডিপলোমেটিক স্ট্রাটেজি এন্ড রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন প্রকৃতপক্ষে জনগণের বন্ধু এবং অত্যন্ত দূরদর্শী নেতা। বঙ্গবন্ধু ছিলেন নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। জনগণের অধিকার আদায়, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বঞ্চনা ও বৈষম্য দূরীকরণে তিনি তাঁর সমগ্র জীবন ব্যয় করেছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের ৬৮টি বৈদেশিক মিশনে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষকসহ প্রবাসীদের অংশগ্রহণে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, চলচ্চিত্র প্রদর্শনীসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্বনেতৃবৃন্দের নিকট আমরা বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরতে চাই ।

এ সময় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. গওহর রিজভী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের কূটনীতিক, বুদ্ধিজীবী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শেণিপেশার মানুষ ভার্চুয়ালি ও সরাসরি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

#

তৌহিদুল/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৮৮

**১০০ দিনব্যাপী দেশের সর্ববৃহৎ অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা**

**‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু**

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সহায়তায় বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ আয়োজন করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুকে জানার চর্চায় সকলকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১ ডিসেম্বর ২০২০ হতে ১০ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ১০০ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য এই কুইজ প্রতিযোগিতার স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার তথ্য মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

আজ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজিত এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সাংবাদিকবৃন্দকে অবহিত করেন। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোঃ মুরাদ হাসান, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ড. আহমদ কায়কাউস, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মোঃ আফজাল হোসেন, অ্যাসোসিয়েশন অভ্‌ টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স (এ্যাটকো) এর সিনিয়র সহ-সভাপতি মোজাম্মেল বাবু, প্রিয় ডটকম এর সিইও জাকারিয়া স্বপন, প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিকগণ এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ সংবাদ সম্মেলনে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত এই কুইজ প্রতিযোগিতা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রতিযোগিতা শুরু হবে ১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ রাত ০০:০১ মিনিটে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত অ্যাপ অথবা ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করতে হবে। অ্যাপ ডাউনলোড অথবা ওয়েবসাইটে নিবন্ধনের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট <https://mujib100.gov.bd> A\_ev <https://quiz.priyo.com> ব্যবহার করতে হবে। একজন প্রতিযোগী একটি আইডি দিয়ে প্রতিটি কুইজে একবার অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে নাম, ঠিকানা, ছবি, ফোন নাম্বার, ইমেইল/সোশ্যাল মিডিয়া আইডি ব্যবহার করতে হবে যা বিজয়ীদের ক্ষেত্রে তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্মনিবন্ধন সনদের সাথে যাচাই করা হবে। একজন প্রতিযোগীকে একবার নিবন্ধন করলেই চলবে। পূর্বে নিবন্ধন করে থাকলে নতুন করে নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই। ভুল তথ্য দিয়ে অংশগ্রহণ করলে তাকে পরবর্তীতে অযোগ্য বিবেচনা করা হবে। প্রতিযোগিতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর এমসিকিউ পদ্ধতির প্রশ্ন দেয়া হবে। প্রতিদিন একটি নতুন কুইজ থাকবে এবং কুইজের মেয়াদ ২৪ ঘণ্টা (০০:০১ মিনিট হতে ২৩:৫৯ মিনিট পর্যন্ত)। প্রতিদিন সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে থেকে লটারির মাধ্যমে ১০০ জন বিজয়ীর সকলে পাবেন ১০০ জিবি করে মোবাইল ডাটা এবং তাদের মধ্যে প্রথম ৫ জন পাবেন স্মার্টফোন। এছাড়া পুরো প্রতিযোগিতায় গ্রান্ড প্রাইজ হিসেবে থাকবে মোট ১০০টি ল্যাপটপ। যারা যত বেশি সঠিক উত্তর দিবেন তাদের বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি হবে। বিজয়ীদের তালিকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট এবং প্রতিযোগিতার অ্যাপে প্রকাশ করা হবে। প্রতিযোগিতার নির্ধারিত অ্যাপ অথবা ওয়েবসাইটে লগইন করে কুইজে অংশগ্রহণ করতে হবে। কোনও রকম স্ক্রিপ্ট বা অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করলে তাকে অযোগ্য বিবেচনা করা হবে। এই কুইজ প্রতিযোগিতার বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করবে ‘প্রিয় ডটকম’। প্রতিযোগিতার পরিচালনা, ফলাফল ও পুরস্কার সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ের এবং কুইজ প্রতিযোগিতা বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও পরিবারবর্গ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। পুরস্কার প্রদানের সময় ও পদ্ধতি পরে জানিয়ে দেয়া হবে। বঙ্গবন্ধুকে আরও বেশি করে জানার চর্চায় সম্পৃক্ত হয়ে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হতে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

#

মোহসিন/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/২০৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৮৭

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নে যোগ্য জনবল গড়ে তোলার তাগিদ শিল্পমন্ত্রীর

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক উন্নয়নের দর্শন বাস্তবায়নে যোগ্য ব্যবস্থাপক ও জনবল গড়ে তোলার তাগিদ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, দেশীয় শিল্প-কারখানায় উৎপাদনশীলতা বাড়াতে যোগ্য স্থানে যোগ্য লোককে দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বেশ কিছু শিল্প কারখানার মালিক হলেও ব্যবস্থাপনার দক্ষতার অভাবে এগুলো লাভজনক করা যায়নি। এ বাস্তবতা উপলব্ধি করে বঙ্গবন্ধু শিল্প কারখানার উন্নয়নে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস গঠন করেছিলেন।

শিল্পমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অভ্ ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) আয়োজিত 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দক্ষ ব্যবস্থাপনা : বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দর্শন' শীর্ষক ভার্চুয়াল সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার ও অতিরিক্ত সচিব সালাহউদ্দিন মাহমুদ। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অভ্‌ প্রফেশনালস (বিইউপি)'র বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসাইন সেমিনারে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান এতে মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তৃতা করেন। বিআইএম 'র মহাপরিচালক তাহমিনা আখতার সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল কাজে লাগাতে বাংলাদেশের বিশাল জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করতে হবে। এ লক্ষ্যে যুবগোষ্ঠীকে কার্যকর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই কাঙ্ক্ষিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর জাতির পিতা শ্রমিক জনতার স্বার্থে পরিত্যক্ত শিল্প কারখানাগুলোকে জাতীয়করণ করেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, কারখানাগুলোর ব্যবস্থাপকদের দক্ষতার অভাবে কারখানাগুলো অলাভজনকে পরিণত হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনশক্তির দক্ষতা উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিল্প কারখানাগুলোকে লাভজনক করতে কারখানার শীর্ষ পদে দক্ষ ব্যবস্থাপক নিয়োগ দিতে হবে।

এর আগে শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অভ্‌ ম্যানেজমেন্ট ভবনে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার'-এর উদ্বোধন করেন। বিআইএম 'র মহাপরিচালক তাহমিনা আখতারসহ শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিআইএম'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাসুম/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৫০

**বঙ্গবন্ধু অমর, তাঁকে হত্যা করা যায়নি, তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন**

**-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঈশ্বরদী (পাবনা), ১৩ অগ্রহায়ণ (২৮ নভেম্বর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গবন্ধু অমর, তাঁকে হত্যা করা যায়নি। তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। এক মুজিবের রক্ত থেকে লক্ষ নয়; কোটি কোটি মুজিব জন্ম নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে পরিণত হবে।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল পাবনার ঈশ্বরদীস্থ চরগরগড়িতে বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ আন্তর্জাতিক পর্ষদ আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু ১০০ জন্মোৎসব' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

কবি ড. আব্দুল মজিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পাবনা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান রেজাউর রহমান লাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা নায়েব আলী বিশ্বাস, পাবনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি এবিএম ফজলুর রহমান, কবি সুজন বড়ুয়া ও কবি আসলাম সানী।

দু'দিনব্যাপী এ জন্মোৎসবের উদ্বোধন করেন কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা।

উৎসব উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর আলোকচিত্র প্রদর্শনী, বইমেলা, আলোচনা সভা, কবিতাপাঠ, আবৃত্তি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর রক্তের ঋণ শোধ করার দুঃসাহস আমাদের নেই। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার মাধ্যমে তাঁর প্রতি সম্মান জানানো হবে।

**#**

জাহাঙ্গীর/নাইচ/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২০৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৪০

**বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সব ষড়যন্ত্রের জবাব জনগণ দেবে**

**-- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ অগ্রহায়ণ (২৭ নভেম্বর) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যখন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা হওয়ার দ্বারপ্রান্তে, তখন স্বাধীনতাবিরোধীরা কোনো ইস্যু না পেয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নিয়ে ইস্যু তৈরির পাঁয়তারা করছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সব ষড়যন্ত্রের জবাব জনগণ দেবে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও ঋষিজ শিল্পগোষ্ঠীর ৪৪ বছরপূর্তি উপলক্ষে ঋষিজ শিল্পগোষ্ঠী আয়োজিত গুণীজন সংবর্ধনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতাবিরোধীরা মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। '৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর বাংলাদেশকে মিনি পাকিস্তান বানিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের বিরোধিতা স্বাধীনতাবিরোধীদের ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের অংশ কিনা খতিয়ে দেখতে হবে।

বরেণ্য গণসংগীত শিল্পী ফকির আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ , চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি মুশফিকুর রহমান গুলজার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব নওয়াজীশ আলী খান, বরেণ্য অভিনেত্রী সালমা বেগম সুজাতা, অভিনেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা রাইসুল ইসলাম আসাদ, সংগীত শিল্পী মোঃ খুরশিদ আলম ও বাচিকশিল্পী ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মাননা দেয়া হয়।

#

মারুফ/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫০৬

**সরকারকে টেনে নামাতে গিয়ে রশি ছিঁড়ে পড়ে গেছে বিএনপি**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ১০ অগ্রহায়ণ (২৫ নভেম্বর) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, 'বিএনপির কয়েকজন নেতা বক্তব্য দিয়েছেন এই সরকারকে টেনে নামিয়ে ফেলতে হবে। তবে, উনাদের টেনে নামানোর হুমকির মধ্যে প্রায় একযুগ ধরে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। ২০০৯ সালে সরকার গঠন করার মাসখানেক পর থেকেই তারা আমাদের টেনে নামানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সরকারকে টেনে নামাতে গিয়েই রশি ছিঁড়ে নিচে পড়ে গেছে বিএনপি।'

মন্ত্রী বলেন, 'দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন নানামুখী ষড়যন্ত্র হচ্ছে, বিএনপির মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব যখন বলেন স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃতির কথা, তখন হাসি পায়। যারা ইতিহাসকে বছরের পর বছর, দশকের পর দশক ধরে বিকৃত করেছেন তাদের মুখে এসব শোভা পায় না। আজকে যখন দেশের মানুষ সঠিক ইতিহাস জানতে পারছে, তখন তাদের গাত্রদাহ হচ্ছে। তারা ইতিহাসের খলনায়ককে নায়ক বানিয়েছিলেন, স্কুলের দপ্তরিকে তারা হেড মাস্টার বানানোর চেষ্টা করেছিলেন। বিএনপিকে বলবো, এ ধরণের হাস্যকর বক্তব্য ক্রমাগতভাবে না দিয়ে বরং নিজেদের দলকে গুছিয়ে, নিজেদের ঘরটাকে সংগঠিত করুন।'

আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের আয়োজনে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতি অডিটোরিয়ামে আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এসকল কথা বলেন।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'খালেদা জিয়া বলেছিলেন, এই সরকার কখনো পদ্মা সেতু করতে পারবেনা, তাদের বলবো, পদ্মা পাড়ে গিয়ে দেখে আসুন। ঢাকা শহরে মেট্টোরেল ও চট্টগ্রামে কর্ণফুলি বঙ্গবন্ধু টানেল আগামী বছর চালু হবে, ইতিমধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে চট্টগ্রামেও মেট্টোরেল প্রকল্প হাতে নেয়া হবে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সাল নয় তার অনেক আগেই ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হবে। সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ার মতো বদলে যাওয়ার অগ্রগতির গল্প যদি বিশ্ববাসীকে জানান দিতে হয়, শেখ হাসিনাকে একটু সময় দিতে হবে। তার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে।'

তথ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ভারত-পাকিস্তানের গণমাধ্যমে ঝড় উঠছে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করছে। কিন্তু একটি পক্ষ প্রশংসা করতে পারেন না। বিএনপি আর তার দোসরেরা দেখেও দেখে না, শোনেও শোনে না, চোখ থাকিতে অন্ধ, কান থাকিতে বধির।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু মুজিব শুধু বাঙালির নেতা নয়, তিনি বিশ্ব প্রেক্ষাপটে একজন বিশ্বনেতা ও নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের কণ্ঠস্বর। তিনি শুধু বাংলাদেশ সূচনা করেছেন তা নয়, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যখন আমরা অর্জন করি, হানাদারেরা তখন সমগ্র দেশ পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল, সমস্ত ব্রিজ কালভার্ট বিধ্বস্ত করেছিল, সেই দেশকে বঙ্গবন্ধু মুজিব পুনর্গঠিত করেছিলেন। '৭৫ সালে যখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয় তখন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৭ দশমিক ৪ শতাংশ।

'অনেকে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার অনেক কারণ উপস্থাপন করেন যা পুরোটাই ভিত্তিহীন' উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেন, পুরো ক্যানভাসটা আমাদের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বাসন্তীকে জাল পরিয়ে কাগজের পাতায় ছবি ছাপিয়ে নানা ধরণের অপবাদ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই বাসন্তীকে যারা ছবি তুলে কাগজের পাতায় ছাপিয়েছিল তারা বাসন্তীকে কাপড় কিনে দেননি। বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালে দেশে আসার পর সেই বাসন্তিকে দেখতে গিয়ে কাপড় কিনে দিয়েছেন এবং ঘর বানিয়ে দিয়েছেন।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে রেকর্ড ৭ দশমিক ৪ শতাংশ, তাকে হত্যা করার ৪০ বছর পর পর্যন্ত কেউ সে রেকর্ড অতিক্রম করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমরা সেই রেকর্ড অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা না হলে দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার বহু আগেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধির গল্প শুনতো পৃথিবীর মানুষ। বঙ্গবন্ধুকে তারাই হত্যা করেছিল যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শক্তি।

বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের সভাপতি এডভোকেট সৈয়দ মোক্তার হোসেনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব এডভোকেট মেজবাহ উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে উদ্বোধনী বক্তব্য দেন বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের কেন্দ্রিয় সদস্য সচিব ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার ফজলে নুর তাপস, কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক এডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন, যুগ্ম আহবায়ক এডভোকেট বাসেত মজুমদার, চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ও সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী, এডভোকেট ইব্রাহীম হোসেন চৌধুরী বাবুল, রতন কুমার রায়, ইফতেখার সাইমুল চৌধুরী, আবু মোঃ হাশেম প্রমুখ।

#

আকরাম/খালিদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৭২

**বঙ্গবন্ধুর মতো গুণান্বিত নেতা বিশ্বে খুঁজে পাওয়া কঠিন**

**- মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ৯ অগ্রহায়ণ (২৪ নভেম্বর) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন নীতি ও আদর্শের মহান নেতা। লেনিন, চেগুয়েভারা, মাও সে তুং, হো চি মিন কিংবা কার্ল মার্কসসহ বরেণ্য অনেক বিশ্ব নেতাদের অধ্যয়ন করেছি, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মতো সকল গুণের অধিকারী একজন নেতা খুঁজে পাওয়া কঠিন। মুজিব জন্মশতবর্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে শ্রদ্ধা জানানো হয় বলে তিনি এসময় মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী গতকাল ঢাকায় মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ওয়েবিনারে ডাক ভবনে বিসিএস পোস্টাল এসোসিয়েশন প্রকাশিত ‘চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মো: আফজাল হোসেন, ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: সিরাজ উদ্দিন এবং বিসিএস পোস্টাল এসোসিয়েশনের সভাপতি জেসান ইসলাম বক্তৃতা করেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কেবলমাত্র হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালিই নন, তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ মানুষ ও রাজনীতিবিদ। শেখ মুজিব ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত দুটি রাষ্ট্র গঠনের বিপরীতে একটি ভাষাভিত্তিক আধুনিক জাতিরাষ্ট্র গঠনের দূরদর্শী স্বপ্ন দেখেন। ভাষাভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের ধারণা তখন ইউরোপ, জাপান, কোরিয়া বা চীনের বাইরে প্রসারিত হয়নি। এ অঞ্চলে ভাষারাষ্ট্র ধারণা ছিলো অকল্পনীয়। তিনি বলেন, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পাশ কাটিয়ে পূর্ব বাংলাকে নিয়ে পৃথক রাষ্ট্রগঠনে ১৯৪৭ সালে দুটি রাষ্ট্র গঠন ছিলো সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত। ’৪৭ থেকে ’৭১ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু জনগণকে সংগঠিত করে জনযুদ্ধের মাধ্যমে করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বলেন, এই ভূ-খণ্ডের গোটা জনগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী নেতৃত্ব অন্ধের মতো অনুসরণ করেছে।

কাজের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্লের সোনার বাংলা বিনির্মাণে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে ডাক কর্মকর্তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান মন্ত্রী। এসময় তিনি ডিজিটাল ডাকঘর বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে ডাকঘরকে ডিজিটাল সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে তাঁর সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করেন।

#

শেফায়েত/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/আসমা/২০২০/১২১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৯২

**আগামীকাল ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের এক দশকপূর্তি**

ঢাকা, ২৫ কার্তিক (১০ নভেম্বর) :

আগামীকাল ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের এক দশকপূর্তি। ডিজিটাল সেন্টারের ১০ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নাগরিকদের ২ কি.মি. আওতায় মধ্যে সেবাপ্রদান কার্যক্রম আনয়নের লক্ষ্যে ২০২৩ সালের মধ্যে ১০ হাজার ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই প্রোগ্রাম)। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নতুন নতুন সেবা সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় প্রায় ৫০০ রকমের সরকারি-বেসরকারি সেবা এসব সেন্টারের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষে’ তৃণমূল জনগণকে ই-সেবাসম্পর্কে অবহিতকরণ, সেবাগ্রহণে মধ্যস্বত্বভোগী ও দুর্নীতির আশ্রয় নিরোধে ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ‘মুজিব শতবর্ষ ই-সেবা ক্যাম্পেইন-২০২০’ পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১১ অক্টোবর হতে ১০ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত এই ক্যাম্পেইন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে সারাদেশে চলছে। ক্যাম্পেইনে প্রদেয় ই-সেবা প্রদানের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১০ জন উদ্যোক্তাকে পুরস্কৃত করা হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে জনগণের দোরগোড়ায় সহজে, দ্রুত ও স্বল্পব্যয়ে সরকারি সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ২০১০ সালের ১১ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ৪ হাজার ৫০১টি ইউনিয়নে একযোগে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন, যা বর্তমানে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) নামে পরিচিত।

বর্তমানে ডিজিটাল সেন্টার ২৭০-এর অধিক সেবা প্রদান করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জমির পর্চা, নামজারি, ই-নামজারি, পাসপোর্টের আবেদন ও ফি জমাদান, জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন, নাগরিক সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, হজ রেজিস্ট্রেশন, সরকারি সেবার ফরম, টেলিমিডিসিন, জীবনবীমা, বিদেশে চাকরির আবেদন, এজেন্ট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, বাস-বিমান-লঞ্চ টিকেটিং, মেডিকেল ভিসা, ডক্টরের এপয়েনমেন্ট, মোবাইল রিচার্জ, সিমবিক্রয়, বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ, ই-মেইল, কম্পোজ-প্রিন্ট-প্রশিক্ষণ, ফটো তোলা, ফটোকপি, সরকারি ফরম ডাউনলোড করা, পরীক্ষার ফলাফল জানা, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবদেন করা, অনলাইন ভিসার আবেদন করা, কৃষি পরামর্শ ও তথ্য সেবা ইত্যাদি। একজন উদ্যোক্তা সেবাপ্রদানের মাধ্যমে মাসে প্রায় ৫ হাজার থেকে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারেন। গড়ে প্রতিমাসে ডিজিটাল সেন্টার থেকে ৬০ লক্ষেরও বেশি মানুষ সেবা গ্রহণ করে থাকে।

২০১৩ সালে দেশে দেশের সকল পৌরসভার ‘পৌর ডিজিটাল সেন্টার এবং ১১টি সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ডে ‘নগর ডিজিটাল সেন্টার’ চালু করা হয়। ২০১৮ সালে যার মধ্যে গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য গাজীপুরে ৫টি এবং মৎসজীবী শ্রমিকদের জন্য খুলনার রূপসায় ১টি ‘স্পেশালাইজড ডিজিটাল সেন্টার’ চালু করা হয়। ২০১৮ সালেও সৌদিআরবে ১৩টি ‘এক্সপাট্রিয়েট ডিজিটাল সেন্টার’ স্থাপন করা হয়। বর্তমানে সারাদেশে ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা ২৬ হাজার ৪২৯টি এবং ৫ সহস্রাধিক নারী উদ্যোক্তাসহ মোট উদ্যোক্তা ১৩ হাজারের অধিক।

এটুআই জানিয়েছে বর্তমানে দেশব্যাপী ৬ হাজার ৬৮৬টি ডিজিটাল সেন্টারে কর্মরত ১৩ হাজার ৩৭২ জন উদ্যোক্তা ব্যাংকিং এবং ই-কমার্স সেবাসহ ২৭০টি অধিক সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদান করছেন। ২০২০ সাল পর্যন্ত ডিজিটাল সেন্টার হতে মোট ৫৫.৪ কোটি সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে নাগরিকদের ১৬৮ কোটি সমপরিমাণ কর্মঘণ্টা ও ৭৬,৭৭৫ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

নাগরিকদের জীবনমান পরিবর্তনে ইতিবাচক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ডিজিটাল সেন্টার ২০১৪ সালে ই-গভর্নমেন্ট ক্যাটাগরিতে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (ITU)-এর ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (WSIS) অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছে।

#

মান্নান/পরীক্ষিৎ/শাহ আলমআসমা/২০২০/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৭০

**সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল করোনা আক্রান্ত নন**

ঢাকা, ২৩ কার্তিক (৮ নভেম্বর) :

কিছুকিছু পত্রিকায় ৫৯ নাটোর-২ আসনের সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুলের কোভিড-১৯ এর নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে–যা অসত্য বলে জানিয়েছে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের গণসংযোগ বিভাগ।

সচিবালয়ের সূত্রে জানা গেছে, একাদশ জাতীয় সংসদের দশম অধিবেশন (মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ অধিবেশন) উপলক্ষ্যে জাতীয় সংসদের মিডিয়া সেন্টারে ৬ নভেম্বর সংসদ সদস্যগণের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করে গতকাল রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার ফলাফলে কয়েকজন সংসদ সদস্যের কোভিড-১৯ পজিটিভ এসেছে।

#

তারিক/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/আসমা/২০২০/১৩৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৫৭

**আইডিইবি’র ‘সুবর্ণজয়ন্তী ও গণপ্রকৌশল দিবস’ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আইডিইবি’র (IDEB) ‘সুবর্ণজয়ন্তী ও গণপ্রকৌশল দিবস ২০২০’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)’র ৫০ বছরপূর্তি ও ‘গণপ্রকৌশল দিবস’ উপলক্ষ্যে সর্বস্তরের ডিপ্লোমা প্রকৌশলীকে আমি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

এবারের প্রতিষ্ঠাদিবসের প্রতিপাদ্য ‘নীল অর্থনীতি এনে দেবে সমৃদ্ধি’ নির্ধারণ সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। এরই আলোকে বছরব্যাপী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করায় আমি আইডিইবি’র নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে মহান মুক্তিযুদ্ধের উষালগ্নে আইডিইবি’র প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৭১ সালে তাঁর আদর্শ ও চেতনাকে ধারণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বহু সদস্য প্রকৌশলীর আত্মত্যাগ, মুক্তিযুদ্ধোত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও ১৯৭৮ সালে সর্বপ্রথম সামরিক আইন ভঙ্গ করে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে অনন্য ভূমিকাপালন, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য গৌরবময় ইতিহাস।

আইডিইবি’র প্রতিষ্ঠার ৪৯ বছরে মানবসম্পদ উন্নয়নে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে বঙ্গবন্ধু’র শিক্ষাদর্শন বাস্তবায়ন, প্রযুক্তিমনস্ক জাতিগঠনে রাজনীতিতে প্রযুক্তিভাবনা যুক্তকরণ, দেশের নদ-নদীরক্ষা, পানিসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, কৃষিজমি রক্ষা এবং পরিকল্পিত নগর ও গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ, ডিজিটাল বাংলাদেশনির্মাণ এবং ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়সহ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সম্পর্কে আইডিইবি’র সময়োপযোগী আহ্বানসমূহ জনগণকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছে। আইডিইবি’র ৪৯ বছরের দীর্ঘপথপরিক্রমায় এসব প্রযুক্তিনির্ভর দার্শনিক আহ্বান অতীত, বর্তমান, অনাগত প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি আশা করি, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীগণ দেশপ্রেম, সততা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে স্বস্ব অবস্থান থেকে অর্জিত জ্ঞানের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন। আজকের দিনে আমি সকল প্রকৌশলীর প্রতি সেই আহ্বান রাখছি।

আমি আইডিইবি’র ‘সুবর্ণজয়ন্তী’ ও ‘গণপ্রকৌশলী দিবস ২০২০’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

**লাদেশ চিরজীবী হোক।”**

#

সরওয়ার/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৫৪

**কোভিড -১৯ মোকাবিলা এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে আইএলওকে**

**সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান শ্রম প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২১ কার্তিক ( ৬ নভেম্বর) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, কোভিড -১৯ আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে কর্মরত শ্রমিকদের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এবং কাজের ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ যুক্ত করেছে। এ সময় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা -আইএলওকে এ অবস্থা মোকাবিলা এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী।

প্রতিমন্ত্রী আজ আইএলও এর ৩৪০ তম গভর্নিং বডির ভার্চুয়াল সভায় কোভিড -১৯ এন্ড ওয়ার্ল্ড অভ্‌ ওয়ার্ক সেশনে আলোচনায় এ আহ্বান জানান।

করোনাকালীন এ অবস্থা থেকে অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধারে প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় চারটি বিষয় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড-বায়ারদের নৈতিক ও দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করতে আইএলওর কে কাজ করতে হবে। তুলনামূলক দুর্বল অর্থনীতির দেশগুলোকে এগিয়ে নিতে বাজারে প্রবেশ অগ্রাধিকার দিতে হবে। অভিবাসী শ্রমিকদের চাকরি ধরে রাখতে আইএলওর কাজ করতে হবে এবং বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আইএলও'র শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ঘোষণাপত্র উপলব্ধি করে জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য একসাথে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। ভবিষ্যতে শোভন কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতে ত্রিপক্ষীয় সামাজিক সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় করোনা মোকাবিলায় তাঁর মন্ত্রণালয়ের নেয়া পদক্ষেপগুলোও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রমিকদের জন্য টেলিমেডিসিন সেবা চালু এবং আইএলও এর সহযোগিতায় কোভিড-১৯ প্রতিরোধে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি গাইডলাইন তৈরি করেছে। সংকট নিরীক্ষণের জন্য ২৩টি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে উল্লেখ করেন।

প্রতিমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির পিতার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে আইএলওতে যোগদান এবং একদিনেই ২৯টি আইএলও কনভেনশন অনুস্বাক্ষরের বিষয়টি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

ভার্চুয়াল সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আব্দুস সালাম, বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং জেনেভাস্থ স্থায়ী মিশনের প্রতিনিধি মো. মুস্তাফিজুর রহমান, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন-সহ মন্ত্রণালয় স্থায়ী মিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সংযুক্ত ছিলেন।

#

আকতারুল/খালিদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৪৭

**জাতীয় সমবায় দিবসে উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২১ কার্তিক (৬ নভেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ বছর জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য ‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জনে সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। শতাব্দী প্রাচীন এ আন্দোলন বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সমবায়ের চেতনাকে প্রবল ও অর্থবহ করে তুলেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা। তিনি দরিদ্র-সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্যন্নোয়নে গণমুখী সমবায় আন্দোলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সংবিধানে মালিকানার নীতি হিসেবে সমবায়কে জাতীয় অর্থনীতির দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তাই সমবায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে সকলকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

একটি শ্রেণি-গোষ্ঠীর মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সমবায় একটি কাh©Ki প্রতিষ্ঠান। সমবায় পদ্ধতি পারস্পরিক সহযোগিতা, সমবেত প্রচেষ্টা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা ও ভাগ্যন্নোয়নের নীতিতে বিশ্বাস করে। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সম্পদ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্বনির্ভরতা অর্জন ও দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সফলতার পথে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশে মানুষের মাথাপিছু জমি ও সম্পদের পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত। তাই কৃষি ও অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগসহ ব্যবসা-বাণিজ্যে পূঁজি গঠনে সমবায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সমবায়ের মাধ্যমে আয়-বৈষম্য হ্রাস করে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলায় পরিণত করার লক্ষ্যে সমবায় কার্যক্রমকে আরো গতিশীল, সক্রিয় এবং যুগোপযোগী করতে সংশ্লিষ্ট সকলে তৎপর ও আন্তরিক হবেন - এ প্রত্যাশা করি।

৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস পালন সফল হোক - এ কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

#

হাসান/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২০/১২২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৪৮

**জাতীয় সমবায় দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২১ কার্তিক (৬ নভেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৪৯তম ‘জাতীয় সমবায় দিবস’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে দেশের সকল সমবায়ী ও সমবায়বান্ধব জনগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে সমবায়কে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং সমবায়কে গণমুখী আন্দোলনে পরিণত করার ডাক দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণে দরিদ্র, ভূমিহীন, নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণপূর্বক সমবায়ের মাধ্যমে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে ‘সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প’ নামে একটি দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে পাঁচটি দুগ্ধ উৎপাদনকারী এলাকায় দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করেন। আজকের মিল্কভিটা তাঁরই সুদূরপ্রসারি উদ্যোগের ফসল। জাতির পিতা সমবায় পদ্ধতিতে সমন্বিত/যৌথ খামার প্রচলনের মাধ্যমে উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় রাজস্বে পল্লী-উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার সমবায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের সঙ্গে সঙ্গে পল্লী উন্নয়নে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা ১৯৯৭ সালে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করি এবং পরবর্তীতে ২০১২ সালে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ একাডেমিতে রূপান্তরিত করি। দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক অগ্রগতি ও নারী-পুরুষ সমতার উদ্দেশ্যে পল্লী-দারিদ্র্য বিমোচন ফাউণ্ডেশন আইন, ১৯৯৯ প্রণয়নের মাধ্যমে ফাউণ্ডেশনটি প্রতিষ্ঠা করি। সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এবং জাতীয় সমবায় নীতিমালা, ২০১২ প্রণয়ন করি। পুনরায় সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করি। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর ‘আমার বাড়ী, আমার খামার প্রকল্প’ গ্রহণ করি। বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় ১ লক্ষ ২১ হাজার ১৪২টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে- যার উপকারভোগী সদস্য পরিবার-৫৬ লক্ষ ৪১ হাজার। আমাদের নির্বাচনি ইশতেহারে ঘোষিত ‘আমার গ্রাম আমার শহর’ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। আমরা সমবায় খাতে বাজেট বৃদ্ধি করেছি, সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছি, আর্থিক ও উপকরণ সহায়তার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনসহ সমবায়ীদের জীবনমান ও সামাজিক ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। আমাদের প্রচেষ্টায় সমবায় সমিতি এবং সমবায়ীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে সমিতি ১,৯০,৫৩৪টি এবং সদস্য ১,১৪,৮৩,৭৪৭ জনে উন্নীত হয়েছে।

জাতীয় অর্থনীতিতে সমবায় কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, পোষাক, দুগ্ধ উৎপাদন, আবাসন, ক্ষুদ্র ঋণ ও সঞ্চয়, কুটির-চামড়াজাত-মৃৎশিল্প ইত্যাদি খাতের বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ক্ষেত্রে উন্নয়নসহ, ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করতে বিশাল অবদান রাখছে। এ বছর কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস পুরো বিশ্বে স্থবিরতা সৃষ্টি করলেও, আমাদের সমবায় সমিতিগুলো এ সময় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, সদস্যদের ঋণ মওকুফসহ দুর্গত সদস্যদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছে। করোনায় আক্রান্ত সদস্যদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে। আমাদের সরকারের দৃঢ় প্রত্যয়, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও বিভিন্ন ধরনের গণমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে করোনা-মহামারি থেকে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে সাধুবাদ জানাই। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায়, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সমবায় সংগঠন অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি ও সমবায়ীগণকে ২০১৯ সালের জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান নিশ্চিয় দেশের সকল সমবায়ীকে আরো উৎসাহিত করবে।

আসুন, জাতির পিতার আহ্বানে সাঁড়া দিয়ে ‘সমবায়ের যাদুস্পর্শে সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে মূল্যবোধের চর্চা ও সমবায় ভিত্তিক সমাজ গঠন করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করি।’ ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচি সফল হোক। সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২০/১২২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪২০৮

**জেল হত্যা দিবস উপলক্ষ্যে ই-পোস্টার প্রকাশ**

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে ৩ নভেম্বর জেল হত্যা দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অংশ হিসেবে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের জন্য একটি ই-পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে।

‘৩ নভেম্বর জেল হত্যা দিবস : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা’ শীর্ষক উক্ত ই-পোস্টার জাতীয় দৈনিক, টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন পত্রিকা ও সোশ্যাল মিডিয়াসহ বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রদর্শনযোগ্য ডিজিটাল অথবা এলইিডি স্ক্রিনে ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

#

নাসরীন/পরীক্ষিৎ/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২০/১৩৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৬

**ডিআরইউতে বঙ্গবন্ধু কর্নার ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, আমরা যারা রাজনীতি করি সে জায়গায় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ আছি; আমাদের পছন্দের লেখক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আছে, নেতৃত্বে পছন্দ-অপছন্দ এবং রাজনৈতিক দলের পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয় নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকতে পারে না। বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে যারা বিতর্ক করে তারা বাংলাদেশকে ধারণ করতে পারে না; তাদের ধারণ করতে কষ্ট হয়। এ জায়গাটায় আমাদেরকে সতর্কতার সাথে পথ চলতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীতে ডিআরইউ’র নসরুল হামিদ মিলনায়তনে ডিআরইউ আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা প্রদর্শনী ও বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সৃষ্টির সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অবদান ও ভূমিকা অনস্বীকার্য। নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ করে পাক হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে বিজয় লাভ করা আমাদের অহংকার। এ জায়গাগুলোকে আমাদের সমুন্নত রেখে চলতে হবে। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন উদার। তাঁর উদারতা কিছু স্বার্থানেষী মহল গ্রহণ করতে পারেনি। সেজন্য বাংলাদেশকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে।

ডিআরইউ’র সভাপতি রফিকুল ইসলাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্যে রাখেন ডিআরইউ মুজিববর্ষ উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যান ও সাবেক সভাপতি শাজাহান সরদার, বাংলাদেশের খবর পত্রিকার সম্পাদক আজিজুল ইসলাম ভূইয়া, ডিআরইউ’র সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক ও ডিআরইউ মুজিববর্ষ উদযাপন কমিটির আহবায়ক হাবীবুর রহমান, নারী বিষয়ক সম্পাদক ও ডিআরইউ মুজিববর্ষ উদযাপন কমিটির সদস্য-সচিব রীতা নাহার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কার্যনির্বাহী সদস্য আহম্মেদ মুশফিকা নাজনীন।

প্রতিমন্ত্রী ডিআরইউ-তে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ডিআরইউ’র ‘২৫ বছরের পথচলার অ্যালবাম’; ডিআরইউ সদস্যদের লেখা বই, ডিআরইউ সদস্য সন্তানদের আঁকা বিভিন্ন ছবিও প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। আজ থেকে তিনদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত এসব প্রদর্শনী চলবে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ডিআরইউ সদস্যদের ১৫টি লেখা থেকে পরবর্তীতে বাছাই করে সেরা পুরষ্কার দেওয়া হবে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে ডিআরইউ কর্তৃপক্ষ এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় তিনি তাদেরকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান।

#

জাহাঙ্গীর/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৪

**যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর অবদান ইতিহাসে বিরল**

**---জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান বিশ্বের ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

আজ সাভারে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক মুজিব বর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত “যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর অবদান” শীর্ষক সেমিনারে ভার্চুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে মুখ্য আলোচক হিসাবে বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শুধু অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন নয় বরং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা অপরিসীম। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আন্তরিকতার কারণেই প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং দ্বিপাক্ষিক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা নতুনভাবে করার সুযোগ পায়।

বিপিএটিসির মেম্বার ডিরেক্টিং স্টাফ সৈয়দ মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (এপিডি) মোঃ মোকাম্মেল হোসেন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিমন্ত্রী এর পর মেহেরপুর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আয়োজিত বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস- ২০২০ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন।

#

শিবলী/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৭৭

**ছিটেফোঁটা নেতিবাচক রিপোর্টেই উচ্চকণ্ঠ গবেষকরা উন্নয়নে নীরব**

**---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

আইএমএফ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নের প্রতিফলনে উপমহাদেশ জুড়ে তোলপাড় প্রশংসা হলেও দেশের যেসব গবেষণা সংস্থা নীরব রয়েছে, ছিটেফোঁটা নেতিবাচক রিপোর্টেই তাদের উচ্চকণ্ঠ হতে দেখা যায় বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ থেকে ভিডিও কনফারেন্সে খুলনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সেখানে মুজিববর্ষ উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সমাপ্তিকরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির  বক্তৃতা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন।

ড. হাছান বলেন, ‘আইএমএফ’র সাম্প্রতিক প্রতিবেদন ও এশিয়ান ডিভালপমেন্ট ব্যাংক’র প্রতিবেদন অনুযায়ী এ বছর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে বিশ্বের গুটিকতক ভালো প্রবৃদ্ধির দেশের অন্যতম। আইএমএফ বলছে, এ বছরের শেষান্তে আমাদের মাথাপিছু আয় ভারতকেও ছাড়িয়ে যাবে। এই প্রতিবেদন প্রকাশে পুরো উপমহাদেশ প্রশংসায় তোলপাড়। ভারতের সমস্ত গণমাধ্যমে, রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা ও প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা হচ্ছে। শুধু ভারতে নয়, পাকিস্তানেও একই ঘটনা। পাকিস্তানে কোনো কোনো টেলিভিশনে আবার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য বলছে ‘আমাদের ভায়েরা এগিয়ে যাচ্ছে’। সব মিলিয়ে ভারত-পাকিস্তানে তোলপাড় পড়ে গেছে।’

‘কিন্তু বাংলাদেশে যারা অর্থনৈতিক সমীক্ষা নিয়ে কাজ করেন, অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করেন, তাদের মুখে আমরা কোনো বক্তব্য দেখতে পাই নাই’ আক্ষেপ করে মন্ত্রী বলেন, ‘তবে আইএমএফ কিংবা এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক বা কোনো পত্রিকা যদি ছিটেফোঁটা নেতিবাচক প্রতিবেদনও দিতো, তাহলে দেখতে পেতেন এতদিনে তাদের বক্তব্যে সমস্ত টেলিভিশন ঝালাপালা হয়ে যেতো।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘যে ইতিবাচক প্রতিবেদন নিয়ে ভারত জুড়ে তোলপাড়, এতে তারা নিশ্চুপ। এতে প্রশ্ন আসে, দেশে ভালো কিছু হলে তারা আদৌ খুশি হন কি না। তারা কি আসলে দেশকে খারাপভাবে, নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করার জন্য গবেষণা করে। কোনো ইতিবাচক কোনো প্রতিবেদন হলে তারা নিশ্চুপ থাকে কেন -এটি অনেকেরই প্রশ্ন।’

এসময় মহানবী (সাঃ) কে নিয়ে কটূক্তির বিষয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অবমাননাকর কোনো কিছু আমরা কোনোভাবেই সমর্থন করি না। অতীতেও এ ধরণের ধর্মীয় আঘাতের প্রতিবাদ করা হয়েছে। কোনো ধর্মের অনুভূতিতেই আঘাত দেয়া কখনই সমীচীন নয়। পাটগ্রামের ঘটনার ব্যাপারেও সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে। এই ধরণের ন্যাক্কারজনক ঘটনাও কোনোভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। পৈশাচিক ঘটনা যারা ঘটিয়েছে, তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে সরকার বদ্ধপরিকর।’

এর আগে খুলনা জেলা প্রশাসনের মুজিববর্ষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় দেশের তৃতীয় বৃহত্তম খুলনা শহরের পাশে বটিয়াঘাটা উপজেলায় ১ লাখ ২০ হাজার গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে  বঙ্গবন্ধুর নামে বোটানিকেল গার্ডেন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের প্রশংসা করে মন্ত্রী বলেন, ২৫৫ একরের সাড়ে ৩ কিলোমিটার লম্বা ও ১ দশমিক ২ কিলোমিটার  চওড়া এই বোটানিকেল গার্ডেন খুলনা শহরের পাশে একটি ছোট্ট সুন্দরবন গড়ে তোলার  লক্ষ্যেরই সমার্থক চমৎকার একটি পরিকল্পনা। একইসাথে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে খুলনায় ১৯ লাখ ২০ হাজার গাছের চারা রোপণের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যেও সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানান ড. হাছান।

চলমান পাতা-২

পাতা-২

এই ছোট দেশকে যেভাবে পরিচালনা করতে হয়, যেভাবে সম্পদের ব্যবহার করতে হয়, সেই পরিকল্পনা নিয়ে ২০৪১ সাল নাগাদ একটি পরিকল্পনা, ২১শ’ সাল নাগাদ আরেকটি পরিকল্পনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এগুচ্ছেন, বলেন ড. হাছান। তিনি বলেন, ‘সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দেশে বন সৃজন। জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে দেশে আসার পর ১৯৮৩ সাল থেকেই কৃষক লীগের মাধ্যমে সারা দেশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করেন। ১৯৯৬ সালে প্রথম দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে  বৃক্ষরোপণকে একটি আন্দোলনে রূপান্তর করেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০৯ সালে দেশে বনভূমির পরিমাণ ছিল ১০ শতাংশ। আজ সেটি বৃদ্ধি পেয়ে ১৭ দশমিক ৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এই ক’বছরে দেশের মানুষ বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু বনভূমির পরিমাণ কমেনি বরং বৃক্ষআচ্ছাদিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বের কারণেই এটি হয়েছে।’

খুলনা জেলার ডেপুটি কমিশনার মোহজাম্মদ হেলাল হোসেনের সভাপতিত্বে সংসদ সদস্য পঞ্চানন বিশ্বাস ও খুলনা বিভাগীয় কমিশনার ড. মু. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার সম্মানিত অতিথি এবং খুলনা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ হারুনুর রশীদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জি এম আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন।

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৬৭

**নাইজেরিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে ‘কমার্শিয়াল ডিসপ্লে রুম’ উদ্বোধন করলেন দু’দেশের বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর):

বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি এবং নাইজেরিয়ার শিল্প, ব্যবসা ও বিনিয়োগ বিষয়ক মন্ত্রী অতুনবা রিচার্ড আদেনিয়ী আদেবায়ো (Otunba Richard Adeniyi Adebayo) ৩০ অক্টোবর, ২০২০ যৌথভাবে নাইজেরিয়ার আবুজায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে ‘কমার্শিয়াল ডিসপ্লে রুম’করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগদান করেন এবং নাইজেরিয়ার মন্ত্রী সশরীরে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে হাইকমিশনার মোঃ শামীম আহসান স্বাগত বক্তব্য রাখেন। উভয় মন্ত্রী হাইকমিশনের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং বলেন যে এটি বিদেশিদের বিশেষত নাইজেরিয়ার আমদানিকারক এবং বিনিয়োগকারীদেরকে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য এবং বিনিয়োগ পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানে ভূমিকা রাখবে। মন্ত্রীদ্বয় দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির সাম্প্রতিক প্রবণতার কথা তুলে ধরে দুদেশের স্বার্থে বিশেষ করে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্ভাবনা অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তার উপরে জোর দেন। উল্লেখ্য, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১১.২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০১৮-১৯ অর্থবছর) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৪.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে (২০১৯-২০ অর্থবছর) দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি আরো বলেন যে, এ শুভ উদ্যোগ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় এক নতুন মাত্রা যোগ করলো। আফ্রিকার বৃহত্তম অর্থনীতি এবং বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী নাইজেরিয়ার সাথে ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার ওপর তাঁর গভীর আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন। টিপু মুনশি সাম্প্রতিক সময়ে স্বাক্ষরিত কয়েকটি সমঝোতা স্মারকসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কোন্নয়নে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন।

নাইজেরিয়ার মন্ত্রী অতুনবা রিচার্ড প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রার প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশের বিনিয়োগকারীদের নাইজেরিয়ায় পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য খাতে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

‘কমার্সিয়াল ডিসপ্লে রুম’উদ্বোধনের পর উভয় মন্ত্রী ‘নাইজেরিয়ান-বাংলাদেশি চেম্বার অভ্‌ কমার্স’ এবং ‘নাইজেরিয়া-বাংলাদেশ বিজনেস এন্ড টেকনোলজি ফোরাম’ এর উদ্বোধন করেন। চেম্বার এর সভাপতিদ্বয় দু’দেশের মধ্যে ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালনের দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠান শেষে উভয় মন্ত্রী পরস্পরকে দেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁরা আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাণিজ্য সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন, বাণিজ্য ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, নাইজেরিয়ার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং নাইজেরিয়ার বিভিন্ন চেম্বার ও বাণিজ্যিক নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

#

খাদিজা/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৬৪

**বঙ্গবন্ধু বিশ্ব দরবারে নির্যাতিত মানুষের কণ্ঠস্বর ছিলেন**

**-- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাঙালি জাতির পিতাই ছিলেন না, বিশ্ব দরবারে তিনি নির্যাতিত মানুষের কণ্ঠস্বর ছিলেন । এ কারণে তিনি বলেছিলেন ‘বিশ্ব দুই শিবিরে বিভক্ত - শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে’।

মন্ত্রী আজ ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ডুয়েট ছাত্রলীগ এলামনাই এসোসিয়েশন (ডুয়েকা) আয়োজিত মুজিববর্ষ উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সে সময় যুদ্ধবিধ্বস্ত ও দরিদ্র দেশের রাষ্ট্রপতি হয়েও তিনি বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের মুক্তির কথা ভাবতেন এবং বলতেন । সে কারণে তিনি প্রভাবশালী যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ব্লকে না গিয়ে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগ দেন।

মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় পাকিস্তান আমলে বাঙালিদের প্রতি বিভিন্ন বৈষম্যের কথা তুলে ধরে বলেন, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সকল বৈষম্য হতে জাতিকে মুক্ত করার জন্যই বঙ্গবন্ধু সংগ্রাম করেছেন। বঙ্গবন্ধু ২৩ বছরে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার জন্য ধাপে ধাপে প্রস্তুত করেছেন এবং দেশ স্বাধীন করেছেন।

মন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের মিত্রবাহিনীর সদস্যরা এখনও বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু মাত্র তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সদস্যদের নিজ দেশে ফেরত পাঠান। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনর্গঠন করেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গবেষণা এমনকি প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জনের সকল পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেছিলেন । বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনাগুলোই বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে।

#

মারুফ/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫৩

**‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস’** **উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর):

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

প্রতিবছরেরর ন্যায় এবারও ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের তারুণ্যদীপ্ত যুবসমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

এবারের প্রতিপাদ্য ‘মুজিববর্ষের আহ্বান, যুব কর্মসংস্থান’ অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুমহান নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্যস্বাধীন দেশপুনর্গঠনে সবধরনের পদক্ষেপ নিয়ে ছিলেন। তিনি যুবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি দেশপুনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার উন্নয়নের মূলধারায় যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করতে দেশব্যাপী বিভিন্ন প্রকল্প ও যুবকর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং কৃষিভিত্তিক বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। যুবঋণ দিয়ে তাদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দক্ষজনশক্তি হিসেবে প্রবাসেও যুবদের কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটেছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২ লাখ ২৯ হাজার ৭৩৭ জন শিক্ষিত বেকার ‍যুবক ও যুবনারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ৬৪টি জেলা কার্যালয় ও যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৪৯৮টি উপজেলায় ৮৩টি ট্রেডে এ পর্যন্ত ৬১ লাখ ৭৬ হাজার ৭০৮ জন যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে ২২ লাখ ৩৮ হাজার ৭০৫ জন যুব আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে।

আমরা ‘যুবকল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬’ প্রণয়ন করেছি। যার আওতায় এ পর্যন্ত ১২ হাজার ২৩৫টি যুব সংগঠনকে ১৭ কোটি ৮৫ লাখ ৪৬ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ‘জাতীয় যুবনীতি, ২০১৭’ প্রণয়নপূর্বক অ্যাকশন প্ল্যান প্রকাশিত হয়েছে ও ইয়ুথ ইনডেক্স প্রণীত হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী যুবসংগঠনগুলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে যুবসংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন, ২০১৫ ও যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২০ হাজারের অধিক যুবসংগঠন তালিকাভুক্ত ও নিবন্ধিত হয়েছে। দেশের বহু যুবক ও যুবসংগঠক ‘কোভিড-১৯’ পরিস্থিতিকালীন স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারের অঙ্গীকার ‘তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি’কে বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি উপজেলায় যুব প্রশিক্ষণ ও বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সেন্টার অভ্‌ এক্সিলেন্স হিসেবে সাভার, ঢাকায় শেখ হাসিনা জাতীয় যুবউন্নয়ন ইনস্টিটউট গড়ে তোলা হয়েছে, যার মাধ্যমে যুবপ্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উচ্চতর ডিগ্রি প্রদান করা হবে।

যুবসমাজকে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি কর্মসংস্থান, আত্নোন্নয়ন ও সমাজ বিনির্মাণে গতিশীল ভূমিকা রাখতে হবে। পাশাপাশি মহিলা, শিশু বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রতিবন্ধী ও পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিও যুবসমাজকে দায়িত্বশীল হয়ে সমাজ-রাষ্ট্র থেকে সন্ত্রাস, মাদক, দুর্নীতি ও জঙ্গিবাদনির্মূলে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের সরকার যুবসমাজকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখবে।

আমি আশা করি, প্রাণশক্তিতে ভরপুর আমাদের যুবসমাজ তাদের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে আরও কার্যকর অবদান রাখবে।

আমি ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।’’

#

ইমরুল/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২০/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫২

**বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১ নভেম্বর ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“দেশের যুবসমাজের মধ্যে সচেতনতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও পহেলা নভেম্বর ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি যুবসমাজকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন। ‌এবছর বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবসের প্রতিপাদ্য ‘মুজিববর্ষের আহ্বান, যুব কর্মসংস্থান’ সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

যুবসমাজ জাতির প্রাণশক্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। তারা সাহসী, বেগবান, প্রতিশ্রুতিশীল, সম্ভাবনাময় ও সৃজনশীল। বাংলাদেশের ইতিহাসে যুবদের বীরত্বপূর্ণ অবদান ও মহান আত্মত্যাগ চিরঅম্লান হয়ে থাকবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আহ্বানে মুক্তিসংগ্রামের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় এদেশের যুবসমাজ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লালসূর্য। মূলত বাংলাদেশের ইতিহাস যুবদের গৌরবময় অবদানে ভাস্বর। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনসহ জাতির বিভিন্ন সঙ্কট উত্তরণে যুবসমাজের অবদান জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই যুবসমাজ। আগামী ২০৪৩ সাল পর্যন্ত যুবসমাজের সংখ্যাগত আধিক্যের এ ধারা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নতদেশে রূপান্তর ও জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জন করতে এ জনমিতিক সুবিধাকে (Demographic Dividend) কাজে লাগাতে হবে। এজন্য আমাদের যুবসমাজকে পরিপূর্ণ দক্ষ ও মানবিক করে গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। তাদের পশ্চাৎপদতা, কুসংস্কার, মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রেখে আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, পরমতসহিষ্ণু, উদার ও নৈতিকতাসম্পন্ন বিবেকবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। দেশপ্রেমের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে যুবসমাজ দেশগঠনের কাজে নিজেদের ‌আরো বেশি নিবেদিত করবে - এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১২৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৪৩

**১ নভেম্বর থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত প্রতি মাসের প্রথম রবিবার বিনামূল্যে**

**উন্মুক্ত থাকবে জাতীয়া চিড়িয়াখানা**

ঢাকা, ১৪ কার্তিক (৩০ অক্টোবর) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত প্রতিমাসের প্রথম রবিবার বিনামূল্যে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা।

১ নভেম্বর ২০২০, রবিবার থেকে চিড়িয়াখানা খোলার পূর্বনির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমের নির্দেশনায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

উল্লেখ্য করোনাভাইরাসের বিস্তাররোধে গত ২০ মার্চ থেকে জাতীয় চিড়িয়াখানা বন্ধ থাকায় সম্প্রতি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাসহ শর্তসাপেক্ষে ১ নভেম্বর থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকরের জন্য নির্দেশনা দিয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

#

ইফতেখার/শাহ আলম/শামীম/২০২০/১৩৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৪১

**কমিউনিটি পুলিশিং দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৪ কার্তিক (৩০ অক্টোবর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘কমিউনিটি পুলিশিং দিবস-২০২০’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“প্রতিবছরের মতো এবারও ৩১ অক্টোবর ‘কমিউনিটি পুলিশিং দিবস-২০২০’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি পুলিশের সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাবিধান, আইনের শাসনপ্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকাররক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পুলিশ। বাংলাদেশ পুলিশ দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিনিয়ত তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব একনিষ্ঠভাবে ও সাহসিকতার সঙ্গে পালন করছে।

জনগণ ও পুলিশের পারস্পরিক আস্থা, সমঝোতা ও শ্রদ্ধা কমিউনিটি পুলিশিং এর মূলকথা। আধুনিক কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থাপনায় জনগণের সাথে প্রাণবন্ত সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অপরাধদমন, আইন-শৃঙ্খলারক্ষা ও সামাজিক সমস্যাদির উৎস উদ্‌ঘাটনপূর্বক তা সমাধান ও অপরাধভীতি হ্রাস করে মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশব্যাপী কমিউনিটি পুলিশিং এর কার্যক্রম শুরু হওয়ার পাঁচবছরের মধ্যে ৬০ হাজার ৯১৮টি কমিটির মাধ্যমে ১১ লাখ ১৭ হাজার ৮০ জন কমিউনিটি পুলিশিং সদস্য পুলিশের সঙ্গে একযোগে অংশীদারেত্বের ভিত্তিতে কাজ করে অপরাধনিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাসমাধানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ইতোমধ্যে, বাংলাদেশে রেলওয়ে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং হাইওয়ে পুলিশেও কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে অপরাধদমনে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। আগামীতেও নারীনির্যাতন, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসদমনের পাশাপাশি সাইবার অপরাধনিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতাবৃদ্ধিতে কমিউনিটি পুলিশিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বিশ্বায়নের এ যুগে সহজলভ্য প্রযুক্তি অপরাধকে আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক পরিসরে দ্রুত বিস্তৃত করছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় প্রযুক্তিনির্ভর অপরাধপ্রতিরোধ ও অপরাধ উদ্‌ঘাটনে পুলিশকে উন্নত প্রযুক্তিজ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি জনগণ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কস্থাপন করে সকলের সহায়তায় একযোগে কাজ করার কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ পুলিশকে সাইবারক্রাইম, জঙ্গি ও সন্ত্রাসদমন, মানিলন্ডারিং ইত্যাদি সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম একটি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে আমাদের সরকার এন্টি টেরোরিজম ইউনিট, সাইবার ইউনিট গঠনসহ সবধরনের সময়োপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ দেশগড়ার লক্ষ্যে পুলিশের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে জনবল ও বাজেটবৃদ্ধিসহ সার্বিক সক্ষমতাবৃদ্ধিতে আওয়ামী লীগ সরকারের নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি সম্প্রীতিময়, শোষণমুক্ত, জঙ্গি, মাদক ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত মানবিক দেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আগামী দিনগুলোতে পুলিশের সকল সদস্য আরো আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দেবে, এ আমার প্রত্যাশা।

আমি আশা করি, মুজিববর্ষে নতুন স্পৃহা ও আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে পুলিশ সদস্যগণ জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জনতার পুলিশে পরিণত হবে।

আমি ‘কমিউনিটি পুলিশিং দিবস-২০২০’ এর সকল আয়োজনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/শাহ আলম/শামীম/২০২০/১০.১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪১৪০

**কমিউনিটি পুলিশিং ডে** **উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৪ কার্তিক (৩০ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ‘কমিউনিটি পুলিশিং ডে-২০২০’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশ পুলিশ আয়োজিত ‘কমিউনিটি পুলিশিং ডে-২০২০’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবার ‘কমিউনিটি পুলিশিং ডে-২০২০’ এর প্রতিপাদ্য ‘মুজিববর্ষের মূলমন্ত্র কমিউনিটি পুলিশিং সর্বত্র’ অত্যন্ত যথার্থ ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ পুলিশ দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, শান্তি-শৃঙ্খলারক্ষা, অপরাধনিয়ন্ত্রণ ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। সাম্প্রতিক সময়ে জঙ্গি ও সন্ত্রাসদমন, গণতন্ত্ররক্ষা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পুলিশের উল্লেখযোগ্য সাফল্য রয়েছে। বিশেষভাবে করোনাক্রান্তিকালে মানবসেবার মাধ্যমে পুলিশসদস্যগণ দেশপ্রেম, পেশাদারিত্ব ও মানবিকতার যে অনুপম নিদর্শন স্থাপন করেছে, তা সাধারণ মানুষের কাছে পুলিশের ভাবমূর্তি ও মর্যাদা বহুলাংশে উজ্জ্বল করেছে।

‘পুলিশই জনতা, জনতাই পুলিশ’ এই নীতির আলোকে কমিউনিটি পুলিশিং পরিচালিত হচ্ছে। পুলিশ ও জনগণের পারস্পরিক সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে পুলিশ সদস্যদের নিষ্ঠার সাথে দায়িত্বপালন করতে হবে। মানুষের মন থেকে পুলিশভীতি দূর করতে হবে। পুলিশ সদস্যদের পেশাগত দায়িত্বপালনকালে জনগণের মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার ও আইনের শাসনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থাকে সামাজিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

কমিউনিটি পুলিশিং এর যথাযথ প্রসার ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিকল্পে সকলের মধ্যে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি ও বাস্তবক্ষেত্রে তা প্রয়োগের ক্ষমতাসৃষ্টির লক্ষ্যে পুলিশ ও জনগণকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে উন্নতদেশে পরিণত হওয়ার যে যাত্রা আমরা শুরু করেছি, ইতোমধ্যে অনেকক্ষেত্রেই আমরা সে যাত্রায় সফলতা অর্জন করতে পেরেছি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশও একান্ত সারথী হিসেবে সরকারের উন্নয়নকার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পুলিশকে জনগণের পুলিশ হিসেবে গড়ে তুলতে পুলিশসদস্যদের সদা সচেষ্ট থাকতে হবে। একটি জনবান্ধব পুলিশি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কমিউনিটি পুলিশিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি ‘কমিউনিটি পুলিশিং ডে-২০২০’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/শাহ আলম/শামীম/২০২০/১০.১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১২৮

**১ নভেম্বর দেশব্যাপী বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস উদ্যাপিত হবে**

**-- যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ কার্তিক (২৯ অক্টোবর) :

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আগামী ১ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০ উদযাপিত হবে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এবারের যুব দিবসের সকল কর্মসূচি স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ পূর্বক সীমিত পরিসরে আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে যুবসমাজের সৃজনশীলতা,আত্মপ্রত্যয় ও তাদের কর্মস্পৃহার প্রতি আস্থা রেখে মুজিববর্ষের এ বছর জাতীয় যুবদিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে : ‘মুজিববর্ষের আহ্বান, যুব কর্মসংস্থান’।

আজ বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০ উদ্যাপন উপলক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ যুব সমাজের কল্যাণে বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী সরকারের অঙ্গীকার রয়েছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকীর এ মাহেন্দ্রক্ষণে এবারের যুব দিবসের নামকরণ করা হয়েছে ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০’। তাই যুব সমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে বেকার যুবদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলা, যুব ঋণ প্রদান, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আখতার হোসেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আখতারুজ জামান খান কবির ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৭৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৮৮

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর সমাপনী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর**

**উদ্বোধন উপলক্ষে গ্রহণ করা হবে বিশেষ কর্মসূচি**

ঢাকা, ৯ কার্তিক (২৫ অক্টোবর) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের সমাপনী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের উদ্বোধন উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সাথে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধিদের এ সংক্রান্ত এক সমন্বয় সভায় এ কথা জানানো হয়। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সঞ্চালনায় জুম অনলাইন প্লাটফর্মে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী স্বাগত বক্তব্যে সভাকে অবহিত করেন যে, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবজনিত বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনার আলোকে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে জনসমাগম পরিহার করে জন্মশতবার্ষিকীর বাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী আগামী ১৭ই মার্চ ২০২১ তারিখে জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের সমাপনী এবং আগামী ২৬শে মার্চ ২০২১ তারিখে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপনের উদ্বোধন উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে।

সভায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপনের বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণের কথা জানানো হয়। সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর সমাপনী অনুষ্ঠান এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। অচিরেই এসব কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হবে বলে তিনি জানান।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে সাবেক অর্থ মন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ. ক ম মোজাম্মেল হক, শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, সাবেক সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ মাহফুজুর রহমান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ বদরুল আরেফিন, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জাহানারা পারভীন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সদস্য সচিব শেখ হাফিজুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাাকী, কবি তারিক সুজাত এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

#

লিপি/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৮৫৫ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : ৪০৮০

**জাতির পিতার নামে আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন সম্পর্কিত কমিটির প্রথম ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ৯ কার্তিক (২৫ অক্টোবর):

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে জাতির পিতার নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন সম্পর্কিত কমিটির প্রথম ভার্চুয়াল সভা কমিটির আহ্বায়ক ও স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এর সভাপতিত্বে ২২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জাতির পিতার নামে আন্তর্জাতিক পুরস্কারের নামকরণ, নির্বাচন প্রক্রিয়া, ক্ষেত্র, সংখ্যা ও মূল্যমান নির্ধারণসহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সরকার এবছরের ১৭ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত সময়কে মুজিববর্ষ ঘোষণা করেছে। চলমান বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারির কারণে প্রত্যেক মন্ত্রণালয় ও বিভাগ তাদের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক স্বাস্থ্য বিধি মেনে জন্মশতবার্ষিকীর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে বঙ্গবন্ধুর নামে আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি।

গত ২০ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী এই আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন সংক্রান্ত প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রস্তাব পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকারকে আহ্বায়ক করে ১৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয় যা ইতোমধ্যে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

ভার্চুয়াল সভায় কমিটির সদস্য হিসেবে সাবেক মন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমু, সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক, শিক্ষামন্ত্রী মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড.গওহর রিজভী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি শেখ ফজলে শামস পরশ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক সংযুক্ত থেকে মতামত দেন।

#

আলতাফ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/জসীম/মাসুম/২০২০/১৫২৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫৮

**মুজিববর্ষে উপলক্ষে এক সুবর্ণ নাগরিকের পাশে দাঁড়ালেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ কার্তিক (২৩ অক্টোবর) :

মুজিববর্ষ উপলক্ষে বরিশালের একজন সুবর্ণ নাগরিক শিশুকে স্ট্যান্ডিং ফ্রেম বিতরণ করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক।

আজ বরিশালের পানি উন্নয়ন বোর্ডের রেস্টহাউসে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিমন্ত্রী শিশুকে এই ফ্রেম উপহার দেন।

প্রতিমন্ত্রী আগামীকাল বরিশাল সার্কিট হাউসে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের মাঝে সাদাছড়ি বিতরণশেষে দুপুরে বরিশালে বিভিন্ন ড্রেজিং প্রকল্প পরিদর্শন করবেন ।

#

আসিফ/খালিদ/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/২২৪০ ঘণ্টা

Handout Number : 4053

**Prime Minister's message on the 75th anniversary**

**of the founding of the United Nations**

Dhaka, 23 October :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the 75th anniversary of the founding of the United Nations :

“On the 75th anniversary of the founding of the United Nations, Bangladesh joins the international community in reaffirming our unwavering commitment to the principles and objectives enshrined in the United Nations Charter.

This year holds a special significance for Bangladesh as we are celebrating the birth centenary of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. In his maiden speech at the United Nations General Assembly on 24 September 1974, Bangabandhu made an unequivocal commitment to global peace, emphasized solidarity among nations, championed multilateralism and called for the promotion of human rights, justice and the rule of law nationally and globally. Our engagement with the United Nations is guided by his adept philosophy and vision.

2020 is a challenging year because of the outbreak of the COVID-19, Since early 2020, the pandemic continues to ravage through and reverberate around the world. It has put enormous strains on our societies, economies, health systems, lives and livelihoods, businesses and export earnings. Only by working together and in solidarity can we end the pandemic and effectively tackle its consequences.

Over the last 75 years, the United Nations has had many achievements. It has promoted freedom, shaped norms for international development, helped mitigate conflicts and saved hundreds of thousands of lives through humanitarian action. It has worked to promote and protect all human rights and fundamental freedoms for all, including the equal rights of women and men. There are still areas where the UN can play a more decisive and robust role in resolving many of today’s intractable challenges such as the Rohingya Crisis. The world is still beset with poverty, hunger, armed conflicts, terrorism, insecurity, climate change - all of which call for concerted efforts and greater action. As we agreed in the declaration of the 75th anniversary of the United Nations, our challenges today are interconnected and can only be addressed through reinvigorated multilateralism. Only together can we build resilience against future pandemics and other global challenges.

Bangladesh has been an active, contributing and responsible member of the United Nations. In the endeavor to maintain global peace and security, Bangladesh has emerged as one of the leaders in the United Nations Peacekeeping Missions by adhering to our long-standing ‘Culture of Peace’. Our government has also made exemplary achievements in implementing the SDGs, increasing women empowerment, enhancing access to economic and social rights, achieving food security and reducing inequalities. Our economic performance for the last 11 years has been stellar. We are right on track to become a middle-income country by 2021 a developed country by 2041, and a prosperous Delta by 2100.

The world today is different from what it was 75 years ago when the UN was founded. In this ever-evolving world of more challenges and opportunities, we expect the UN to remain the most trusted partner to all nations. With a concrete and meaningful roadmap for shaping the future, the UN can guide us in our endeavor to build a secure future for us where security would be guaranteed, development ensured and human rights protected. Bangladesh remains committed to working together with the United Nations and international community in responding to all shared challenges to create a peaceful, sustainable, inclusive and just world.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Ashraf/Zulfikar/Rezzkul/Shamim/2020/1523 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৩৮

নবনিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারের সাথে বাণিজ্যমন্ত্রীর বৈঠক

**বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত বিষয় নিয়ে ডিজিটাল জাদুঘর নির্মাণ করবে ভারত**

ঢাকা, ৬ কার্তিক (২২ অক্টোবর) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, ভারত বাংলাদেশের বড় ব্যবসায়ীক অংশীদার এবং পরীক্ষিত বন্ধুরাষ্ট্র। উভয় দেশের বাণিজ্য দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশি পণ্য ভারতে রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাগুলো দূর করে ভারতে রপ্তানি বাড়ানো হবে। ভারতে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির প্রচুর সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারত বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত বিষয় নিয়ে একটি ডিজিটাল জাদুঘর নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। এ বিশেষ উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি।’

মন্ত্রী আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে ঢাকায় নবনিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামীর সাথে মতবিনিময়ের পর সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এলাকায় স্থাপিত বর্ডার হাটগুলোতে উভয় দেশের মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। আরো তিনটি বর্ডার হাট উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে। যত দ্রুত সম্ভব এ তিনটি বর্ডার হাট উদ্বোধন করা হবে। বাণিজ্য ক্ষেত্রে চলমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, আলোচনার মাধ্যমে এগুলো সমাধান করা হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব (এফটিএ) মোঃ শহিদুল ইসলাম এবং ডব্লিউটিও এর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ হাফিজুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন ।

#

বকসী/সাহেলা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০২৮

**বঙ্গবন্ধু জীবনমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন -শিক্ষা উপমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ কার্তিক (২২ অক্টোবর):

শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গবন্ধু ব্যবহারিক ও জীবনমুখী শিক্ষার ওপর  গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে  কৃষি ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে যুবসমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। জাতির পিতা ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ‘‘ব্রিটিশরা বিএ, এমএ পাস করিয়ে আমাদের কেরানি বানিয়ে দিয়ে গেছে। তোমরা জমিতে  গিয়ে শেখো কিভাবে ফসল ফলাতে হয়।’’

মহিবুল হাসান বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষা ভাবনাকে আমরা ধারণ করতে পারিনি। আমরা সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য সার্টিফিকেট সর্বস্ব শিক্ষায় মনোনিবেশ করেছিলাম। যত্রতত্র অনার্স মাস্টার্স চালুর কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বেকার তৈরি করার কারখানায় পরিণত হয়েছে।

উপমন্ত্রী গতকাল রাতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মুজিববর্ষে শতঘন্টা মুজিব চর্চা এর অংশ হিসেবে ‘‘জাতির পিতার শিক্ষা ভাবনা’’ শীর্ষক এক অনলাইন আলোচনায় একথা বলেন।

উপমন্ত্রী আরো বলেন, রাষ্ট্রীয়ভাবে বঙ্গবন্ধুকে চর্চা করা উচিত ছিল। কিন্তু বিগত সরকারসমূহ ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম পর্যন্ত মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে। ৭ ই মার্চের ভাষণকে মানব ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে ইউনেস্কো স্বীকৃতি দিয়েছে ।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় আরো যুক্ত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

#

খায়ের/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/মাসুম/২০২০/১২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০১৪

**সারা বিশ্বে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য উদাহরণ**

**-- পর্যটন প্রতিমন্ত্রী**

হবিগঞ্জ, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, অসাম্প্রদায়িক চেতনার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ। সারা বিশ্বে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য উদাহরণ। প্রতিটি ধর্মের উৎসব এখানে সার্বজনীনভাবে উদ্যাপিত হয়।

আজ হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে মুজিববর্ষ উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল উদ্বোধন, শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সার্বজনীন পূজা মণ্ডপে প্রধানমন্ত্রীর অনুদান হস্তান্তর এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে এককালীন অনুদান বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মাহবুব আলী আরো বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণ। তিনি তাঁর স্বপ্ন পূরণে কাজ করেছেন আজীবন। বর্তমানে তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িক, উন্নত ও আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। সকল ধর্মের, সকল মানুষের অধিকার আজ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত।

অনুষ্ঠানে চুনারুঘাট উপজেলায় শারদীয় দুর্গাপূজা সুষ্ঠুভাবে উদ্যাপনে ৭০টি পূজামন্ডপে ২০ হাজার টাকা করে অনুদান হস্তান্তর করা হয়। এছাড়া উপজেলার ৫ হাজার ৫শত পঞ্চাশ জন চা শ্রমিকের মাঝে ৫ হাজার টাকা করে নগদ অর্থ বিতরণের লক্ষে অনুদান বিতরণ কর্মসূচির সূচনা করা হয়।

#

তানভীর/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০১১

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে সংসদের বিশেষ অধিবেশন শুরু ৮ নভেম্বর**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর):

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৮ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় একাদশ জাতীয় সংসদের ১০ম অধিবেশন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে মুজিববর্ষে বিশেষ অধিবেশন (২০২০ সালের ৫ম অধিবেশন) আহ্বান করেছেন।

রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ অধিবেশন আহ্বান করেছেন।

#

তারিক মাহমুদ/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৭২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০১১

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে সংসদের বিশেষ অধিবেশন শুরু ৮ নভেম্বর**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর):

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৮ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় একাদশ জাতীয় সংসদের ১০ম অধিবেশন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে মুজিববর্ষে বিশেষ অধিবেশন (২০২০ সালের ৫ম অধিবেশন) আহ্বান করেছেন।

রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ অধিবেশন আহ্বান করেছেন।

#

তারিক মাহমুদ/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৭২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০০৫

**জাতীয় নিরাপদ সড়ক** **দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ জাতীয় নিরাপদ সড়ক-২০২০ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

‘‘নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিবহন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উদ্যোগে সারাদেশে ৪র্থ বারের মতো ‘জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০২০’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে এ বছরে দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘মুজিব বর্ষের শপথ, সড়ক করবো নিরাপদ’ যথার্থ হয়েছে বলে মনে করি।

টেকসই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে উন্নত পরিবহন সেবার বিকল্প নেই। সড়ক দুর্ঘটনাজনিত জীবনহানি, জখম এবং আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সড়ক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জাতীয় মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ, এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, ম্যাস র‌্যাপিড ট্রানজিট ও বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট নির্মাণসহ গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনয়নের নিমিত্তে বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান, রোড সেফটি অডিট পরিচালনাসহ জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি এ লক্ষ্যে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

দেশের সড়ক অবকাঠামোর উন্নয়নের সাথে সাথে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। সড়কপথে মোটরযানের সংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রুটিপূর্ণ যানবাহন, বিপদজনক বাঁক, অপ্রতুল প্রশিক্ষণ, বেপরোয়া গতি এবং আইন না মানার প্রবণতা ইত্যাদি সড়ক নিরাপত্তার জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পরিবহন মালিক, শ্রমিক, যাত্রি, পথচারী নির্বিশেষে সকলের এ সংক্রান্ত আইন ও বিধি বিধান জানা এবং তা মেনে চলা আবশ্যক। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থে সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে আমি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ‘জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০২০’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরান/অনসূয়া/মামুন/কামাল/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০০০

**লাইট এণ্ড সাউন্ড শো এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের**

**থ্রিডি হলোগ্রাম অন্তর্ভুক্তির পরামর্শ সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর**

মেহেরপুর, ৪ কার্তিক (২০ অক্টোবর) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন 'মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন (২য় পর্যায়) প্রকল্প' এর পর্যালোচনা সভা আজ মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সের পর্যটন মোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, ঐতিহাসিক মুজিবনগর বাংলাদেশের স্বাধীনতার অন্যতম তীর্থস্থান ও প্রথম (অস্থায়ী) রাজধানী। মুজিবনগরকে দৃষ্টিনন্দন আন্তর্জাতিকমানের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রায় ৫৪০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, মুজিবনগরে এসে দেশি-বিদেশি পর্যটকগণ যাতে মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারেন এবং একইসাথে আম্রকাননের অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন সে লক্ষ্যে প্রকল্পটির মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য, বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথের ভাস্কর্য, ডিওরোমা, প্যানোরামা, মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য বাগান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শিশুপার্ক, নভোথিয়েটারসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ ও চেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পটিতে লাইট এন্ড সাউন্ড শো এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের থ্রিডি হলোগ্রাম অন্তর্ভুক্তির পরামর্শ প্রদান করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। এছাড়া তিনি পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রকল্পের গুণগতমান বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

#

ফয়সল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৯০

**টোকিওর বাংলাদেশ দূতাবাসে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন**

টোকিও, ২০ অক্টোবর :

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সরকার ২০২০ সালকে ‘মুজিববর্ষ’ হিসেবে ঘোষণা করেছে। নানা আয়োজনে মুজিববর্ষ পালন করছে টোকিও মিশন। সে ধারাবাহিকতায় জাতির পিতার জীবনকর্মের উপর আলোকচিত্র ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা বই ও সাময়িকী সমন্বয়ে দূতাবাস ভবনের তৃতীয় তলায় ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ স্থাপন করা হয়েছে।

জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ উদ্বোধন করেন। এসময় তিনি কর্নারে সংরক্ষিত বই ও আলোকচিত্র পরিদর্শন করেন।

উদ্বোধনের পূর্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদ সদস্য এবং মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহীদদের আত্মার মাগফিরাত ও দেশের সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া করা হয়। এসময় দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শিপলু/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/আসমা/২০২০/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৮৯

**মুজিবনগরে আন্তর্জাতিকমানের স্মৃতিকেন্দ্র গড়ে তুলতে প্রকল্প গ্রহণ**

মুজিবনগর (মেহেরপুর), ৪ কার্তিক (২০ অক্টোবর) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, ঐতিহাসিক মুজিবনগর মহান স্বাধীনতার অন্যতম তীর্থস্থান। ঐতিহাসিক মুজিবনগরে আন্তর্জাতিকমানের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রায় ৫৪০ কোটি টাকার প্রকল্প নেয়া হয়েছে।

আজ মেহেরপুরে মুজিবনগর কমপ্লেক্সের পর্যটন মোটেলে ‘মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন-দ্বিতীয় পর্যায়' প্রকল্পের স্থাপত্য পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। ভার্চুয়াল-এ সভায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী মুজিবনগর কমপ্লেক্সের বিভিন্ন অবকাঠামো ঘুরে দেখেন এবং মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী জানান, ‘ঐতিহাসিক মুজিবনগরে এসে দেশি-বিদেশি পর্যটকগণ যাতে মুজিবনগরে আম্রকাননের অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারেন সে লক্ষ্যে  বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু  শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য নির্মাণ করা হবে। এছাড়া বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথের ভাস্কর্য নির্মাণ, ডিওরোমা, প্যানোরামা, মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য বাগান ও ম্যুরাল স্থাপনসহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং শিশুপার্ক স্থাপন করা হবে।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, নতুন প্রজন্ম মুজিবনগর এসে মুক্তিযুদ্ধকে উপল‌দ্ধি করবে। তারা মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জেনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যাতে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করে, সেজন্য মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে দৃষ্টিনন্দন করে তোলার অনুরোধ করেন। তিনি প্রকল্পে প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এখানে লাইট এন্ড সাউন্ড শো এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরা এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের হলোগ্রাফিক উপস্থাপনের অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেন। এছাড়া তিনি পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টিও দেখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মাদ মুনসুর আলম খান এর সভাপতিত্বে সভায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সচিব তপন কান্তি ঘোষ, খুলনা বিভাগীয় কমিশনার ড. মু: আনোয়ার হোসেন হাওলাদার, স্থাপত্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক স্থপতি আসিফুর রহমান ভুঁইয়াসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, ভাস্কর, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

মারুফ/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/আসমা/২০২০/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৭৭

**বঙ্গবন্ধু স্কয়ারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন পূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

আজ গাজীপুরের পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকায় বঙ্গবন্ধু স্কয়ারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকায় বঙ্গবন্ধু স্কয়ার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সে প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু স্কয়ার স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মূল দায়িত্ব গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে এর নির্মাণ কাজের দায়িত্ব প্রদান করে। এর মূল নকশা প্রণয়ন করে স্থাপত্য অধিদপ্তর।

নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, তরুণ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনন্য ভূমিকা তুলে ধরতে স্থাপনাটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

অনুষ্ঠানে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী আশরাফুল আলম, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সাঈদ নূর আলম, স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল করিম/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৮৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৪

**টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছে সরকার**

**---শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ আশ্বিন (৫ অক্টোবর):

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শোভন কর্ম এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির (Decent work and Economic Growth) মতো এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে সরকার উন্নত দেশগুলোর আদলে বাংলাদেশেও শিক্ষকদের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করবে।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২০ উপলক্ষে আজ রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে আয়োজিত "বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন এবং মুজিব জন্মশতবর্ষে এমপিওভুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণ" শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারী ফোরামের নেতারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষা দর্শনের আলোকে মুজিব জন্মশতবর্ষে এমপিওভুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণের দাবি জানান। মন্ত্রী এ সময় এমপিওভুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণের দাবিকে যৌক্তিক উল্লেখ করেন। শিক্ষক সমাজের এ দাবি সময় মতো জাতীয় সংসদে তুলে ধরা হবে বলে তিনি শিক্ষক-কর্মচারী নেতাদের আশ্বস্ত করেন।

বাংলাদেশ বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারী ফোরামের সভাপতি মোঃ সাইদুল ইসলাম সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের বিচারপতি এম ফারুক, সংসদ সদস্য হাবিবা রহমান খান, ফোরামের যুগ্ম মহাসচিব উপাধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী, মোঃ আবদুল জব্বার, জি এম শাওন এবং সাংগঠনিক সম্পাদক এনামুল ইসলাম মাসুদ বক্তব্য রাখেন।

#

জলিল/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৮৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫৮

**মুজিববর্ষে গৃহহীনদের আবাসন নিশ্চিত করতে কাজ করছে সরকার**

**-গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ আশ্বিন (৫ অক্টোবর) :

মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি হলো কেউ গৃহহীন থাকবে না। এই প্রতিশ্রুতি বাস্তববায়নে সরকার নিরলস কাজ করছে।

আজ বিশ্ব বসতি দিবস ২০২০ এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ভিশন ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং সর্বোপরি ডেল্টা প্লান ২১০০ বাস্তবায়নে সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রয়োজন। এসময় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে দুর্নীতিমুক্ত থেকে স্বচ্ছতার সাথে জনসেবার মনোভাব নিয়ে দায়িত্বপালনের আহ্বান জানান তিনি।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত সচিব মো: শহীদ উল্লা খন্দকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের বিভাগ ও জেলা থেকে দপ্তর প্রধানগণ অনলাইনে যুক্ত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে প্রতিমন্ত্রী বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন।

#

রেজাউল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/মামুন/কামাল/খোরশেদ/২০২০/১৫৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫৬

**জাতীয় কন্যাশিশু দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২০ আশ্বিন (৫ অক্টোবর):

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

‘‘জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল কন্যাশিশুর প্রতি আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্নেহাশীষ জানাই। এবারের প্রতিপাদ্য ‘আমরা সবাই সোচ্চার, বিশ্ব হবে সমতার’-দেশের জন্য নতুন মাত্রা এবং বর্তমান করোনা প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

করোনা ভাইরাস সমগ্র বিশ্বকে স্থবির করে দিয়েছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। এক অদৃশ্য ভাইরাস মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। শিশুরাও এই পরিস্থিতিতে নিরাপদ নয়। আমাদের সরকার এই মহামারি মোকাবিলায় সবদিক থেকে তৎপর রয়েছে। আল্লাহতালার দরবারে বিশেষ দোয়া করি যেন এই সংক্রমণ থেকে শিশুসহ আমরা সবাই দ্রুত মুক্তি পাই।

আওয়ামী লীগ সরকার নারী ও কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়ন এবং তাদের প্রতি সকল সহিংসতা ও বৈষম্য দূর করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কন্যাশিশুদের কল্যাণে আমরা অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তির প্রবর্তন, বিনামূল্যে বই বিতরণ এবং নারী শিক্ষকদের সংখ্যাবৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমান সরকার কন্যাশিশুদের কল্যাণে ‘জাতীয় শিশুনীতি ২০১১’, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১’ এবং অধিকতর কঠোর ধারা উপধারা সন্নিবেশ করে পূর্বের আইনটি বাতিল করে ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭’ পাশ করেছে। এছাড়া কন্যাশিশুদের কল্যাণে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমাদের গৃহীত নানামুখী উদ্যোগের ফলে বেড়েছে নারী শিক্ষার হার, কমেছে বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের হার। আমাদের নারীরা শিক্ষিত হয়ে ও বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়ে আয়মুখী কার্যক্রমে যুক্ত হচ্ছে। এমনকি আমাদের মেয়েরা ক্রীড়াঙ্গনেও সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছে।

আমার বিশ্বাস, কন্যাশিশুদের অধিকার তথা নারী-পুরুষের সমতার পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে তারা সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

আমি জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হো ’’

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/মামুন/কামাল/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪৮

**হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বঙ্গবন্ধু কর্নারে বই প্রদান করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর):

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন তাঁর লেখা ৭টি বই প্রদান করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিজের লেখা এই বইগুলোর মধ্যে রয়েছে, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সমগ্র, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, বাংলাদেশ (উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ), বাংলাদেশের স্বাধীনতা-প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা-বাংলাদেশের উন্নয়ন ভাবনা ও আমাদের কূটনীতি, Bangladesh Marching Forward এবং টেকসই উন্নয়নের পথে অভিযাত্রা-বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক এ এইচ এম তৌহিদ-উল আহসানের নিকট আজ সকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বইগুলো হস্তান্তর করেন। সম্প্রতি মুজিব বর্ষ উপলক্ষে এ বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

#

তৌহিদুল/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪৫

**সিলেট-লন্ডন রুটে বিমানের সরাসরি ফ্লাইট চালু**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

সিলেট-লন্ডন রুটে সরাসরি ফ্লাইট চালু করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। আজ সকালে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ফ্লাইটের উদ্বোধন করেন। সপ্তাহের প্রতি বুধবার এই ফ্লাইট পরিচালিত হবে। প্রথম ফ্লাইটটি আজ সকাল ১১.১৫ মিনিটে ২৩২ জন যাত্রী নিয়ে লন্ডনের উদ্দেশ্যে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে যায়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেন, আজ দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সিলেট-লন্ডন ফ্লাইট শুরু হয়েছে। এই সরাসরি ফ্লাইট সিলেটবাসী ও যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার। সরাসরি বিমান যোগাযোগের ফলে দেশপ্রেমিক প্রবাসীদের সাথে দেশের যোগাযোগ আরও দৃঢ়, সহজ ও আরামদায়ক হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তত্ত্বাবধানে এখন আরও আধুনিক। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় জাতীয় পতাকাবাহী এই প্রতিষ্ঠানের বিমানবহরে যুক্ত হয়েছে বোয়িং ৭৮৭ ড্রিম লাইনার, ৭৭৭ ও ৭৩৭ মডেলের বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ১২ টি  উড়োজাহাজ। এই ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে আমরা কানাডা কর্মাসিয়াল কর্পোরেশন থেকে হতে স্বল্প পাল্লার ৩ টি নতুন ড্যাশ-৮ কিউ ৪০০ ক্রয় করেছি। অচিরেই এই বিমানগুলো আমাদের বহরে সংযুক্ত হবে।

মাহবুব আলী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। আর্ন্তজাতিক এবং অভ্যন্তরী অপারেশন এর পরিধি এবং ব্যাপ্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। নতুন গন্তব্য সংযোজন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বিমান চলাচল চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের যেকোন শহরে, যেকোনো সংখ্যক বিমান চলাচল করতে পারবে। ঢাকা-নিউইয়র্ক সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় অগ্রগতি।

তিনি আরো বলেন, সরকার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে সত্যিকার অর্থে বিশ্বমানের একটি এয়ারলাইন্স হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বহুমাত্রিক নেতৃত্বে বিমানের যাত্রীদের আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান সাজ্জাদুল হাসান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মোকাব্বির হোসেন, মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মাসুদ উদ্দিন আহমেদ প্রমূখ।

#

তানভীর/পরীক্ষিৎ/কামাল/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১৩৩0ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৭৪৪

**কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ৫০ শতাংশ করার অঙ্গীকারে প্রধানমন্ত্রীকে প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরার অভিনন্দন**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

             জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে ২০৪১ সালের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ৫০ শতাংশ করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার বিশ্বব্যাপী নারীর সমতা, ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতি অর্জনে মুক্তির সনদ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা।

আজ তথ্য অধিদফতরের সম্মেলনকক্ষে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

  প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ অক্টোবর সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করবেন। দিবসটির প্রতিপাদ্য শিশুর সাথে শিশুর তরে, বিশ্ব গড়ি নতুন করে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মুজিবর্ষে প্রকাশিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মভিত্তিক ২৫টি শিশু গ্রন্থমালা, শিশুদের আঁকা নির্বাচিত ছবি নিয়ে ‘আমরা এঁকেছি ১০০ মুজিব’ ও শিশুদের নির্বাচিত লেখা নিয়ে ‘আমরা লিখেছি ১০০ মুজিব’ বইয়ের মোড়ক উম্মোচন করবেন।

ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেন, দেশের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ শিশুদের উন্নয়ন, সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উদযাপন করে থাকে।  ৬ অক্টোবর ‘আমরা সবাই সোচ্চার, বিশ্ব হবে সমতার’’ প্রতিপাদ্য নিয়ে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদযাপন করা হবে।

 শিশু দিবসের অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার  ও অনালইনে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষ্যে পোস্টার, ফেস্টুন-ব্যানার স্থাপন, ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের সকল জেলা এবং উপজেলায় বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উদযাপন করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান লাকী ইনাম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ফরিদা পারভীন ও ড. মহিউদ্দীন আহমেদ এবং প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সুরথ কুমার সরকার উপস্থিত ছিলেন।

#

আলমগীর/পরীক্ষিৎ/কামাল/জসীম/কুতুব/২০২০/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪৩

**বিশ্ব বসতি দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব বসতি দিবসউপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৫ অক্টোবর ২০২০ জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব বসতি দিবসপালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘Housing For All: A Better Urban Future’ তথা ‘সবার জন্য আবাসন: ভবিষ্যতের উন্নত নগর’। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এবারের প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশের আবাসন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬নং অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রামের বৈষম ক্রমাগতভাবে দূর করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে নাগরিকদের আবাসন সমস্য দূরীকরণে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগ সরকার সবার জন্য আবাসন নিশ্চিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সবার জন্য পরিকল্পিত আবাসনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের উন্নত নগরায়ন নিশ্চিতকরণে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সরকার এ লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিশেষ করে স্বল্প আয়ের নাগরিকদের জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে নগর আবাসন নিশ্চিত করতে অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের জেলা শহরের পাশাপাশি বিভিন্ন উপজেলায় জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে প্লট ও ফ্ল্যাট প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। কোনো নাগরিকের যাতে বস্তিতে বসবাস করতে না হয় সেজন্য সরকার বস্তিবাসীদের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণ করছে। বস্তিবাসীদের জন্য ১৬ হাজারের বেশি ফ্ল্যাট নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

ইতোমধ্যে আবাসন খাতের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় এবং সুপরিকল্পিত নগরায়নের জন্য ‘জাতীয় আবাসন নীতি-২০১৭’ এবং ‘হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন-২০১৮’ প্রণয়ন করা হয়েছে। গৃহায়ন নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন, ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-১১’ অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে আধুনিক ও সময়োপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ‘আমার গ্রাম, আমার শহর’ কর্মসূচি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গ্রামে শহরের সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়ন, গ্রামে পাকা সড়ক নির্মাণ, রেল সংযোগ বৃদ্ধি, ভূমির পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং, কৃষি ও আবাসনের জমির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে শহরগুলোতে মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুতকরণসহ বহুমাত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০০৭ সাল থেকে বিশ্বে অর্ধেকেরও বেশী মানুষ নগরে বাস করে যা ২০৫০ সালে বেড়ে দুই তৃতীয়াংশে পরিণত হবে। তাই শহরে অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে জমির ব্যবহারে ও ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত পরিবর্তন আনতে হবে। এ লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও নগর পরিকল্পনার আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ নজর দিয়ে আবাসন সমস্যা সমাধান করতে হবে। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তর করতে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সবার জন্য টেকসই আবাসন নিশ্চিত করতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় আরো উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি।

আমি ‘বিশ্ব বসতি দিবস-২০২০’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২০/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪২

**বিশ্ব বসতি দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব বসতি দিবস’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ বছর বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য ‘Housing for all: A better urban future’ তথা ‘সবার জন্য আবাসন: ভবিষ্যতের উন্নত নগর’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আবাসন মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। এর সাথে মানুষের রুচি, সংস্কৃতি, আবহাওয়া, ভৌগলিক অবস্থানসহ নানা উপাদান জড়িত থাকে। তাই আবাসন মানুষের আকাঙ্ক্ষার সাথে মানানসই, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত হওয়া আবশ্যক। বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও গ্রামকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কেন্দ্রীয় দর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। নগর ও গ্রামের বৈষম্য দূরীকরণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকার প্রত্যেক গ্রামে শহরের সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ‘বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১): রূপকল্প ২০২১’ এ আবাসন ও অন্যান্য নাগরিক সেবার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন কর্মসূচির রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবেশ, মৌলিক পরিষেবা এবং নগরায়নের স্থানিক মাত্রা মোকাবিলার মাধ্যমে আবাসনের যোগান নিশ্চিতকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আবাসনখাতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ উন্নততর নগরায়ণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

বাংলাদেশে বিশেষ করে ঢাকা শহরে বিপুল সংখ্যক মানুষ বস্তিসহ অপরিকল্পিত ও অনানুষ্ঠানিক জনবসতিতে বসবাস করে থাকে। এ বিপুল জনগোষ্ঠী বিভিন্ন নাগরিক সুযোগ সুবিধার বাইরে থাকে। আমি আশা করি সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য নিরাপদ ও বাসযোগ্য আবাসন নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলো সমন্বিত উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে।

আমি ‘বিশ্ব বসতি দিবস ২০২০’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২০/১০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৭৪১

**বিশ্ব শিশু** **দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশুকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এবারের প্রতিপাদ্য : ‘শিশুর সাথে শিশুর তরে, বিশ্ব গড়ি নতুন করে’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, একদিন তারাই দেশের নেতৃত্ব দিবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে ‘শিশু আইন’ প্রণয়ন করেন। বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের অন্যতম অনুস্বাক্ষরকারী দেশ।

বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ প্রণয়ন করেছি। আমরা শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০, শিশু আইন ২০১৩ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ প্রণয়ন করেছি। পথশিশু, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছি। পরিত্যক্ত শিশুদের সেবা ও ভাতা প্রদান, পথশিশুদের পুনর্বাসনসহ তাদের জীবনমান উন্নত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। শিশুর শিক্ষা ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে স্কুল টিফিন, শিশুর জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছি। পাশাপাশি, বর্তমান সরকার হতদরিদ্র ও ছিন্নমূল শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং চা-বাগান ও গার্মেন্টস কর্মীদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার স্থাপন ও পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

আমরা দেশের সকল শিশুর সমঅধিকার নিশ্চিত করে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে কাজ করে যাচ্ছি। শিশুর সার্বিক বিকাশ ও অধিকার বাস্তবায়নে এবং শিশুদের প্রতি সহিংস আচরণ ও নির্যাতন বন্ধের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা, পরিবার ও সমাজের সকলকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ শীর্ষক করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে বিশ্ব বর্তমানে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন। শিশুরাও এই পরিস্থিতিতে নিরাপদ নয়। আমাদের সরকার এই মহামারি মোকাবিলায় সব দিক থেকে তৎপর রয়েছে। আমি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসহ সকল সচেতন নাগরিককে শিশুদের কল্যাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি আশা করি, দেশের শিশুদের আগামী নেতৃত্বের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলার মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্ষম হব।

আমি ‘বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০’-এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/কামাল/জসীম/কুতুব/২০২০/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৩৯

**বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে**

**ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান খাদ্যমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৮ আশ্বিন (৩ অক্টোবর) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, শেখ হাসিনা সেদিন বেঁচে ছিলেন বলেই আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করতে পেরেছিলেন এবং দেশের প্রতিটি সেক্টরে আজ উন্নয়নের জোয়ার বইছে। তাঁর নেতৃত্বেই দেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবে। মন্ত্রী সবাইকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশকে গড়ে তুলতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদ এবং বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা কৃষিবিদ পরিষদ এর যৌথ উদ্যোগে আজ জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি হলরুমে অনুষ্ঠিত জননেত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিন উপলক্ষে 'পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা প্রদানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার, দেশের সকল অনাবাদি জমিতে করতে হবে ফসল চাষাবাদ এবং জননেত্রী শেখ হাসিনা সম্মাননা পদক ২০২০' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, এই করোনাকালেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। শেখ হাসিনা সরকার আছে বলেই এই করোনাকালে দেশের একটি মানুষও না খেয়ে মারা যায়নি। এই কোভিড-১৯ এর সময়েও দেশে খাদ্যের অভাব হয়নি, দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ আছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে। একটা সময় কৃষক তার ফসলের ন্যায্যমূল্য পায়নি, ফলে কৃষক ধান উৎপাদন থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছিল। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রীর সঠিক দিকনির্দেশনায় কাজ করতে পেরেছি বলেই কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হয়েছে এবং কৃষক ফসলের ন্যায্যমূল্য পেয়েছে।

খাদ্যমন্ত্রী আক্ষেপ করে বলেন, কিছু কিছু মিলার ধান অবৈধ মজুদ করে রেখেছে। ইতোমধ্যেই আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কিছু কিছু জায়গায় এই সমস্ত মজুদকৃত ধান বাজেয়াপ্ত করেছে এবং তাদের বিভিন্ন জরিমানা করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে এবার খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ভিজিএফ এর আওতায় দেশের ১০০টি উপজেলায় পুষ্টি চাল বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

#

সুমন/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৭৩৬

‍

**দ্বিজাতিতত্ত্বের দেয়াল ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে**

**--- তথ্য প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ আশ্বিন (৩ অক্টোবর) :

তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান বলেছেন, দ্বিজাতিতত্ত্বের দেয়াল ভেঙে বীর বাঙালিরা ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছে। এ চেতনাকে সমুন্নত রেখে সকল ধর্মের মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর কালাচাঁদপুরে প্রজ্ঞানন্দ বৌদ্ধ বিহার আয়োজিত শুভ কঠিন চীবর দানোৎসব ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, একসময় উপমহাদেশ ছিল বৌদ্ধ ধর্মের লীলাভূমি। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ, পাহাড়পুর, ময়নামতি বিহারসহ এ দেশে ছোট বড় প্রায় ৫০০ বুদ্ধিস্ট স্থাপনা আছে। এগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যমে বুদ্ধিস্ট দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক যেমন গভীর হবে তেমনি দেশের পর্যটন শিল্পেরও উল্লম্ফন ঘটবে।

অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী মুরাদ বৌদ্ধ বিহার নির্মাণে ১০ লাখ টাকা অনুদান ঘোষণা করেন।

#

মাহবুবুর/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৭২৭ ঘণ্টা

Handout Number : 3733

**Foreign Minister stresses the sustainable development goals**

Dhaka, 3 October:

Foreign Minister Dr. A k Abdul Momen stressed the pursuit of sustainable development goals instead of investing in nuclear weapons to establish and sustain peace and stability in the world. He mentioned this in his recorded statement delivered at the High-Level Plenary Meeting of the UN General Assembly to Commemorate and Promote the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons on 2 October 2020.

Foreign Minister said that shaken by the horrors of the devastation of nuclear weapons in the second world war, the UN had envisioned a world free of nuclear weapons in the very first resolution it adopted. Unfortunately, the vision of a nuclear-free world has not been realized even after 75 years of the UN's founding at present and future generations continue to live under the threat of nuclear catastrophe.

In his statement, Dr. Momen mentioned that Bangladesh's steadfast commitment and adherence to nuclear disarmament stems from the historic speech delivered by our Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, at the UN General Assembly in 1974, in which he appealed to spare the world from the scourge of nuclear war.

Underscoring that Bangladesh is a party to all major nuclear disarmament treaties and among the 44 countries that have ratified the Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons, Foreign Minister assured that Bangladesh rejects the use of nuclear technology for destructive purposes but supports its peaceful application for development and welfare of humankind. Bangladeshis indeed harnessing the benefit of nuclear technology to build the country's first nuclear power plant for generating electricity.

Dr. Momen highlighted four specific points to realize the universal goal of a nuclear-free world. His proposal included, among others, an urge to cease the nuclear arms race among nations and  to get rid of the risk of nuclear weapons falling in the hands of the terrorists; the establishment of nuclear-weapon-free-zones in all parts of the world; and fostering effective international cooperation to leverage peaceful use of nuclear technology for the benefit of humankind.

#

Tohidul/Zulfikar/Rezzakul/Shamim/2020/1130 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭২৪

**সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকুন**

-- প্রবারণা পূর্ণিমায় তথ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

বাংলাদেশকে বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করে এই সম্প্রীতি বিনষ্টের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

বৌদ্ধধর্মীয় উৎসব প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে আজ রাজধানীর মেরুল বাড্ডায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে সভা ও ফানুস উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। এ সময় মন্ত্রী বৌদ্ধ ধর্মের সকলকে প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান ও দেশবাসীর শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত ধর্মমিত্র মহাথেরোর সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন।

মন্ত্রী বলেন, সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হয়েছে। সেই লক্ষ্যেই আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। সকল ধর্মের মানুষের মিলিত রক্তস্রোতের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা।

'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসাম্প্রদায়িকতা ও উন্নয়ন-সমৃদ্ধির প্রতীক এবং তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে আন্তঃধর্ম সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত' উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এর আগে কোনো বৌদ্ধ ব্যক্তিত্ব প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ছিলেন না, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই সেটি করেছেন, ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়াকে তাঁর বিশেষ সহকারী ও দলের দপ্তর সম্পাদক-দুই পদেই রেখেছেন।'

তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। কিন্তু দেশ-বিদেশ থেকে এখনো দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র চলছে। এ সম্পর্কে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।'

ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া তার বক্তব্যে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে প্রধানমন্ত্রীর ৭৪তম জন্মদিন উপলক্ষে গত ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত বিশেষ প্রার্থনার কথা উল্লেখ করে বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা যেভাবে সকল ধর্মের কল্যাণে কাজ করেছেন, তা এক বিরল দৃষ্টান্ত। আন্তঃধর্ম মৈত্রীর বন্ধন সকল সময় বজায় রাখতে হবে, বলেন তিনি।

আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারের নির্বাহী সভাপতি অশোক বড়ুয়া, বাংলাদেশের বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের সভাপতি ইঞ্জি: দিব্যেন্দু বিকাশ বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক সুনন্দপ্রিয় বড়ুয়া, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যান সুপ্তবসন বড়ুয়া, বাড্ডা ২১ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মাসুম গণি তাপস, বাড্ডা থানা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ সভায় বক্তব্য রাখেন।

সভাশেষে ড. হাছান মাহ্মুদ অতিথিদের নিয়ে বিহার প্রাঙ্গণে প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে ফানুস ওড়ানোতে অংশ নেন।

বৌদ্ধমতে শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে মহান গৌতম বুদ্ধ দেবলোক হতে সাংকশ্য নগরে অবতরণ করেছিলেন। প্রবারণা শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে রয়েছে আশাপূরণ, ধ্যান বা শিক্ষা সমাপ্তি ও আত্মশুদ্ধি।

#

আকরাম/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭০২

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির**

**সকল মেধাসম্পদের কপিরাইট সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১৫ আশ্বিন (৩০ সেপ্টেম্বর) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে তৈরিকৃত বিভিন্ন মেধাসম্পদের কপিরাইট সংক্রান্ত এক অনলাইন সভা আজ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রকাশনা ও সাহিত্য উপকমিটির আহ্বায়ক সাবেক মন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি যে সকল গ্রন্থ, স্মরণিকা, ডকুমেন্টারি, ফিল্ম, সংগীত এবং অন্যান্য মেধাসম্পদ তৈরি করছে সেগুলো সংরক্ষণ, ব্যবহার, বাজারজাত ও প্রচারণার ক্ষেত্রে কপিরাইটের প্রয়োজনীয়তার বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয়, ভবিষ্যতে এসব মেধাসম্পদের স্বত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে জটিলতা এড়াতে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে সাবেক মন্ত্রী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নুর, এমপি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সদস্য সচিব শেখ হাফিজুর রহমান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী, কবি নুরুল হুদা, কবি তারিক সুজাত, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব শেখ রফিকুল ইসলাম, অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সত্যজিত কর্মকার, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স ম গোলাম কিবরিয়া, বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের রেজিস্ট্রার জাফর রাজা চৌধুরী, সাবেক রেজিস্ট্রার অভ্ কপিরাইটস মনজুরুর রহমান এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

#

নাসরীন/নাইচ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯১০ঘণ্টা

Handout Number : 3700

**Change of mindset need to achieve lasting peace and stability in the world**

**-- Foreign Minister**

Dhaka, 30 September 2020 :

Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen stressed a change of mindset to achieve lasting peace and stability in the world. He mentioned it in his recorded statement delivered at the Annual High-Level Meeting of the United Nations Alliance of Civilization (UNAoC) Group of Friends on 29 September 2020.

The Foreign Minister said that the world must inculcate a mindset of tolerance, a mindset of respect and love for others irrespective of religion, ethnicity, colour and race to achieve peace and harmony. The Alliance of Civilization can be an effective ‘soft power’ to bring about changes in the mindset of people which is essential for a sustainable world of peace and stability, he continued.

Dr. Momen highlighted the multifaced challenges that the pandemic Covid-19 has generated in our societies. He underscored the need to build cohesive and inclusive societies to fight the menace of mistrusts, intolerance, hate speech and xenophobia that the pandemic has given rise to. He mentioned that Bangladesh greatly values the principles of tolerance, secularism, ethnic diversity and communal harmony, which are embedded in our Constitution. Our peace-centric, tolerant state policy has indeed been shaped by the vision of the of our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman who boldly stated  in his maiden speech in the UN on 25th September 1974, “Peace is an imperative for the survival of mankind.” This vision of peace has also guided us to embrace a ‘Culture of Peace’ and encouraged us to sponsor a resolution on this theme in the UN for the last 21 years.

The Foreign Minister also emphasized inclusion, forging partnership, andrespecting diversity as critical in our efforts to build back better from the devastating fallout of the Covid-19. He further underlined the need to utilize lessons-learnt from past cries and reinforce social cohesion and peaceful coexistence to contribute to preventing social tensions between individuals and communities in this challenging time.

#

Tohidul/Farhana/Khalid/Sanjib/Rezaul/2020/1830 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬৭৯

**করোনা পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর প্রচার কার্যক্রমে আসছে ভিন্নমাত্রা**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ আশ্বিন (২৯ সেপ্টেম্বর) :

করোনা পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর প্রচার কার্যক্রমে ভিন্নমাত্রা যোগ হবে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন মিডিয়া, প্রচার ও ডকুমেন্টেশন উপকমিটির সভায় সভাপতিত্বকালে সাংবাদিকদের মন্ত্রী একথা জানান।

তথ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মুরাদ হাসান, তথ্য কমিশনার ড. আবদুল মালেক, তথ্যসচিব কামরুন নাহার এসময় সভাকক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে যে সমস্ত কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করেছিলাম তার অনেকগুলোই করোনা ভাইরাসের কারণে বছরের প্রায় সাত মাস স্থগিত ছিল। সুতরাং বাকি সময়টুকুর মধ্যে দেশ ও বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আমরা বাস্তবসম্মতভাবে কী কী করতে পারি সেটি বিশদ পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

আগামী বছরের ১৭ মার্চ মুজিববর্ষ শেষ হতে যাচ্ছে, আবার আগামী বছর হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অর্থাৎ ৫০তম বার্ষিকী -এই প্রেক্ষাপট নিয়েও আমরা আলোচনা শুরু করেছি, জানান ড. হাছান। তিনি বলেন, বিশ্ব মহামারি পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে যে সমস্ত অনুষ্ঠান জনসমাগম না করেও করা যায় এবং অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব, সেগুলো পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

উদাহরণ দিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘যেমন আমরা অনেকগুলো প্রামাণ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের পরিকল্পনা করেছিলাম। সেগুলোর নির্মাণ কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে নির্মাণ কাজে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বাকি সময়ের মধ্যে আমরা সেগুলো কীভাবে সম্পন্ন করতে পারি, তা নিয়ে আলোচনা চলছে।’

তথ্যমন্ত্রী এ সময় উল্লেখ করেন, ‘করোনা ভাইরাসের কারণে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মুজিববর্ষের অনেক প্রোগ্রাম সীমিত ও স্থগিত করেছেন। বহুদিন ধরে মুজিববর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ নানা অনুষ্ঠানমালার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হলেও করোনাভাইরাসের হাত থেকে দেশের মানুষকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখার চেষ্টায় প্রধানমন্ত্রী মুজিববর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাতিল করেছিলেন, অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠানও বাতিল হয়েছে। এতে দেখা গেছে, করোনাভাইরাস মোকাবিলায় বাংলাদেশ অনেক দেশের তুলনায় ভালো অবস্থানে আছে। করোনা আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুর হার পৃথিবীর যে ক’টি দেশে সবচেয়ে কম বাংলাদেশ তার মধ্যে একটি। প্রধানমন্ত্রীর সময়োচিত পদক্ষেপের কারণেই এটি সম্ভবপর হয়েছে।’

জীবন এবং জীবিকার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সচল রেখেছেন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ এশিয়ার প্রায় সবদেশকে পেছনে ফেলেছে উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী এ বছর করোনার মধ্যে পৃথিবী যখন স্তব্ধ যেখানে বেশিরভাগ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঋণাত্বক, তখন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে ৫ দশমিক ২ শতাংশ।

প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক এস এম হারুন অর রশীদ, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক হোসনে আরা তালুকদার, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আকতার হোসেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিঃপ্রচার অনুবিভাগের মহাপরিচালক সামিয়া হালিম, একাত্তর টেলিভিশনের মহাপরিচালক মোজাম্মেল বাবু, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, সাংবাদিক নাঈমুল ইসলাম খানসহ উপকমিটির সদস্যবৃন্দ সভায় অনলাইনে সংযুক্ত হন।

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৭৭

**বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে উন্নয়নের বিপ্লব সাধিত হয়েছে  
 -- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ আশ্বিন (২৯ সেপ্টেম্বর) :

শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি বলেন, যুদ্ধ বিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশকে পুর্নগঠনে বঙ্গবন্ধু  যে উন্নয়ন কার্যক্রমের সূচনা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সে কার্যক্রমের পূর্ণতা দিয়েছেন। জাতির পিতা সমুদ্র আইন করে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা সমুদ্র বিজয় করেছেন, বঙ্গবন্ধু স্থল সীমা আইন করে গিয়েছিলেন তাঁরই কন্যা সফলভাবে ছিটমহল বিনিময়  সম্পন্ন করেছেন। বঙ্গবন্ধু বেতবুনিয়া ভু-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন তাঁরই ধারাবাহিকতায় শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন করেছেন। বঙ্গবন্ধু পদ্মা সেতুর স্বপ্ন দেখেছিলেন শেখ হাসিনা পদ্মা সেতুকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম  জন্মদিন উপলক্ষে ৫২ ভাষায় অনূদিত পিস এন্ড হারমোনি শীর্ষক ১৬টি কাব্যসংকলনের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

সাবেক সংস্কৃতি সচিব ও সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার কবি আজিজুর রহমান আজিজের সভাপতিত্বে এ সময় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ একাডেমি ট্রাস্টের ড. আবুল আজাদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনে জাতীয় কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আহমেদ রেজা।

#

খায়ের/খালিদ/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৮৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬৩৬

**বঙ্গবন্ধু ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে বেশ কিছু মানবিক গুণাবলির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়**

**---কে এম খালিদ**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর ):

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, দুইশত বছর আগে জন্ম নেয়া ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর) এবং ঠিক তাঁর একশত বছর পরে জন্ম নেয়া সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাঝে বেশ কিছু মানবিক গুণাবলির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন দৃপ্তময়, দৃঢ়চেতা, আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মসম্মান ও বলিষ্ঠতায় সমুজ্জ্বল বাঙালি। শেখ মুজিবুর রহমান পরিচিত হয়েছেন 'বঙ্গবন্ধু' এবং 'জাতির পিতা' উপাধিতে। অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র পরিচিত হয়েছেন 'করুণাসাগর' এবং সংস্কৃত কলেজ প্রদত্ত 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে। উভয়েরই জীবনদর্শন ছিল সত্যের জন্য সংগ্রাম, মুক্তির জন্য সংগ্রাম, জীবনের জন্য সংগ্রাম।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে বাংলা গদ্যের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় জাদুঘর আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন অবিস্মরণীয় প্রতিভার অধিকারী। ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি প্রথম জীবনেই বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারকও। নারী শিক্ষা ও বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক অভিশাপ দূরীকরণে তাঁর অবদান বাঙালি জাতি চিরকাল স্মরণে রাখবে। তাঁর প্রবল মাতৃভক্তি ও বজ্রকঠিন চরিত্রবল বাংলায় প্রবাদপ্রতিম।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অভ্ ট্রাস্টিজের সভাপতি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে সেমিনারে 'একুশ শতকের বাঙালি হৃদয়ে বিদ্যাসাগর' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যকলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায়। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. বিশ্বজিত ঘোষ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান।

#

ফয়সল/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/২০০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬২৬

**যুব উন্নয়নে কর্মসংস্থান ব্যাংকের 'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ' কার্যকর পদক্ষেপ**

**-স্পিকার**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর ):

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, সুযোগ ও সক্ষমতার সমন্বয়ে যুবসমাজকে কাজে লাগিয়ে দেশ ও জাতি এগিয়ে যাবে। অনুদান ও ঋণের মাধ্যমে সুযোগ তৈরি এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতাবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে উভয় কার্যক্রমের সমন্বয় করা হচ্ছে। যুব উন্নয়নে কর্মসংস্থান ব্যাংকের 'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ' কার্যকর পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন স্পিকার।

স্পিকার আজ পীরগঞ্জ উপজেলা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রংপুরের পীরগঞ্জস্থ কর্মসংস্থান ব্যাংকের উদ্যোগে প্রশিক্ষিত যুবকদের মাঝে ‘বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ’-এর চেকবিতরণের ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এসব কথা বলেন। এসময় স্পিকার কর্মসংস্থান ব্যাংকের উদ্যোগে ১০০ যুবকের মাঝে ‘বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ’-এর চেক, ব্যক্তিগত তহবিল হতে প্রতিবন্ধীদের মাঝে ৩০টি হুইলচেয়ার ও ২টি ট্রাইসাইকেল, ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানশিক্ষকদের মাঝে ক্রীড়াসামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে মোট ৫ লাখ টাকার চেক এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে পীরগঞ্জ উপজেলার ৩০জন অসহায়, দুঃস্থ ও কর্মহীন মানুষের মাঝে ১৫ হাজার টাকা করে মোট ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকার চেক বিতরণ করেন।

স্পিকার বলেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে তৃণমূলপর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ, তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা, জামানতবিহীন ঋণ ও প্রণোদনার মাধ্যমে নারীদের সামনে এগিয়ে আনাসহ দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রশিক্ষণসহ নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ ও উদ্যোক্তা তৈরিতে কাজ করছে।

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক উন্নয়নে সুখীসমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় তরুণদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুযোগ করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

রংপুর জেলার জেলা প্রশাসক মোঃ আসিব আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম, কর্মসংস্থান ব্যাংক পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান কানিজ ফাতেম ও কর্মসংস্থান ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ তাজুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে পীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মন্ডল এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

তারিক/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/শামীম/১৬০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬২৫

**স্বাধীনতার মর্যাদারক্ষায় শেখ হাসিনা সর্বদাই সমুজ্জ্বল**

**-সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর ):

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম না হলে যেমন স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতো না, তেমনি শেখ হাসিনার জন্ম না হলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের অভিযাত্রা সফল হতো না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বে একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক, একজন অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি খাদ্যনিরাপত্তা, শান্তিচুক্তি, সমুদ্রবিজয়, নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং স্বাধীনতার মর্যাদারক্ষায় সর্বদাই সমুজ্জ্বল।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত সফল রাষ্ট্রনায়ক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিন এবং বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান আলোচকের বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

কে এম খালিদ আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত সফলতার সাথে করোনাপরিস্থিতি এবং উপর্যুপরি বন্যার মোকাবিলা করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করে তিনি বলেন, আমাদের বেঁচে থাকার চেয়ে তাঁর বেঁচে থাকাটা দেশের জন্য অনেকবেশি জরুরি। যতদিন শেখ হাসিনার হাতে আছে দেশ, পথ হারাবে না বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ফালগুনী হামিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী এবং ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. শাহে আলম মুরাদ।

#

ফয়সল/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/শামীম/১৫৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬১৫

**জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় ভাষণ প্রদান উপলক্ষে স্মারক**

**ডাকটিকেট অবমুক্ত করলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ আশ্বিন (২৫ সেপ্টেম্বর) :

জাতিসংঘে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বাংলায় ভাষণ প্রদান দিবস উপলক্ষ্যে ডাক অধিদপ্তর ১০ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকেট, ১০ টাকা মূল্যমানের একটি উদ্বোধনী খাম, ৫ টাকা মূল্যমানের একটি ডাটাকার্ড ও একটি বিশেষ সীলমোহর প্রকাশ করেছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার আজ ঢাকায় তার দপ্তর থেকে স্মারক ডাকটিকেট অবমুক্ত করেন। এসময় ডাটাকার্ড ও বিশেষ সিলমোহর প্রকাশ করা হয়।

১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার জন্য এক অবিস্মরণীয় দিন। জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন। তার ৮ দিন আগে ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সাধারণ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম দেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। বঙ্গবন্ধুই প্রথম রাষ্ট্রনায়ক যিনি জাতিসংঘে মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করে বাংলা ভাষাকে বিশ্ব সভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খাম পরবর্তীতে ঢাকা জিপিও এর ফিলাটেলিক ব্যুরো ও অন্যান্য জিপিও এবং প্রধান ডাকঘরসহ দেশের সকল ডাকঘর থেকে বিক্রি করা হবে। উদ্বোধনী খামে ব্যবহারের জন্য চারটি জিপিওতে বিশেষ সিলমোহরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

 #

শেফায়েত/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৫২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫৭৫

**Sheikh Mujib: A Nation's Father বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

ঢাকা, ৬ আশ্বিন (২১ সেপ্টেম্বর):

আজ গণভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রকাশিত Sheikh Mujib: A Nation's Father শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ইমরান আহমদ বইটি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বইটির সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন প্রমুখ।

#

রাশেদুজ্জামান/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯১৮ ঘণ্টা

Handout Number : 3567

**Prime Minister's message on The International Day of Peace**

Dhaka, 21 September :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of ‘The International Day of Peace’ :

"On this International Day of Peace, on behalf of the Government and the people of Bangladesh, I would like to reiterate our firm conviction to global peace, justice, and harmony through upholding the values and principles enshrined in the United Nations Charter.

Inspired by the defining words of our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman that ‘peace is imperative for the survival of mankind’ and guided by his foreign policy dictum ‘Friendship to all, malice to none’, Bangladesh has relentlessly been contributing to international peace. Our flagship resolution on the Culture of Peace at the UN is a testimony to our unflinching support to the cause of global peace. Our peace-centric Foreign Policy has prompted us to emerge as one of the leaders in the United Nations Peacekeeping Operation. At the United Nations, we also pioneered the adoption of the landmark resolution 1325 on Women, Peace, and Security by the Security Council.

The COVID-19 pandemic has endangered international peace and is likely to roll back our hard-earned achievements in this area. It is indeed disheartening to see that despite UN Secretary-General's call for a global ceasefire, millions of innocent people including the Rohingyas continue to be victims of protracted conflicts in many parts of the world. Their quest for peace remains unanswered and their basic human dignity trampled. The worrying rise of hate speech, xenophobia, and intolerance are creating scope for unrest. Against this backdrop, there is a pressing need for "Shaping Peace Together" as underscored by this year's theme. The 75th Anniversary of the United Nations gives us an opportunity to commit to such a partnership for a world free from fear and want.

In Bangladesh, as we are celebrating the Birth Centenary of the greatest Bangali of all times, our Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, we pledge to continue our pursuit for realizing his dream towards building *a* peaceful, tolerant, pluralist and inclusive society leaving no one behind.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Tohidul/Anasuya/Parikshit/Mamun/Kamal/Asma/2020/1330 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫৫৫

**বঙ্গবন্ধুকে জানার এবং চর্চার প্রাসঙ্গিকতা চিরকালীন  
 -- ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী**

ঢাকা, ৪ আশ্বিন (১৯ সেপ্টেম্বর):

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেছেন, মুজিবচর্চার প্রাসঙ্গিকতা শুধু তাঁর জন্মশতবার্ষিকী কেন্দ্রিক নয় বরং এর প্রাসঙ্গিকতা চিরকালীন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ‘জন্মশতবার্ষিকীতে মুজিবচর্চা’ বিষয়ক এক অনলাইন আলোচনা সভায় প্রধান আলোচকের বক্তব্যে তিনি আজ এ কথা বলেন। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ‘মুজিববর্ষে শতঘণ্টা মুজিবচর্চা’ কর্মসূচি অনুযায়ী অনলাইনে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

ড. চৌধুরী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে যদি আমরা অবহিত না হই তবে আমরা বাংলাদেশকে জানতে পারব না। তাই বাংলাদেশকে জানতে বা বুঝতে হলে বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানাতে হবে। কারণ আগামীতে বাংলাদেশকে সঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্ব তাদেরই।

সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মনসুর আলম খান। অনলাইন আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

#

নাসরীন/সাহেলা/রাহাত/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫৩৬

**নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গড়ে তুলতে হবে**

**-খাদ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ আশ্বিন (১৮ সেপ্টেম্বর):

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু আওয়ামী লীগের নয়, তিনি জাতীয় সম্পদ। বিশ্ব দরবারে তিনি মহান নেতা। তাই নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গড়ে তুলতে হবে। তবেই দেশটা হবে সোনার বাংলাদেশ।

আজ নওগাঁ জেলা খাদ্য বিভাগের উদ্যোগে নির্মিত বঙ্গবন্ধু কর্নারের উদ্বোধন শেষে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

নওগাঁ জেলা খাদ্য ভবনের মূল ফটকে নির্মিত বঙ্গবন্ধু কর্নারে জাতির পিতার বিভিন্ন সময়ের ছবি, তাঁর জীবনী, ঐতিহাসিক ঘটনা, লেখনীসহ অন্যান্য স্মৃতি বিজড়িত জিনিসপত্র স্থাপন করা হয়েছে। কর্নারের ফলক উন্মোচন করে উদ্বোধন করেন খাদ্যমন্ত্রী।

এসময় মন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু কর্নারের মাধ্যমে জাতির পিতার রেখে যাওয়া কর্ম ও বাণীগুলো নতুন প্রজন্ম জানতে পারবে। এর মধ্যদিয়ে তরুণ ও যুবকরা মাদক ও সন্ত্রাস থেকে দূরে থাকবে।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগ সরকার মানেই উন্নয়নের সরকার। তাই শেখ হাসিনার নেতৃত্বকে আরো শক্তিশালী করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে সহযোগিতার মনমানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসার আহবান জানান মন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে রাজশাহী বিভাগীয় খাদ্য কর্মকর্তা রায়হানুল কবীর এবং নওগাঁ জেলা প্রশাসক হারুন-অর-রশিদসহ খাদ্য বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

সুমন/মামুন/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২০/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪৭৩

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন**

**জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভ এবং বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রদানের দিবস পালনের সিদ্ধান্ত**

ঢাকা, ২৮ ভাদ্র (১২ সেপ্টেম্বর):

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসাবে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য পদ অর্জন উপলক্ষে আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর আলোচনা অনুষ্ঠান এবং জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রদান উপলক্ষে আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর আলোচনা অনুষ্ঠান ও প্রামাণ্যচিত্র সম্প্রচার করা হবে।

আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির এক অনলাইন সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন উপকমিটির আহ্বায়ক, সদস্য-সচিব ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে জানানো হয়, ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য পদ অর্জনে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য ও গৌরবদীপ্ত ভূমিকা জনগণের সামনে তুলে ধরতে একটি আলোচনা অনুষ্ঠান আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ সকল বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্প্রচার করা হবে। এছাড়া ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু কর্তৃক জাতিসংঘে প্রথমবারের মতো বাংলায় প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণের ওপর আরো একটি আলোচনা অনুষ্ঠান এবং একটি প্রামাণ্যচিত্র বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ সকল বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্প্রচার করা হবে।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ; শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি; পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন; যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল; পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম; সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ; আসাদুজ্জামান নূর, এমপি; যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আখতার হোসেন; সংস্কৃতি বিষয়ক সচিব মোঃ বদরুল আরেফীন, তথ্য সচিব কামরুন নাহার, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক এস এম হারুন অর রশীদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক মোঃ খলিলুর রহমান, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের মহাপরিচালক কমোডর বশীর উদ্দিন আহমেদ, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমাম, কবি তারিক সুজাত, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, এটকো সহ-সভাপতি মোজাম্মেল হক, সাংবাদিক সুভাষ সিংহ রায় এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

নাসরীন/নাইচ/রাহাত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

Handout Number : 3470

**Foreign Minister attends the ASEAN Regional Forum**

Dhaka, 28 Bhadra (12 September) :

The 27th ASEAN Regional Forum (ARF) Foreign Ministers’ Meeting was held virtually on today. The Foreign Minister of Bangladesh Dr. A K Abdul Momenled Bangladesh delegation to the 27th ARF Meeting. The Director General (Regional Organizations) of the Ministry of Foreign Affairs, Dhaka facilitated the Participation of the Foreign Minister in the Meeting virtually hosted by the Socialist Republic of Viet Nam, the current Chair of the ARF.

Mentioning Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as the greatest Bengali of all times, the Foreign Minister Dr. A K Abdul Momentold the forum that the year 2020 marked the Birth Centenary of the Father of the Nation of Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. He aptly eulogized the Prime Minister Sheikh Hasina for her wise and timely decision to virtually organize the events of significant socio-cultural and developmental importance, planned for observing the year, which helped contain the further spread of the Covid-19. The Foreign Minister expressed his previous apprehension about the possible deadly effect of Covid-19 on 1.1 million Rohingyas, the displaced people of Myanmar, who actually got minimally affected, he told, due to multiple targeted initiatives.

The Foreign Minister categorically conveyed, "Despite the threat to our economy, ecology, and overall societal impact, Bangladesh gave shelter, on a humanitarian ground, to nearly 1.1 million persecuted people fleeing massacre in Myanmar, their homeland. Bangladesh is keen on solving the crisis through constructive diplomacy with good neighbourly spirit. Myanmar is our friendly country and therefore, Bangladesh signed three instruments with Myanmar for repatriation***.*** Myanmar agreed to take back them after verification. They also agreed to create a conducive environment for their voluntary repatriation and they agreed to ensure safety and security of the displaced people. But unfortunately till today, none went back and instead of creating conducive environment, fighting and shelling is ongoing in the Rakhaine state***.*** "

The Foreign Minister also apprised that Bangladesh suggested Myanmar to engage non-millitary civilian observers from their friendly countries like countries from ASEAN, China, Russia, India or other friends of their choice, which may reduce trust deficit among the Rohingyas, necessary for a sustainable return of them to Myanmar.

Highlighting the significance of the ‘Digital Bangladesh-Vision 2021’ pioneered and advanced by the Prime Minister Sheikh Hasina and its inextricable link to the notion of ‘Digital Economy’, the Foreign Minister pointed out that financial inclusion is being substantially reinforced by the rapidly increasing use of mobile banking in Bangladesh.

The Foreign Minister appreciated the role of ARF by telling that challenges like terrorism, climate change, irregular movement of people, transnational crimes can only be adequately and effectively addressed through mutual trust and cooperation underpinned by multilateral arrangements like ARF. He assured the Forum of Bangladesh’s faith and support to the ARF initiatives.

During the 27th ARF Meeting, ARF Member States including Australlia, India, Indonesia, Malaysia, Newzealand, Philippines, Republic of Korea, Singapore, USA and the European Union insited on solving Rohingya issue as soon as possible. They urged upon safe, sustainable, dignified repatriation of Rohingyas to their homeland.

#

### Tohidul/Nice/Sanjib/Rezaul/2020/1832 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪৫৯

**মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিদের বিচারের রায় কার্যকরের আশাবাদ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৭ ভাদ্র (১১ সেপ্টেম্বর) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন বলেছেন, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান শাসনামলে প্রায় ১৪ বছর কারাগারে কাটিয়েছেন বাঙালির অধিকার আদায় এবং বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু তাঁকে ১৫ আগস্ট নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এটা আমাদের জন্য একটি বড় কলঙ্ক। এ কলঙ্ক থেকে মুক্ত হতে আমরা মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিদের দেশে এনে বিচারের রায় কার্যকর করতে চাই।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে মুজিববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু-বাংলাদেশ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, জনগণ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় এনেছে বলেই ইনডেমনিটি আইন বাতিল করে বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার করা সম্ভব হয়েছে। জনগণ আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করায় আমরা মুজিববর্ষ পালন করতে পারছি এবং আগামী বছর স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করব। তিনি বলেন, আমরা ২১ আগস্ট হামলায় জড়িতদেরও বাংলার মাটিতে এনে বিচারের রায় কার্যকর করতে চাই। মন্ত্রী এ সময় পলাতক খুনিদের দেশে ফেরত আনার জন্য প্রবাসীসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পন্ন সকলের সহায়তা কামনা করেন। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় অবস্থানরত খুনিদের দেশে আনার বিষয়ে গণস্বাক্ষর সংগ্রহেরও আহ্বান জানান তিনি।

‘জনতার প্রত্যাশা’ নামক সংগঠনের সভাপতি এম এ করিমের সভাপতিত্বে এ আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, সংসদ সদস্য এডভোকেট মোঃ নূরুল আমিন রুহুল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান খান, মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আকরাম হোসেন, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব সফিকুল বাহার মজুমদার টিপু, বাংলাদেশ কৃষক লীগের সাবেক সহসভাপতি শেখ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এবং জাতীয় শ্রমিক লীগ নেতা মীর মোহাম্মদ আবু হানিফ।

#

তৌহিদুল/রাহাত/খালিদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৫৬

**টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত হিসেবে শাহাবুদ্দিন আহমদ-এর যোগদান**

ঢাকা, ২৭ ভাদ্র (১১ সেপ্টেম্বর):

আজ টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত হিসেবে শাহাবুদ্দিন আহমদ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

যোগদানকালে তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর  ত্যাগ  ও অবদানের কথা স্মরণ করেন। এছাড়া জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং সম্ভ্রম হারানো দুই লাখ মা- বোনের অবদানের কথা স্মরণ করেন। রাষ্ট্রদূত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নির্মমভাবে নিহত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এবং বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল সদস্যের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ-জাপান  সম্পর্ক উন্নয়নে এবং প্রবাসীদের কল্যাণে কাজ করতে প্রবাসীসহ সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা কামনা করেন।

রাষ্ট্রদূত হওয়ার আগে তিনি বাংলাদেশ সরকারের সচিব হিসেবে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদেও কাজ করেছেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর এবং ইংল্যান্ডের বারমিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্সে এম এস ডিগ্রী অর্জন করেন।

পারিবারিক জীবনে তিনি বিবাহিত এবং তিন সন্তানের জনক।

 #

শিপলু/জুলফিকার/সুবর্ণা/মাসুম/২০২০/১৬০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪০৬

**বঙ্গবন্ধু রচিত বইগুলো রেকর্ড সংখ্যক ভাষায় অনূদিত হওয়া প্রয়োজন**

**- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কেবল বাংলাদেশ কিংবা ভারতীয় উপমহাদেশের একজন সুমহান রাজনীতিবিদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন বিশ্বনেতা। তিনি আজীবন এমনকি জাতিসংঘের অধিবেশনে বক্তৃতা করার সময়ও বিশ্বের নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের অধিকারের কথা বলেছিলেন, তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। গরীব-দুঃখী, শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ে আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন, আত্মোৎসর্গ করেছেন। তাই এ বিশ্বরাজনীতিকের জীবন দর্শন ও চেতনা সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তাঁর রচিত গ্রন্থ ৩টি রেকর্ড সংখ্যক ভাষায় অনূদিত হওয়া প্রয়োজন।

আজ মন্ত্রণালয়ের নিজ অফিসকক্ষ হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত মুক্তধারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত ‘২৯তম নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা-২০২০’ এর ওয়েবসাইট অনলাইনে উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রধান অতিথি বলেন, বঙ্গবন্ধু রচিত গ্রন্থসমূহ ইতোমধ্যে বিশ্বের ১২টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। সারাবিশ্বে বর্তমানে বাংলাদেশের মোট ৭৭টি মিশন রয়েছে। প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু রচিত গ্রন্থ ৩টি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মিশনসমূহকে উদ্যোগ নেয়ার আহবান জানান। তিনি এ ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতাও কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সভাপতি ফরিদ আহমেদ, বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক আনিসুল হক এবং লেখক ফারুক হোসেন।

উল্লেখ্য, 'যত বই তত প্রাণ' স্লোগানকে সামনে রেখে বিশ্বের প্রথম ভার্চুয়াল বাংলা বইমেলাটি আগামী ১৮ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত চলবে।

#

ফয়সল/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২০/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৩৯৪

**আগামীকাল নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলার ওয়েবসাইট উদ্বোধন**

ঢাকা, ২২ ভাদ্র (৬ সেপ্টেম্বর) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত ‘২৯তম নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা-২০২০’ এর ওয়েবসাইট আগামীকাল বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টায় মন্ত্রণালয়ের নিজ অফিসকক্ষ থেকে অনলাইনে উদ্বোধন করবেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

আগামী ১৮ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর ১০ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য ‘২৯তম নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা’র আয়োজক ‘মুক্তধারা ফাউণ্ডেশন’ সূত্রে জানা যায়, [https://www.nyboimela.org](https://www.nyboimela.org/) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বইমেলার সকল অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন বাংলা ভাষাভাষীসহ পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষ। অনুষ্ঠানের পাশাপাশি তাঁরা ঘরে বসে পছন্দের বই ক্রয় করতে পারবেন। এ বইমেলার মাধ্যমে বাংলা ভাষার তথা বাংলা প্রকাশনার জগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বইমেলার ফেসবুক পেইজ <https://www.facebook.com/newyorkboimela> এ অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হবে বলে আয়োজক সূত্রে জানা গেছে।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত এ বইমেলায় বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠিত লেখক-সাহিত্যিকদের অংশগ্রহণ থাকছে। মেলায় বাংলা একাডেমিসহ বাংলাদেশের ২১টি ও পশ্চিমবঙ্গের ৪টি প্রকাশনা সংস্থা অংশ নিচ্ছে।

#

ফয়সল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২০/১৬২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৩২১

**বঙ্গবন্ধুর সামগ্রিক জীবনটাই হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাস**

**- মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ১৭ ভাদ্র (১ সেপ্টেম্বর):

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর সামগ্রিক জীবনটাই হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাস। তিনি বাঙালি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের মহানায়ক। ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত একটি জাতিকে দূরদর্শিতার সাথে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন তিনি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি শোষিত মানুষের পক্ষে ছিলেন। এরকম একজন মানুষকে তুলনা করার জন্য পৃথিবীতে আর একজন রাজনীতিককে খুঁজে পাওয়া যাবেনা বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

মন্ত্রী গতকাল রাতে বঙ্গবন্ধুর ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে অনলাইনে বাংলাদেশ পোস্ট অফিস কর্মচারি ইউনিয়ন আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ শীর্ষক আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাষার দাবি, ৪৮ সালে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা এবং ৪৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু দূরদর্শিতার সাথে একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনা নিয়ে প্রতি ইঞ্চি মেপে মেপে পা ফেলেছেন। সে কারণে আজকে বঙ্গবন্ধুকে যখন স্মরণ করি তখন ভাবতে হবে বঙ্গবন্ধুর নীতি আদর্শ নিয়ে আলোচনা খুবই জরুরী। ষাটের দশকের রাজপথের লড়াকু সৈনিক মোস্তাফা জব্বার বলেন, বঙ্গবন্ধু ৪৭ সাল থেকেই বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করেছিলেন । ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবকে পাশ কাটিয়ে দুটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বঙ্গবন্ধু মেনে নেননি। ৪৭ থেকে ৭১ পর্যন্ত জনগণকে সংগঠিত করে স্বাধীনতার লড়াই করেছেন তিনি।

অনুষ্ঠানে অন্যন্যের মধ্যে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, ডাক অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় সার্কেলের পোস্ট মাস্টার জেনারেল মো: সিরাজ উদ্দিন, বাংলাদেশ পোস্ট অফিস কর্মচারি ইউনিয়নের সভাপতি মুসলেম উদ্দিন হাওলাদার এবং মহাসম্পাদক মো: খলিলুর রহমান বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/পরীক্ষিৎ/মামুন/জুলফিকার/মাসুম/২০২০/১৩৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৩১৯

**প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী**

**জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ও প্রধান সমন্বয়কের শোক**

ঢাকা, ১৭ ভাদ্র (১ সেপ্টেম্বর):

ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

আজ এক শোকবার্তায় তাঁরা ভারতীয় উপমহাদেশের বরেণ্য রাজনীতিবিদ প্রয়াত প্রণব মুখার্জির বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

শোকবার্তায় তাঁরা বলেন, প্রণব মুখার্জি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যে অনন্য অবদান রেখেছেন বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ চিরদিন তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। তাঁরা বলেন, প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে ভারত একজন দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদকে হারাল, আর বাংলাদেশ হারাল একজন পরম সুহৃদকে।

উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন উপলক্ষে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ স্মরণিকা ‘কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর’-এ প্রণব মুখার্জির লেখা ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : নিরলস এক রাষ্ট্রনায়ক’ শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

#

নাসরীন/পরীক্ষিৎ/মামুন/জুলফিকার/মাসুম/২০২০/১০৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                নম্বর : ৩৩১২

**বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা রক্ত দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সমুন্নত রেখেছেন**

**-- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) :

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে আজ বিসিএসআই আর অডিটোরিয়ামে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

পরিষদের চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ড. আফতাব আলী শেখ-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, “বঙ্গবন্ধুর সাথে বঙ্গমাতার অবদানও কম নয়। দু’জনেই মনে প্রাণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা চেয়েছেন এবং জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে এদেশের স্বাধীনতাকে সমুন্নত রেখেছেন”।

মন্ত্রী আরো বলেন, “বর্তমান প্রধান মন্ত্রী বিজ্ঞান মনস্ক জাতি গঠনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আজকের বিজ্ঞানীরা দেশ গঠনে তারা তাদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে জাতি গঠনে ভূমিকা রাখবে এই শপথ নিতে হবে। তাহলেই আগস্টের শোক পালনের যথার্থতা হবে।

এ সময় অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন গবেষণাগারের পরিচালক এবং সিনিয়র বিজ্ঞানীগণ।

#

বিবেকানন্দ/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৯৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৩০৭

**আগস্টের শেষদিন জিয়ার বঙ্গবন্ধু হত্যা সংশ্লিষ্টতার জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চান**

**---বিএনপিকে তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বিএনপি’র উদ্দেশে বলেছেন, ‘বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান যে যুক্ত ছিল, সেজন্য আগস্টের শেষদিনে জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং যুদ্ধাপরাধী ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে ক্রমাগত পৃষ্ঠপোষকতার অপরাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসুন।’

আজ জাতীয় প্রেসক্লাবে জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে ‘ন্যাপ ভাসানী’ আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ আহ্বান জানান।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশ আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পৃথিবীর সামনে উন্নয়ন-অগ্রগতির এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। কিন্তু এখনো একটি রাজনৈতিক দল বিএনপি এই উন্নয়ন-অগ্রগতির প্রধান প্রতিবন্ধক। তারা স্বাধীনতাবিরোধীদের নিয়ে রাজনীতি করেন।’

‘স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির বিরুদ্ধে রাজনীতি করবে, এটি হতে পারে না’ উল্লেখ করেন ড. হাছান। তিনি বলেন, ‘স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরকারি এবং বিরোধী দল উভয়ই হবে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিএনপি দলগতভাবে শুধু স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণই করছে না, স্বাধীনতাকামী-মুক্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকারী গণহত্যা-নারী ধর্ষণের সাথে যুক্ত জামায়াতে ইসলামী হচ্ছে বিএনপি’র প্রধান সহযোগী। অর্থাৎ আজকে বাংলাদেশে স্বাধীনতাবিরোধী পরাজিত শক্তির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে বিএনপি। এই অপরাজনীতি চিরতরের জন্য বন্ধ করতে হবে।’

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, ‘প্রতিক্রিয়াশীল স্বাধীনতাবিরোধী চক্র সাম্প্রদায়িক শক্তি বাংলাদেশে রাজনীতি করবে সেটি হতে পারে না। সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছিলাম অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র রচনার জন্য। সেই দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তি রাজনীতি করবে আর সেটি প্রধান পৃষ্ঠপোষক হবে বিএনপি, এটি হতে পারে না।’

মন্ত্রী বলেন, ‘আগস্ট মাসের শেষদিনে আমাদের প্রত্যয় হচ্ছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইতিহাসে ঠিকভাবে লেখার স্বার্থে একটি কমিশন গঠন করে জিয়াউর রহমানসহ বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডে যারা কুশীলব ছিল তাদের মুখোশ উন্মোচন করা এবং যারা এখনো বেঁচে আছেন তাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো। আরেকটি প্রত্যয় হচ্ছে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত বেশ কয়েকজন আসামি এখনো পলাতক আছে, তাদের ফিরিয়ে এনে ইনশাআল্লাহ আমরা রায় কার্যকর করবো।’

‘বিএনপিকে তাই আজকে আগস্টের শেষ দিনে অনুরোধ জানাবো আপনারা স্বাধীনতার পরাজিত শক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা করার যে পথ নিয়েছেন, সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ক্রমাগতভাবে যে পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছেন, এই অপরাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসুন এবং বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে আপনাদের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান যে যুক্ত ছিল, সেটির জন্যও জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন’, আহ্বান জানান তথ্যমন্ত্রী।

ন্যাপ ভাসানীর চেয়ারম্যান মোস্তাক আহমেদ ভাসানীর সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট বলরাম পোদ্দার, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানা, বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদের সভাপতি গণি মিয়া বাবুল, গণমাধ্যম কর্মী মানিক লাল ঘোষ প্রমুখ।

#

আকরাম/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৭২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৩০৫

**মুজিববর্ষে শতঘন্টা মুজিবচর্চা কর্মসূচির উদ্বোধন**

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) :

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত ‘মুজিববর্ষে শতঘন্টা মুজিবচর্চা’ কর্মসূচির উদ্বোধন হল গতকাল।

ভার্চুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদবিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম প্রধান অতিথি হিসেবে এবং জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন উদ্বোধক হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বলেন, বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামের এত ব্যাপকতা ছিল যে এদেশের মানুষ তাঁর প্রভাব থেকে দূরে থাকতে পারেনি। তাই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে জাতি মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হলে নতুন প্রজন্মকে সেই ইতিহাস খুব ভালোভাবে জানতে হবে। জাতির পিতার আদর্শগুলো অনুসরণ করলেই একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়তে পারব। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই আদর্শ বুকে ধারণ করেই এ দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা এ জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। বঙ্গবন্ধু না থাকলে স্বাধীনতা অর্জিত হতো না। তাঁর কারণেই আমরা আজ একটি সম্মানের জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছি। মুক্তিযুদ্ধ আর বঙ্গবন্ধুর জীবনী আমাদের তরুণ প্রজন্মকে জানানোর দায়বদ্ধতা রয়েছে। এই কর্মসূচি নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস আরো বিশদভাবে জানার সুযোগ করে দেবে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড: মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে মেহেরপুর ২ আসনের সংসদ সদস্য সাহীদুজ্জামান খোকন, খুলনার বিভাগীয় কমিশনার ডঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন হাওলাদার এবং স্হানীয় নেতৃবৃন্দ্র অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

‘মুজিব বর্ষ' উদযাপনের অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে মুজিবচর্চার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত ১০০ ঘন্টা দেশের বিভিন্ন প্রথিতযশা ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, মুক্তিযোদ্ধাগণ বঙ্গবন্ধুর জীবন, রাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করবেন।

#

শিবলী/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২০/১৩৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৯৬

**১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যের কুশীলবদের নাম রাষ্ট্রীয়ভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে**

**---কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনাকে, বাঙালির আত্মাকে হত্যা করতে চেয়েছিল দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা। সেই ষড়যন্ত্রকারীরা এখনো তৎপর রয়েছে। সেজন্য, ১৫ই আগস্টের হত্যার পিছনে যারা ছিলো, পরিকল্পনায় ছিলো, সেসব নেপথ্যের কুশীলব, মৃত বা জীবিত যেই হোক, তাদের চেহারা উন্মোচন করা দরকার। একটি কমিশন গঠন করে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের নাম লিপিবদ্ধ করে তাদের প্রকৃত চেহারা জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে হাসুমণি'র পাঠশালা আয়োজিত ‘আগস্ট এক অন্ধকার অধ্যায়’ শিরোনামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তৃতা অবলম্বনে গোলটেবিল আলোচনা এবং জাকির হোসেন পুলকের চিত্র প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

হাসুমণি’র পাঠশালার সভাপতি মারুফা আক্তার পপি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। সম্মানিত অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী   
ডা. মোঃ মুরাদ হাসান। চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

গোলটেবিল আলোচনায় আরো অংশগ্রহণ করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আশরাফুল আলম, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না, বাংলাদেশ যুব মৈত্রী'র সভাপতি সাব্বাহ আলী খান কলিংস, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি বাহাদুর বেপারী, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয়, চিত্রশিল্পী কংকা জামিল, সূচিশিল্পী ইলোরা পারভীন প্রমুখ।

#

কামরুল/রাহাত/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/২০২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৯৫

**বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন**

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ), ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী আজ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বঙ্গবন্ধু-সহ ১৫ আগস্টের সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে মোংলা বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহান, বিআইডব্লিউটিসির চেয়ারম্যান খাজা মিয়া, বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক এবং নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর আবু জাফর মোঃ জালালউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া টুঙ্গিপাড়া পৌরসভার মেয়র শেখ আহমেদ হোসেন মির্জা ও প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত বিশেষ সহকারী মাহমুদুল হাসান বাবুল এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী পরে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত পাটগাতী লঞ্চঘাট এবং বঙ্গবন্ধু স্টিমার থেকে টুঙ্গিপাড়ায় যে স্থানে নামতেন সে স্থান পরিদর্শন করেন।

এছাড়া প্রতিমন্ত্রী দুপুরে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধি সংলগ্ন মসজিদে নামাজ আদায় শেষে বঙ্গবন্ধু-সহ ১৫ আগস্টের সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় মিলাদে অংশ নেন।

#

জাহাঙ্গীর/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৯৪

**বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যের কুশীলবদের বিচারে কমিশন গঠনের দাবি সর্বমহলের**

**-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, খন্দকার মোশতাক ও জিয়াউর রহমান এর পূর্ব পরিকল্পনা ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। আবার ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার বড় ছেলে তারেক রহমান ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করতে চেয়েছিল। মূলত ১৫ আগস্ট ও ২১ আগস্ট একই সূত্রে গাঁথা। এখন সময় এসেছে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যের কুশীলবদের বিচারে একটি কমিশন গঠন করা এবং অপরাধীদের মরণোত্তর বিচারের ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে সর্বমহলের পক্ষ হতে দাবি উঠেছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বিকালে রাজধানীর তেজগাঁওস্থ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের জহির রায়হান প্রজেকশন হলে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহত শহিদদের স্মরণে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট কেন্দ্রীয় কমিটি আয়োজিত শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট এর সভাপতি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ফাল্গুনী হামিদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহে আলম মুরাদ।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনার কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া প্রায় ১২ হাজার শিল্পী-সংস্কৃতিসেবীকে এ পর্যন্ত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে সংস্কৃতি চর্চার প্রসার ও বিকাশে সরকার কাজ করছে উল্লেখ করে কে এম খালিদ বলেন, সরকার পর্যায়ক্রমে দেশের সব উপজেলায় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যেখানে থাকবে আধুনিক সিনেপ্লেক্সও। তিনি বলেন, প্রথম পর্যায়ে ১০০টি উপজেলায় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে যা চলতি বছরেই একনেকে উঠবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

#

ফয়সল/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৯৩

**স্বাধীনতাকে হত্যা করতেই বঙ্গবন্ধু হত্যা**

**--তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘শুধু ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারকে হত্যার উদ্দেশ্যেই নয়, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও স্বাধীনতাকে হত্যার চক্রান্তেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল।‘

‘যারা এদেশের স্বাধীনতা চায়নি, মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিল, খন্দকার মোশতাকসহ সেইসব বর্ণচোরা ষড়যন্ত্রকারীরা এই নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে’ বলেন মন্ত্রী।

আজ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ মহিলা শ্রমিক লীগ আয়োজিত স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ সকল কথা বলেন। মন্ত্রী এ সময় পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট নির্মমভাবে শহীদ জাতির পিতা ও তার পরিবারের সদস্যদের এবং ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান ও তাদের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

‘বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে স্বাধীনতার ১৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে একটি অগ্রগতির উদাহরণ হয়ে উঠতো, এশিয়ায় সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়ার আগে মানুষ বাংলাদেশের উন্নয়নের গল্প শুনতো, কিন্তু তাকে সেই সুযোগ দেয়া হয়নি’ উল্লেখ করেন মন্ত্রী। ড. হাছান বলেন, স্বাধীনতার পর তিন কোটি গৃহহারা মানুষের একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে ধ্বংসস্তূপ থেকে তুলে দাঁড় করিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুকে যখন হত্যা করা হয়, তখন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭ দশমিক ৪ শতাংশ, যা আমরা চার দশক পর বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০১৬-১৭ সালে অতিক্রম করতে পেরেছি। সদ্যস্বাধীন দেশ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রয়োজনীয় সূচক পূর্ণ করে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, পৃথিবীর অনেক দেশ এখনো তা হতে পারেনি। শুধু তাই নয়, ১৯৭৫ সালে দেশ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, অনেক পরিসংখ্যান মতে সে বছর দেশে ১০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য অতিরিক্ত উৎপাদন হয়েছিল।

ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যাতে হত্যার বিচার না হয় সেজন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ দেয়া হয়েছিল, জিয়া সেটাকে ১৯৭৯ সালে আইনে পরিণত করেন। একইভাবে ২০০২ সালে বেগম জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি অপারেশন ক্লিনহার্ট পরিচালনা করে প্রায় একশ’ মানুষ হত্যা করে তার বিচার বন্ধেও ইনডেমনিটি দেয়। বঙ্গবন্ধুহত্যার পর দেশে পাকিস্তানি ভাবধারা তৈরি করা হয়েছিল। পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশন করার, জাতীয় পতাকা ও সংগীত পরিবর্তন করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, বাংলাদেশ বেতারের নাম পরিবর্তন করে রেডিও পাকিস্তানের আদলে রেডিও বাংলাদেশ করা হয়েছিল।‘

মন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুর রক্তস্রোত যার ধমনীতে প্রবহমান, সেই জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ জাতির পিতার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশকে অদম্য গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।‘

নারী উন্নয়ন বিষয়ে এ সময় মন্ত্রী বলেন, ‘শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে নারী অগ্রগতিতে অনন্য উদাহরণ তৈরি করেছে। দেশে আজ নারীরা বিচারপতি, সচিব, জেনারেল হয়েছেন, যা আগে কেউ ভাবেনি। শেখ হাসিনাই সন্তানের পরিচয়ের ক্ষেত্রে মায়ের নাম উল্লেখ বাধ্যতামূলক করেছেন। কারণ একজন মা কখনো সন্তানকে ছেড়ে যান না। অপরদিকে বিএনপিনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকাকালে নিজের ও নিজের বেশভূষার উন্নয়ন ঘটালেও নারী উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেননি।‘

মহিলা শ্রমিক লীগ সভাপতি সুরাইয়া আক্তারের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মেহের আফরোজ চুমকি এমপি ও দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া।

চলমান পাতা-২

পাতা-২

আয়োজক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কাজী রহিমা আক্তার সাথীর সঞ্চালনায় সভায় ১৫ আগস্টের শহীদদের ওপর শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি শামসুন নাহার ।

সভার পূর্বে জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে প্রয়াত বরেণ্য সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক রাহাত খানের জানাযায় অংশ নেন তথ্যমন্ত্রী।

**দেশের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সতর্ক থাকুন**

**-তথ্যমন্ত্রী**

এদিন বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ঢাকা মহানগর উত্তর মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ আয়োজিত মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

এ সময় তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর অপ্রতিরোধ্য জনপ্রিয়তাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে দেশ ও প্রগতির শত্রুরা তাকে হত্যা করে। এখনো বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা ও অদম্য গতিতে উন্নয়নকে যারা সহ্য করতে পারে না, তারা রাজনৈতিকভাবে ব্যর্থ হয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। দেশ ও উন্নয়নের এই শত্রুদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।'

আয়োজক সংগঠনের সভাপতি আহমেদ হাসনাইনের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সম্পাদক রূপম বড়ুয়া আয়োজিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আওয়ামী নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ কাশেম, সাবিনা আক্তার তুহিন, মহিলা আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক রোকেয়া বেগম, আওয়ামী নেতা মাহবুবুর রহমান হিরণ এবং মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল এবং সাধারণ সম্পাদক আল মামুন যথাক্রমে প্রধান ও বিশেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

#

আকরাম/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর : ৩২৯২

**বঙ্গবন্ধু হত্যার কুশীলবদের বিচারের আওতায় আনতে হবে**

**---পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

বান্দরবান, ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহদুর উশৈসিং বলেছেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের প্রধান খোন্দকার মোশতাক। পর্দার আড়াল থেকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে জিয়াউর রহমান। সময় এসেছে কমিশন গঠন করে ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সকল নেপথ্য কুশীলবদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। তিনি আরো বলেন, সেদিনের কুশীলবদের চিহ্নিত করে তাদের ভূমিকা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে।

আজ বান্দরবান বঙ্গবন্ধু মুক্তমঞ্চে পৌর আওয়ামী লীগ আয়োজিত শোকাবহ আগস্ট উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন পার্বত্য মন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, সেদিন কাপুরুষরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ক্ষান্ত হয়নি, ইনডেমনিটি বিল পাস করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যার আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় উপঢৌকনসহ দেশত্যাগের সুযোগ করে দিয়েছিল। খুনিদের পুরস্কৃত করে বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়েছিল।

বীর বাহাদুর বলেন, জাতির পিতা বাংলাদেশকে শুধু স্বাধীনতা এনে দেননি, তিনি মুক্তিযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে রাঙামাটিতে বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশনের বীজ বপন করে গেছেন। যেখান থেকে আজকে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উপহার দিতে পেরেছেন। বঙ্গবন্ধু সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন বাংলাদেশের এক-দশমাংশ এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়, সেজন্য তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছিলেন।

#

নাছির/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৯১

**বাংলার দুঃখী মানুষ-কৃষক-শ্রমিকের জন্য বঙ্গবন্ধুর ভালবাসা ছিল অকৃত্রিম**

**-- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতি আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি’ শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আজ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, কৃষি দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের জিডিপিতে কৃষির অবদান কমে এলেও কৃষির গুরুত্ব কমে নাই। কৃষির উন্নয়নই দেশের অন্যান্য উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে থাকে। এজন্য কৃষিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৈশোর-তরুণ বয়স থেকে বাংলার কৃষকের দৈন্যদশা স্বচক্ষে দেখেছেন, যা বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে। বাংলার দুঃখী মানুষ-কৃষক শ্রমিকের জন্য বঙ্গবন্ধুর ভালবাসা ছিল অকৃত্রিম।

কৃষি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী বলেন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে কৃষিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে বঙ্গবন্ধু। এছাড়া ১৯৭০ সালে নির্বাচনের আগে বঙ্গবন্ধু জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেখানে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন কৃষির প্রতি যে অবহেলা করা হয়েছিলো এটা অমার্জনীয়। কৃষি উন্নয়নের জন্য আমাদের বিপ্লব করতে হবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সনের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে বঙ্গবন্ধু বলেন, “আমাদের চাষী হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পিছনে নিয়োজিত করতে হবে”।

সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন, "এই পৃথিবীতে অনেক নেতা আসবে, অনেক নেতা এসেছে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মতো মানবদরদী মহান নেতা আসবেন না। সমুদ্রের গভীরতা মাপা যাবে, আপনারা আটলান্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা মাপতে পারবেন, কিন্তু বাঙালি জাতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালবাসার গভীরতা আপনারা মাপতে পারবেন না। বঙ্গবন্ধু সবসময় বাংলার মানুষ ও মাটির প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন।” বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমার বাংলার মাটি যদি থাকে, মানুষ যদি থাকে, একদিন এই বিধ্বস্ত বাংলাকেই আমি সুজলা, সফলা, শস্য-শ্যামল বাংলায় রূপান্তরিত করব।" তিনি আরো বলেন, আজকে বাংলাদেশ যে সবদিক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এই ভিত্তি বঙ্গবন্ধু স্থাপন করেছিলেন। কৃষকের প্রতি বঙ্গবন্ধুর যে দরদ ছিল তা চিন্তা করা যায় না।

এই ভার্চুয়াল সভায় বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতির সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব সাজ্জাদুল হাসানের সভাপতিত্বে আলোচক হিসাবে অংশগ্রহণ করেন ইতিহাসবিদ ও লেখক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এম এ সাত্তার মন্ডল, বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতির মহাসচিব অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মিজানুল হক কাজল, সাবেক সচিব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার প্রমুখ।

#

কামরুল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২৯০

**ভোগ নয়, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শ ছিল ত্যাগের**

**-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, ভোগ নয়, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শ ছিল ত্যাগের। সাহস ও প্রজ্ঞা তাঁকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে এবং বিশ্ব নেতায় রূপান্তর করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকার আগারগাঁওস্থ আইসিটি টাওয়ারের বিসিসি মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২০ উপলক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ সব কথা বলেন।

আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ কে এম রহমতুল্লাহ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস মুছে ফেলতে চেয়েছিল। দীর্ঘ ২১ বছর তরুণ প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে ও বুঝতে না দিয়ে বিকৃত করে উপস্থাপন করেছে। আইন করে বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার বন্ধ করে খুনিদের দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুনর্বাসন করেছিলো বলে তিনি জানান।

পলক বলেন, বিজয়ের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি দীর্ঘস্থায়ী। একাত্তরের পরাজিত শক্তি পাকিস্তান ও পাকিস্তানের দোসর এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ কিছু বেঈমান, রাজাকার-আলবদর সেই রাতে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সাড়ে তিন বছর বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে, মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার চালিয়েছে। চূড়ান্তভাবে তারা ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। এমনকি তাঁরা সেই রাতে নিষ্পাপ শিশু শেখ রাসেলকেও হত্যা করেছে।

বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্থ বাংলাদেশ গঠনে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছিলেন উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সংবিধানে সকল জনগণের ৫টি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আইসিটি বিভাগ কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই নাগরিকদের জন্য করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনীয় পরামর্শ, করোনা সম্পর্কিত সকল সেবার হালনাগাদ তথ্যের জন্য করোনা পোর্টাল [www.corona.gov.bd](http://www.corona.gov.bd) ও কন্টাক্ট ট্র্যাসিং অ্যাপ চালু করাসহ বহু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে অনুসরণ করে প্রযুক্তিনির্ভর তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে দেশের অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

#

শহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর : ৩২৮৯

**জাতির পিতার সমাধিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন**

ঢাকা, ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন আজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জাতির পিতার ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এ সময় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে সুরা ফাতেহা পাঠ, দোয়া ও বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন ড. মোমেন। পরে জাতির পিতার সমাধিস্থল পরিদর্শন করেন। জাতির পিতার সমাধি সৌধে সংরক্ষিত পরিদর্শক বইয়ে স্বাক্ষর করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রসচিব।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্মশতবার্ষিকী সেল আয়োজিত এ শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেনসহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

তৌহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৭৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২৮৭

**শেখ হাসিনা আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস**

**-কে এম খালিদ**

ঢাকা, ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের সকল কর্মকাণ্ডে অনুপ্রেরণার উৎস। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়ন তথা বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় তিনিই কাণ্ডারী। তাঁর সঠিক, যোগ্য ও সুদূরপ্রসারী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারীতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস ২০২০ উপলক্ষে 'হাসুমণি'র পাঠশালা' আয়োজিত ‘আগস্ট এক অন্ধকার অধ্যায়’ শিরোনামে প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বক্তৃতা অবলম্বনে গোলটেবিল আলোচনা এবং জাকির হোসেন পুলক এর চিত্র প্রদর্শনীতে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

হাসুমণির পাঠশালার সভাপতি মারুফা আক্তার পপি'র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এবং প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ডের সময় দেশে না থাকায় বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বেঁচে যান। সে ঘটনাকে অলৌকিক উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালের ৩০ জুলাই শেখ হাসিনার জার্মানিতে বসবাসরত স্বামী বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী এম এ ওয়াজেদ মিয়া'র নিকট যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঐ সময় তাঁর পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় অসুস্থ হয়ে পড়া এবং অন্যদিকে ১৫ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদানের কথা থাকায় জার্মানিতে যাওয়ায় বিষয়ে তিনি দ্বিধান্বিত ছিলেন। সেজন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরীর দোয়া ও পরামর্শ নেয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী শেখ হাসিনাকে ১৫ আগস্টের পর জার্মানিতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর পরামর্শ চাইলে তিনি স্বামী এম এ ওয়াজেদ মিয়া'র পরামর্শ মোতাবেক সিদ্ধান্ত নিতে বলেন। স্বামী ওয়াজেদ মিয়া তাঁকে জার্মানিতে দ্রুত চলে যাওয়ার অনুরোধ করলে স্বামীর আহবানে অবশেষে তিনি জার্মানিতে ফিরে গেলেন। তিনি ১৯৭৫ সালের ৩০ জুলাই ছোট বোন শেখ রেহানাসহ রওনা হয়ে ৩১ জুলাই জার্মানিতে পৌঁছান। মহান আল্লাহপাকের অশেষ রহমতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিলেন।

গোলটেবিল আলোচনায় আরো অংশগ্রহণ করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম খান, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. আশরাফুল আলম, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবু বকর সিদ্দিক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না, বাংলাদেশ যুব মৈত্রী'র সভাপতি সাব্বাহ আলী খান কলিংস, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি বাহাদুর বেপারী, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয়, চিত্রশিল্পী কংকা জামিল, সূচিশিল্পী ইলোরা পারভীন প্রমুখ।

শুভেচ্ছা বক্তৃতা রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এর মহাপরিচালক খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান। আলোচনা সূত্র উপস্থাপন করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন স্টাডিজ এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক জুনায়েদ হালিম।

#

ফয়সল/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৫৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর : ৩২৮১

**“বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি” শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা আগামীকাল**

ঢাকা, ১৩ ভাদ্র (২৮ আগস্ট) :

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতি আগামীকাল সকাল ১১টায় “বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি” শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে।

এই ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক উপস্থিত থাকবেন।

আলোচক হিসাবে অংশগ্রহণ করবেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও লেখক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এম. এ. সাত্তার মন্ডল। সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতির সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব সাজ্জাদুল হাসান ।

#

কামরুল/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩২৭৯

**বঙ্গবন্ধুর নাম সংবাদপত্রে ছাপাতে বাধা দিয়েছিল জিয়া সরকার**

**---নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ ভাদ্র (২৮ আগস্ট) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর সাথে গণমাধ্যমের ভাল সম্পর্ক ছিল। সাংবাদিকরা বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ভাবনাকে আগলে রেখেছিলেন। ’৭৫ এর পর বঙ্গবন্ধুর নাম সংবাদপত্রে ছাপাতে বাধা দিয়েছিল জিয়া সরকার। উল্টো সে সময়ে ১৫ আগস্টের খুনীদের আড়াল করতে বাকশাল ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অপপ্রচার চালানো হয়। তিনি বলেন, ’৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর কোনো প্রতিবাদ হয়নি-এটি সঠিক নয়। অস্ত্রের মুখে সরাসরি প্রতিবাদ হয়নি, তবে প্রতিবাদের ভাষা ছিল ভিন্ন।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ডিআরইউ আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শুধু একজন ব্যক্তি নন; বঙ্গবন্ধু একটি আদর্শ, বঙ্গবন্ধু একটি প্রতিষ্ঠান। সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে বঙ্গবন্ধু একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছেন। তাই বঙ্গবন্ধুকে সার্বজনীন করতে হবে। সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে বঙ্গবন্ধুকে ধরে রাখতে হবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছিলেন বলেই স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ এ জায়গায় পৌঁছেছে। এদেশে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। রাজাকার আলবদরদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না।

ডিআরইউ’র সভাপতি রফিকুল ইসলাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ও দি ডেইলি অবজারভার এর সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, ডিআরইউ’র সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ জার্নাল এর সম্পাদক শাহজাহান সরদার, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, ডিআরইউ’র সাংগঠনিক সম্পাদক হাবীবুর রহমান, ডিআরইউ’র সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ চৌধুরী প্রমুখ।

#

জাহাঙ্গীর/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৮৪৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                নম্বর : ৩২৫৩

**বঙ্গবন্ধুর খুনিদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়াতে জিয়ার মতো বেগম জিয়াও অপরাধী**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ ভাদ্র (২৬ আগস্ট) :

‘বঙ্গবন্ধুর খুনিদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়াতে জিয়ার মতো বেগম জিয়াও অপরাধী’ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী’ উপলক্ষে প্রগতিশীল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (ভাসানী) আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। বক্তব্যের শুরুতেই তথ্যমন্ত্রী ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শহীদ জাতির পিতা, তার পরিবারের সদস্যদের এবং ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন উল্লেখ করে মন্ত্রী এ সময় মওলানা ভাসানীর প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা জানান।

মন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের প্রধান কুশীলব খন্দকার মোশতাক আর তার প্রধান সহযোগী হচ্ছে জিয়াউর রহমান। তাই আজকে দাবি উঠেছে, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার হয়েছে, কুশীলবদের তো বিচার হয় নাই। জিয়াউর রহমান-সহ যারা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পটভূমি রচনা করেছেন, তাদের মুখোশ উন্মোচন করা দরকার আর কুশীলবদের মধ্যে যারা এখনো বেঁচে আছে, তাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো দরকার। ইতিহাসের স্বার্থেই তা প্রয়োজন।’

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘বেগম জিয়া ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি পাতানো নির্বাচন করার পর বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি কর্নেল রশীদকে বিরোধী দলীয় নেতা বানিয়ে তার গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা লাগিয়ে দিয়েছিলেন, মন্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। এতো বছর পরে বলা নাই কওয়া নাই বেগম খালেদা জিয়া হঠাৎ করে ১৯৯৫ সালে ১৫ আগস্ট জন্মগ্রহণ করলেন, তারপর থেকে কেক কাটা শুরু করলেন। এগুলো ফৌজদারি অপরাধ। এই অপরাধে বেগম খালেদা জিয়াও অপরাধী। কমিশন করে যেমন বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের কুশীলব জিয়াউর রহমানের মুখোশ উন্মোচন প্রয়োজন এবং হত্যাকারীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়া, হত্যাকাণ্ডকে উপহাস করা ১৫ আগস্ট ভুয়া জন্মদিন পালন করার অপরাধে বেগম খালেদা জিয়ারও বিচার হওয়া প্রয়োজন। এটি সময়ের দাবি।’

ন্যাপ-ভাসানী দলকে শোক দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, প্রগতিশীলদের মধ্যে যখনই অনৈক্য তৈরি হয়, তখনই প্রতিক্রিয়াশীলরা সুযোগ করে নেয়। ১৯৭৫ সালে এভাবেই প্রতিক্রিয়াশীলরা সুযোগ করে নিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সময়ে প্রগতিশীলদের অনৈকের সুযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলরা ক্ষমতা দখল করেছে, ছোবল মেরেছে। আজকে আস্ফালনকারী প্রতিক্রিয়াশীলদের দমন করার সমস্ত স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি প্রগতিশীলদের ঐক্য প্রয়োজন। স্বাধীনতার প্রশ্নে, অসাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে, যে মূলমন্ত্রের ভিত্তিতে আমাদের পূর্বসূরিরা দেশ রচনা করে গেছেন, স্বাধীনতার সেই মূলভিত্তিগুলোকে সংরক্ষণ করার স্বার্থে আমাদের মধ্যে অবশ্যই ঐক্য প্রয়োজন।

প্রগতিশীল ন্যাপ (ভাসানী) কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ও প্রধান সমন্বয়কারী মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর দৌহিত্র পরশ ভাসানীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল পিপলস পার্টি ও ন্যাশনালিস্ট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের চেয়ারম্যান শেখ ছালাউদ্দিন ছালু। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন প্রগতিশীল ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক বাবুল আহমেদ, মনিরুল হাসান মনির, মোহাম্মদ আলী, কিশমত, মৌসুমী দেওয়ান প্রমুখ।

#

আকরাম/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৫১

**‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাঙালির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা’**

**বিষয়ক অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১১ ভাদ্র (২৬ আগস্ট) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাঙালির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা’ বিষয়ক অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আজ রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ও জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। বিজয়ীদের মধ্যে অনুভূতি প্রকাশ করে বক্তব্য প্রদান করেন মোঃ ইমতিয়াজ পাশা এবং খুকু রানী ঘোষ। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফা বিষয়ক অনলাইন প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি এবং আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্টদেরকে ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে গত ৭ই জুন ২০২০ ঐতিহাসিক ৬ দফা দিবস উপলক্ষে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে অনলাইন আলোচনা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সকলকে বিশেষত তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো দেশব্যাপী অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে গৃহিনী পর্যন্ত সকল স্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন। অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রতিযোগিতার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং ফলাফল মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সারা দেশ থেকে লক্ষাধিক প্রতিযোগী অনলাইনে নিবন্ধন করেন এবং নিবন্ধিত প্রার্থীদের মধ্য থেকে ৪৬ হাজার ৬ শত ৭৫ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। বিজয়ী ১০০ জন প্রতিযোগী সারা দেশের ৩৬টি জেলায় ছড়িয়ে আছেন।

পুরস্কার বিতরণের মূল অনুষ্ঠানস্থলে বিজয়ীদের মধ্যে উপস্থিত প্রথম ৩ জন-সহ ২৭ জন প্রতিযোগীর হাতে সনদ ও পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং অন্যান্য প্রতিযোগীরা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে সনদ ও পুরস্কার গ্রহণ করেন। প্রত্যেক বিজয়ীকে প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত সনদ এবং নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রথম বিজয়ীকে ৩ লাখ টাকা, দ্বিতীয় বিজয়ীকে ২ লাখ টাকা, তৃতীয় বিজয়ীকে ১ লাখ টাকা, চতুর্থ বিজয়ীকে ৫০ হাজার টাকা, পঞ্চম বিজয়ীকে ২৫ হাজার টাকা এবং আরো ৯৫ জন বিশেষ বিজয়ীদের প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

#

নাসরীন/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৪০

**মুজিববর্ষে এককোটি চারারোপণের মাধ্যমে দেশে সবুজবিপ্লব হবে**

**- -নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত এককোটি গাছের চারারোপণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দেশে সবুজবিপ্লব সাধিত হবে। ১৯৮১ সালে প্রধানমন্ত্রী দেশে আসার পর ১৯৮৪ সাল থেকেই প্রতিবছর কৃষক লীগের মাধ্যমে গাছ লাগাতেন। প্রতিবছর বর্ষামৌসুমের তিনমাসই এই কর্মসূচি চলতো। এখনও সেটা চলমান রয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় সংসদ ভবনচত্বরে 'মুজিববর্ষ ২০২০' উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ আয়োজিত চারারোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণশেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগস্ট মাস শোকের মাস। জাতি শোকাহত। ১৫ আগস্টের ঘটনা, একটি জঘন্যতম ঘটনা। খুনিরা সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। তাদের হাত থেকে নারী, শিশু, গর্ভবতী মা পর্যন্ত রক্ষা পায়নি। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, করোনামহামারির কারণে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর কর্মসূচিতে পরিবর্তন আনতে হয়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত এককোটি চারারোপণ কর্মসূচি চলমান আছে। তিনি বলেন, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ দিয়েছিলেন জাতির পিতা। তারই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা প্রতিবছর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে থাকেন। বিশ্বে দ্বিতীয় কোনো রাজনৈতিক দল এভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে না। তিনি বলেন, এজন্যই সারাবিশ্বে শেখ হাসিনা পরিবেশবান্ধব রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে স্বীকৃত।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে দেশকে সুরক্ষা করতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

'স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ২০২০ সাল 'মুজিববর্ষ' উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিভিন্ন প্রজাতির বনজ, ফলজ ও ঔষধি গাছের চারারোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ২৬ জুলাই সংসদ ভবনচত্বরে চারারোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। মুজিববর্ষ উপলক্ষে সংসদ ভবনচত্বরে ৩৫০ থেকে ৫০০ টি বিভিন্ন প্রজাতির চারারোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নেরর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এসময় অন্যান্যের হুইপ মাহবুব আরা বেগম গিনি, মধ্যে সংসদ সদস্য নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, নাদিরা সুলতানা এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ নুরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/জুলফিকার/খোরশেদ/২০২০/১৩৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৩৬

**১৫ আগস্ট চরম বেদনার, কষ্টের ও লজ্জার দিন**

-- কৃষিমন্ত্রী

ঢাকা, ২ ভাদ্র (১৭ আগস্ট) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিষ্ঠুর, নির্মম, পৈশাচিক ও জঘন্যভাবে হত্যা করা হয়। ১৫ আগস্ট আমাদের জন্য চরম বেদনার, কষ্টের ও লজ্জার দিন।

মন্ত্রী আজ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা, দোয়া ও সাংস্কৃতিক’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাক্তন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। সংস্কৃতি সচিব মোঃ বদরুল আরেফীন, শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবিবুল্লাহ সিরাজী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের অস্থিত্ব কল্পনা করা যায় না, এটা বাস্তবতা বিবর্জিত।

#

কামরুল/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১৩৫

**করহার হ্রাস ও ন্যূনতম করসীমা বৃ‌দ্ধিকরণ মুজিববর্ষের উপহার**

**---অর্থমন্ত্রী**

ঢাকা**, ২ ভাদ্র (১৭ আগস্ট) :**

আয়কর অনুবিভাগের ২০২০-২১ অর্থ বছেরর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে ১ লাখ ৫ হাজার ৪৭৫ কোটি টাকা। রাজস্ব আহরণের গতিকে স্বাভাবিক রাখার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর খাত হতে রাজস্ব যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অত্যন্ত সুন্দর ও যুগোপযোগী একটি কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে সম্পূর্ণ বিজনেস প্রসেস অটোমেশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।  রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে সামগ্রিক অটোমেশনের আওতায় আনয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে করের আওতা সম্প্রসারণ (জরিপ, থার্ড পার্টির ডেটাবেইজ ব্যবহার করা), করদাতাদের রিটার্ন দাখিল বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রিটার্ন ফর্ম সহজ করে একপাতার রিটার্ন ফর্ম তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেকটি উপজেলায় আয়কর অফিস স্থাপন করা হবে। একবারের বেশি কোন ব্যক্তিকে টিন নাম্বার দেওয়া হবে না।  এ বছর বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে করদাতারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এবং মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে ব্যক্তি-শ্রেণির করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা বৃদ্ধি করে তিন লাখ টাকা করা হয়েছে। পাশাপাশি কর হার হ্রাস করা হয়েছে।

আজ ২০২০-২০২১ অর্থ বছেরর রাজস্ব আদায়ের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে ভার্চুয়াল সভায় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, রাজস্ব যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে সকল কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তার মধ্যে Personal motor vehicle এর AIT (Advance Income Tax) বৃদ্ধি করা হয়েছে , ভূয়া টিআইএন ও কর ফাঁকি রোধে বিআরটিএ কে ই-টিআইএন যাচাইয়ে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনবিআর। আয়কর বিভাগের ৬৫% রাজস্বই আদায় হয় উৎসে কর হতে। উৎসে কর আদায়ে যথাযথ মনিটরিং ও উৎসে কর্তনে কর ফাঁকি রোধকল্পে টাস্কফোর্স গঠন, ই- টিডিএস (Tax Deducted at Source) সিস্টেম তৈরির উদ্যোগসহ Innovative কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিদেশি নাগিরকেদর কর ফাঁকি রোধে ডেটাবেইজ তৈরিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ব্যক্তিগত গাড়ির বিশেষ ধরনের নম্বর প্লেট বিক্রির মাধ্যমেও রাজস্ব সংগ্রহের পরিকল্পনা রয়েছে  বলেও অর্থমন্ত্রী জানান।

#

গাজী তৌহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/২০২৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৩৪

**জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ**

**সার্ভিস এসোসিয়েশনের আয়োজনে সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২ ভাদ্র (১৭ আগস্ট) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আজ বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন আয়োজিত শতবর্ষে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শীর্ষক আলোচনা সভা ‘ভার্চুয়াল কনফারেন্স’ এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম প্রধান অতিথি হিসেবে এবং জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। এইচ টি ইমাম প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সরকারি কর্মচারীদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এ সময় বলেন, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি এ সময় তরুণ প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশনের সভাপতি হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ড. আহমদ কাযকাউস, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ও সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব শেখ ইউসুফ হারুন অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

#

শিবলী/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১৩১

**বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন বৈষম্য ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে**

**---শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা**, ২ ভাদ্র (১৭ আগস্ট) :**

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, গণপরিষদে সংবিধান পাস করার সময় বঙ্গবন্ধু স্পষ্টভাবে বলেছিলেন ধর্ম পবিত্র, একে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে দেয়া হবে না। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। ধর্ম নিরপেক্ষতা হলো বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি। আর এই জন্যই আজ আমরা বলতে পারি ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। ধর্ম যার যার উৎসব সবার।

মন্ত্রী আজ জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ শীর্ষক এক অনলাইন সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু সব রকমের শোষণ, বৈষম্য ও কূপমন্ডূকতাহীন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাকে হত্যা করে ষড়যন্ত্রকারীরা বাংলাদেশকে একটি ধর্মান্ধ রাষ্ট্র বানাতে চেয়েছিল। কিন্তু আদর্শের মৃত্যু হয় না। তাই বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে হত্যা করা সম্ভব হয়নি। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ সারাবিশ্বে একটি উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত। শত প্রতিকূলতার মধ্য বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আজ সবাইকে পথ দেখায়।

ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য খন্দকার ইফতেখার হায়দারের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে যুক্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক কবি ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। আরো বক্তব্য রাখেন ইউজিসি প্রফেসর ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির সদস্য ড. ফখরুল আলম, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এ মতিন চৌধুরী প্রমুখ।

#

খায়ের/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১২৯

**বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মূল্যবোধই পারে বৈষম্যমুক্ত পৃথিবী গড়তে**

-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

ঢাকা, ২ ভাদ্র (১৭ আগস্ট) :

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ, চেতনা ও মূল্যবোধ অনুসরণ করলে সারা পৃথিবী বৈষম্যমুক্ত হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের নিজ কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঢাকা ওয়াসা আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু ও আন্তর্জাতিকতাবাদ: আমাদের শিক্ষণীয়’ শীর্ষক অনলাইনে আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, চেতনা, প্রজ্ঞা ও দর্শন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষের কাছে এখনো স্মরণীয়, অনুকরণীয় এবং চলার পথের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। মন্ত্রী জানান, জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের মধ্যে যে মূল্যবোধ ও দর্শন জাগ্রত করেছিলেন ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যার সাথে জড়িতদের, স্বাধীনতা বিরোধী কুচক্রীমহল রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন জায়গায় পদায়ন করে সেই মূল্যবোধকে নষ্ট করে দিয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর শোষিতের পক্ষে এবং শোষণের বিপক্ষে সারা জীবন আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু আজীবন পৃথিবীতে মানবতার, নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির পক্ষে শান্তি ও সমতার কথা বলেছেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, এছাড়া মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, গবেষক ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক ডঃ খন্দকার বজলুল হক।

ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী তাকসিম এ খানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন ব্রাক বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ, ওয়াটার এইড এর কান্ট্রি ডিরেক্টর প্রকৌশলী হাসিন জাহান ও দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক ডাঃ দিবালক সিং-সহ ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

হায়দার/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১২৭

**জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে শপথ নেয়ার আহ্বান শ্রম প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২ ভাদ্র (১৭ আগস্ট) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান বলেছেন, জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাঙালি জাতির জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সহযোগিতা করার প্রত্যয়ে সকলকে শপথ নিতে হবে।

আজ রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনের সম্মেলনকক্ষে শ্রম অধিদপ্তর আয়োজিত স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে খতমে কোরআন, আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে জুম অ্যাপের মাধ্যমে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিদেশে লুকিয়ে থাকা স্বাধীন বাংলার রূপকার জাতির পিতার বাকি খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার সম্পন্ন করতে হবে। বঙ্গবন্ধু-সহ তাঁর পরিবারের শাহাদত বরণকারী সকল সদস্যের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।

শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক একেএম মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আব্দুস সালাম। এছাড়া কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায়, শ্রম অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোঃ আব্দুল লতিফ খান, জাতীয় শ্রমিক লীগ সভাপতি ফজলুল হক মন্টু-সহ শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

জুম অ্যাপের মাধ্যমে শ্রম অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু-সহ তাঁর পরিবারের শাহাদত বরণকারী সকল সদস্যের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

আকতারুল/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১২৬

**বঙ্গবন্ধুকে যত বেশী অধ্যয়ন করা যাবে ততই তাঁকে জানা যাবে**

**- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২ ভাদ্র (১৭ আগস্ট) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিস্ময়কর নেতৃত্বের এক মহামানব। এই ভূ-খণ্ডের জনগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী নেতৃত্ব অন্ধের মতো অনুসরণ করেছে।তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলী বিশ্বের কোন নেতা অর্জন করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুকে যত বেশী অধ্যয়ন করা যাবে ততই তাকে বেশি করে জানা যাবে। বঙ্গবন্ধুকে অনুসরণ করলে মর্যাদাপূর্ণ উন্নত জীবন গঠনের জন্য আর কাউকে জীবনের হিরু হিসেবে অনুসরণ করার প্রয়োজন হবে না। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু দুটি অমূল্য রত্ন আমাদের জন্য রেখে গেছেন একটি স্বাধীনতা আর একটি হলো তাঁর সুযোগ্য কন্যা।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি’র ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এ বিটিসিএল আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

বিটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো: রফিকুল মতিন এর সভাপতিত্ত্বে অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মো: নূর-উর-রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বঙ্গবন্ধু গবেষক কাজী সাজ্জাত আলী জহির বক্তৃতা করেন। বিটিআরসি চেয়ারম্যান মো: জহিরুল হক, বাংলাদেশ কমিউনিকেশন্স স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড এর চেয়ারম্যান ড. শাহাজাহান মাহমুদসহ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর অধীন সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ অনুষ্ঠানে সরাসরি বা ডিজিটাল প্লাটফর্মে সংযুক্ত ছিলেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা হাজার বছরের পরাধীন বাঙালি জাতিকে কেবলমাত্র স্বাধীনতা্ই দেননি, তিনি যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের ওপর দাঁড়িয়েও আইটিইউ, ইউপিইউ এবং বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশনের বীজ বপন করে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৬ বছরের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে সেই বীজ আজ বিশাল মহিরূহে রূপ নিচ্ছে। ২০০৮ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচী বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা কর্মসূচীর রূপরেখা। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২০ সালের বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। করোনাকালেও গ্রামের মানুষটি পর্যন্ত উপলব্ধি করছে ডিজিটাল বাংলাদেশ না থাকলে বৈশ্বিক মহামারির এই ক্রান্তিলগ্নে মানুষের জীবনযাত্রা বিপন্ন হতো।

মন্ত্রী বলেন, ২০২১ সালে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পৌঁছে যাবে। এ বছরের মধ্যেই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৪জি মোবাইল নেটওয়ার্ক সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। মোস্তাফা জব্বার বলেন, ২০০৮ সালেও দেশে আট জিবিপিএস ইন্টারনেট ব্যবহার হতো এবং ব্যবহারকারী ছিল মাত্র আট লাখ। বর্তমানে ১১ কোটি মানুষ ১৭ শত জিবিপিএস ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। তিনি বলেন, জাতির পিতা প্রথমেই একটি জাতি স্বত্বা গড়ে তুলেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে অসীম দূরদর্শিতার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার লড়াইকে এগিয়ে নিয়েছেন।

#

শেফায়েত/পরীক্ষিৎ/কামাল/আসমা/২০২০/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১২৫

**কমিশন গঠন করে বঙ্গবন্ধু হত্যার কুশীলবদেরকে জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে**

**- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ ভাদ্র (১৭ আগস্ট) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে হত্যা করতে চেয়েছিল দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা। সেই ষড়যন্ত্রকারীরা এখনো তৎপর রয়েছে। সেজন্য, ১৫ই আগস্টের হত্যার পিছনে যারা ছিলো, সেসব কুশীলবদের চেহারা উন্মোচন করা দরকার। ইতোমধ্যে সেসব কুশীলবদের অনেকের চেহারা মুখোশ কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাতির সামনে উন্মোচিত হয়েছে, একটি কমিশন গঠন করে সরকারিভাবে তাদের নাম লিপিবদ্ধ করে তাদের কুৎসিত চেহারা জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে।

মন্ত্রী আজ সকালে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) আয়োজিত 'জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০’ উপলক্ষে অনলাইন আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসিরুজ্জামান।

মন্ত্রী বলেছেন, ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড মানবেতিহাসের বর্বরোচিত ঘটনা। আমরা অনেক হত্যার কথা জানি। আমরা আব্রাহাম লিংকন, জন এফ কেনেডিসহ বিশ্বের অনেক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের কথা জানি। কিন্তু এমন নিষ্ঠুর, নির্মম, পৈশাচিক ও জঘণ্য হত্যাকাণ্ড কোথাও হয়নি। অন্ত:স্বত্তা মহিলা, শিশু রাসেল, বঙ্গমাতা কেউ বাদ যায় নি। এর চেয়ে মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ঘটনা আর কি হতে পারে।

  মন্ত্রী বলেন, ৭১’এর যুদ্ধাপরাধীরা মানবতাবিরোধী, এরা মানবতার শত্রু। এরা ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে চায়। ধর্মকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, আর্দশ ও ঐতিহ্যকে বিলুপ্ত করতে চায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে কায়দায় এরা হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন চালিয়েছিল ঠিক একই কায়দায়, একই ধারায় দিবালোকে ২১শে আগস্টে গ্রেনেড হামলা করেছে, যুদ্ধের মতো। ১৫ই আগস্ট এবং ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলা একইসূত্রে গাঁথা।

 বিএডিসি কর্মকর্তাদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, সার, বীজ, সেচসহ কৃষি উপকরণ সরবরাহে বিএডিসিকে আরও এগিয়ে আসতে হবে। আপনারা নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসুন। বেসরকারি কোম্পানিগুলো যেখানে নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে বিএডিসি কেন পিছিয়ে আছে, সেটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে যুগোপযুগী উদ্যোগ নিতে হবে।

 বিএডিসি’র চেয়ারম্যান মো. সায়েদুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিএডিসি’র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সভায় বক্তৃতা করেন।

#

কামরুল/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩০১৫

**হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের জাতীয় শোক দিবস সভায় তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা**, ১ ভাদ্র (১৬ আগস্ট) :**

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ আজ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাজধানীর শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে দেশের সরকারি সংস্থা হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন।

এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় মন্ত্রী বলেন, প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অধিকার আদায়ের সংগ্রাম প্রতিষ্ঠিত করে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বে দিয়েছিলেন একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠন করার জন্য। বঙ্গবন্ধু একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পর রাষ্ট্রের অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করে ষড়যন্ত্রকারীরা।

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে আবার মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ আজ বিশ্বের কাছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য উদাহরণ উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে আমরা দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছে দেব -এটিই হচ্ছে আজ আমাদের প্রত্যয়।

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট সুব্রত কুমার পালের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী,  বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ রায়, সিদ্ধেশ্বরী সার্বজনীন পূজা পরিষদের সভাপতি জয়ন্ত কুমার দেব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট্রের ট্রাস্টি সভাপতি অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ট্রাস্টি সভাপতি শ্যামল সরকার, প্রকৌশলী রতন কুমার দত্ত, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ট্রাস্টি রাজেন্দ্র চন্দ্র দেব মন্টু, শ্রীমতি রেখা রানী গুণ প্রমুখ সভায় যোগ দেন। এ সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের শহীদ সদস্যদের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা ও এ উপলক্ষে খাবার বিতরণ করা হয়।

#

আকরাম/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১১১

সোনার বাংলা গড়তে বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে এবং তাঁর চেতনা হৃদয়ে ধারণ করতে হবে

- শ্রম প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ১ ভাদ্র (১৬ আগস্ট) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে এবং তাঁর চেতনা হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশকে জানতে হলে শেখ মুজিবকে জানতে হবে। স্বাধীনতার প্রতীক বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং কারাগারের রোজনামচা পড়তে হবে। তিনি বলেন, স্বাধীনতাবিরোধীরা সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টাকে হত্যা করে বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল। খুনিরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্নকে হত্যা করতে পারেনি। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ খুব শীঘ্রই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ আত্মনির্ভশীল সোনার বাংলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে মন্তণালয়ের সচিব কে এম আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, ড. রেজাউল হক, মোঃ রাশিদুল ইসলাম, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায়, শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক একেএম মিজানুর রহমান-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া জুম অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরের সারা দেশের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে অংশ গ্রহণ করেন।

আলোচনা শেষে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু-সহ তাঁর পরিবারের শাহাদতবরণকারী সকল সদস্যের রুহের মাগফিয়াত কামনা করে দোয়া ও বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

আকতারুল/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                        নম্বর : ৩১০৮

**শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে**

**- কে এম খালিদ**

ঢাকা, ১ ভাদ্র (১৬ আগস্ট) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, আগস্ট বাঙালি জাতির জন্য শোকাবহ মাস। '৭৫ এর আগস্ট মাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল। এ আগস্ট মাসেই বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। আবার এ মাসেই বঙ্গমাতা ও শেখ কামালের জন্মদিন। যুগপৎ আনন্দ-বেদনার এ মাসে এবং বৈশ্বিক মহামারি করোনার এ দুর্যোগকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর দক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সফলভাবে করোনা মোকাবিলা করে যেভাবে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তা সারাবিশ্বের জন্যই অনুকরণীয়-যা ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।  তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর চেতনা ও আদর্শ এবং স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বেই অচিরেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ সকালে রাজধানীর বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে বাংলা একাডেমি আয়োজিত 'শতবর্ষে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন কে এম খালিদ।

কে এম খালিদ বলেন, বাঙালি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রাণের যোগ। ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী অমর একুশের অনুষ্ঠানমালায় প্রধান অতিথি ছিলেন সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেদিন বঙ্গবন্ধু এই বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে সমবেত সুধীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলেন, আপনারা ভাষার জন্য কি করেছেন? দেশের জন্য আপনারা কি করেছেন?... আমরা যেদিন ক্ষমতায় যাবো সেদিন থেকে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হবে।' একইভাবে ১৯৭৪ সালে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন যেখানে বিশ্বের খ্যাতনামা কবি-লেখক-পণ্ডিতগণ বাংলা একাডেমিতে সমবেত হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনে জীবনে সবচেয়ে বেশি মর্মাহত ও শোকাহত হয়েছিলেন উল্লেখ করে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৭৫ সালের ৪ঠা নভেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রতিবাদ মিছিলে আমি ময়মনসিংহ হতে ট্রেনে ঢাকায় এসে যোগদান করি। একইভাবে ১৯৮১ সালের ১৭ মে শেখ হাসিনা যখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাবে তৎকালীন সরকারের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন সৌভাগ্যক্রমে সেখানেও আমি উপস্থিত ছিলাম।'

বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. বদরুল আরেফীন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী।

আলোচনা সভা শেষে প্রতিমন্ত্রী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন ও কর্ম নিয়ে বাংলা একাডেমি উদ্যোগে ১০০টি গ্রন্থ প্রকাশের অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে প্রকাশিত ২৬টি গ্রন্থের প্রকাশনার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী বাংলা একাডেমি চত্বরে জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষে বাংলা একাডেমি আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

#

ফয়সল/অনসূয়া/কামাল/আসমা/২০২০/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩১০৬

**বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে অনেক আগেই বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করত**

**- ভূমিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ ভাদ্র (১৬ আগস্ট) :

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে অনেক আগেই বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করত। তবে তাঁকে শহীদ করে বাংলাদেশের অগ্রগতি রোধ করা যায়নি কারণ তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা দেশকে উন্নয়নের এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন।

গতকাল জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশন ভবনে আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভূমিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম এবং যুক্তরাজ্যের ক্ষুদ্র ব্যবসা, গ্রাহক ও শ্রম বাজার বিষয়ক মন্ত্রী এবং লন্ডন বিষয়ক মন্ত্রী পল স্কালি সম্মানিত অতিথি হিসেবে জুম ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সাইফুজ্জামান চৌধুরী আশা প্রকাশ করেন যে দু'দেশের মধ্যে উচ্চ-পর্যায়ের সফরের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য ২০২১ সালে কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশতম বর্ষ উদযাপন করবে। একাত্তরে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যুক্তরাজ্যের ইতিবাচক ভূমিকার জন্য ভূমিমন্ত্রী কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানান।

উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম বঙ্গবন্ধুকে এক অপ্রতিম বিশ্বনেতা হিসাবে অভিহিত করে বলেন, তিনি বিশ্ব পরিমণ্ডলে আমাদের গর্বিত করেছেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু হয়ত তাঁর রূপকল্প বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি, তবে সৌভাগ্যবশত তাঁর কন্যা বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় বিনির্মাণের কাজ করছেন।

যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড এবং ইইউর বিভিন্ন দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি স্মরণ সভায় ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যোগ দিয়ে জাতির পিতা এবং ১৫ই আগস্টে সংঘটিত বিয়োগান্ত ঘটনায় শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান।

এর আগে সকালে হাইকমিশনার বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে উত্তোলন করেন। এরপর জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

ডেপুটি হাই কমিশনার মুহাম্মদ জুলকার নাইন, প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রশিদ, মিনিস্টার (কনস্যুলার) মো: লুৎফুল হাসান, মিনিস্টার (প্রেস) আশেকুন নবী চৌধুরীসহ   হাইকমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ স্মরণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

#

অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২০/১২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                     নম্বর : ৩১০৫

**জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে জাতীয় শোক দিবস পালন**

নিউইয়র্ক, ১৬ আগস্ট :

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষিতে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী সামাজিক দূরত্ব মেনে মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে স্থানীয় সময় সকাল ১১ টায় আয়োজন করা হয় জাতীয় শোক দিবসের এ অনুষ্ঠান।

স্থায়ী মিশনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার মাধ্যমে জাতির পিতার ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস পালনের কর্মসূচি শুরু করা হয়। এসময় জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতির পিতা, বঙ্গমাতা এবং তাঁদের শহীদ পরিবারবর্গসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদদের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে একমিনিট নিরবতা পালন করা হয়। অত:পর ১৫ আগস্টের শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে রক্ষিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পনের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমার নেতৃত্বে মিশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ। এরপর দিবসটি উপলক্ষে দেওয়া রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর নির্মিত একটি বিশেষ প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শণ করা হয়।

বিশ্বব্যাপী জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের প্রাক্কালে এবারের জাতীয় শোক দিবসের এ অনুষ্ঠান বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে মর্মে স্বাগত ভাষণে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। তিনি বলেন, জাতির পিতার সংগ্রাম ও ত্যাগ বিশ্বমানবতাকে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে পথ দেখাবে। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রথমবারের মতো দেওয়া জাতির পিতা বাংলায় ভাষণের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, “আজ পৃথিবীর সকল দেশ এজেন্ডা ২০৩০ এর ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে আমরা এর অধিকাংশের কথাই খুঁজে পাই’। তিনি আরো বলেন, আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মে দেওয়া জাতির পিতার সেই ভাষণে শিক্ষা, সাম্যতা এবং সম্মানজনক জীবন ও জীবিকার কথা রয়েছে। তিনি জাতীয়তার সীমা পেরিয়ে আন্তর্জাতিকতাকে স্পর্শ করেছেন। তাঁর এই ভাষণে ফুটে উঠেছে বিশ্ব মানবতার আশা আকাঙ্খা। তিনি শান্তির কথা বলেছেন, মানুষের মুক্তির কথা বলেছেন, বহুপাক্ষিকতার কথা বলেছেন, উন্নত বিশ্ব ব্যবস্থার কথা বলেছেন, মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের কথা বলেছেন। এমন ভাষণ কেবল তাঁর মতো একজন বিশ্বনেতার পক্ষেই দেওয়া সম্ভব।

দিবসটি উপলক্ষে বাণী প্রদান করেন ইউনেস্কোর মহাপরিচালক অড্রে অজৌলে। বাণীতে তিনি বলেন, মানুষের অধিকার আদায় ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও ত্যাগের যে আদর্শ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেখে গেছেন তাঁর শাহাদতের চার দশক পরেও বিশ্ব তা স্মরণ করছে।

ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছে মর্মে বাণীতে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠান অর্ন্তভুক্তিমূলক, ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক সমাজের যে স্বপ্ন দেখে তা-ই যেন বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের   
৭ মার্চে দেওয়া ভাষণে উল্লেখ করেছেন যা ইউনেস্কোর মেমোরি অভ্‌ দ্যা ওর্য়ার্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্ট্রারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

#

অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১২১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১০৪

**কানাডায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী পালিত**

অটোয়া (কানাড), ১৬ আগস্ট :

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ হাইকমিশনে আয়োজিত কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ, জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, এক মিনিট নীরবতা পালন, বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং আলোচনা সভা। দিবসের শুরুতে সকালে হাইকমিশনার দূতাবাসের সকল সদস্যদের নিয়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন। পরবর্তীতে   
বিকালে দিবসের দ্বিতীয় কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশিগণ যোগদান করেন। উল্লেখ্য যে, কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপটে স্বাগতিক দেশের আরোপিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে হাইকমিশনে এই দিবস   
উদ্‌যাপিত হয়।

প্রথমেই উপস্থিত সকলকে নিয়ে হাইকমিশনার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের সকল নিহত সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এ দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনান। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের ওপর নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

এ পর্যায়ে একটি উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। হাইকমিশনার মিজানুর রহমান তাঁর বক্তব্যের শুরুতে শোকাবহ আগস্টে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, মা, মাতৃভূমি আর মাতৃভাষা যেমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ, তেমনি বঙ্গবন্ধু, বাঙালি জাতি আর বাংলাদেশ একই সুতোয় গাঁথা। হাইকমিশনার বলেন, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির শুভ মুহুর্তে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পলাতক হত্যাকারীদের বিচারের কাজ সম্পূর্ণ করে জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধন এবং বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের স্বপক্ষে লড়াই করার উদ্দেশ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে হাইকমিশনার উপস্থিত সকলকে নিয়ে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধুর কর্নারে বঙ্গবন্ধুর উপর পুস্তক, ডকুমেন্টরিসহ বিভিন্ন উপকরণ থাকবে যা সকল প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এতে করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে।

অনুষ্ঠানের শেষে ১৫ই আগস্টে নিহত বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত করোনা থেকে মুক্তি কামনা, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

#

আইয়ুব/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১২২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১০২

**কায়রোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতীয় শোক দিবস পালন**

**কায়রো,** ১৬ আগস্ট :

কায়রোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস গতকাল জাতীয় শোক দিবস ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালন করা হয়।

**সকালে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। রাষ্ট্রদূত মোঃ মনিরুল ইসলাম সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উপস্থিতিতে দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন। সন্ধ্যায় পবিত্র কোরআন থেকে তিলওয়াতের মধ্য দিয়ে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা শুরু হয়। মিশরে অধ্যয়নরত ছাত্র, ব্যবসায়ী, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত প্রবাসী বাঙ্গালীগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন । অনুষ্ঠানে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে প্রেরিত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।**

রাষ্ট্রদূত বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙ্গালী জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বাধীনতার রূপকার। বাঙালীর অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো আপোস করেননি। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি বহু কাঙ্খিত স্বাধীন সর্বভৌম বাংলাদেশ। কিন্তু জাতি হিসেবে আমাদের দূর্ভাগ্য যে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা শেখ মুজিবকে সপরিবারে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির হাতে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ বাঙ্গালীর ইতিহাস তথা বিশ্বের ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায়। সকল প্রবাসীকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশ গড়ার কাজে যার যার সাধ্যমত অবদান রাখার আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ই আগস্টে শাহাদত বরণকারী সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশ ও জাতির উন্নতি, সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাতের মধ্যে দিয়ে জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

#

অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১০১

**বিনম্র শ্রদ্ধায় নাইজেরিয়াতে জাতীয় শোক দিবস পালন**

আবুজা (নাইজেরিয়া), ১৬ আগস্ট :

নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী পালন করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ১৫ আগস্ট সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে হাইকমিশন চত্বরে মিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে হাইকমিশনার মোঃ শামীম আহসান, এনডিসি জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়।

সন্ধ্যায় আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিল এর আয়োজন করা হয়। শুরুতে হাইকমিশনার, মিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। জাতির পিতা, তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়। আলোচনা সভায় বক্তারা জাতির পিতার বর্ণাঢ্য জীবন ও অর্জন সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তারা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ‘সোনার বাংলা’ গড়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে সমবেতভাবে কাজ করে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানান।

হাইকমিশনার মোঃ শামীম আহসান তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বাঙালির প্রতিটি ন্যায়সংগত আন্দোলনে তাঁর অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। অসাধারণ মহানুভবতা, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং রাজনৈতিক দুরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার কারণে তিনি কিভাবে ‘বঙ্গবন্ধু’ হিসেবে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেন তা তিনি বিভিন্ন তথ্যসহ তুলে ধরেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ‘রূপকল্প-২০২১’, ‘রূপকল্প-২০৪১’ এবং ডেল্টা-২১০০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবাইকে কাজ করার আহবান জানান।

বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ, নাইজেরিয়ার অতিথিবৃন্দ ও হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

#

একরামুল/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১০০

**ইসলামাবাদে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোকদিবস পালিত**

ইসলামাবাদ, ১৬ আগস্ট :

ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস পালন করে। এ উপলক্ষে দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। হাইকমিশন প্রাঙ্গনে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে প্রবাসী বাংলাদেশি, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গসহ হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

সকালে চান্সারি প্রাঙ্গণে হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ইসলামাবাদে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকগণের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার তারিক আহসান।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে চান্সারি প্রাঙ্গণে পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া করা হয়।

দিবসটি পালন উপলক্ষে সন্ধ্যায় এক আলোচনা ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন হাইকমিশনার ও হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের পর বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের প্রতি সম্মান জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর, দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং ইউনেস্কোর মহাপরিচালক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

আলোচনা সভায় বক্তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তুলনাহীন অবদান এবং জীবন ও কর্মের উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরেন। তাঁরা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে নৃশংসভাবে হত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়ে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

হাইকমিশনার তারিক আহসান তাঁর বক্তব্যে শোকাবহ এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সাথে সকল শাহাদাতবরণকারীর আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার মাধ্যমে ঘাতকেরা শুধু ব্যক্তি মুজিব-কে হত্যা করেনি। তারা চেয়েছিল বঙ্গবন্ধুর আদর্শ তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিশ্চিহ্ন করতে। তাই, সংবিধান থেকে সমতা, অসাম্প্রদায়িতকা আর বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত ধারাগুলো মুছে ফেলা হয়। এই হত্যাকান্ডের কোন বিচার করা যাবেনা এমন ধারা সন্নিবেশিত করে সংবিধানকে কলুষিত করা হয়।

তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথমবার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেয়ার পর নির্বাসিত বঙ্গবন্ধুর নাম ফিরে আসে বাংলার ঘরে ঘরে। এরপর প্রতিশোধের পরিবর্তে একটি সুষ্ঠু বিচারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনীদের শাস্তি নিশ্চিতের মাধ্যমে একটি অন্ধকার অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হয়।

সবশেষে, বঙ্গবন্ধুর জীবনিভিত্তিক একটি প্রামাণ্য ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

নাজমুল/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩০৯৯

**কোপেনহেগেনে জাতীয় শোক দিবস পালিত**

কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক), ১৬ আগস্ট :

কোপেনহেগেনে বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযথ ভাব গাম্ভীর্য ও বিনম্র শ্রদ্ধায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। শনিবার সকালে ডেনমার্কে বাংলাদেশ দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত মো. শাকিল শাহরিয়ার দূতাবাস চত্ত্বরে জাতীয় পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে অর্ধনমিত করার মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এ সময় দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

বিকেলে দূতাবাস মিলনায়তনে দিনটি উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ডেনমার্কে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ও বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরান থেকে তেলওয়াত এবং বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যসহ নিহত শহীদদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। পরে দূতাবাসের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহান কর্মজীবনের ওপর নির্মিত একটি প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন করা হয় ।

দিবসটির উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশিরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বক্তাগণ তাঁদের আলোচনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীর জীবনদর্শন থেকে শিক্ষা নেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তৃতায় স্বাধীন বাংলার স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চরিত্রের মহান, উল্লেখযোগ্য ও অনুকরণীয় দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর সুদৃঢ় নেতৃত্বে ও মহানুভবতায় বাঙ্গালী জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে নিরলস ভাবে কাজ করে গেছেন। তিনি আরো বলেন, বাঙ্গালীর দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগ ও তাঁর নেতৃত্বগুনের ফলেই পাকিস্তানি শাসকদের করাল থাবা থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল।

#

শাকিল/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৯৮

**বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল নিউইয়র্কে ‘জাতীয় শোক দিবস’ পালন**

নিউইয়র্ক, ১৬ আগস্ট :

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল গতকাল যথাযথ মর্যাদায় ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও ‘জাতীয় শোক দিবস’ পালন করে। নিউইয়র্কে বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস এর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, স্বাগতিক দেশের বিধি-বিধান প্রতিপালন করে কনস্যুলেটে এই দিবসটি পালন করা হয়।

শুরুতে জাতির পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা কনস্যুলেটের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে অর্ধনমিত পতাকার সাথে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন। কনসাল জেনারেল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী’র বাণী পাঠ করা হয়। জাতির পিতা, তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহীদ সদস্য ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার শান্তি কামনায় ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতির পিতার ওপর নির্মিত একটি প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

‘মুজিব বর্ষ’ উপলক্ষ্যে কনস্যুলেটের হলরুমে স্থাপিত ‘মুজিব গ্যালারি’র উদ্বোধন করেন কনসাল জেনারেল। বাংলাদেশি-আমেরিকান নতুন প্রজন্মের মাঝে জাতির পিতা’র চেতনা ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়াসেই কনস্যুলেটে মুজিব গ্যালারি স্থাপন করা হয়েছে এবং কনস্যুলেটে আগত সকল সেবাপ্রার্থীসহ কম্যুনিটির সকলের পরিদর্শনের জন্য উম্মুক্ত থাকবে ‘মুজিব গ্যালারি’। এছাড়াও, কনস্যুলেটের ওয়েবসাইটে ’বঙ্গবন্ধু ফটো গ্যালারি’ নামে একটি ভার্চুয়াল ‘মুজিব গ্যালারি’র উদ্বোধন করেন কনসাল জেনারেল।

সাদিয়া ফয়জুননেসা ১৫ আগস্টের এই দিনটিকে ইতিহাসের সবচাইতে জঘন্যতম ও কলঙ্কজনক দিন হিসেবে উল্লেখ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদ সদস্যদের হত্যাকারীদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে বিচারের রায় কার্যকরে সচেষ্ট থাকার জন্য তিনি সকলকে আবারও অনুরোধ জানান । তিনি জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে প্রেরিত ইউনেস্কোর মহাপরিচালক এর বাণী পাঠ করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ বাস্তবায়নে তাঁরই সুযোগ্যা কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র যোগ্য নেতৃত্বে সবাইকে একযোগে কাজ করার অনুরোধ জানান কনসাল জেনারেল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহীদ সদস্য ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত সমৃদ্ধির জন্য অনুষ্ঠান শেষে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

#

অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২০/১২১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৯৭

**এথেন্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী পালন**

এথেন্স (গ্রীস), ১৬ আগস্ট :

বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশির অংশগ্রহণে বিনম্র শ্রদ্ধা, যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে এথেন্সের বাংলাদেশ দূতাবাসে পালিত হয়েছে জাতীয় শোক দিবস এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী। করোনা পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শোক দিবস পালন করা হয়।

শনিবার সকালে দূতাবাস প্রাঙ্গণে গ্রিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ জসীম উদ্দিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণের মধ্য দিয়ে শোক দিবসের কর্মসূচি শুরু করেন। এরপর জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। গ্রিস প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনও জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। জাতির পিতা ও ১৫ই আগস্টের শহীদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রেরিত বাণী পাঠের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। জাতির পিতার গৌরবোজ্জ্বল কর্মময় জীবনের ওপর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শিত হয়। এরপর জাতির পিতা ও ১৫ আগস্টের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। জাতির পিতার ত্যাগ ও তিতিক্ষার জীবনাদর্শ ও কর্মের উপর আলোচনায় বক্তাগণ বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার কার্যকর করার দাবি জানান।

রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা এবং আদর্শ বাস্তবায়নে নতুন প্রজন্মসহ সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।  তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রতীক। তিনি এই মুজিববর্ষে  জাতির পিতার জীবন থেকে অনুপ্রারিত হয়ে দেশ গঠনে উদ্বুদ্ধ হতে সকলকে আহ্বান জানান।  তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টাই নন, স্বাধীনতা উত্তর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের জন্য স্বীকৃতি আদায়ে তাঁর প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি তাঁকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতার মর্যাদায় আসীন করেছে।

গ্রিসে বসবাসকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ব্যবসায়ী ও আঞ্চলিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি এবং দূতাবাসের কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

Abm~qv/Rmxg/KzZze/2020/১১২০ NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৯৪

**বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে দেশের মাটি ও মানুষকে ভালোবাসতে শিখিয়ে গেছেন**

**-- প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধু আজীবন বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরেই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়নে অনেক কিছু করে গেছেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে দেশের মাটি ও মানুষকে ভালোবাসতে শিখিয়ে গেছেন। আমরা যদি তার আদর্শ ও চেতনা বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করি তাহলেই তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে।

মন্ত্রী আজ জাতীয় শোক দিবস এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্ম নিয়ে আয়োজিত অনলাইন আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। সভার শুরুতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীনের সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন লে. কর্নেল সাজ্জাদ আলী জহির, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান বেগম শামছুন নাহার, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ সামসুল আলম, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান, বোয়েসেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাইফুল হাসান বাদল, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ শহীদুল আলম, কাতারস্থ শ্রম কল্যাণ উইং এর কাউন্সেলর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

সভার অতিথি বক্তা ড. নাসরীন আহমদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে মেকি কোনো কিছু ছিল না। তিনি যা ভাবতেন তাই করতেন। বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় জেলে কাটিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে আপস করেননি।

সভায় লে: কর্ণেল সাজ্জাদ আলী জহির বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের একটি স্বাধীন দেশ দিয়ে গেছেন। আর দিয়ে গেছেন তাঁর কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য তথা দেশের উন্নয়নের জন্য। তিনি বক্তৃতায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অমিত সাহসিকতার কথা উল্লেখ করেন।

#

রাশেদুজ্জামান/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩০৯৩

**বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশে পরিবেশ রক্ষা কার্যক্রমের সূচনা করেন**

**-- পরিবেশ উপমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষার জন্য সকল কর্মকাণ্ডের সূচনা করেছিলেন। তিনিই প্রথম সারা দেশে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কাজ শুরু করেন। জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলার নির্মাণে আন্তরিকভাবে কাজ করলেই তাঁর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

আজ রাজধানীর আগারগাঁওস্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে "শোক হোক শক্তি " শিরোনামে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নির্মমভাবে নিহত জাতির পিতা ও অন্যান্য শহিদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে পরিবেশ উপমন্ত্রী বলেন, যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধু থাকবেন। জাতি তাঁর ঋণ কোনো দিন শোধ করতে পারবে না। তিনি বলেন, জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও পরম দৃঢ়তায় পিতার অসমাপ্ত কাজ ও আদর্শ বাস্তবায়ন করে বিশ্বের দরবারে দেশকে একটি রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণকালেও মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষা করে তিনি বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছেন।  শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সকলে একযোগে কাজ করলে আগামী বছরেই বাংলাদেশ আবার ঘুরে দাঁড়াবে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের  অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ বিল্লাল হোসেন, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ কে এম রফিক আহাম্মদ এবং বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব) মোঃ আমির হোসাইন চৌধুরী প্রমুখ।

আলোচনা সভার পর বাদ জোহর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিলে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন-সহ দেশের সকল করোনা আক্রান্ত মানুষের আশু রোগমুক্তির জন্য দোয়া চাওয়া হয়।

#

দীপংকর/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২১১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৯১

**১৫ আগস্ট কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়**

**-- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ১৫ আগস্ট বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। একাত্তরের পরাজিত শক্তি তাদের দোসরদের সহায়তায় এই নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বাংলাদেশকে হত্যা করতে চেয়েছিলো। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে জাতীয় চার নেতাকেও হত্যা করে যাতে তারা বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রাখতে না পারে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর খুনি মাজেদের প্রকাশিত ভিডিও সাক্ষাৎকারের বক্তব্য থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়েছে। কারা ১৫ আগস্ট হত্যার নেপথ্য নায়ক ছিলো তাও পরিষ্কার হয়েছে।

মন্ত্রী আজ বঙ্গবন্ধুর শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় ডাক ভবনে ডিজিটাল প্লাটফর্মে ডাক অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বিশ্বে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী অনেক নেতা আছেন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব, আত্মত্যাগ, জাতিসত্তা গঠন ও একটি সশস্ত্র যুদ্ধে সমগ্র জাতিকে পরিপূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ করার সবগুলো গুণ আর কোনো স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী নেতার নেই। এজন্য তিনি অনন্য ও অসাধারণ।

মন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু মানুষের ভাষা বুঝতেন। ১৯৪৭ সালের পর থেকে বঙ্গবন্ধু এ দেশের মানুষকে এমনভাবে সংগঠিত করেছেন যা ইতিহাসে বিরল। এরই ধারাবাহিকতায় মাত্র নয় মাসে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈনিককে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছিল বাঙালি। এটা জাতিকে বঙ্গবন্ধুর সুসংগঠিত করার ফসল। বঙ্গবন্ধু সমস্ত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে লড়াই করেছেন উল্লেখ করে একাত্তরের রণাঙ্গনের সম্মুখযোদ্ধা মোস্তাফা জব্বার বলেন, বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মোঃ নূর-উর-রহমান বলেন, বঙ্গবন্ধু সব সময় বলতেন আমার মানুষ। তিনি সবাইকে নিজের মানুষ মনে করতেন। এত বড় হৃদয়ের মানুষ পৃথিবীতে বিরল। টেলিযোগাযোগ সচিব শোককে শক্তিতে পরিণত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সবাইকে কাজ করার আহ্বান জানান।

#

শেফায়েত/রাহাত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                  নম্বর : ৩০৯০

**ভিয়েনায় জাতীয় শোক দিবস এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী পালিত**

ভিয়েনা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

ভিয়েনাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস এবং স্থায়ী মিশনের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে দূতাবাস প্রাঙ্গণে এক বিশেষ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

প্রত্যূষে দূতালয় এবং বাংলাদেশ ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয় এবং সকাল সাড়ে দশটায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দূতাবাসের প্রথম সচিব ও দূতালয় প্রধান মোঃ তারাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় ও তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানের পূর্বে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় ও সংগ্রামী জীবনের ওপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। সবশেষে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদতবরণকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ, মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশ ও জাতির শান্তি, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বাণীসমূহ পাঠ করা হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা পরম শ্রদ্ধায় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহিদদের স্মরণ করেন। তাঁদের বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ও কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বক্তরা পঁচাত্তরের বর্ররোচিত ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান এবং বিদেশে পলাতক অপর খুনিদের দেশে ফেরত এনে তাদের শাস্তি কার্যকর করার জোর দাবি জানান।

জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে সভাপতির বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশ্ব নেতা। বিশ্ব অর্থনীতির দুঃসময়েও আমাদের ঊর্ধ্বমুখী প্রবৃদ্ধির সূচক উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যার সুযোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমেই তা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

#

তারাজুল/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/২১১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৮৯

**১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে**

**-- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে হত্যাকাণ্ডে সরাসরি অংশগ্রহণকারীদের বিচার হলেও মূল পরিকল্পনাকারীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে , তাদেরও মুখোশ উন্মোচন করতে হবে। এজন্য কমিশন গঠনের কথা তিনি বলেন।

আজ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে হত্যা করার জন্য ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এর সাথে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র জড়িত ছিল। এজন্য শুধু বঙ্গবন্ধুই নয়, বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্য এবং পরবর্তীতে জাতীয় চার নেতাকেও হত্যা করা হয়। শিশু রাসেলকেও তারা ছাড়েনি। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে পরবর্তীতে পাকিস্তানি ভাবধারায় রাষ্ট্র পরিচালনা সেটাই প্রমাণ করে।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু কেবল ক্যারিশম্যাটিক নেতাই ছিলেন না, তিনি প্রশাসক এবং কূটনীতিক হিসেবেও অনন্য ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের মিত্রবাহিনীর সদস্যরা এখনও বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু মাত্র ৩ মাসের মধ্যে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সদস্যদের নিজ দেশে ফেরত পাঠান। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনর্গঠন করেন। পৃথিবীর অন্যতম সেরা সংবিধান প্রণয়ন করেন, এমনকি একটি সাধারণ নির্বাচনও অনুষ্ঠিত করেন। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে বাংলাদেশ অনেক আগেই উন্নত হতো।

আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে মন্ত্রী সরকারি পরিবহন পুল ভবনের সামনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

মারুফ/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                        নম্বর : ৩০৮৮

**জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযু্ক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে**

**ভার্চুয়াল ডাকটিকিট প্রদর্শনীর উদ্বোধন**

ঢাকা**, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

বিজ্ঞান ও প্রযু্ক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং ফিলাটেলিক সোসাইটি অভ্ বাংলাদেশের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার মিলনায়তনে “বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ” শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল ডাকটিকিট প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান ।

অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আনোয়ার হোসেন ।

অনুষ্ঠানে ফিলাটেলিক সোসাইটি অভ্ বাংলাদেশের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

বিবেকানন্দ/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৮৭

**সরকারের সময়োচিত সিদ্ধান্তেই দেশের অর্থনীতির চাকা আবার সচল হয়েছে**

**-- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, কোভিড-১৯ এর মহামারিতে গোটা বিশ্ব যেখানে হিমশিম খেয়েছে, সে সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে স্বাস্থ্যখাতের একেকটি সিদ্ধান্ত আমাদেরকে দিয়েছেন। আমরা প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি কথা মেনে কাজ করেছি। দেশের চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্টরা নিরলস কাজ করে গেছেন। এর ফলে, করোনা আজ আমাদের দেশ থেকে বিদায় নেওয়ার পথে। বলা চলে,ভ্যাকসিন ছাড়াই দেশ এখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার পথে। এই স্বাভাবিক অবস্থার কারণেই দেশের অর্থনীতির চাকা আবার সচল হয়েছে। সবকিছুই সম্ভব হয়েছে সরকারের সময়োপযোগী ও সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলেই।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আজ রাজধানীর বিসিপিএস অডিটোরিয়ামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২০ পালন উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

এ সময় দুর্নীতি প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ কেউ ধারণ করে কাজ করলে তার পক্ষে দুর্নীতি করা সম্ভব নয়। আর বঙ্গবন্ধুর আদর্শ পেতে চাইলে বঙ্গবন্ধুর লেখা বইগুলো পড়তে হবে। মন্ত্রী দেশের স্বাস্থ্যখাতের সাথে যুক্ত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' সময় নিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলমের সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব আব্দুল মান্নান, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব আলী নূর, বিএমআরসি'র সভাপতি ও কমিউনিটি ক্লিনিক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, বিএমএ সভাপতি মোস্তফা জালাল মহীউদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক এহতেশামুল হক চৌধুরী, স্বাচিপ এর সভাপতি ইকবাল আর্সেলান ও সাধারণ সম্পাদক এম এ আজিজ এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক রোকেয়া সুলতানাসহ অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

এর আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর নির্বাচনী এলাকা মানিকগঞ্জের গড়পাড়াস্থ শুভ্র কমিউনিটি সেন্টারে উপস্থিত থেকে জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন করেন ও দোয়া মাহফিলে অংশ নেন।

#

মাইদুল/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী              নম্বর : ৩০৮৬

**সঠিকভাবে কাজ করে সোনার বাংলা গড়তে হবে**

**--পরিকল্পনা মন্ত্রী**

ঢাকা**, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, সঠিকভাবে কাজ করে সোনার বাংলা গড়তে হবে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণ করতে হবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকার বিবিএস মিলনায়তনে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন ।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু এদেশকে একটি সুসংগঠিত, পরিকল্পিত ও ন্যায়ানুগ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন এদেশের দুর্দশার প্রধান কারণ ঔপনিবেশিক শাসনের লুণ্ঠন। সেটি রুখতে হবে এবং অর্থনৈতিক মুক্তি আনতে হবে। এজন্য স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধু ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেন।

মন্ত্রী আরো বলেন আমাদের মনে-প্রাণে,চিন্তা-চেতনায় ও ধ্যান-ধারণায় বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করবো এবং তাঁর আদর্শকে লালন ও অনুসরণ করে সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে একযোগে কাজ করবো।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মহাপরিচালক মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মাহমুদা আকতার এবং বিবিএস-এর উপ-মহাপরিচালক ঘোষ সুব্রত প্রমুখ ।

এরপর মন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) আয়োজিত দোয়া মাহফিলে যোগদান করেন। এ সময় আইএমইডির সচিব আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহসহ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন ।

#

শাহেদ/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৮৪

**জনগণের সেবা করতে পারলে গণকর্মচারী হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে**

**-- ভূমি সচিব**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

ভূমি সচিব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী বলেছেন, সরকারি কর্মচারী হিসেবে সততার সাথে জনগণের সেবা করতে পারলে আমাদের তরফ থেকে বঙ্গবন্ধুকে যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে । এর মাধ্যমেই আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলার বাস্তবায়ন করতে পারব। এ জন্য জনসেবাকে ইবাদত মনে করে সকলকে কাজ করে যেতে হবে।

ভূমি সচিব আজ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত শোক সভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এসব কথা বলেন।

ভূমি সচিব বলেন, বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল এ দেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা, সর্বোপরি বাংলাদেশ পুনর্গঠনের মাধ্যমে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। তিনি দেশের মানুষের কল্যাণে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী বলেন, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে ভূমি ব্যবস্থাপনায় অনেকগুলো যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে ভূমি মন্ত্রণালয় অধিকাংশ ভূমিসেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরের কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল সেবা ডিজিটাল হলে প্রত্যাশিত সেবাগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে না গিয়ে ঘরে বসে মোবাইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেবা পাবেন এবং ভূমি সেক্টরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ তসলীমুল ইসলাম, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মাসুদ করিম, প্রদীপ কুমার দাস প্রমুখ। ভার্চুয়াল শোক সভায় অন্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার সদর দপ্তর এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

#

নাহিয়ান/রাহাত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                      নম্বর : ৩০৮৩

জাতীয় শোক দিবসে ১০০ কোরআন খতম ও আলোচনা সভা এবং বিশেষ দোয়া

**বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা কোরআন-সুন্নাহবিরোধী আইন করেছিল**

**---ধর্ম সচিব**

ঢাকা**, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

ধর্ম সচিব মোঃ নূরুল ইসলাম বলেছেন, ‘মানুষকে হত্যা করা যাবে কিন্তু হত্যাকারীর বিচার করা যাবে না’- বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে কোরআন-সুন্নাহবিরোধী এমন আইন করতে পিছপা হয়নি। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের হুকুমে ২১ বছর পর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচার বাংলার মাটিতে হয়েছে।

ধর্ম সচিব আজ জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের পূর্ব সাহানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে আলোচনা, মিলাদ ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

এ সময় ধর্ম সচিব বলেন, বঙ্গবন্ধুর কোনো কর্মকাণ্ডে ঈমানের ঘাটতি ছিল না । আল্লাহর ওপর ভরসা করেই তিনি সকল কাজ করতেন। বঙ্গবন্ধুই সর্বপ্রথম আইন করে মদ-জুয়া নিষিদ্ধ করেন । তিনিই সর্বপ্রথম তাবলীগ জামাতের জন্য বিশ্ব ইজতেমার জায়গা দান করেন এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ওআইসি সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনিই প্রথম রেডিও-টেলিভিশনে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করার ব্যবস্থা করেন যা আজও চালু রয়েছে।

ধর্ম সচিব আরো বলেন, ১৪ আগস্ট ১৯৭৫ শেষ রাতে মুয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনি শুনে যখন মুসল্লিগণ মসজিদমুখী হচ্ছিল সে সময়ে ঘাতকের দল জাতির পিতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যসহ অন্যদের নির্মমভাবে হত্যা করে। এমনকি শেখ রাসেলের মতো শিশুকে হত্যা করতেও তারা দ্বিধা করেনি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের গতিপথকে পরিবর্তন করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২১ বছর পর বাংলাদেশ আবার সঠিক পথে অগ্রসর হয়।

এর আগে সকাল ৮ থেকে ১১টা পর্যন্ত বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ১০০ জন কোরআনে হাফেজের মাধ্যমে ১০০ বার পবিত্র কোরআন খতম করা হয়। এরপর বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

#

আনোয়ার/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                      নম্বর : ৩০৮২

**RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi 45Zg kvnv`Zevwl©Kx I**

**RvZxq †kvK w`em Dcj‡ÿ Av‡jvPbv mfv I †`vqv AbywôZ**

ঢাকা**, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi 45Zg kvnv`Zevwl©Kx I RvZxq †kvK w`em Dcj‡ÿ AvR RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi Rb¥kZevwl©Kx D`hvcb RvZxq ev¯Íevqb KwgwUi Kvh©vj‡q GK AbjvBb Av‡jvPbvmfv I †`vqv gvnwdj AbywôZ n‡q‡Q| KwgwUi mfvcwZ Aa¨vcK iwdKzj Bmjv‡gi mfvcwZ‡Z¡ AbywôZ mfvq KwgwUi cÖavb mgš^qK W. Kvgvj Ave`yj bv‡mi †PŠayix Ges KwgwUi Kvh©vj‡qi Kg©KZ©vMY Av‡jvPbvq AskMÖnY K‡ib| AbyôvbwU mÂvjbv K‡ib KwgwUi Kvh©vj‡qi AwZwi³ mwPe †gvnv¤§` Gg`v` Djøvn wgqvb|

mfvcwZ Aa¨vcK iwdKzj Bmjvg Ges cÖavb mgš^qK W. Kvgvj Ave`yj bv‡mi †PŠayix e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi msMÖvgx ivR‰bwZK Rxe‡bi Ici Av‡jvPbv K‡ib Ges e½eÜz‡K wb‡q Zvu‡`i e¨w³MZ ¯§„wZPviY K‡ib|

Av‡jvPbv mfvq KwgwUi Kvh©vj‡qi Kg©KZ©vMY Zvu‡`i e³‡e¨ 1975 Gi 15B AvM‡÷ RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb, e½gvZv †kL dwRjvZzb †bQv gywRe Ges Zvui cwiev‡ii m`m¨MY-mn kvnv`ZeiYKvix mK‡ji cÖwZ Mfxi kÖ×v Ávcb K‡ib Ges †`k I RbM‡Yi Rb¨ Zvu‡`i Ae`vb I AvZ¥Z¨vM Mfxi kÖ×vi mv‡\_ ¯§iY K‡ib|

Av‡jvPbv †k‡l RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb Ges Zvui cwiev‡ii kvnv`ZeiYKvix m`m¨MY-mn Ab¨vb¨ knx‡`i AvZ¥vi gvM‡divZ Kvgbv K‡i we‡kl †`vqv Kiv nq| GQvov RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi Rb¥kZevwl©Kx D`hvcb RvZxq ev¯Íevqb KwgwUi cÿ n‡Z AvR avbgwÛ 32 b¤^‡i e½eÜz ¯§„wZ Rv`yN‡ii mvg‡b Zvui cÖwZK…wZ‡Z cy®ú¯ÍeK Ac©‡Yi gva¨‡g kÖ×v wb‡e`b K‡ib cÖavb mgš^qK|

#

bvmixb/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/2000 ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩০৮১

**বঙ্গভবনে জাতীয় শোক দিবসে মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠিত**

ঢাকা**, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

আজ বাদ আছর বঙ্গভবনে দরবার হলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিশেষ দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।

মাহফিলে রাষ্ট্রপতির পরিবারের সদস্য, রাষ্ট্রপতির সচিবগণ, ধর্ম সচিব, বঙ্গভবনের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ-সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীরা অংশ নেন।

মিলাদের পর বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্য-সহ '৭৫-এর ১৫ আগস্ট শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাতে দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করা হয়।

মিলাদ মাহফিল ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বঙ্গভবন মসজিদের পেশ ইমাম সাইফুল কাবির।

#

ইমরানুল/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৮০

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ৪৫ তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে**

**ইউনেস্কোর ডাইরেক্টর জেনারেলের মেসেজ প্রদান**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাণী প্রেরণ করেছেন ইউনেস্কোর ডাইরেক্টর জেনারেল মিস আন্দ্রে আজলি (Ms. Aundrey Azoulay)। তিনি আজ বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কোর মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির কাছে এই বাণী প্রেরণ করেন। পদাধিকার অনুযায়ী শিক্ষামন্ত্রী বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কোর চেয়ারপার্সন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন ওই কমিশনের সেক্রেটারি জেনারেল।

বাণীতে আজলি বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দেশের জনগণের স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন এর ফলে আজ ৪৫ বছর পরও সারাবিশ্ব তাঁকে স্মরণ করছে। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে ন্যায়ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক সমাজের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা ইউনেস্কো শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এবং ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে ইউনেস্কো মেমোরি অভ্‌ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

আজলি তাঁর বাণীতে বলেন, এই বছর ইউনেস্কো বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছে। এর মাধ্যমে ইউনেস্কো, শেখ মুজিবুর রহমান সকল জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ন্যায়সঙ্গত পৃথিবীর যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার একটি সুযোগ পেল। তিনি বাণীতে আরো বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান একটি উন্নত বিশ্ব গঠন করতে সকল জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কে বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেন ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে অসম্ভব ও অনতিক্রম্য বাধা অতিক্রম করার মানুষের যে অদম্য স্পৃহা তার উপর বিশ্বাসের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন। আমাদের সকলের উচিত সে অনুযায়ী কাজ করা।

#

খায়ের/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৭৯

**১৫ আগস্টের পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধ করতে হলে আওয়ামী লীগকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে**

**-- পূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, শোকাবহ ১৫ আগস্টের পুনরাবৃত্তি প্রতিহত করতে হলে আওয়ামী লীগ ও এর সকল অঙ্গ সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলা আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি, মীরজাফরের উত্তরসূরী, রাজাকার -আলবদরসহ স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র এখনো সক্রিয়। তারা সুযোগ পেলেই যে কোনো সময় ১৫ আগস্টের ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করতে হলে আওয়ামী লীগ ও এর সকল অঙ্গ সংগঠনকে জনগণকে সাথে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের মোকাবিলা করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যার মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র চেয়েছিল দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অর্থহীন প্রমাণ করতে। কিন্তু তাদের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়ে জাতির পিতার কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। আগস্টের আজকের এই দিনে শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে দেশের উন্নয়ন অগ্রগতিতে সর্বস্তরের সবাইকে অংশগ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

সিদ্দিকী/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৭৭

**পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণারে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এর আগে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

এছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মসজিদে দোয়া মাহফিলে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের মৃত্যুবরণকারী সকল সদস্যের আত্মার মাগফিরাত কামনা ও দেশবাসীর মঙ্গল কামনা করা হয়।

এ সময় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম ও পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন উপস্থিত ছিলেন।

#

তৌহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৭৬

**বঙ্গবন্ধু ছিলেন লাঞ্ছিত - বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের নেতা, বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রেরণার উৎস**

**-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৫৫ বছর জীবনের প্রায় ১৪ বছর কারাগারে কাটিয়েছেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন লাঞ্ছিত- বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের নেতা, বাঙালি জাতির প্রেরণার চিরন্তন উৎস। শৈশব, কৈশোর থেকেই বঙ্গবন্ধু অন্যায়ের সাথে কখনো আপোস করেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ছাত্রত্ব বিসর্জন দিয়েছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) এর ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগে "স্বেচ্ছায় কনভালেসেন্ট প্লাজমা ডোনেশন" অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু নির্লোভ ও ত্যাগী নেতা ছিলেন। তিনি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সারা বাংলাদেশকে সুসংগঠিত করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। তিনি জীবনের ঝুঁকি উপেক্ষা করে বাঙালি জাতির ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন সৈনিক ও সুনাগরিক হিসাবে যার যতটুকু কর্তব্য- দায়িত্ব রয়েছে সেটি সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও মানসিকতার সাথে বাস্তবায়ন করলে সেটি বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে।

সন্ধানী বাংলাদেশ এর সেবাধর্মী কার্যক্রমের প্রশংসা করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, রক্তের প্রয়োজনে একজন মানুষও যেন মৃত্যুবরণ না করে সে লক্ষ্যে ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে আর্তমানবতার সেবায় কাজ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। রক্তদান, চক্ষুদান এবং আজকে প্লাজমাদান কর্মসূচি শুরুর মধ্য দিয়ে আরেকটি সেবাধর্মী কার্যক্রম চালু করলো।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ৭১ এর পরাজিত ঘাতকেরা ১৫ ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। বঙ্গবন্ধু অসমাপ্ত অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামকে জননেত্রী শেখ হাসিনা সফল করে চলেছেন। বঙ্গবন্ধু নীতি ও জীবনাদর্শকে অনুসরণ করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশের আধুনিক রূপ প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রযুক্তিনির্ভর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করতে চিকিৎসকসহ সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রো-ভিসি অধ্যাপক ডাক্তার রফিকুল আলম, সন্ধানী বাংলাদেশের সভাপতি তানভির হাসান ইকবাল ও অধ্যাপক ডাক্তার শাহানারা বেগম।

এ সময় করোনাকে জয় করে আবার মানুষের জীবন বাঁচাতে প্লাজমা দান করতে এগিয়ে আসা শামীম গাজী ও অর্ণব সাহা উপস্থিত ছিলেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী বিএসএমএমইউতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

#

শহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                       নম্বর : ৩০৭৫

**বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, দেশপ্রেম হৃদয়ে ধারণ করে কাজ করার আহ্বান খাদ্যমন্ত্রীর**

ঢাকা**, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

খাদ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস ২০২০ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে আজ অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ‘জাতির পিতার বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল’ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক। মন্ত্রী দেশকে এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, চেতনা এবং দেশপ্রেম হৃদয়ে ধারণ করে ঐক্যবদ্ধভাবে, মিলেমিশে কাজ করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

খাদ্যমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু হত্যায় মূল পরিকল্পনাকারীদের বিচার দাবি করে বলেন, বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচার হয়েছে, বাকি খুনিদেরও দ্রুততম সময়ে দেশে ফিরিয়ে এনে দণ্ড কার্যকর করতে হবে। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী ও ষড়যন্ত্রকারীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। তাদের মুখোশও জনগণের মাঝে উন্মোচন করতে হবে।

আলোচনা শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ আগস্ট শাহাদতবরণকারী তার পরিবারের সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে নওগাঁ জেলা প্রশাসন কর্তৃক অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর ৪৫ তম শাহাদত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হোন খাদ্যমন্ত্রী।

আলোচনা শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ আগস্ট শাহাদতবরণকারী তার পরিবারের সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

#

সুমন/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৭৩

**জিয়া ১৫ আগস্ট ও ৩রা নভেম্বরের খুনি এবং মদতদাতা**

**-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, জিয়া ১৫ আগস্ট ও ৩রা নভেম্বরের খুনি এবং খুনিদের মদতদাতা। জিয়া ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করেন, তখনই প্রমাণিত হয় জিয়া ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের সাথে সরাসরি জড়িত। তিনি বলেন, একটি হত্যাকাণ্ড একটি দেশ ও জাতিকে পিছিয়ে দিতে পারে, যেমনটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হয়েছে। হত্যাকারীরা বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দিতে দেশে লুটেরা দুর্নীতির ধারা সৃষ্টি করেছিল, সেখান থেকে এখনো বেরিয়ে আসা যায়নি।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় মতিঝিলস্থ বিআইডব্লিউটিএ ভবনের মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি অডিটোরিয়ামে জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

'স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের ৪৫ তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আলোচনা সভার আয়োজন করে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিশ্বে অনেক দেশের জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছে; কিন্তু বাংলাদেশের মতো জাতির পিতাসহ তাঁর পরিবারকে হত্যার মতো পৈশাচিক ঘটনা ঘটেনি। এর ফলে সামাজিক অবক্ষয় ঘটেছে। মেধা মননের বিকাশ ঘটেনি, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

অনুষ্ঠানে লেখক, গবেষক ও রিভারাইন পিপল এর মহাসচিব শেখ রোকন "বঙ্গবন্ধুর নদী-দর্শন ও এশীয় শতাব্দীর বাংলাদেশ" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

আলোচনা সভার শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিআইডব্লিউটিসি'র চেয়ারম্যান খাজা মিয়া, বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক। জুম অ্যাপ ভিডিওতে আলোচনায় অংশ নেন চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ এবং মোংলা বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহাজাহান।

বক্তারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন-কর্ম ও আত্মত্যাগের ওপর আলোকপাত করেন।

অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী 'বঙ্গবন্ধুর স্টিমার যাত্রা' শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বিআইডব্লিউটিসি গ্রন্থটির প্রকাশনা করে।

পরে প্রতিমন্ত্রী জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঢাকা সদরঘাটে নৌ শ্রমিকদের মাঝে বিশেষ খাবার বিতরণ করেন।

#

জাহাঙ্গীর/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৭২

**বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ ও অন্য কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২০ উপলক্ষে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এ সময় ১৫ আগস্টে শহীদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবার পরিজন ও অন্যান্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

পরে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী গণমাধ্যমকে বলেন, দেশের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পুরণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, দেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও বাঙালি জাতির অস্তিত্ব ধুলিসাৎ করে দিতেই ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেছে স্বাধীনতা বিরোধী কুচক্রীমহল।

বঙ্গবন্ধুর হত্যার সাথে জড়িত ষড়যন্ত্রকারীরা এখনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বাংলার মানুষ তাদের সকল অপকর্ম ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। তাই দেশের মাটিতে ষড়যন্ত্রকারীদের কোন ঠাঁই হবে না। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তাদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়া হবে বলেও জানান তিনি।

মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, বঙ্গবন্ধু, বাঙালি ও বাংলা অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলার শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের জন্য তিনি সীমাহীন ত্যাগ-তিতীক্ষা, জেল-জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তবুও দেশের মানুষকে মুক্ত করে দেশকে স্বাধীন করেছেন।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার দেখানো পথ ধরেই তাঁর সুযোগ্য কন্যা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হবে।

#

হায়দার/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৭১

**বঙ্গবন্ধু ছিলেন শোষিত মানুষের কণ্ঠস্বর**

**---তথ্য প্রতিমন্ত্রী**

সরিষাবাড়ি (জামালপুর), ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা.মোঃ মুরাদ হাসান বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন শোষিত মানুষের কণ্ঠস্বর। তিনি মানুষের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার সু-বাতাস ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি মানুষের ন্যায্য অধিকার, সাম্যের, গণতন্ত্রের কথা বলতেন।

আজ জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলা চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকীর আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী।

জাতির পিতার সেই স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে নিরলসভাবে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং অসাম্প্রদায়িক ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশ নিরন্তর এগিয়ে যাবে এটিই হোক শোক দিবসের শপথ।

#

তুহিন/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৬৯

**জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রম প্রতিমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবসে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ সকালে মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আব্দুস সালামসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তর, দপ্তর এবং সংস্থা প্রধানগণকে সাথে নিয়ে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

পরে শ্রম প্রতিমন্ত্রী রাজধানীর বিজয় নগরে শ্রম ভবন সম্মেলনকক্ষে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আয়োজিত স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

আলোচনা সভায় শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, গোটা জাতি আজ শোকাহত। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতির পিতার জনগণের প্রতি যে অগাধ মমত্ববোধ এবং ভালোবাসা তা আমাদের জন্য অনুকরণীয়। সপরিবারে এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। মানুষের প্রতি সম্মান এবং ব্ঙ্গবন্ধুর চেতনা, আদর্শ, দেশপ্রেম হৃদয়ে ধারণ করে দেশকে এগিয়ে নিতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করলে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং দোয়া মাহফিল সার্থক হবে।

#

আকতারুল/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৬৮

**বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত এফডিসি'র হাত ধরে এদেশের চলচ্চিত্র স্থান নেবে বিশ্বাঙ্গনে**

**---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা**, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত এফডিসি'র হাত ধরে এদেশের চলচ্চিত্র শিল্প আবার শুধু তার স্বর্ণালী সময়ই ফিরে পাবে, তা নয়, বিশ্ববাজারেও সম্মানজনক স্থান করে নেবে।

আজ রাজধানীর তেজগাঁওয়ে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন- বিএফডিসি আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। সভার শুরুতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা ও সকল শহীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এর আগে তথ্যমন্ত্রী বিএফডিসি প্রাঙ্গণে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। কর্পোরেশন ও চলচ্চিত্র পরিবারের প্রতিনিধিবৃন্দও এ সময় জাতির পিতাকে স্মরণ করে পুষ্পিত শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ঢাকায় এফডিসি প্রতিষ্ঠাকে বঙ্গবন্ধুর অনন্য দূরদর্শিতার পরিচায়ক হিসেবে বর্ণনা করে মন্ত্রী বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালে সংসদে উত্থাপিত বিলের মাধ্যমে যে চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন, তা বহু কালজয়ী সিনেমা ও গুণী শিল্পীর জন্ম দিয়েছে। এই সিনেমাগুলো আমাদের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতাপরবর্তী দেশ গড়তে ভূমিকা রেখেছে। আজ আমরা চলচ্চিত্র জগৎসহ সকলের সম্মিলিত  প্রচেষ্টায় জাতির পিতার এই স্থাপনার হাত ধরে দেশের চলচ্চিত্রকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবো।

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালিকে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা' স্লোগান দিয়ে জাগিয়ে তুলে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন' বলেন তথ্যমন্ত্রী। ড. হাছান বলেন, 'বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে তিনিই জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেজন্যই তিনি জাতির পিতা, সেজন্যই তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, যিনি শুধু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই নয়, মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায়  যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে ৭ দশমিক ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এনে দিয়েছেন, তিনকোটি গৃহহারা মানুষকে পুনর্বাসন করেছেন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছেন এবং যেসব আইনী কাঠামো গড়েছেন, তার ওপর ভিত্তি করেই আমরা সমুদ্র ও স্থলসীমা জয় করেছি, তেল-গ্যাসক্ষেত্রগুলো নিজেদের অধিকারে আনতে পেরেছি।'

মন্ত্রী এসময় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকদের হাতে শহীদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সকল সদস্য, শহীদ জাতীয় চার নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাদের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

এর পরপরই বিএফডিসি চত্বরে চলচ্চিত্র পরিবার আয়োজিত শোক দিবসের সভায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, 'বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচন করে বিচারের আওতায় আনার জন্য আজ দেশের সাধারণ নাগরিক ও সাংবাদিক সমাজ দাবি জানিয়েছে। আমি আগে থেকেই বলে আসছি যে, শুধু এই হত্যাকাণ্ডের কুশীলবই নয়, যারা এর পটভূমি তৈরি করেছিলো, তাদেরও মুখোশ উন্মোচন করে বিচারের জন্য এখনই একটি কমিশন গঠন করা উচিত। মনে রাখতে হবে, এই হত্যাকান্ডের পর যারা এটিকে সমর্থন করেছিলো, দায় তাদেরও আছে।'

বিএফডিসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুজহাত ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে  সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক এস এম হারুন অর রশীদ, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক হোসনে আরা তালুকদার ও বিএফডিসি'র পরিচালক আইয়ুব আলী।

চলচ্চিত্র পরিবারের সভায় প্রযোজক সমিতির সভাপতি খোরশেদ আলম খসরু, পরিচালক সমিতির সভাপতি মুশফিকুর রহমান গুলজার, চিত্রতারকা রোজিনা, দিলারা, রিয়াজ, মৌসুমী, ওমর সানি, শাকিব, অনন্ত জলিল, অপু বিশ্বাস, নিপুণ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। শিল্পী সমিতির সভাপতি মিশা সওদাগর-সহ জনপ্রিয় চলচ্চিত্র শিল্পী, কলাকুশলীবৃন্দ সভায় যোগ দেন।

#

আকরাম/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮৮৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৬৭

**১৯৭৫ সালের মতো আবার যেনো কোনো ষড়যন্ত্র না হয়**

**----মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

পিরোজপুর**, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, ‘যারা স্বাধীন বাংলাদেশে বিশ্বাস করেন, মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে বিশ্বাস করেন তারা সকলে সোচ্চার থাকবেন, আবার যেনো কোনো ষড়যন্ত্র না হয়। যে ষড়যন্ত্রে বঙ্গবন্ধুর মতো আমাদের কাউকে হারাতে হয়, যে ষড়যন্ত্রে স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার, আল বদর, আল শামস এবং প্রতিক্রিয়াশীলরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৫ সালে রক্ষা করতে না পারার ব্যর্থতা ও কলঙ্কের দায় আমাদের সকলের। বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে।’

আজ পিরোজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে পিরোজপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

[[[[[

শ ম রেজাউল বলেন, ‘শেখ হাসিনার সততা, নিষ্ঠা ও অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা যখন দেখি, তখন মনে হয় তিনি বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি হিসেবে আমাদের মাঝে আছেন। তিনি চান একটা সুশাসনের সরকার, যে সরকার এদেশের মানুষের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করবে। দেশকে উন্নত করবে। তিনি বাংলাদেশকে অভাবনীয় উন্নয়নের জায়গায় নিয়ে এসেছেন। আমরা চাই বাংলাদেশ এগিয়ে চলুক অপ্রতিরোধ্য গতিতে, সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে।’

এর আগে পিরোজপুর শহরের বঙ্গবন্ধু চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী। পরে পিরোজপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দোয়া মাহফিলে যোগদান করেন তিনি। পিরোজপুর জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত শোক দিবসের অপর এক আলোচনা অনুষ্ঠানেও প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন মন্ত্রী।

#

ইফতেখার/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৬৬

**পনেরোই আগস্ট দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কময় দিন**

**---জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

**ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, পনেরোই আগস্ট এদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কময় দিন।

আজ ঢাকায় শাহবাগে বিসিএস প্রশাসন একাডেমি আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় ‘ভার্চুয়াল কনফারেন্স’ এর মাধ্যমে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু এ দেশের স্বাধীনতা আর অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে গেছেন। এ জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি এ জাতিকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে তার সেই স্বপ্নকে থামিয়ে দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর সেই ভেঙ্গে দেয়া স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরন্তর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়েরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে এখানে কর্মরত সকলকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। প্রতিমন্ত্রী এ সময় 'জনমুখী জনপ্রশাসন' করে তুলতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলকে কাজ করার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির রেক্টর বদরুন নেছার সভাপতিত্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব শেখ ইউসুফ হারুন ও বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের রেক্টর মোঃ রকিব হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

প্রতিমন্ত্রী এরপর মেহেরপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে ‘ভার্চুয়াল কনফারেন্স’ এর মাধ্যমে যোগদান করেন। প্রতিমন্ত্রী এ সময় সকলকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

#

সাদিক/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৬৫

**মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীরা পরাজয়ের গ্লানি মোচনের জন্য বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে**

**-- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, বঙ্গবন্ধু ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু যখন অর্থনৈতিক মুক্তি ও সবুজ বিপ্লবের ডাক দিলেন তখনই ষড়যন্ত্রকারীরা জাতির পিতাকে হত্যা করে। পরাজয়ের গ্লানি মোচনের জন্য মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীরা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে।

আজ ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সম্মেলনকক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা বলেন, ঘাতকেরা ১৫ আগস্ট অন্তঃসত্তা নারী ও শিশুদেরও হত্যা করে। যা পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক হত্যাকাণ্ড। খুনিরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বঙ্গবন্ধুর আদর্শকেও হত্যা করতে চেয়েছিল। সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে দেশের আটটি বিভাগের শিশুদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু বিষয়ে ছড়া, কবিতা ও স্বরচিত কবিতা পাঠের আয়োজনে অংশগ্রহণ করে শিশুদের উদ্দেশ্যে বলেন, জাতির পিতা শিশুদের খুব ভালবাসতেন ও তাদের সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করতেন। দুস্থ ও অসহায় শিশুদের পরম মমতায় কাছে টেনে নিতেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৬৩ সালে ঢাকায় প্রেস ক্লাবে কচি কাঁচার মেলা আয়োজিত শিশু আনন্দ মেলায় এসে বলেছিলেন, 'এই পবিত্র শিশুদের সঙ্গে মিশি মনটাকে হালকা করার জন্য'।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক সচিব কাজী রওশন আক্তারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক জ্যোতি লাল কুরী, জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মাকসুরা নূর, অতিরিক্ত সচিব ফরিদা পারভীন, অতিরিক্ত সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদসহ মন্ত্রণালয় ও দপ্তর - সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

সভাপতির বক্তৃতায় সচিব কাজী রওশন আক্তার বলেন, জাতির পিতা সারা জীবন মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে গেছেন। এজন্য পঞ্চান্ন বছরের জীবনের ১৩ বছর কারাবন্দি ছিলেন। তিনি এ সময় বলেন, আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হবে।

এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে কোরআন খানি ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। আলোচনা সভার পূর্বে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে দেশের আটটি বিভাগের শিশুরা বঙ্গবন্ধু বিষয়ে ছড়া, কবিতা ও স্বরচিত কবিতা পাঠের আয়োজনে অংশগ্রহণ করে।

#

আলমগীর/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৬৪

**বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য শিল্প-কারখানা স্থানান্তরের**

**সুযোগ কাজে লাগানোর পরামর্শ শিল্পমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাফল্য, বিশাল শ্রমশক্তি ও অভ্যন্তরীণ বিরাট বাজার থাকায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে শিল্প-কারখানা স্থানান্তরের নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের শিল্পসমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। করোনা ভাইরাসের প্রভাবে শিল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

শিল্পমন্ত্রী আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ পরামর্শ দেন।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক। স্বাধীনতার পর মাত্র সাড়ে তিন বছরে তিনি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে দেশের সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওপর বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্য অর্জনের মূল দায়িত্ব বর্তায় উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সর্বোচ্চ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে শিল্প সচিব কে এম আলী আজম বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ এবং মেধাবী অর্থনীতিবিদ। বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনকে কেন্দ্র করে আজ সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গের রূহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

এর আগে শিল্পমন্ত্রী এবং শিল্প সচিব পৃথকভাবে মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গণে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়া, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদারের পক্ষে শিল্প সচিব কে এম আলী আজম বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

পরে শিল্পমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নার পরিদর্শন করেন। এ সময় শিল্প সচিবসহ শিল্প মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

#

জলিল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৭১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৬৩

**জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রীর পুষ্পস্তবক অর্পণ**

**ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ প্রবাসী কল্যাণ ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাত্রিতে শাহাদত বরণকারী সকলের আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন এবং শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান শামছুন নাহার, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ সামসুল আলম, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান, বোয়েসেল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাইফুল হাসান বাদল, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহতাব জাবিন এবং মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

**দেশের মানুষের সেবা করলেই বঙ্গবন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হবে**

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদ চত্বরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল উদ্বোধন করেন।

উদ্ধোধনকালে মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ ও জাতির জন্য সারাজীবন ত্যাগ করে গেছেন। শুধু নিজের নিরাপত্তার জন্য কিছু করেননি।

মন্ত্রী আরো বলেন, যে জাতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না, সে জাতি উন্নতি করতে পারে না। বঙ্গবন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো ও তাঁর স্মৃতি ধরে রাখার জন্য এই ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের মানুষের সেবা করলেই বঙ্গবন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ নাজমুস সাকিবের সভাপতিত্বে এতে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ ফারুক আহমদ, গোয়াইনঘাট সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ ফজলুল হক, গোয়াইনঘাট সার্কেলের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ নজরুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল আলী মাস্টার প্রমুখ।

#

রাশেদুজ্জামান/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৬২

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍**জাতীয় শোক দিবসে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর শ্রদ্ধা**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

আজ  কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারীতে যথাযথ মর্যাদায় ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে  জাতির  পিতার  শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়। উপজেলা আওয়ামী লীগ  দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন ও একটি শোক র‌্যালির আয়োজন করে। র‌্যালিটি উপজেলা শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে রৌমারী মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স চত্বরে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন নেতৃত্ব দেন।

প্রতিমন্ত্রী পরে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স চত্ত্বরে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শুধু একজন মানুষই নন, একটি ইতিহাস, একটি স্বপ্ন, একটি সংগ্রাম, একটি মানচিত্র। তাঁর ডাকে এদেশের সাধারণ মানুষ ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭১’র মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে একটুও দ্বিধাবোধ করেনি। তিনি সেইসব শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, রৌমারী উপজেলা চেয়ারম্যান শেখ আব্দুল্লাহ, সহকারি পুলিশ সুপার এম এইচ মাহফুজার রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আল ইমরান ও রৌমারী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম মিনু।

পরে প্রতিমন্ত্রী উপজেলা আওয়ামী লীগ ও স্থানীয় প্রশাসন আয়োজিত জাতির পিতার রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন এবং গরিব-দুঃখীদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন।

#

রবীন্দ্রনাথ/অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/শামীম/২০২০/১৬৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৬১

**যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে জাতীয় শোক দিবস পালন**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস ২০২০ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে আজ রাজধানীর মতিঝিলে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি এবং আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আখতারউজ্জামান কবীরের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্হায়ী কমিটির সভাপতি আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব এবং যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আখতার হোসেন।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন লড়াই করেছেন। তিনি অন্যায়ের কাছে কখনোই মাথা নত করেননি। নানা ধরনের জেল-জুলুম এবং অত্যাচার সহ্য করে তিনি বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি এক যুগেরও বেশি সময় কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। তিনি সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত, শোষিত ও অধিকারবঞ্চিত মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৫ আগস্ট ইতিহাসের বেদনাবিধুর ও বিভীষিকাময় এক দিন। ১৯৭৫ সালের এ দিনে সংগঠিত হয় বিশ্বের  ইতিহাসে সব থেকে নিষ্ঠুরতম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। জগতে আর কোনো হত্যাকান্ডে নিষ্পাপ শিশু,  অবলা অন্তঃসত্ত্বা নারীকে হত্যা করা হয়নি। রেহাই দেওয়া হয়নি মেহেদি-রাঙ্গা নববধূকেও। সে সমযয় বিদেশে ছিলেন বলেই প্রাণে বেঁচে যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা। সেদিন তাঁরা বেঁচে গিয়েছিলেন বলেই আজকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে। বিচার হয়েছে যুদ্ধাপরাধের। কলঙ্কমুক্ত হয়েছে দেশ। আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্বে সারা বিশ্বে আজ স্বমহিমায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছি। বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে এখন আর তলাবিহীন ঝুড়ি নয়, উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের রোল মডেল।

এ সময়ে প্রতিমন্ত্রী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আয়োজিত দিনব্যাপী স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

এছাড়াও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী সারাদেশের যুব উদ্যোক্তাদের মধ্যে ২৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকার যুব ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আয়োজিত গরীব অসহায়দের মধ্যে বিনামূল্য ৬০ হাজার মাস্ক বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। শোক দিবস উপলক্ষে দুস্হ গরীব ও এতিমদের মধ্যে উন্নত খাবার পরিবেশন করা হয়।

প্রতিমন্ত্রী জাতীয় শোক দিবসে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে এবং বনানী কবরস্থানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু’র পরিবারের সদস্যদের সমাধিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন এবং শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করেন।

#

আরিফ/অনসূয়া/জুলফিকার/কুতুব/২০২০/১৬১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৩০৬০

**তেজগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধুর পূর্ণ অবয়ব ভাষ্কর্য উদ্বোধন করলেন টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

**ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঢাকার তেজগাঁয়ে উন্মোচিত হলো বঙ্গবন্ধুর পূর্ণ অবয়ব ভাষ্কর্য । ডাক অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠান তেজগাঁওস্থ পোস্টাল সর্টিং সেন্টারের সামনে এই ভাষ্কর্যটি নির্মিত হয়েছে। আজ শনিবার সাত ফুট বেদীর ওপর স্থাপিত ১৫ফুট দীর্ঘ ভাষ্কর্যটি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মো: নূর-উর রহমান, ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এস এস ভদ্র এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের প্রধানগণসহ বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সরাসরি ও ডিজিটাল প্লাটফর্মে সংযুক্ত ছিলেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে ও তিনি ও তাঁর সাথে শহীদ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধিা প্রদর্শণ করার এই সুযোগ পাওয়াটা আমাদের জন্য গৌরবের। এইটি একটি বিশাল সৃজনশীলতার প্রকাশ। তিনি বলেন, জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি আমাদের সাহস, দ্রোহ আর সংগ্রামের প্রেরণার জন্য, মুক্তিযুদ্ধের গৌরব এবং শৌর্যকে অন্তরে লালন করে বঙ্গবন্ধুকে অধ্যয়ন করা জরুরি।

 মোস্তাফা জব্বার বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করে দেশমাতৃকার প্রতি ভক্তি নিয়ে মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জাতির পিতা প্রথমেই একটি জাতি স্বত্বা গড়ে তুলেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে অসীম দূরদর্শিতার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার লড়াইকে এগিয়ে নিয়েছেন। তাঁর পুরো পরিবার প্রত্যেকে প্রায় স্বীয় দিক থেকে ভূমিকা পালন করেছেন। একজন বঙ্গবন্ধু ছিলেন বলেই আমরা সংগঠিত হতে পেরেছিলাম। যা পৃথিবীর অনেক দেশ পারেনি। তিনি বঙ্গবন্ধুর ওপর তৈরি করা একশত ডাকটিকেটের এলবাম প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, এই টুকু পড়লেও উপলব্ধি করা যাবে একজন মানুষ কী রণ কৌশল নিয়ে একটা জাতি গঠন করতে পেরেছিলেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব বলেন, জাতির পিতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই ভাস্কর্য মহানমুক্তিযুদ্ধে ডাক বিভাগের অবদানকে তুলে ধরবে।

এর আগে জাতীয় শোক দিবসের প্রথম প্রহরে শেরে বাংলা নগরের ডাক ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এর নেতৃত্বে ডাক অধিদপ্তরসহ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহ।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/মাসুম/২০২০/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৫৯

**দক্ষিণ কোরিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতীয় শোক দিবস পালিত**

**ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয় ।

রাষ্ট্রদূত আবিদা ইসলাম দূতাবাস প্রাঙ্গণে দূতাবাসের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতিতে, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার মাধ্যমে দিবসটির কর্মসূচীর সূচনা করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের নিহত সদস্যবৃন্দের আত্মার শান্তি ও দেশের সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এসময় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও ইউনেস্কো-এর মহাপরিচালকের বাণী পাঠ করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে দূতাবাসে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে জাতির মুক্তি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্ব ও অসামান্য অবদানের কথা তুলে ধরেন। সেই সাথে, স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই নব্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপক্ষে বিশ্ব সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি আদায় ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সদস্যপদ লাভের ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যগাঁথার উল্লেখ করেন।

এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এর জীবনী ও অবদানের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয় এবং কবিতা পাঠ পর্বের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ দূতাবাস জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে স্থানীয় ইংরেজি পত্রিকা Korea Herald-এ জাতির পিতার ওপর বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে।

এছাড়া শ্রীলংকায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে, ভিয়েতনামের হ্যানয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসে এবং মুম্বাইয়ে উপ-হাইকমিশন অফিস ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয় ।

#

সেলিম/অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/মাসুম/২০২০/১৬১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৫৮

**জাতীয় শোক দিবসে মিরপুরে দরিদ্রদের মাঝে শিল্প প্রতিমন্ত্রীর খাবার বিতরণ**

**ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

বঙ্গবন্ধুর সঞ্জীবনী স্পর্শে বাংলাদেশ জেগে ওঠে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি বলেন, যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপ থেকে সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণই ছিল তাঁর ব্রত।

জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে আজ রাজধানীর মিরপুর-১০ এ অবস্থিত আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মিরপুরের দরিদ্র অসহায়দের মাঝে উন্নতমানের খাবার বিতরণকালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধু বাকশাল গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী চক্র জাতির পিতাকে ১৫ই আগস্ট সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে বাংলাদেশের উন্নয়নের গতিধারাকে স্তব্ধ করে দেয়।

পঁচাত্তরে ১৫ আগস্ট পরবর্তীকালের পরিস্থিতি তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, যে জয় বাংলা স্লোগানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল, তাঁকে হত্যার পর সেই স্লোগান বন্ধ করে দেয়া হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে চিরতরে মুছে ফেলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা সফল হয়নি। ইতিহাসে বারবার প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশ মানে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ।

সভা শেষে শিল্প প্রতিমন্ত্রীর ব্যক্তিগত পক্ষ হতে মিরপুরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রায় ১৩ হাজার মানুষের নিকট রান্না করা উন্নতমানের খাবার পৌঁছে দেয়া হয়। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাসুম বিল্লাহ/অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/মাসুম/২০২০/১৫০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৫৭

**১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে**

**-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

**ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে হত্যাকাণ্ডে সরাসরি অংশগ্রহণকারীদের বিচার হলেও মূল পরিকল্পনাকারীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। তাদেরও মুখোশ উন্মোচন করতে হবে। এজন্য কমিশন গঠনের কথা বলেন তিনি।

আজ শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

এ সময় মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে হত্যা করার জন্য ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এর সাথে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র জড়িত ছিল। এজন্য  শুধু বঙ্গবন্ধুই নয়,  বঙ্গবন্ধু পরিবারের  সদস্য এবং পরবর্তীতে জাতীয় চার নেতাকেও হত্যা করা হয়। শিশু রাসেলকেও তারা ছাড়েনি। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে পরবর্তীতে পাকিস্তানি ভাবধারায় রাষ্ট্রপরিচালনা সেটাই প্রমাণ করে।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু কেবল ক্যারিশম্যাটিক নেতাই ছিলেন না, তিনি প্রশাসক এবং কূটনীতিক হিসেবেও অনন্য ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের  মিত্রবাহিনীর সদস্যরা এখনও বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু  মাত্র ৩ মাসের মধ্যে ভারতীয়  মিত্রবাহিনীর সদস্যদের নিজ দেশে ফেরত পাঠান। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনর্গঠন করেন। পৃথিবীর অন্যতম সেরা সংবিধান প্রণয়ন  করেন, এমনকি একটি সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করেন। বঙ্গবন্ধু  জীবিত থাকলে  বাংলাদেশ অনেক আগেই উন্নত হতো।

আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে মন্ত্রী সরকারি পরিবহণ পুল ভবনের সামনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ শহীদুল হক ভূঁঞা, এবং মোঃ ছালাহ উদ্দীন চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

#

সুফি আব্দুল্লাহিল /অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/মাসুম/২০২০/১৫১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৫৬

**বঙ্গবন্ধু সকল প্রেরণার উৎস**

**-এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী**

**ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেছেন, বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ, তিনি আমাদের জাতীয় জীবনে সকল প্রেরণার উৎস। স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি  ইতিহাসকে যেন  বিকৃত করতে  না পারে  সেজন্য শক্ত অবস্থান নিতে হবে। স্বাধীনতার সকল বিপক্ষ শক্তি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে, বঙ্গবন্ধু না থাকলে কখনো স্বাধীনতা অর্জিত হতো না।

আজ সকালে স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে যশোরের মণিরামপুর উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছিল বাঙালি জাতিকে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে, পাকিস্তানের দোসররা বঙ্গবন্ধুকে সহ্য করতে পারেনি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি।

প্রতিমন্ত্রী আরো  বলেন, যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন থাকবে বঙ্গবন্ধুর গৌরবগাঁথা। তাই বঙ্গবন্ধুর চেতনাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। বঙ্গবন্ধু একটি ইতিহাস, একটি মানচিত্র। বঙ্গবন্ধু না জন্মালে হয়তো পৃথিবীতে বাংলাদেশ নামক মানচিত্রটির জন্মা হতো না। শোককে শক্তিতে পরিণত করে তাঁর আদর্শকে বুকে ধারণ করে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে তাঁরই উত্তরসুরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সবাইকে নিজ স্থান থেকে কাজ করে যেতে হবে।

মণিরামপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সৈয়দ জাকির হাসান এর সভাপতিত্বে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র কাজী মাহমুদুল হাসান, উপজেলা চেয়ারম্যান নাজমা খানম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক ফারুক হোসেন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

#

আহসান/অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/মাসুম/২০২০/১৩৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৫৩

**বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে স্পিকারের শ্রদ্ধা**

**ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও ‘জাতীয় শোক দিবস’ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। শনিবার রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান তিনি।

এ সময় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদতবরণকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যসহ অন্যান্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছুক্ষণ নিরবতা পালন করেন এবং তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন।

#

তারিক/অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/মাসুম/২০২০/১৩০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৫১

**জাপানে যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালিত**

টোকিও (জাপান), ১৫ আগস্ট :

জাপানের টোকিওতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযথ শ্রদ্ধা আর ভাবগাম্ভীর্যের সাথে স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়।

আজ সকালে দূতাবাস প্রাঙ্গণে চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ারস ড. শাহিদা আকতার জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার মাধ্যমে শোক দিবসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।  এসময় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন ও বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দোয়ায় দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশগ্রহণ করেন।

দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ারস। পরে আগত অতিথি, জাপান প্রবাসী এবং জাপান আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জানান। এছাড়া অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি,  প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

অনুষ্ঠানে ড. শাহিদা আকতার বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালী জাতির মুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা তিনিই বাঙ্গালী জাতিকে এনে দিয়েছেন স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। তিনি আরো বলেন, আজ বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর স্বপ্ন, আদর্শ ও নির্দেশনা আজও  আমাদের সঠিক পথ দেখায়। আর তাঁর দেখানো পথ ধরেই তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে তিনি আশবাদ করেন।

এছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও জাতির পিতার সংগ্রাম আর জীবন-কর্ম নিয়ে ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

শিপলু/অনসূয়া/জুলফিকার/কুতুব/২০২০/১২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৪৯

**বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে খাদ্যমন্ত্রীর পুষ্পস্তবক অর্পণ**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আজ সকালে খাদ্য ভবনের নিচতলায় স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মন্ত্রী। খাদ্য সচিব মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বঙ্গবন্ধু ও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে বিকেল ৫টায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

#

সুমন/অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/মাসুম/২০২০/১০৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০৩৬

**জাতীয় শোক** **দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ জাতীয় শোক দিবস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী। বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৫ আগস্ট এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। ১৯৭৫ সালের এদিনে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ঘাতকচক্রের হাতে ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাহাদাতবরণ করেন। একই সাথে শহিদ হন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেলসহ অনেক নিকট আত্মীয়। এমন ঘটনা কেবল দেশের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল। আমি শোকাহত চিত্তে তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা মহান স্বাধীনতার রূপকার। ১৯৪৮ সালে ভাষার দাবিতে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বসহ ১৯৫২ এর মহান ভাষা আন্দোলন ’৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ’৫৮ এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ’৬২ শিক্ষা কমিশনবিরোধী আন্দোলন, ’৬৬ এর ৬-দফা, ’৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ’৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বারবার কারাবরণ করতে হয়।

বঙ্গবন্ধু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে ছিলেন আপোষহীন। ফাঁসির মঞ্চেও তিনি বাংলা ও বাঙালির জয়গান গেয়েছেন। দীর্ঘ চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এই মহান নেতা ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’, যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ নয়মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা বিজয় অর্জন করি। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আজ অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। ঘাতকচক্র জাতির পিতাকে হত্যা করলেও তাঁর নীতি ও আদর্শকে মুছে ফেলতে পারেনি। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন জাতির পিতার নাম এ দেশের লাখো-কোটি বাঙালির অন্তরে চির অমলিন, অক্ষয় হয়ে থাকবে।

বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত ‘সোনার বাংলা’ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তাই আমাদের দায়িত্ব হবে জ্ঞানগরিমায় সমৃদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করে বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। তাহলেই আমরা চিরঞ্জীব এই মহান নেতার প্রতি যথাযথ সম্মানপ্রদর্শন করতে পারবো। এবছর বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। ২০২১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হবে। এ দুটি জাতীয় অনুষ্ঠান বাঙ্গালি জাতির ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক। আমি মনে করি এ দুটি অনুষ্ঠান যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য ও মর্যাদার সাথে উদযাপনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারবে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়নে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারবে।

চলমান

-২-

বাংলাদেশসহ গোটাবিশ্ব আজ করোনা মহামারির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। করোনার প্রভাবে সারাবিশ্ব আজ স্থবির হয়ে পড়েছে। জীবনযাত্রা, কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য, আন্তঃদেশীয় যাতায়াতসহ অর্থনীতি এক মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশ সরকার করোনাপরিস্থিতি মোকাবিলায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের পাশাপাশি দেশবাসীকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। ‘ভয় নয়, সতর্কতা’ এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্য-আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘রূপকল্প-২০২১’, ‘রূপকল্প-২০৪১’ ও ‘ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০’ ঘোষণা করেছেন। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমি দলমতনির্বিশেষে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই। আসুন, জাতীয় শোক দিবসে আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করি এবং তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আত্মনিয়োগ করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/শাহ আলম/কামাল/শামীম/১১.৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০৩৭

**জাতীয় শোক দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে ঘাতকরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে।

জাতির পিতার সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিনপুত্র ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, দশবছরের শিশুপুত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর সহোদর শেখ আবু নাসের, কৃষকনেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বেবী সেরনিয়াবাত, সুকান্ত বাবু, আরিফ, আব্দুল নঈম খান রিন্টুসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে ঘৃণ্য ঘাতকরা এ দিনে হত্যা করে। জাতির পিতার সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিলও নিহত হন। ঘাতকদের কামানের গোলার আঘাতে মোহাম্মদপুরে একটি পরিবারের বেশ কয়েকজন হতাহত হন।

জাতীয় শোক দিবসে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি ১৫ আগস্টের সকল শহিদকে এবং মহান আল্লাহ্তায়ালার দরবারে তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।

জাতির পিতার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ছিনিয়ে এনেছিল আমাদের মহান স্বাধীনতা। সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধু যখন সমগ্র জাতিকে নিয়ে সোনার বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীচক্র তাকে হত্যা করে। এই হত্যার মধ্য দিয়ে তারা বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস চালায়। ঘাতকদের উদ্দেশ্যই ছিল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোকে ভেঙে আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে ভূলুণ্ঠিত করা। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতাবিরোধীচক্র '৭৫ এর ১৫ আগস্টের পর থেকেই হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। তারা ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথকে বন্ধ করে দেয়।

জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে মার্শাল ল' জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করে। বৈদেশিক দূতাবাসে চাকুরি দেয়। স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের নাগরিকত্ব দেয়। রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার করে। রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করে। পরবর্তী বিএনপি-জামাত সরকারও একই পথ অনুসরণ করে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর সরকার গঠন করে। অতীতের জঞ্জাল সরিয়ে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এই ৫ বছরে দেশে আর্থসামাজিক উন্নয়নের এক নবদিগন্তের সূচনা হয়। আমরা জাতির পিতার হত্যার বিচার শুরু করি। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোটসরকার ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে এই হত্যার বিচারকাজ বন্ধ করে দেয়।

চলমান

-২-

দেশের জনগণ ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে পুনরায় বিপুল ভোটে বিজয়ী করে। রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে পূর্ববর্তী সরকারগুলোর রেখে যাওয়া অচলাবস্থা এবং বিশ্বমন্দা কাটিয়ে আমরা দেশকে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার কাজ শুরু করি। গত সাড়ে ১১ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ‘রোল মডেল’। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। বর্তমান প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের মহামারীর মধ্যেও আমাদের সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমরা জাতির পিতার হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করেছি। জাতীয় চারনেতার হত্যার বিচার সম্পন্ন হয়েছে। একাত্তরের মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে আমাদের সরকার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতাদখলের সুযোগ বন্ধ হয়েছে।

স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এবং উন্নয়ন ও গণতন্ত্রবিরোধীচক্রের যেকোনো অপতৎপরতা ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে। ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি। মুজিববর্ষে জাতির পিতার আত্মত্যাগের মহিমা ও আদর্শ আমাদের কর্মের মাধ্যমে প্রতিফলিত হোক।

আসুন, আমরা জাতির পিতা হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করি। তাঁর ত্যাগ এবং তিতিক্ষার দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনাদর্শ ধারণ করে সবাই মিলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি। জাতীয় শোক দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/শাহ আলম/কামাল/শামীম/২০২০/১০.১৯ ঘণ্টা

Handout Number : 3038

**President's message on the National Mourning Day**

Dhaka, 14 August :

President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the National Mourning Day and the 45th martyrdom anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman:

"Today is National Mourning Day and the 45th martyrdom anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

August 15, 1975 is regarded as a scandalous chapter in the history of the Bangali nation. On this fateful night, the undisputed leader and Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was brutally assassinated at his Dhanmondi residence by a group of killers with the direct and indirect connivance of anti-liberation forces. His wife Sheikh Fazilatunnessa Mujib, sons namely Sheikh Kamal, Sheikh Jamal and Sheikh Russel and some near and dear ones were also killed along with Bangabandhu. Such a barbarous incident was rare not only in the history of Bangladesh but also in the history of the world. With heavy heart, I pay my deep homage to them and pray to the Almighty Allah for the eternal peace of the departed souls on this Mourning Day.

Bangabandhu was a visionary leader and the architect of independence. He led the nation at every struggle and democratic movements including the 'All-party State language Action Committee' formed to press home the right to mother-tongue in 1948, historic Language Movement in 1952, Juktafront Election in 1954, movement against Martial Law in 1958, Six-Point Movement in 1966, Mass Upsurge in 1969 and the General Elections in 1970 which all were directed towards realizing Bangali’s emancipation and their rights. For this, he had to embrace jail for several times.

Bangabandhu was uncompromising on the question of the rights of our people. He, even on the gallows, upheld the interest of Bengal and Bangali. After a long ups and downs, this great leader, ignoring the blood-shot eyes of the then Pakistani rulers, delivered historic address on 07 March in 1971 before a mammoth gathering at the then Race Course Maidan and thunderously uttered, 'The struggle this time is a struggle for emancipation, the struggle this time is a struggle for independence' which was, in fact, basically call for our independence. In line with this historic speech, he finally declared country's independence on March 26, 1971 and subsequently we achieved victory through a nine-month-long armed war of liberation under his leadership. Bangabandhu and Bangladesh thus emerged as a unique entity to the people of Bangladesh. Though the assassins killed Father of the Nation, they could not wipe out the principle and ideal of this great man. As long as Bangladesh exists, the name and fame of Father of the Nation will remain ever shining in the mind of millions of Bangalis of our country.

Continued

-2-

Bangabandhu, throughout his life, struggled for independence along with attaining people's economic emancipation. His dream was to build 'Sonar Bangla' (Golden Bangla) to be freed from hunger and poverty. Therefore, our responsibility would be to make our country a happy and prosperous one by enriching ourselves with knowledge and completing the unfinished task of Bangabandhu. Only then we will be able to pay our due respect to the immortal soul of this great leader.

The birth centenary of Bangabandhu is being observed this year and the Golden Jubilee celebration of our independence will be celebrated in 2021. These two national events are a unique milestone in the history of the Bangali nation. I believe, by celebrating these two events with solemnity and dignity, our new generation will be able to know about Bangabandhu and the factual history of our independence. And thus they, being imbued with patriotism, will be able to devote themselves for the development of the country and the nation.

The whole world, including Bangladesh, is now fighting against COVID-19 pandemic. The entire globe has become standstill at present due to the adverse impact of coronavirus. The economy, including livelihood, employment, trade and commerce, transcontinental communication etc. are at a stake. The government of Bangladesh has taken all-out measures to address the corona situation. People of the country should extend the hand of cooperation with government efforts to face the challenges. Maintaining guidelines of hygiene in every aspect of life as well as keeping ourselves cautious, we have to be dealt with the pandemic by holding the principle of 'Carefulness, not fear'.

The Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina has set Vision 2021, Vision 2041 and Delta Plan 2100 to transform Bangladesh into a middle-income country by 2021 and a developed-prosperous one by 2041. I call upon all, irrespective of party affiliation and opinion, to materialize these programmes unitedly.

On the National Mourning Day, let us translate our grief into strength and devote ourselves to build 'Sonar Bangla' as dreamt of by Father of the Nation.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Hasan/Shah Alam/Kamal/Shamim/2020/1224 hours

Handout Number : 3039

**Prime Minister's message on the National Mourning Day**

Dhaka, 14 August :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the National Mourning Day and the 45th martyrdom anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman:

"The 15 August is the National Mourning Day. On this day in 1975, the Greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman along with most of his family members was brutally assassinated.

Eighteen members of the Father of the Nation's family including Bangamata Sheikh Fazilatunnesa Mujib, three sons-Captain Sheikh Kamal, Lieutenant Sheikh Jamal and 10-year old Sheikh Russel, two daughters-in-law Sultana Kamal and Rosy Jamal, brother Sheikh Abu Naser, peasant leader Abdur Rab Serniabat, youth leader Sheikh Fazlul Haq Moni and his pregnant wife Arzu Moni, Baby Serniabat, Sukanta Babu, Arif and Abdul Nayeem Khan Rintu, among others, were also killed by the heinous killers on that fateful night. Bangabandhu's Military Secretary Brigadier General Jamil was also murdered. Several members of a family died in the capital's Mohammadpur area by artillery shells fired by the killers on the same day.

On this National Mourning Day, I respectfully remember all the martyrs of the 15 August and pray to the Almighty Allah for the salvation of their departed souls.

Under the visionary and strong leadership of the Father of the Nation, the Bangalee Nation broke the shackles of subordination and snatched away our great Independence. The anti-liberation clique killed Bangabandhu at a time when he had engaged in the struggle to building a Golden Bangladesh along with the whole nation by reconstructing the war-ravaged country. Through the killing of Bangabandhu, the defeated forces of the Liberation War made abortive attempts to ruin the tradition, culture and advancement of the Bangalee Nation. The aim of the killers was to break the state structure of secular democratic Bangladesh and foil our hard-earned Independence. The anti liberation forces involved in the carnage initiated the politics of killing, coup and conspiracy in the country right after the 15 August 1975. They also impeded the trial of Bangabandhu marder by promulgating Indemnity Ordinance.

Ziaur Rahman illegally took over the state power and promulgated Martial Law by desecrating the democracy and suspending the Constitution. He rewarded the killers of the Father of the Nation and gave them jobs at the Bangladesh missions abroad. He gave the anti-liberation war criminals nationality, made them partners in the state power and rehabilitated them politically and socially. The subsequent governments of BNP-Jamaat alliance followed the same path.

Winning the General Elections on 12 June 1996, Bangladesh Awami League assumed state power after 21 years. A new horizon of socio-economic development in the country was started in this 5-year (1996-2001) overcoming the obstacles of the past. We initiated the trial of the Father of the Nation murder case. But after coming to power in 2001. BNP-Jamaat alliance government stopped this trial.

Continued

-2-

The countrymen again voted Awami League to power in the 9th Parliamentary Elections on 29 December 2008. Overcoming the stalemate left by the previous BNP-Jamaat government, and global economic recession, we have put the country on firm economic footing. During the past eleven and a half years, we have achieved desired advancement in every sector. Bangladesh is now a ‘role model’ of socio-economic development in the world. Bangladesh has attained the status of a developing nation.

Amidst present deadly Corona virus pandemic, our government has relentlessly been working to turn Bangladesh into a middle-income country by 2021 and a developed one by 2041.

We have already executed the verdict of the Bangabandhu murder case. The trial of the killers of Four National Leaders has been completed. The verdicts of the cases against war criminals of 1971 are being executed. Our government has been following 'zero tolerance' policy to uproot militancy terrorism. The path of grabbing state power unconstitutionally has been stopped through the 15th amendment to the Constitution.

Unitedly, we have to remain prepared to resist any evil-attempt by the anti-liberation communal group, and anti-development and anti-democracy forces. The killers were able to assassinate Bangabandhu but they could not kill his dreams and ideals. Let the glory and ideals of the Father of the Nation's sacrifice be reflected through our actions in the Mujib Year.

Let's turn the grief of the loss of Bangabandhu into strength and build a non-communal, hunger-poverty free prosperous Golden Bangladesh as dreamt by the Father of the Nation. This should be our solemn pledge on this National Mourning Day.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Hasan/ Shah Alam/Kamal/Shamim/2020/1121 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০৪৩

**জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দেশের সকল মসজিদে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট):

জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষেআজ শুক্রবার বাদ জুমা বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ-সহ সারা দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দোয়া ও মোনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শাহাদাতবরণকারী তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যবৃন্দ-সহ সকল শহিদের রূহের মাগফেরাত কামনা করা হয়।

বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি মাও. মুহাম্মদ মুহিবুল্লাহিল বাকী। দোয়া ও মোনাজাতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ-সহ পরিচালকবৃন্দ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও উপস্থিত ছিলেন।

#

শায়লা/মাহমুদ/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৭১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০৪৫

**জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ইউনেসকো মহাপরিচালকের বাণী প্রদান**

ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট):

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা- ইউনেসকো এর মহাপরিচালক অদ্রি আজুলে (Audrey Azoulay) বাণী প্রদান করেছেন। ইউনেসকো মহাপরিচালক প্রদত্ত বাণীর বাংলা রূপান্তর নিম্নরূপ :

‘‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকীতে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। তাঁর মৃত্যুর সাড়ে চার দশক পর আজও তাঁর দেশের জনগণের অধিকার ও মুক্তির প্রশ্নে বিশ্ব তাঁর অসামান্য অবদান, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ স্মরণ করে।

আমাদের সংস্থা অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক সমাজের আকাঙ্ক্ষার কথা বলে-যে আকাঙ্ক্ষা বঙ্গবন্ধু ব্যক্ত করেছিলেন ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে, যা এখন ইউনেসকো মেমোরি অভ্ ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত।

এ বছর ইউনেসকো সারা বিশ্বের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছে। একটি ন্যায্যতর বিশ্বে সকল বৈচিত্র্যর নৃগোষ্ঠী, সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্মের জনগণের সম্মান প্রতিষ্ঠায় তাঁর স্বপ্ন পূরণে আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করার এটা এক অনন্য সুযোগ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কল্যাণকর ভবিষ্যতের জন্য রাষ্ট্রসমূহের ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তাঁর এই বিশ্বাস তিনি ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে পুনর্ব্যক্ত করে বলেছিলেন, “জনগণের শক্তিতে অদম্য আত্মবিশ্বাস নিয়ে যে কোনো অসাধ্য সাধন ও দুরূহ বাধা অতিক্রম করা সম্ভব।’’ বিদ্যমান সংকট ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাঁর এই বিশ্বাসে অংশীদার হয়ে আমাদের কাজ করে যাওয়া প্রয়োজন।

কোভিড-১৯ মহামারি ও এর প্রভাব যখন সমাজের ভিত্তি এবং কয়েক দশকে ইউনেসকোর অর্জনসমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে তখন আমাদের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে আমরা দ্বিগুণ কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

এটা নিশ্চিত বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আগামী প্রজন্মের জন্য বিপুল উৎসাহ যোগাবে এবং বিশ্বকে নতুনভাবে সাজানোর কাজে সহায়তা করবে।”

#

নাসরিন/মাহমুদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯০৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০২১

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে**

**সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি**

ঢাকা, ২৯ শ্রাবণ (১৩ আগস্ট):

আগামী ১৫ আগস্ট শনিবার স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালনের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর-সংস্থাসমূহ ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

দিবসটি পালন উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে। ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়া মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার দাপ্তরিক ভবনসমূহে, প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে ড্রপডাউন ব্যানার স্থাপন করা হবে এবং শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে কোরানখানি ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হবে।

জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আগামী ১৭ আগস্ট সোমবার বিকাল ৪টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হবে। সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কৃষি  মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক প্রধান অতিথি এবং সাবেক সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন। আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

শোক দিবস উপলক্ষে আগামী ১৬ আগস্ট বাংলা একাডেমি ‘শতবর্ষে বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আয়োজন করছে। আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর ৭-২১ আগস্ট পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর কর্ম ও জীবন সম্পর্কিত কিছু বিরল ফটোগ্রাফির সমন্বয়ে ডিজিটাল প্রদর্শনীর আয়োজন করছে।

জাতীয় শোক দিবসকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী অনলাইনভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে বিভাগীয় পর্যায়ে ১ লাখ টাকা, জেলা পর্যায়ে ৫০ হাজার টাকা এবং উপজেলা পর্যায়ে  
২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের রূপরেখা সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা কালচারাল অফিসারগণ জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এছাড়া দিবসের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে জাতির পিতার স্মরণে এবং দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও কপিরাইট অফিস কর্তৃক ভার্চুয়াল  আলোচনা সভা ও সেমিনার আয়োজন; স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক অনলাইনভিত্তিক রচনা, কুইজ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন; বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক বঙ্গবন্ধু রচিত গ্রন্থসমূহের ওপর অনলাইনভিত্তিক পাঠ পর্যালোচনা অনুষ্ঠান; বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক ভার্চুয়াল আলোকচিত্র প্রদর্শনী; বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি নিদর্শন নিয়ে ভার্চুয়াল প্রদর্শনী; বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি-সহ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট/ একাডেমি/কেন্দ্রসমূহ কর্তৃক অনলাইনে বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন, প্রভৃতি।

#

ফয়সল/মাহমুদ/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৭৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩০৩১

**বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্য কুশীলবদের মুখোশ উন্মোচনে কমিশন গঠন প্রয়োজন**

**---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ শ্রাবণ (১৩ আগস্ট) :

‘বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্য কুশীলবদের মুখোশ উন্মোচনে কমিশন গঠন প্রয়োজন’ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবে ‘জাতীয় শোক দিবস’ উপলক্ষে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) আয়োজিত তিন দিনব্যাপী সভার সূচনা দিনের সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

ডিইউজে সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদের সভাপতিতে ও সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ আলম খান তপুর সঞ্চালনায় প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল, ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতি মোল্লা জালাল, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি সাইফুল আলম, বিএফইউজে’র মহাসচিব শাবান মাহমুদ, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে আব্দুল জলিল ভূঁইয়া, ওমর ফারুক, কাজী রফিক, আজিজুল ইসলাম ভূ্ইঁয়া, রফিকুল ইসলাম রতন, সোহেল হায়দার চৌধুরী, মানিক লাল ঘোষ প্রমুখ সভায় বক্তৃতা করেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা অনেকদিন ধরে বলে আসছিলাম বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে শুধু যারা সামনে থেকে অংশগ্রহণ করেছে, তাদের মাধ্যমেই যে এই হত্যাকান্ড সংগঠিত হয়েছে তা নয়। সদ্য স্বাধীন একটি দেশকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি, সেই দেশি-বিদেশি চক্রের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পটভূমি রচনা করা হয়েছে।’

‘এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে বিরাট একটি ষড়যন্ত্র ছিল, সেই ষড়যন্ত্রের অনেক নট-নটী ছিল, সুতরাং এই হত্যাকান্ডের কুশীলবদের মুখোশ উন্মোচন হওয়া প্রয়োজন’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘যদি সেটি আমরা আজকে না করি, তাহলে আজ থেকে শতবর্ষ পরে যে ইতিহাস লেখা হবে, সেখানে কুশীলবদের নাম থাকবে না, কারা এই ষড়যন্ত্র করেছিল, তাদের সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের প্রজন্ম জানতে পারবে না, পৃথিবীর ইতিহাস সেটি জানতে পারবে না।’

ড. হাছান বলেন, ‘তাই শত শত বছর পরের ইতিহাসে যাতে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের কুশীলবদের নাম লিপিবদ্ধ থাকে, ইতিহাসকে সত্য জানাতে হয়, সেজন্য এবং ইতিহাসের সত্য উদ্ঘাটনের স্বার্থে এবং ভবিষ্যতের জন্য ঠিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনে আমি মনে করি, আপনারা মনে করেন, দেশের মানুষ মনে করে হত্যাকান্ডের কুশীলবদের মুখোশ উন্মোচনের স্বার্থে একটি কমিশন করা এবং যারা জীবিত আছে, তাদেরকেও বিচারের আওতায় আনা। এটি না হলে ইতিহাসের কাঠগড়ায় হয়তো আমাদেরকে দাঁড় করানো হতে পারে, সেজন্যই এটি করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।’

সভায় বক্তারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন-কর্ম ও আত্মত্যাগের ওপর আলোকপাত করেন এবং তাঁর হত্যাকারীদের মধ্যে যারা পলাতক রয়েছেন তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের রায় কার্যকর করা ও হত্যার নেপথ্য কুশীলবদের চিহ্নিত করে বিচারের দাবি জানান।

#

আকরাম/মাহমুদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                        নম্বর : ৩০৩৫

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী**

**ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ই-পোস্টার প্রকাশিত**

ঢাকা, ২৯ শ্রাবণ (১৩ আগস্ট) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে তিন ধরনের ছাপানো পোস্টারের পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের জন্য আজ চারটি বিশেষ ডিজাইনের ই-পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ঢাকা-সহ সারাদেশে তিন ধরনের ছাপানো পোস্টার স্থাপন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি চারটি পৃথক শিরোনামে প্রকাশিত ‘মুজিব মানে মুক্তি’, ‘তুমি বাংলার ধ্রুবতারা তুমি হৃদয়ের বাতিঘর আকাশে বাতাসে বজ্রকণ্ঠ তোমার কণ্ঠস্বর’, ‘ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর পতাকার মতো দুলতে থাকে স্বাধীনতা’ এবং ‘এই বাংলার আকাশ-বাতাস, সাগর-গিরি ও নদী ডাকিছে তোমারে বঙ্গবন্ধু, ফিরিয়া আসিতে যদি’ পোস্টারগুলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আওতাধীন এলাকায় তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ইলেক্ট্রনিক, ডিজিটাল ও এলইডি স্ক্রিনে প্রদর্শন করা হবে।

এছাড়া করোনা ভাইরাসজনিত বিদ্যমান পরিস্থিতিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন- ইলেক্ট্রনিক, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতেও এসব পোস্টার ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

#

নাসরীন/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩০১২

**বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদেরকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদেরকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন, আর বিএনপি ২০০৬ সালে ক্ষমতায় গিয়ে এক কলমের খোঁচায় তা কেড়ে নিয়েছিলো। আওয়ামী লীগ সেই মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কাজ করছে।'

আজ বিকেলে রাজধানীর কাকরাইলে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট-পিআইবি মিলনায়তনে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস' উপলক্ষে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-বিএফইউজে'র সহায়তায় বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, 'বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদেরকে অনেক উচ্চাসনে বসিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে প্রেস ইনস্টিটিউট, প্রেস কাউন্সিল গঠিত হয়, তার হাত ধরেই ওয়েজবোর্ড গঠিত হয়। তিনি সাংবাদিকদেরকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন, যেটি ২০০৬ সালে বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে এক কলমের খোঁচায় কেড়ে নিয়ে তাদের শ্রমিক বানিয়ে দিলেন। সাংবাদিকদের বিশেষ মর্যাদাটা কেড়ে নেয়া হলো।'

'অর্থাৎ তারা (বিএনপি) সাংবাদিক এবং শ্রমিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখলেন না, যা অত্যন্ত দুঃখজনক, ন্যাক্কারজনক ও নিন্দনীয়' বলেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সেই আইন সংশোধনের কাজ চলছে এবং সংশোধিত আইনের খসড়া ইতোমধ্যেই নীতিগত অনুমোদন পেয়েছে, জানান তথ্যমন্ত্রী। খসড়া আইনটি এখন আইন মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষাধীন রয়েছে যা সমাপনান্তে শিগগিরই মন্ত্রিসভা হয়ে সংসদে উত্থাপনের আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, সংশোধিত আইনটি পাস হলে সাংবাদিকদের যে মর্যাদা হরণ করা হয়েছিলো, তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

করোনা মহামারীর মধ্যে সাংবাদিক সহায়তা নিয়ে মন্ত্রী ড. হাছান বলেন, করোনাকালে উপমহাদেশের কোথাও যেটি করা হয়নি, বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সেটি করা হচ্ছে, চাকুরিচ্যুতি, বেতন না পাওয়া বা দীর্ঘ বেকারত্ব -এই তিন ক্যাটেগরির অসুবিধায় নিপতিত সাংবাদিকদের এককালীন সহায়তা দেয়া হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে দেড় হাজার সাংবাদিককে এই সাহায্য দেয়া হয়েছে এবং এটি অব্যাহত রয়েছে।

সরকারের সিদ্ধান্তে এ সহায়তা দলমত নির্বিশেষে দেয়া হচ্ছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, 'যারা প্রেসক্লাবের সামনে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বা মানববন্ধন করে, গলা উঁচু করে বক্তৃতা করে, তাদেরকেও শেখ হাসিনার সরকারই সাহায্যের আওতায় এনেছে।' হাছান মাহ্‌মুদ এ সময় ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও তাদের অঙ্গসংগঠনগুলোকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তাদেরকে যেভাবে দলমত নির্বিশেষে এ সহায়তা দেবার কথা বলা হয়েছিলো, তারা তা অনুসরণ করেছে।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, এ ধরনের সহায়তা ভারত, পাকিস্তান, নেপাল বা শ্রীলংকা কোথাও দেয়া হচ্ছে না। করোনায় কোনো সাংবাদিক মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে সাহায্য দেয়া হচ্ছে, কিন্তু সেসব দেশে করোনায় অসুবিধায় নিপতিত সাংবাদিকদেরকে এভাবে সহায়তা দেয়া হচ্ছে না। এজন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাবার জন্য সাংবাদিকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ ব্যবস্থার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

মন্ত্রী এ সময় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকদের হাতে শহীদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সকল সদস্য, শহীদ জাতীয় চার নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাদের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

সভাপ্রধানের বক্তৃতায় তথ্যসচিব কামরুন নাহার বলেন, 'আমাদের নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই ঘরে ঘরে গড়ে উঠবে লক্ষ মুজিব, বাংলাদেশ হবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা।'

তথ্যসচিব ও বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান কামরুন নাহারের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএফইউজে সভাপতি মোল্লা জালাল, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি সাইফুল আলম, ডিইউজে সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও পিআইবি পরিচালনা বোর্ড সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন, বিএফইউজে মহাসচিব শাবান মাহমুদ ও ডিইউজে সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ আলম খান তপু।

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাফর ওয়াজেদ সভায় মূল প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, 'বাঙালির জীবনের সবচেয়ে বড়ো অধ্যায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, যিনি আন্দোলন- সংগ্রাম- সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়েছেন। পঁচাত্তর- পরবর্তী জান্তা ও নির্বাচিত শাসকরা তার নামোচ্চারণ নিষিদ্ধ করেছিল। ইতিহাস-সহ সব স্থাপনা থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল তার নাম। কিন্তু সব দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে তিনি ক্রমাগত আলোকিত হয়ে উঠেছেন।'

#

আকরাম/মাহমুদ/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০০৩

**বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশের স্বাধীনতা মানচিত্র ও পতাকা অবিচ্ছেদ্য**

**- এনামুল হক শামীম**

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট):

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেছেন, জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর খুনিদের পৃষ্টপোষকতা করেছেন। এর ধারাবাহিকতায় খালেদা জিয়াও তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন। তারা বাংলাদেশ থেকে জাতির পিতার নাম মুছে ফেলতে চেয়েছিলো। বিশ্বে বাংলাদেশের  নাম যতদিন থাকবে, বঙ্গবন্ধুর নামও ততদিন থাকবে। বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মানচিত্র ও পতাকা অবিচ্ছেদ্য।

আজ মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার গোয়ালগাঁও, ইসমানীরচর, নয়ানগর নদীভাঙ্গন এলাকা পরিদর্শন ও মন্ত্রণালয় ঘোষিত ১০ লাখ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ফুলদী খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম উদ্বোধন শেষে আওয়ামীলীগ আয়োজিত এক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যকালে পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বাঁধরক্ষা প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে উপমন্ত্রী শামীম আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় নদীভাঙ্গন রক্ষায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সর্বাত্মকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। করোনার মধ্যেও চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ন এলাকাতে এপ্রিল থেকে বাঁধনির্মাণ কাজ অব্যাহত রয়েছে। মুন্সিগঞ্জে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রায় ৪৩৪ কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। পর্যায়ক্রমে এই এলাকাও স্থায়ী বেড়িবাঁধ প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।

এ সময় স্থানীয় সংসদ সদস্য এড. মৃণাল কান্তি দাস, জেলা প্রশাসক মোঃ মনিরুজ্জামান তালুকদার, পুলিশ সুপার আব্দুল মোমেন (পিপিএম), প্রধান প্রকৌশলী (বাপাউবো) আব্দুল মতিন সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী টি এম রাশেদুল কবির, উপজেলা নির্বাহী অফিসার , উপজেলা চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আসিফ/অনসূয়া/কামাল/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                          নম্বর : ২৯৯৭

**জাতীয় শোক দিবসে পতাকা অর্ধনমিতভাবে উত্তোলন করার নিয়ম**

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট) :

১৫ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বেসরকারি ভবন ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন সমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে পতাকাটি প্রথমে সোজাভাবে দণ্ডায়মান পতাকা দণ্ডে রশির সাহায্যে পতাকা দণ্ডের মাথা পর্যন্ত উত্তোলন করতে হবে। এরপর দণ্ডের মাথা থেকে পতাকার প্রস্থের সমান নিচে নামিয়ে পতাকাটি বাঁধতে হবে।

দিনশেষে পতাকাটি নামানোর সময় আবার দণ্ডের মাথা পর্যন্ত উত্তোলন করতে হবে এবং তারপর ধীরে ধীরে নামাতে হবে।

পতাকা বিধিতে বলা হয়েছে, পতাকার রং হবে গাঢ় সবুজ এবং সবুজের ভিতরে একটি লাল বৃত্ত থাকবে। জাতীয় পতাকার মাপ হবে **১০˝**x **৬˝** দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তাকার ক্ষেত্রের গাঢ় সবুজ রঙের মাঝে লাল বৃত্ত এবং বৃত্তটি পতাকার দের্ঘ্যের এক-পঞ্চমাংশ ব্যাসার্ধবিশিষ্ট হবে। ভবনে উত্তোলনের জন্য পতাকার তিন ধরনের মাপ হচ্ছে **১০˝**x **৬˝**, **৫˝**x **৩˝** এবং **২.৫˝**x **১.৫**।

ছেঁড়া বা বিবর্ণ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা যাবে না। মানসম্মত কাপড়ে যথানিয়মে তৈরি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে।

#

পরীক্ষিৎ/অনসূয়া/জসীম/মাসুম/২০২০/১৩২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৯৬

**বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাসের কারণে জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচি**

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট):

১৫ আগস্ট বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারণে সামাজিক দূরুত্ব নিশ্চিতপূর্বক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন করা হবে।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালনের কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় ভার্চুয়াল সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ

১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখ শনিবার স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকীতে যথাযথ মর্যাদায় ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে সমগ্র বাংলাদেশ ও প্রবাসে জাতীয় শোক দিবস পালনের উদ্দেশ্যে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি গৃহীত হয়।

১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখ শনিবার সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

সকাল সাড়ে ৬টায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং মোনাজাত।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে শাহাদতবরণকারী জাতির পিতার পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্য শহীদদের কবরে (ঢাকার বনানীস্থ কবরস্থানে) সকাল সাড়ে ৭টায় পুষ্পস্তবক ও ফুলের পাপড়ি অর্পণ এবং ফাতেহা পাঠ ও মোনাজাত।

১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখ শনিবার সকাল ১০টায় গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে ফাতেহা পাঠ, পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং মোনাজাত।

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিস্থলে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতপূর্বক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন।

সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতপূর্বক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সারা দেশের মসজিদসমূহে বাদ যোহর বিশেষে মোনাজাত এবং মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সুবিধাজনক সময়ে বিশেষ প্রার্থনা।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার প্রচার।

জাতীয় দৈনিক ও সাময়িকীতে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবে। পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ এবং বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন করবে।শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/গ্রোথ সেন্টারসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জাতীয় শোক দিবসের পোস্টার স্থাপন ও এলইডি বোর্ডের মাধ্যমে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।

জাতীয় শোক দিবসের তাৎপর্য উল্লেখ করে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের মাধ্যমে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সকল মোবাইল গ্রাহককে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ করবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিশু একাডেমি বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের অনুরোধের ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে জাতীয় শোক দিবস ও বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক বক্তৃতার আয়োজন করবে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও সংস্থা জাতীয় শোক দিবসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্ব স্ব কর্মসূচি প্রণয়ন ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতপূর্বক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে বাস্তবায়ন করবে। জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে জাতীয় শোক দিবস পালনের জন্য সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতপূর্বক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন এবং জাতীয় শোক দিবসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্ব স্ব কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জেলা ও উপজেলায় আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে সরকারি কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি আবশ্যিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত কর্মসূচিতে জেলা পরিষদ ও পৌরসভার অংশগ্রহণসহ দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালনের জন্য জাতীয় শোক দিবসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্ব স্ব কর্মসূচি প্রণয়ন ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতপূর্বক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে বাস্তবায়ন করবে। জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে।

#

অনসূয়া/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১১৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৯১

**বঙ্গবন্ধুহত্যা ছিলো সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রহত্যার ষড়যন্ত্রের অংশ**

**- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৭ শ্রাবণ (১১ আগস্ট) :

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধুহত্যা ছিলো সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অংশ।

মন্ত্রী বলেন, যে সকল দেশি-বিদেশি চক্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি, তারা ভেবেছিলো, বাংলাদেশ কখনো স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু স্বাধীনতার পর মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় যখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ তিন কোটি গৃহহারা মানুষকে পুনর্বাসন করে পোড়ামাটির ধ্বংসস্তুপ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ৭ দশমিক ৪ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে সমৃদ্ধির পথে এগুতে শুরু করলো, তখন সেই সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে নির্মমভাবে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হয়।

আজ রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে ইনস্টিটিউশন অভ্ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ- আইডিইবি আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। মন্ত্রী এ সময় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকদের হাতে শহীদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সকল সদস্য, শহীদ জাতীয় চার নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাদের আত্মার শান্তি কামনা করেন। এদিন জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সনাতন ধর্মের সকলকে শুভেচ্ছা জানান তিনি।

স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড পরিচালনার ধারাবাহিকতায় দেশবিরোধী অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করার, পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিলো। এসবই ছিল একটি সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রকে হত্যার ষড়যন্ত্র।

রাষ্ট্র পরিচালনায় বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার উদাহরণ দিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে বঙ্গবন্ধু আইন করে আমাদের তেল ও গ্যাসক্ষেত্রগুলোকে বিদেশি মালিকানা থেকে উদ্ধার করে দেশের মালিকানায় নিয়ে আসেন। আজ আমরা আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে ১ লাখ ১৮ হাজার বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি সমুদ্রসীমার মালিক হয়েছি। এটি কখনোই হতো না, যদি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত পরিষদ আনক্লস -এর সদস্য না হতেন, সেই সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর না করতেন। আর যে ছিটমহল চুক্তিকে অনেকে গোলামীর চুক্তি বলতেন, ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর করা সেই চুক্তির আলোকেই আজ আমাদের স্থলসীমা বেড়েছে, স্মরণ করিয়ে দেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

বঙ্গবন্ধু তার সব স্বপ্নপূরণ করে যেতে পারেননি, কিন্তু তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে, বলেন মন্ত্রী। পাঁচমাসের করোনাভাইরাস মহামারীতে অনেক কিছু বন্ধ থাকলেও কেউ অনাহারে মৃত্যুবরণ করেনি, আমরা বিদেশে সাহায্য পাঠিয়েছি, এমনকি আমাদের রপ্তানি আয় গত বছরের এই সময়ের থেকে বেড়েছে। দেশ আজ খাদ্যে উদ্বৃত্ত, স্বল্পোন্নত থেকে মধ্যম আয়ের কাতারে উন্নীত। কিন্তু এ সকল উন্নয়ন অগ্রযাত্রা বিএনপি ও তাদের সমমনা যারা চোখ থাকতেও দেখে না, কান থাকতেও শোনে না, তারা যেনো আর অন্ধ-বধিরের মতো আচরণ না করে, সেজন্য আমি মহান ¯্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করি, বলেন তথ্যমন্ত্রী।

ইনস্টিটিউশন অভ্ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ- আইডিইবির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি এ কে এম এ হামিদের সভাপতিত্বে কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ শামসুর রহমান, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স সার্ভিস এসোসিয়েশন সমন্বয় পরিষদের আহ্বায়ক মোঃ ফজলুর রহমান, বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা প্রকৌশলী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এবং আইডিইবি সহসভাপতি এ কে এম আবদুল মোতালেব, ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম, কারিগরি ছাত্র পরিষদের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

সভার শুরুতে হাফেজ মোঃ রফিকুল ইসলাম পবিত্র কোরআন ও পুরোহিত রতন চক্রবর্তী পবিত্র গীতা থেকে উদ্ধৃতি পাঠ করেন।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৭২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৮৭

**বাঙালি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশ্বনেতা**

**--তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ শ্রাবণ (১০ আগস্ট) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, 'বাঙালি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশের নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশ্বনেতা। বাঙালি জাতি তাদের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে তাঁর নেতৃত্বেই স্বাধীনতা অর্জন করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, সেকারণেই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, আমাদের জাতির পিতা।'

আজ রাজধানীর তেজগাঁও বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া স্টুডিওতে তাদের উদ্যোগে নির্মিত ‘বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়’ প্রামাণ্যচিত্রের উদ্বোধনী প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশের পর হাজার হাজার বছর আমাদের কোনো রাষ্ট্র ছিলো না। অনেকেই চেষ্টা করেছেন কিন্তু বাঙালির স্বাধীনতা আনতে পারেননি। বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভাষাও বাংলা ছিলো না। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই বাঙালি জাতির স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

শুধু স্বাধীনতাই নয়, মুক্তিযুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধু একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্রকে ধ্বংসস্তুপ থেকে তুলে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাচ্ছিলেন উল্লেখ করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ভারতের আশ্রয় থেকে ফেরা এক কোটি সম্বলহীন মানুষ, দেশের ভেতরে আরো দুই কোটি উদ্বাস্তু মানুষ, ভগ্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা আর শূন্য বৈদেশিক রিজার্ভের দেশকে তিনি যখন সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখনই যারা এদেশের অভ্যুদয় চায়নি, স্বাধীনতা চায়নি, সেই চক্র স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে।' এই হত্যাকাণ্ড শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার উদ্দেশ্যে নয়, এটি ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতাকে হত্যার ষড়যন্ত্র, বলেন ড. হাছান।

১৯৭৫ সালের দিকে তাকিয়ে এ সময় তথ্যমন্ত্রী বলেন, '১৯৭৫ সালে যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, তখন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭ দশমিক ৪ শতাংশ, যা আমরা ৪০ বছর পর, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অতিক্রম করেছি। সেবছর দেশ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ  ছিলো, অনেক পরিসংখ্যান মতে সেবছর দেশে ১০ হাজার মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছিলো। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে অগ্রগতির সেই ধারায় দেশ আজ উন্নয়নে মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুরকে ছাড়িয়ে যেতো।'

বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্নপূরণ করে যেতে পারেননি, কিন্তু তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে, বলেন মন্ত্রী হাছান মাহমুদ।

প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বিশ্বনেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য এক অনন্য দলিল।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য নাহিম রাজ্জাক, আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, উপ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সাবেক মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি, বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া স্টুডিও’র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আশিক রহমান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হুমায়ুন কবীর।

#

আকরাম/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/২১০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৮১

**শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে আরো ভালো সেবা দিতে হবে**

**-- ভূমি সচিব**

ঢাকা, ২৬ শ্রাবণ (১০ আগস্ট) :

ভূমি সচিব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারী বলেছেন, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকীর এ মাসে শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে তাঁর আদর্শকে বুকে ধারণ করে আমাদের আরো ভালোভাবে কাজ করার মাধ্যমে সেবা দিতে হবে।

আজ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান প্রদত্ত মাস্ক ও সাধারণ স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিতরণ করার সময় ভূমি সচিব এসব কথা বলেন। যথাযথ সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে কয়েক ভাগে এসব স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ভূমি সচিব এ সময় বঙ্গবন্ধুর অমর অনুশাসন সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, আমরা যারা সরকারি চাকরি করি তাদের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, ‘সমস্ত সরকারি কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে, তাদের সেবা করুন। যাদের জন্য যাদের অর্থে আজকে আমরা চলছি, তাদের যাতে কষ্ট না হয়, তার দিকে খেয়াল রাখুন।’

ভূমি সচিব আরো বলেন, ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর নেতৃত্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি গুণগত উত্তরণ ঘটেছে, আমরা জাতিসংঘ পুরস্কার পেয়েছি। ভালো কাজের মাধ্যমে আমাদের এ স্বীকৃতি ধরে রাখতে হবে এবং বর্তমান পরিস্থিতি থেকেও আরো উত্তরণ করতে হবে।

এ সময় ভূমি সচিব সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সরকারি বিধি মোতাবেক অফিস করার পরামর্শ দেন।

#

নাহিয়ান/পাশা/রাহাত/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৮০

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে ১০ লাখ বৃক্ষ রোপণ করছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ২৬ শ্রাবণ (১০ আগস্ট):

মুজিববর্ষ উদ্যাপনের অংশ হিসেবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের অফিস প্রাঙ্গণ, আওতাধীন জমি এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের খাল-নদী তীর ও অন্যান্য ফাঁকা জায়গায় বনজ, ফলদ ও ঔষধি গাছ রোপণের কর্মসূচি নিয়েছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। আজ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কর্মসূচির কথা জানানো হয়।

এ সময় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেন, মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় বনায়ন ও সবুজ বেষ্টনীর লক্ষ্যে ১ কোটি চারা রোপণ কর্মসূচি চালু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী দেশে মোট বনভূমি ২৫ শতাংশে উন্নীত করার নির্দেশনা দিয়েছেন। সে অনুশাসন পালনে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫৯টি বিভাগের অধীনে মোট ১০ লাখ বৃক্ষ রোপণ করা হবে। প্রত্যেক এলাকার সংসদ সদস্য-সহ স্থানীয় প্রশাসন, সংবাদ মাধ্যমের সদস্য, সুশীল সমাজ, স্কাউটস এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কর্মসূচির গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, একটি গাছ সারা জীবনে কমপক্ষে ২ দশমিক ৫ লাখ টাকার ভূমিক্ষয় রোধ করে। উপকূলীয় এলাকায় দেখা যায়, সকল দুর্যোগে যেখানে গাছ আছে সেখানে ক্ষয়ক্ষতি কম হয়। এছাড়া, বাঁধ টেকসই করতে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই।

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেন, নির্ধারিত ১৫-২০ দিনের মধ্যেই ১০ লাখ চারা রোপণের লক্ষ্য আমরা পূরণ করতে পারবো। এই কর্মসূচি সফল করতে ইতোমধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার বলেন, আমরা বন বিভাগের সাথে আলোচনা করে জেলা পর্যায়ে ভূ-প্রকৃতি, পরিবেশ প্রতিবেশ বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে নির্ধারিত প্রজাতির চারা রোপণ করবো। কাল থেকে শুরু হয়ে মাসব্যাপী চালু থাকবে এ কর্মসূচি। এছাড়া আগামী ১১-১৪ আগস্ট এবং ২৭-৩০ আগস্ট এই দিনগুলোতে সকলকে সম্পৃক্ত করে উৎসবমুখর পরিবেশে কাজ করা হবে।

#

আসিফ/পাশা/রাহাত/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৭৮

**১৪ আগস্ট বাদ জুমা এবং ১৫ আগস্ট বাদ জোহর দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত**

ঢাকা, ২৬ শ্রাবণ (১০ আগস্ট) :

আগামী ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করার অনুরোধ জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। আজ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ অনুরোধ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আগামী ১৪ আগস্ট শুক্রবার বাদ জুমা এবং ১৫ আগস্ট শনিবার বাদ জোহর সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতপূর্বক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শাহাদাতবরণকারী তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যবৃন্দ-সহ সকল শহিদের রূহের মাগফেরাত কামনায় সারা দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করার জন্য মসজিদের খতিব, ইমাম ও মসজিদ কমিটি-সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

#

আনিস/পাশা/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৯৭২

**জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আইন মন্ত্রণালয়ের দেশব্যাপী কর্মসূচি**

ঢাকা, ২৬ শ্রাবণ (১০ আগস্ট) :

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপনের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

গত ৬ আগস্ট আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভায় এসব কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভা পরিচালনা করেন আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মো. গোলাম সারওয়ার।

কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে ঢাকায় ১৫ আগস্ট দুপুরে তেজগাঁও শিশু পরিবারে এতিম শিশুদের মাঝে উন্নত খাবার পরিবেশন এবং   
১৬ আগস্ট বিকালে ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম ব্যবহার করে আলোচনা সভা ও মিলাদ।

এছাড়া সারা দেশের প্রতিটি জেলা জজশীপ এবং সাব-রেজিস্ট্রি অফিসগুলোতে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম ব্যবহার করে শোকসভা আয়োজন করা, স্থানীয় একটি করে এতিমখানায় অসহায় ও দুস্থ শিশুদের মাঝে খাবার পরিবেশন করা এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নৃশংস হত্যাকাণ্ডে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবসহ তাঁদের পরিবারের নিহত সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে মিলাদ ও দোয়ার আয়োজন করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

#

রেজাউল/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/১৫১৫ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ২৯৬৫

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে**

**বঙ্গমাতা এবং শহিদ শেখ কামালের জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২৫ শ্রাবণ (৯ আগস্ট) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে আজ বিকালে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক অনলাইন আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী। কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এবং শহিদ শেখ কামালের জীবন, কর্ম ও অবদানের ওপর আলোচনা করেন এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বঙ্গমাতা এবং শেখ কামালের জীবন ও কর্ম নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করে বলেন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ছিলেন চিরন্তন বাঙালি মায়ের প্রতীক। তিনি আরও বলেন, বহুবিধ গুণের অধিকারী শেখ কামাল অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন।

প্রধান সমন্বয়ক তাঁর বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধুর অবিচল সহযোদ্ধা হিসাবে শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এবং বঙ্গবন্ধুর পুত্র শেখ কামাল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তা অবিস্মরণীয়।

আলোচনা শেষে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এবং শহিদ শেখ কামালের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

#

নাসরীন/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/২০৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                         নম্বর : ২৯৬০

**বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রকারীদেরও মুখোশ উন্মোচন প্রয়োজন**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ শ্রাবণ (৯ আগস্ট) :

‘কমিশন গঠনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রকারীদেরও মুখোশ উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন’ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

‘আজ থেকে শত শত বছর পরের বাঙালি প্রজন্মের ইতিহাস জানার স্বার্থে, সত্য জানার স্বার্থে এখনই প্রয়োজন একটি কমিশন গঠন করে এই হত্যাকাণ্ডের পটভূমি যারা রচনা করেছিল, ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিল, তাদের মুখোশ উন্মোচন করা, তাহলেই ইতিহাস সঠিকভাবে রচিত হবে, অন্যথায় ইতিহাসের এই সত্যগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানবে না’, বলেন ড. হাছান।

আজ দুপুরে সচিবালয়ে ক্লিনিক ভবন প্রাঙ্গণে জাতীয় শোক দিবস-২০২০ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর ভিত্তি করে তথ্য অধিদফতর আয়োজিত ‘আলোকচিত্র, ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনী উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকারের সভাপতিত্বে তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, তথ্যসচিব কামরুন নাহার এবং প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মুজিব শতবর্ষে আমাদের প্রত্যয় হচ্ছে, বঙ্গবন্ধুর যে সমস্ত পলাতক খুনি এখন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে আছে, তাদেরকে বাংলাদেশে ফেরত এনে বিচারের রায় কার্যকর করা। একইসাথে আমি মনে করি, যারা সম্মুখে থেকে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিল, শুধুমাত্র তারাই অপরাধী তা নয়। সত্য এবং ন্যায়ের স্বার্থে ষড়যন্ত্রকারীদেরও মুখোশ উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন। জিয়াউর রহমান-সহ যারা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিল, ষড়যন্ত্রকারী ছিল, তাদের মুখোশ জনগণের সামনে উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন।’ তিনি বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে, মুজিব শতবর্ষে এই কাজটি করা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন।’ কারণ, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে অন্যায়ের প্রতিকার করতে হবে। সে জন্যই বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার হয়েছে, বিচারের রায় কার্যকর হয়েছে।’

বঙ্গবন্ধু যখন একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করে সমৃদ্ধির পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়, উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বঙ্গবন্ধুকে যে বছর হত্যা করা হয়, সে বছর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৭ দশমিক ৪ শতাংশ, যেটি আমরা ৪ দশকেরও বেশি সময় পরে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছি। সে বছর বাংলাদেশে ১০ হাজার মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছিল। আজ বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের পথে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশ এখন খাদ্যে উদ্বৃত্তের দেশ। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকাভুক্ত বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশ। বাংলাদেশে সাড়ে ১১ বছর আগে মাথাপিছু আয় ছিল ৬শ’ ডলার, সেটি এখন ২ হাজার ডলারের বেশি।

তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের রায় কার্যকর করার দাবি জানান। তথ্যসচিব কামরুন নাহার জাতির পিতার ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকীতে সকলকে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে দেশের জন্য কাজে ব্রতী হতে আহ্বান জানান।

তথ্যমন্ত্রী এ সময় ধারাবাহিকভাবে এ হৃদয়গ্রাহী আয়োজনের জন্য তথ্য অধিদফতরকে ধন্যবাদ জানান এবং অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখেন। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহিন ইসলাম, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জাহানারা পারভীন, চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুজহাত ইয়াসমিন, অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসার বিধান চন্দ্র কর্মকার, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়া এবং তথ্য অধিদফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

#

আকরাম/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৫৫

**মুজিববর্ষে জাতির পিতার রচনা পাঠ কার্যক্রমকে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হবে**

- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৫ শ্রাবণ (৯ আগস্ট):

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, মুজিববর্ষ ও জাতীয় শোকদিবস দিবস উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত গ্রন্থসমূহকে নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে যে পাঠ কার্যক্রমের উদ্যোগ নিয়েছে এটি নিঃসন্দেহে একটি নতুন, সৃজনশীল ও প্রশংসনীয় কর্মসূচি।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর গুলিস্তানস্থ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সভাকক্ষে মুজিববর্ষ ও জাতীয় শোকদিবস ২০২০ উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর লেখা তিনটি গ্রন্থ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা', ও 'আমার দেখা নয়াচীন' এর ওপর "পড়ি বঙ্গবন্ধুর বই, সোনার মানুষ হই" শিরোনামে ঢাকা মহানগরের ১০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে চার মাসব্যাপী পাঠ কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নতুন টাকার গন্ধ যেমন আমাদের আকর্ষণ করে, তেমনি নতুন বইয়ের গন্ধও আমাদের আকর্ষণ করে। এটি আমাদের জ্ঞান উদ্দীপ্ত আলোকিত পথের সন্ধান দেয় এবং মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে। পারিবারিক লাইব্রেরি স্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিকভাবে ১০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় ১০০টি বই ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক বুক শেল্ফ বা শোকেজ সরবরাহের মাধ্যমে ১০টি আদর্শ পারিবারিক লাইব্রেরি স্থাপন করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে তা ছড়িয়ে দেয়া হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ও বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান।

কে এম খালিদ বলেন, সাধারণত সেলুনে যাওয়া মানুষজন হাতের সামনে পাওয়া বই-পুস্তক, পত্রিকা কিংবা কাগজপত্র উলটেপালটে দেখে বা পড়াশোনা করে। সে বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই বিশেষ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু রচিত তিনটি বই সরবরাহের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে সেলুন লাইব্রেরি চালু করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে প্রতিমন্ত্রী লালমনিরহাট জেলার একটি সেলুন লাইব্রেরির উদাহরণ তুলে ধরেন।

প্রাথমিকভাবে ১০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ১৫০জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে এটি শুরু হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে এ পাঠ কার্যক্রমকে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত ৮০০টি গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হবে। এ ব্যাপারে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার ও বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. বদরুল আরেফীন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও বিশিষ্ট মুক্তিযুদ্ধ-গবেষক মফিদুল হক এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক সাইফুল আলম।

#

ফয়সল/অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২০/১৫১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৫২

**নিউইয়র্কে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ৯০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন**

নিউইয়র্ক, ৯ আগস্ট :

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করে। নিউইয়র্কে বৈশ্বিক মহামাwর করোনা ভাইরাস এর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, স্বাগতিক দেশের বিধি-বিধান প্রতিপালন করে কনস্যুলেটে কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসার সভাপতিত্বে এই দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। এ বছর বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীতে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘বঙ্গমাতা ত্যাগ ও সুন্দরের সাহসী প্রতীক’, যা মহীয়সী এ নারীর জীবন ও কর্মের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর প্রতিকৃতিতে অনুষ্ঠানের শুরুতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা এবং কনস্যুলেটের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। এ উপলক্ষে ঢাকা থেকে প্রেরিত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী’র বাণী পাঠ করেন কনসাল জেনারেল। জাতির পিতা, তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহীদ সদস্য ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয় এবং তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ওপর নির্মিত একটি প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

কনসাল জেনারেল তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদ সদস্যদের হত্যাকারীদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে বিচারের রায় কার্যকরে সচেষ্ট থাকার জন্য তিনি সকলকে আবারও অনুরোধ জানান ।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জীবন সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করে কনসাল জেনারেল বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর অবদান অপরিসীম। দেশ ও জাতির জন্য অপরিসীম ত্যাগ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে ‘বঙ্গমাতা’য় অভিষিক্ত করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বিশ্বনেতা হওয়ার নেপথ্যে তাঁর অনুপ্রেরণা এবং ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে বঙ্গমাতা অন্যতম এক নেপথ্য অনুপ্রেরণাদাত্রী। বাঙালি জাতির সুদীর্ঘ স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি বঙ্গবন্ধুকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের নেপথ্যেও ছিলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। তাঁরই অনুপ্রেরণায় বঙ্গবন্ধুর হৃদয় থেকে উৎসারিত যে অলিখিত ভাষণ প্রদান করেছিলেন তা ছিল স্বাধীনতার ডাক।

নিউইয়র্কে বসবাসরত শহীদ শেখ কামাল এর স্ত্রী শহীদ সুলতানা কামাল এর জ্যেষ্ঠ বোন খালেদা রহমান ফোন কলের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যুক্ত হন এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ও শেখ কামাল সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন।

এছাড়া ওয়াশিংটন ডিসি, বাংলাদেশ দূতাবাস ব্রাজিলিয়া, ব্রাজিল, বাংলাদেশ হাইকমিশন আবুজা, নাইজেরিয়া, বাংলাদেশ দূতাবাস ও স্থায়ী মিশন, ভিয়েনা, অষ্ট্রিয়া, বাংলাদেশ দূতাবাস, এথেন্স, গ্রিস যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা’র ৯০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে।

#

অনসূয়া/জসীম/সুবর্ণা/কুতুব/২০২০/১১৪০ ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : 2951

**e½gvZvi Av`k©B n‡Z cv‡i evsjv‡`‡ki A`g¨ AMÖhvÎvi PvweKvwV**

**-ivóª`~Z iveve dvwZgv**

wbDBqK©, 9 AvM÷ :

MZKvj RvwZms‡N evsjv‡`k ¯’vqx wgk‡b h\_v‡hvM¨ gh©v`vq me©Kv‡ji me©‡kÖô evOvwj RvwZi wcZv e½eÜy †kL gywReyi ingv‡bi mnawg©bx e½gvZv †kL dwRjvZyb †bQv gywRe Gi 90Zg Rb¥evwl©Kx D`hvcb Kiv nq|

RvwZi wcZv I e½gvZvmn 1975 mv‡ji 15 AvM÷ NvZK‡`i ey‡j‡U wbg©gfv‡e wbnZ e½eÜy cwiev‡ii Ab¨vb¨ m`m¨‡`i we‡`nx AvZ¥vi gvM‡divZ Ges †`k I RvwZi DË‡ivËi mg…w× Kvgbv K‡i Abyôv‡bi ïiæ‡ZB we‡kl †gvbvRvZ Kiv nq| Gici e½gvZv †kL dwRjvZzb †bQv gywR‡ei Rxeb I K‡g©i Ici wbwg©Z we‡kl cÖvgvY¨ wPÎ cÖ`k©b Kiv nq| e½gvZvi Rb¥evwl©Kx Dcj‡¶ cÖ`Ë ivóªcwZ I cÖavbgš¿xi evYx cvV Kiv nq|

Av‡jvPbv c‡e©i ïiæ‡Z gnxqmx bvix †kL dwRjvZyb †bQv gywR‡ei Rxeb I Kg© Ges †`k I RvwZMV‡b Zvui Amgvb¨ Ae`v‡bi bvbv w`K Zy‡j a‡i e³e¨ iv‡Lb RvwZms‡N wbhy³ evsjv‡`‡ki ¯’vqx cÖwZwbwa ivó«`~Z iveve dvwZgv|

ivóª`~Z e‡jb, ÔRvwZi wcZvi †mvbvi evsjv Movi ¯^cœ aviY K‡i cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi †bZ…‡Z¡ `~e©vi MwZ‡Z GwM‡q Pj‡Q evsjv‡`k Avi e½gvZvi †i‡L hvIqv Av`k© n‡Z cv‡i evsjv‡`‡ki GB A`g¨ AMÖhvÎvi PvweKvwVÕ|

¯’vqx cÖwZwbwa Av‡iv e‡jb, Avgiv hLb e½eÜy‡K wb‡q wPšÍv Kwi wKsev Zuvi m¤ú‡K© K\_v ewj ZLb ¯^vfvweKfv‡eB P‡j Av‡m e½gvZvi K\_v| RvwZi wcZvi ÔAmgvß AvZ¥RxebxÕ Ges cÖavbgš¿x †kL nvwmbv cÖ`Ë ¯§„wZPviYg~jK e³e¨ †\_‡K bvbv DØ„wZ D‡jøLc~e©K wZwb e½gvZvi hvwcZ Rxe‡bi wewfbœ w`K Zz‡j a‡ib| Zvui e³‡e¨ D‡V Av‡m-Kxfv‡e e½eÜzi AeZ©gv‡b e½gvZv `jxq Kg©KvÛ mPj ivL‡Z f~wgKv †i‡L‡Qb, Kxfv‡e Aejxjvq `jxq Kg©x Ges `‡ji cÖ‡qvR‡b Zvui mwÂZ A\_© e¨q K‡i‡Qb; 6 `dv, 7 gv‡P©i KvjRqx fvlYmn wewfbœ ivR‰bwZK wm×v‡šÍ e½eÜz‡K AUj \_vK‡Z Kxfv‡e e½gvZv mvnm hywM‡q‡Qb, AeY©bxq Kó mn¨ K‡iI nvwmgy‡L msmvi AvM‡j †i‡L‡Qb Zvi bvbv w`K|

†KvwfW-19 Gi †cÖÿvc‡U ¯’vbxq wb‡`©kbv Abyhvqx mvgvwRK `~iZ¡ †g‡b ¯’vqx wgk‡bi e½eÜz wgjbvqZ‡b Av‡qvwRZ G Abyôv‡b wgk‡bi me©¯Í‡ii Kg©KZ©v-Kg©Pvix AskMÖnY K‡ib|

#

Abm~qv/Rmxg/myeY©v/KzZze/2020/1145 NÈv

তথ্যববিরণী নম্বর : ২৯৫০

**ইসলামাবাদে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন**

ইসলামাবাদ, ৮ আগস্ট :

ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন আজ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী যথাযথ উৎসাহ-উদ্দীপনা ও মর্যাদার সাথে পালন করেছে।

এ উপলক্ষে হাইকমিশনের চান্সারী ভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইসলামাবাদে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বাংলাদেশ হাইকমিশনে কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

আলোচনা পর্বে হাইকমিশনার তারিক আহসান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, বঙ্গমাতা ছিলেন জাতির পিতার একজন সহযোদ্ধা ও বিশ্বস্ত সহচর। তিনি একদিকে শক্ত হাতে যেমন সংসার সামলিয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে আন্দোলন-সংগ্রামে জাতির পিতাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। বাঙালির অধিকার আদায়ের সুদীর্ঘ সংগ্রামের বাঁকে বাঁকে তাঁর প্রজ্ঞা আর পরামর্শ বঙ্গবন্ধুর সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সহজ করেছে। তিনি আরো বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে একজন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী হয়েও তিনি সাধারণ মানুষের মতো জীবন-যাপন করতেন। তার বাড়িতে কোনো বিলাসী আসবাবপত্র ছিলো না, ছিলো না কোনো অহংকারবোধ। বরঞ্চ, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজেও বঙ্গবন্ধুর পাশে দাঁড়ান তিনি। অনেক বীরাঙ্গনাকে সামাজিকভাবে মর্যাদাসম্পন্ন জীবনে পুনর্বাসনে সাহায্য করেন। তিনি উল্লেখ করেন, জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর পাশে থাকার পর, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে বঙ্গবন্ধু আর ছেলেমেয়েদের সাথে স্বাধীনতা বিরোধী, কু-চক্রী হায়নাদের হাতে শাহাদত বরণ করেন।

একজন গৃহীনি হয়েও কিভাবে দক্ষ সংগঠক হিসেবে জাতীয় জীবনে অনবদ্য অবদান রাখা যায় বঙ্গমাতা তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। তাঁর আদর্শ যুগে যুগে শুধু বাঙালি নারীদের জন্য নয় সকল বাঙালির জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

এরপর বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের আত্মার মাগফিরাত এবং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে একটি কবিতা আবৃত্তি করা হয়।

পরিশেষে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জীবনীভিত্তিক একটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

নাজমুল হুদা/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/২১৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৪৮

**বঙ্গবন্ধুর ছায়াসঙ্গী বঙ্গমাতার অবদান বাঙালির সব সংগ্রামে**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব আমৃত্যু বঙ্গবন্ধুকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছেন, সেরা পরামর্শ দিয়েছেন এবং বাঙালির সকল সংগ্রাম ও সফলতায় তার অবদান মিশে আছে।’

আজ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতির পিতার সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কৃষক লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। কৃষক লীগের সভাপতি সমীর চন্দের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী।

বক্তব্যের শুরুতেই জন্মদিন উপলক্ষে বঙ্গমাতাকে এবং একইসাথে শোকের মাস আগস্টে নিহত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে ড. হাছান বলেন, আজ এমন এক মহিয়সী নারীর জন্মদিন, যিনি শুধু বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী নন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জননী নন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে জাতির প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামের বাঁকে বাঁকে নিরবে-নিভৃতে প্রচারবিমুখ হয়ে যিনি অবদান রেখেছেন, জাতিকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সন্ধিক্ষণে পৌঁছে স্বাধীনতা অর্জনে তার ভূমিকা  কোনোদিন জনসম্মুখে প্রকাশ করেননি, তাঁরই জন্মদিন আজ।

বাঙালির স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার দীর্ঘ সংগ্রামে, দুর্যোগে অনেক নেতা অনেক সময় ভোল পাল্টেছে, পিছু হটেছে, ক্ষমতাসীনদের সাথে হাত মিলিয়েছে, ঠিক পরামর্শ দিতে ব্যর্থ হয়েছে, আর সেই সময় শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সবচেয়ে ভালো পরামর্শ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর পাশে হাজির হয়েছেন, বলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ। বাঙালি ও বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস যেমন একে অপরের কথা ছাড়া লেখা যায় না, তেমনি বাঙালির ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা লিখতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের কথা অবিচ্ছেদ্যভাবেই এসে যায়, উল্লেখ করেন তিনি।

‘বঙ্গমাতার মতো একজন অসমসাহসী, ধৈর্যশীল, সৎ পরামর্শদাতা স্ত্রী পাশে থাকার কারণেই বঙ্গবন্ধুর পক্ষে জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে, বারবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জাতির জন্য লড়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে বলে আমার ধারণা’ বলেন ড. হাছান। তিনি আরো বলেন, ‘জাতির জন্য উৎসর্গীকৃত জীবনে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে একনাগাড়ে সংসারধর্ম পালন করা হয়ে ওঠেনি। বঙ্গবন্ধু কারাগারে থাকার সময়গুলোতে বঙ্গমাতাই পরম যত্ন ও বিচক্ষণতায় সংসার ও দল উভয়ই আগলে রেখেছেন।’

বঙ্গবন্ধু তার স্বপ্নপূরণ করে যেতে পারেননি, কিন্তু তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, যার ধমনী শিরায় শেখ মুজিবের রক্ত প্রবাহিত, যার কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠের  প্রতিধ্বনি, তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে উল্লেখ করে মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ জানান, গত ১১ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বিশ্বে সর্বোচ্চ। এবং নানা বিশেষজ্ঞের শঙ্কা-আশঙ্কা ভুল প্রমাণ করে করোনা মোকাবিলায় গত পাঁচ মাসে একজন মানুষও অনাহারে মৃত্যুবরণ করেনি, করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুহারও বিশ্বে অন্যতম সর্বনিম্ন।

বিএনপি নেতাদের মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে ঘরে বসে টিভি আর অনলাইনে উঁকি দিয়ে সমালোচনা বাদ দিয়ে আর 'ভুল ধরা পার্টি'র লোকের মতো টক শো'তে টিভির পর্দা ফাটিয়ে ফেলা পরিহার করে সবার সাথে দেশ গড়ায় অংশ নিতে আহ্বান জানান ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

সভা শেষে বঙ্গমাতা ও বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সকল সদস্য, দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় সকলে প্রার্থনায় যোগ দেন।

#

আকরাম/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৯১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৪৭

**শ্রীলংকায় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এবং শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী পালিত**

কলম্বো (শ্রীলংকা), ৮ আগস্ট :

যথাযোগ্য মর্যাদা এবং আনন্দঘন পরিবেশে শ্রীলংকায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে আজ শনিবার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০ তম এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ও জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ‘বঙ্গমাতা ত্যাগ ও সুন্দরের প্রতীক’।

অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন যথাক্রমে ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার হযরত আলী খান এবং প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা কমোডর সৈয়দ মাকসুমুল হাকীম। এরপর ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তারা বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু তথা মুক্তিসংগ্রামীদেরকে বঙ্গমাতা ও শেখ কামাল যেভাবে উদ্দীপনা যুগিয়েছিলেন সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। বক্তারা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়াঙ্গনে শেখ কামালের অবদানের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করেন এবং বলেন, একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে শেখ কামাল যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের তরুণ সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর কারাবন্দি জীবনের সাথে অভ্যস্ত বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব যে সীমাহীন ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সহিত সামগ্রিক পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করেছেন-তা বাঙালি নারীদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে সবাই অভিমত ব্যক্ত করেন।

করোনা ভাইরাস এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য নির্দেশাবলি মেনে সীমিত কলেবরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ এবং বেশকিছু শ্রীলংকান-সহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক   
শিশু-কিশোর উপস্থিত ছিলেন। জন্মবার্ষিকীর এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে হাইকমিশনকে বিশেষ রূপে সাজানো হয়েছিল। অনুষ্ঠানে বঙ্গমাতা এবং শেখ কামালের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত শিশু-কিশোররা কবিতা পাঠের আসরে অংশগ্রহণ করে। শেষ পর্যায়ে শেখ কামাল ও বঙ্গমাতার জন্মদিনের কেক কাটা হয়।

#

কলম্বো হাইকমিশন/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৪৬

**যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ের**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকীতে 'জাতীয় শোক দিবস ২০২০' যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানগুলো বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় সমন্বয় কমিটি গৃহীত কর্মসূচি ও নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এসব কর্মসূচি নেয়া হয়েছে।

কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে- ১৫ আগস্ট শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাগুলোতে পতাকা বিধি অনুসরণ করে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, বাদ জোহর মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কারখানার মসজিদগুলোতে বিশেষ মোনাজাত এবং মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রার্থনা, সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে শিল্প মন্ত্রণালয় চত্বরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর ও সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং  শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিশেষ আলোচনা সভা।

এছাড়া, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাগুলোর প্রধান কার্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত নিজস্ব কর্মসূচি এবং আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টরা জাতীয় কর্মসূচির আলোকে স্থানীয় প্রশাসন গৃহীত কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেবেন।

জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী কঠোরভাবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি অনুসরণ এবং নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে অগ্রাধিকার দিতে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইতিমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

#

মাসুম/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৪৩

**স্মারক ডাক টিকেট অবমুক্ত অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

**বঙ্গবন্ধুর প্রেরণার উৎস বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পেছনে নীরবে নিভৃতে প্রেরণার সর্বোচ্চ উৎস হিসেবে কাজ করেছেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। শেখ ফজিলাতুন নেছার মতো ধীরস্থির, বুদ্ধিদীপ্ত, মেধাবী, দূরদর্শী, সাহসী, বলিষ্ঠ, নির্লোভ ও নিষ্ঠাবান ইতিবাচক ভূমিকাজাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কিংবা জাতির হাজার বছরের ইতিহাসের মহাকাব্যের মহানায়ক হতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় ডিজিটাল প্লাটফর্মে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক ডাক টিকেট, উদ্বোধনী খাম ও ডেটা কার্ড অবমুক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বঙ্গমাতাকে বাংলাদেশের আদর্শ মায়েদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি আখ্যায়িত করে বলেন, শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মনেপ্রাণে একজন আদর্শ বাঙালি নারী। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা, অসীম ধৈর্য ও সাহস নিয়ে জীবনে যে কোন পরিস্থিতি তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করতেন। অসংখ্য কঠিন প্রতিকূলতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে তিনি একদিকে মা অন্যদিকে বাবা এই দুইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁর সন্তানদের সুশিক্ষায় গড়ে তুলেছেন, দলের জন্য কাজ করেছেন, নেতা-কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

৭০ এর দশকের শুরুতে স্বাধীনতার প্রাক্কালে মন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের ছাত্র হিসেবে তাঁর দেখা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠিনী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চালচলনকে চিরায়ত বাংলার অতি সাধারণ একজন মানুষের সাথে তুলনা করে বলেন, বঙ্গবন্ধুর কন্যা হওয়া সত্ত্বেও নিজ বিভাগের শিক্ষকদের অনেকেই জানতেন না তিনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা। তিনিও নিজের পরিচয় কখনো প্রকাশ করতেন না যে তিনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা। এটাই ছিলো সন্তানদের প্রতি বঙ্গমাতার শিক্ষা। ১৪ বছর জেলে কাটানো বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সন্তানদের পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা অতুলনীয় ছিল।

মা, কন্যা, বধূ- জায়া প্রতিটি ক্ষেত্রে এই মহিয়সী নারীর ভূমিকা চিরভাস্বর হয়ে থাকবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, একাত্তরে তার সন্তানরা যুদ্ধে, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তিনি অন্তরীণ এই কঠিন অবস্থা সামাল দেওয়া একজন নারীর পক্ষে কি পরিমাণ চ্যালেঞ্জিং তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তা সত্ত্বেও তিনি দৃঢ় থেকেছেন। তিনি শুধু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মা নন, তিনি বাঙালি জাতির স্বাধীনতার প্রেরণাদাত্রী বলে মন্ত্রী তাঁকে আখ্যায়িত করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মোঃ নূর-উর-রহমানের সভাপতিত্বে এবং ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এসএস ভদ্র এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ শাহাদাত হোসেন, সেলিমা সুলতানা, বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মশিউর রহমান, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিন, ডাক অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক হারুন-অর-রশিদ প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

মন্ত্রী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ডাক অধিদপ্তর প্রকাশিত দশ টাকা মূল্যমানের স্মারক ডাক টিকেট, ডেটা কার্ড ও উদ্বোধনী খাম অবমুক্ত করেন।

পরে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

#

শেফায়েত/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৪২

**বঙ্গবন্ধুর খুনিদের অনুসন্ধানে সহায়তার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

বঙ্গবন্ধুর খুনিদের মধ্যে পলাতক তিন জন খুনির অনুসন্ধানে সহায়তার জন্য প্রবাসী-সহ সকল বাংলাদেশির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

### আজ মেহেরপুরের মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ আহ্বান জানান। এ সময় তিনি মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন।

ড. মোমেন বলেন, বঙ্গবন্ধুর পাঁচ জন পলাতক খুনির মধ্যে দুই জনের অবস্থান আমরা জানি; একজন যুক্তরাষ্ট্রে এবং একজন কানাডায় অবস্থান করছে। তাদের ফেরত আনার জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অবশিষ্ট তিন জন খুনির অবস্থান আমরা এখনও জানি না। তাদেরকে অনুসন্ধান করার জন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশের সকল বৈদেশিক মিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খুনিদের বিষয়ে তথ্য দিয়ে সরকারকে সহায়তার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি অনুরোধ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সহধর্মিনী সেলিনা মোমেন, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান ও পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                            নম্বর: ২৯৪০

**বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী পালন**

তাসখন্দ (উজবেকিস্থান), ৮ আগস্ট:

বাংলাদেশ দূতাবাস, তাসখন্দ শুক্রবার (৭ আগস্ট) যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী পালন করেছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গমাতার জীবন কর্মের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেরাষ্ট্রদূত মসয়ূদ মান্নান, এনডিসি দিবস উপলক্ষে দেয়া রাষ্ট্রপতির বাণী ও হেড অভ চ্যান্সেরী ও মিনিস্টার নৃপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠকরে শোনান। রাষ্ট্রদূতের রাজনৈতিক সহকারি মাফতুনা নিয়াজবেকোভা (রুশ ভাষায়) বঙ্গমাতা-কে একজন স্নেহশীলা মাতাও সাহায্যকারী স্ত্রী হিসেবে বর্ণনা করেন। নৃপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ বলেন, বঙ্গমাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে মা হিসেবে এবং বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী হিসেবে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিকলায় স্বাধীনতা উত্তর কালে তাঁর অবদান তুলে ধরেন।

রাষ্ট্রদূত বলেন, প্রয়াত বঙ্গমাতার প্রতি বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রামের দু:সময়ে সাহস ও প্রেরণার উৎস। তিনি তাঁর ছোটবেলা থেকে সংগ্রামী বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সন্তানদের সার্বিক যত্নের ব্যাপারে ছিলেন তৎপর এবং সন্তানদের তিনি বড় করেছেন বাঙ্গালি সংস্কৃতির মধ্যদিয়ে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী এবং নিজে দৈনিক জীবনে তাঁর চর্চা করে গেছেন। অত্যন্তকষ্টের দিনেও তিনি নিজ দায়িত্বে আত্মীয় ও স্বজনদের খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি প্রকৃতই রত্নসমতুল্য ছিলেন। এ সকল গুনাবলীই তাঁকে বঙ্গমাতা উপাধিতে ভূষিত করে। দুর্ভাগ্যবশত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট কালরাতে স্বামী-পুত্র-পুত্রবধুসহ নিকট আত্মীয়ের সাথে তিনি ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ীতে স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন।

তিনি আরো বলেন, বঙ্গমাতা যে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা যুগে যুগে বাঙালি নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। শেষে ১৫ আগস্টে নিহতদের আত্মার শান্তি  ও মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে রাষ্ট্রদূত কেক কেটে দিবসটি উদযাপন করেন।

বক্তারা বলেন, বঙ্গমাতা ছিলেন একজন স্নেহশীলা মা প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতদের সন্তানদের। সকলের সন্তাদের জন্যও তাঁর মমতার কমতি ছিলনা। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের সকল শিশুদের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম মমতা। জাতির জনকের সার্থক ও সহায়ক স্ত্রী হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দেশপ্রেম, নিষ্ঠা ও দেশের মানুষের প্রতি তাঁর সম্মানবোধ সর্বজনবিদিত। তার ত্যাগ, সৌন্দর্য, সাহসিকতা এবং বঙ্গবন্ধুর ৭মার্চের ঐতিহাসিক ভাষনে অনুপ্রেরণামূলক ভূমিকার জন্য বঙ্গমাতা উপাধি দেয়হয় তাকে।

#

নৃপেন/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৩৪৫ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                    নম্বর: ২৯৩৯

**বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন**

হ্যানয় (ভিয়েতনাম), ৮ আগস্ট:

বাংলাদেশ দূতাবাস, হ্যানয়, ভিয়েতনাম-যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করেছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের পরিবারের অন্যান্য শহীদদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনা করা হয় এবং বঙ্গমাতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পরে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ বঙ্গমাতার স্মরণ সভায় তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, বঙ্গমাতা বাঙালির অহংকার, নারী সমাজের প্রেরণার উৎস। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন সাহসী ও দৃঢ়চেতা। তিনি কেবল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণীই ছিলেন না, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামেও তিনি ছিলেন অন্যতম কান্ডারী। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের নেপথ্যেও প্রধান প্রেরণাদাত্রী ছিলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব।

রাষ্ট্রদূত আরো বলেন;বঙ্গমাতা ছিলেন নির্লোভ,নিরহংকার ও পরোপকারী এবং তিনি সবসময় সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। তিনি ছিলেন আদর্শ বাঙালি নারী প্রতিকৃতি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট কালরাতে স্বামী-পুত্র-পুত্রবধুসহ নিকট আত্মীয়ের সাথে তিনি ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন।তিনি আরো বলেন বঙ্গমাতা যে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা যুগে যুগে বাঙালি নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আলোচনা শেষে বঙ্গমাতার কর্মময় জীবনের ওপর একটি প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে শিশু ও কিশোরদের উপস্থিতিতে কেক কেটে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ভিয়েতনাম সরকার কর্তৃক কোভিড মহামারীর সতর্কতার জন্য দিবসটি দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পরিবারবর্গ-এর মাধ্যমে ‘ইন-হাউজ’ উদযাপিত হয়।

#

সামিনা নাজ/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৩১৮ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                     নম্বর: ২৯৩৮

**যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালন করবে শিল্প মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও 'জাতীয় শোক দিবস ২০২০' যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর প্রতিষ্ঠানগুলো বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় সমন্বয় কমিটি গৃহীত কর্মসূচি ও নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এসব কর্মসূচি নেয়া হয়েছে।

কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে- ১৫ আগস্ট শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাগুলোতে পতাকা উত্তলন (অর্ধনমিত রাখা, বাদ জোহর মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কারখানার মসজিদগুলোতে বিশেষ মোনাজাত এবং মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রার্থনা, সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণকরে শিল্প মন্ত্রণালয় চত্বরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিশেষ আলোচনা সভা।

এছাড়া, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাগুলো প্রধান কার্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত নিজস্ব কর্মসূচি এবং আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টরা জাতীয় কর্মসূচীর আলোকে স্থানীয় প্রশাসন গৃহীত কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেবেন।

জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী কঠোরভাবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি অনুসরণ এবং নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে অগ্রাধিকার দিতে মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইতিমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

#

মাসুম/গিয়াস/শামীম/২০২০/১২২৪ ঘন্টা

 তথ্যবিবরণী                                               নম্বর: ২৯৩৬

**জাপানে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত**

টোকিও, ৮ আগস্ট:

জাপানের টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস বিনম্র শ্রদ্ধা, সম্মান আর ভালোবাসা নিয়ে মহিয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করেছে।

আজ দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দূতাবাসের চার্জ দ্যা এফেয়ারস ড. শাহিদা আকতার এবং দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীগণ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতাসহ পরিবারের শহীদ সদস্যদের আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য এবং দেশের সমৃদ্ধি, শান্তি ও দেশবাসীর কল্যাণে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করা হয়। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বানী সকলের উদ্দ্যেশে পাঠ করা হয়।

চার্জ দ্যা এফেয়ারস ড. শাহিদা আকতার তাঁর বক্তব্যে বলেন, বঙ্গমাতা  ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সকল অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি সারাজীবন বঙ্গবন্ধুর সাথে ছায়ার মতো অবস্থান করেছেন। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের নিভৃত সহচর হিসাবে বিদ্যমান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান ও সহযোগিতা করেছেন। তিনি  আরো বলেন, সংগ্রামী জীবনে বঙ্গবন্ধু জীবনের বেশির ভাগ সময় জেলে কাটিয়েছেন, আর এসময় সাহসী বঙ্গমাতা পরিবার দেখাশোনার পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতাকর্মীদেরও আগলে রেখেছিলেন প্রজ্ঞা ও দায়িত্বশীলতার সাথে। আর এজন্যই কোন রাজনৈতিক পদধারী না হয়েও তিনি বাংলাদেশে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রতিক।

ড. শাহিদা আকতার বলেন, বঙ্গমাতা ছিলেন একজন আদর্শ নারী যিনি পরিবারে স্ত্রী-মাতার ভূমিকায় কোমলতা আর দেশের প্রয়োজনে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে কঠোরতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ছিলেন। বঙ্গমাতার আদর্শ দেশের নতুন প্রজন্ম বিশেষ করে নারীদের কাছে তুলে ধরার আহ্বান তিনি যাতে তাঁরা বঙ্গমাতার জীবনকর্ম থেকে ত্যাগ, দেশপ্রেম, সাহস, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

অনুষ্ঠানের  বঙ্গমাতার কর্মজীবন, ত্যাগ ও সংগ্রামের ওপর উম্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

শিপলু/গিয়াস/শামীম/২০২০/১১.৪১ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৩৩

**টরন্টোতে বঙ্গমাতা ও শহীদ শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উদযাপন**

টরন্টো, ৮ আগস্ট:

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, টরন্টো বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এবং শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করেছে। বঙ্গমাতা এবং শেখ কামালের গৌরবময় জীবন ও অবদান নিয়ে মিশন এ আলোচনা সভার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। বঙ্গমাতা ও  শেখ কামালের জীবন নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এরপর মিশনের কর্মকর্তারা আলোচনায় অংশ নিয়ে বঙ্গমাতা ও মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামালের গৌরবময় অবদানের কথা বিশদভাবে তুলে ধরেন।

নাঈম উদ্দিন আহমেদ বলেন, ৭ মার্চের ভাষণের ঠিক আগে বঙ্গমাতা বঙ্গবন্ধুকে তিনি যা জাতির জন্য মঙ্গলজনক বিশ্বাস করেন, তাই বলার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং সে অনুসারে বঙ্গবন্ধু তাঁর হৃদয় থেকে সেই অমোঘ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম! এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম!’

নাঈম উদ্দিন বলেন, বঙ্গমাতা অনুপ্রেরণা, ধৈর্য এবং ভালবাসার প্রতীক। তিনি আরও বলেন, বঙ্গমাতা ছিলেন বঙ্গবন্ধুর জীবনে এক আশীর্বাদ, যিনি তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে পরিবারকে অত্যন্ত যত্নের সাথে লালন করেছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুকে দৃঢ়ভাবে পরাধীনতা থেকে জাতিকে মুক্ত করার সংগ্রামে সাহস যুগিয়েছিলেন। শেখ কামালের সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতা এবং ক্রীড়াক্ষে+ত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান স্মরণ করেন তিনি।

সবশেষে  বঙ্গমাতা এবং শেখ কামালের জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে জাতির পিতার ‘সোনার বাংলা’ বিনির্মাণে প্রত্যেককে সর্বোচ্চ অবদান রাখার আহ্বান জানান তিনি।

কেক কেটে ও বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্ত করা হয়। অনুষ্ঠানে  মিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এ কর্মসূচিতে অংশ নেন।

#

গিয়াস/শামীম/২০২০/১১.৪৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২৯৩২

**ফজিলাতুননেসা মুজিবের আত্মত্যাগের বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে**

**-- তথ্য প্রতিমন্ত্রী**

সরিষাবাড়ি (জামালপুর), ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান বলেছেন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেসা মুজিব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে শুধু তাঁকে সাহস, অনুপ্রেরণা আর শক্তি যোগাননি তিনি তাঁর সমস্ত মন প্রাণ ও হৃদয় দিয়ে এ দেশের মানুষের সেবা করে গেছেন। এ মহিয়সী নারীকে শুধু স্মরণ নয় তাঁকে অনুসরণও করতে হবে এবং আগামী প্রজন্মের মাঝে এসব ত্যাগ ও দেশপ্রেমের বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে।

আজ বিকেলে তাঁর নির্বাচনি এলাকা জামালপুরের সরিষাবাড়ির দৌলতপুরস্থ নিজ বাড়িতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেসা মুজিবের ৯০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে ২০টি হুইল চেয়ার, ১০টি সেলাই মেশিন এবং ৫৬টি নলকূপ বিতরণকালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী করোনাকাল ও বন্যার চলমান কঠিন সময়ে দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিত্তবানদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, সরকারের পাশাপাশি তাঁদের এ সহযোগিতা অসহায় মানুষকে এ বিপদ কাটিয়ে উঠতে প্রেরণা ও শক্তি যোগাবে।

এ সময় সরিষাবাড়ি উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী সরিষাবাড়ি উপজেলার সাতপোয়া ইউনিয়নে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুয়া ব্রিজ ও অ্যাপ্রোচ সড়ক উন্নয়নের কাজ পরিদর্শন করেন।

#

মাহবুবুর/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

Handout Number : 2931

**New Delhi mission pays homage to Bangamata and Sheikh Kamal**

New Delhi (India), August 7 :

Bangladesh High Commission in New Delhi today paid homage to Bangamata Sheikh Fazilatun Nessa Mujib and valiant freedom fighter Sheikh Kamal on the occasion of their birth anniversaries.

The mother and the son were both assassinated along with Father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and most members of their families on the brutal night of August 15 in 1975.

The 90th birth anniversary of Bangamata and the 71st anniversary of the birth of Sheikh Kamal were observed with due solemnity through holding of discussion and placing wreaths at their portraits at Bangabandhu Corner at the chancery building.

High Commissioner Muhammad Imran led the officers and staff of the mission in laying the wreaths. He later presided over a discussion meeting on the life and work of Bangamata and Sheikh Kamal at the chancery’s conference hall.

In his speech Muhammad Imran said Bangamata played a pivotal role in the making of Bangabandhu by inspiring him from behind the scene in helping him take crucial political decisions in different stages of national life. At the same time Bangamata quietly but very efficiently took care of their family through difficult times.

The High Commissioner recalled his memory with Sheikh Kamal and admired him for his exceptional capacity to organize sports, art and music after the 1971 War of Liberation. He also recalled Sheikh Kamal’s role during the liberation war when he acted as the ADC of Commander-in-chief Gen. MAG Osmani.

At the meeting messages from President Abdul Hamid was read out by Deputy High Commissioner Rokeb-ul-Haque and from Prime Minister Sheikh Hasina by ADA Lt. Col. Sheikh Ramiz Uddin Md Waseem.

Farid Hossain, Minister (Press), at the mission also spoke on the occasion. Md. Nurul Islam, Minister (Political) conducted the meeting.

A doa was offered seeking divine blessing for Bangamata and Sheikh Kamal.

#

Mahmud/Sanjib/Salim/2020/19.40 Hrs

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৯৩০

**বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দ্রুত দেশে ফেরত এনে রায় কার্যকর করতে সরকার সচেষ্ট**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফেরত আনার বিষয়ে সরকার সচেষ্ট। মুজিববর্ষে কমপক্ষে একজন খুনিকে দেশে ফেরত এনে বিচারের রায় কার্যকরের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

আজ গোপালঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে সুরা ফাতেহা পাঠ, দোয়া ও বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন ড. মোমেন । তিনি জাতির পিতার সমাধি সৌধে সংরক্ষিত পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সহধর্মিনী সেলিনা মোমেন, গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক শাহেদা সুলতানা, পুলিশ সুপার সাইদুর রহমান, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মুন্সী মোঃ আতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলী খান, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল বাশার খায়ের, সাধারণ সম্পাদক বাবুল হোসেন শেখ, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ সোলায়মান বিশ্বাস প্রমুখ।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                           নম্বর : ২৯২৪

**জর্ডানে শেখ কামালের স্মরণে প্রবাসী বাংলাদেশি শিশু-কিশোরদের দাবা প্রতিযোগিতা**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট):

শহীদ শেখ কামালের স্মরণে প্রবাসী বাংলাদেশি শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জর্ডানের আম্মানে বাংলাদেশ দূতাবাস।

বাংলাদেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে শেখ কামালের অবদানকেপ্রবাসী বাংলাদেশি শিশু-কিশোর ও ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ দাবা প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা শেষে গত বুধবার বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীদের পুরষ্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

পুরস্কার বিতরণ শেষে দূতাবাস প্রাঙ্গণে শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকী আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপন করা হয়। এসময় শেখ কামালের জীবনের ওপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, কেক কাটা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহান এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহান বলেন, শেখ কামাল বাংলাদেশের সাংগঠনিক ক্রীড়ার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বাংলাদেশে ক্রীড়ার সাংগঠনিক ভিত রচনায় তিনি ছিলেন এক নিরলস কারিগর।

রাষ্ট্রদূত বলেন, দাবা প্রতিযোগিতা মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশি শিশু-কিশোরদেরকে শেখ কামালের ভূমিকা, দর্শন ও কর্মনিষ্ঠার বিষয়ে অবগত করার মাধ্যমে দেশ গঠনে তাদের উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তাগণ দূতাবাসের এ ধরনের উদ্যোগ জর্ডানে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করবে বলে মতামত ব্যক্ত করেন। তারা এ ধরনের কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখার অনুরোধ করেন।

#

তৌহিদুল/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৩৪৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                        নম্বর: ২৯২২

**শহীদ শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী পালন করল কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন**

কলকাতা, ৭আগস্ট:

বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জেষ্ঠ্য পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধ শহীদ শেখ কামাল-এর ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) কলকাতাস্থ উপ-হাইকমিশনের ‘বাংলাদেশ গ্যালারীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ কামাল ও বঙ্গবন্ধু পরিবারের প্রয়াত সকল সদস্যের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। উপ-হাউকমিশনার তৈৗফিক হাসান উপ-হাউকমিশনের পক্ষে শেখ কামাল-এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন এবং পরে শহীদ শেখ কামাল-এর ব্যক্তিগত, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও কর্মময় জীবনের ওপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

আগস্টের ১৫ তারিখ বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের সদস্যসহ যারা শাহাদাত বরণ করেছেন তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তৈৗফিক হাসান। তিনি দেশ গঠন তথা যুবসমাজের উন্নয়নে শেখ কামালের যে অপরিসীম অবদান, তা অনীস্বীকার্য।

বাংলাদেশের তরুণ সমাজের বিকাশে ক্রীড়া ও অর্থবহ সংস্কৃতি চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেন শেখ কামাল। তাঁর আদর্শ বাংলাদেশের ভবিষ্যতের তরুণ সমাজের জন্য উজ্জীবনী শক্তি হয়ে কাজ করবে।

প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) শামীম ইয়াসমীন স্মৃতির সঞ্চালনায় উপ-হাইকমিশনের সকল কর্মকর্ত ও কির্মচারীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

জামাল/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৩৪৮ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯২১

**বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকীতে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ আগস্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

জাতির পিতার রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সর্বক্ষণের সহযোগী ও অনুপ্রেরণাদায়ী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকীতে ‘বঙ্গমাতা ত্যাগ ও সুন্দরের সাহসী প্রতীক’ প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে। যেখানে মহীয়সী নারী বঙ্গমাতার কর্মময় জীবনের প্রকৃত অর্থ প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মহীয়সী নারী শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ছিলেন বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহচর এবং বাঙালি ‍মুক্তিসংগ্রামের সহযোদ্ধা। তিনি অসাধারণ বুদ্ধি, সাহস, মনোবল, সর্বসংহা ও দূরদর্শিতার অধিকারী ছিলেন। তিনি আমৃত্যু দেশ ও জাতি গঠনে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি জাতির পিতার সঙ্গে একই স্বপ্ন দেখতেন। এ দেশের মানুষ সুন্দর জীবন পাক, ভালভাবে বাঁচুক এই প্রত্যাশা নিয়েই তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সবসময় ছিলেন সজাগ এবং দূরদর্শী। তাইতো একজন সাধারণ বাঙালি নারীর মতো স্বামী-সংসার, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও বাংলাদেশের মহান সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার পর দেশ ‍পুনর্গঠনে তিনি অনন্য ভূমিকা রেখে গেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সাফল্যেও বঙ্গমাতা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। জাতির পিতা রাজনৈতিক কারণে প্রায়শই কারাগারে বন্দী থাকতেন। এই দুঃসহ সময়ে তিনি হিমালয়ের মতো অবিচল থেকে একদিকে স্বামীর কারামুক্তিসহ আওয়ামী লীগ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। অন্যদিকে সংসার, সন্তানদের লালন-পালন, শিক্ষাদান, বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণা, শক্তি ও সাহস যুগিয়ে স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রামকে সঠিক লক্ষ্যে নিয়ে যেতে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। ৬-দফা ও ১১-দফার আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গৃহবন্দী থেকে এবং পাকিস্তানে কারাবন্দী স্বামীর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গভীর অনিশ্চয়তা ও শঙ্কা সত্ত্বেও তিনি সীমাহীন ধৈর্য্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সাথে তিনি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষ করে আত্মত্যাগী, লাঞ্জিত মা-বোনদের সহযোগিতা করা, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করাসহ ব্যক্তিগতভাবে তাদের পাশে গিয়ে সান্তনা দেন এবং সামাজিকভাবে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেন।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা ‍মুজিব রাষ্ট্রীয় প্রটোকলসহ অন্যান্য দায়িত্ব সমভাবে ও অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পাদন করতেন। দেশ ও জাতির জন্য তাঁর অপরিসীম ত্যাগ, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতার কারণে জাতি তাঁকে যথার্থই ‘বঙ্গমাতা’ উপাধিতে ভূষিত করেছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতার সঙ্গে তিনিও সপরিবারে ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন, যা জাতির ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

বঙ্গমাতার যে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা যুগে যুগে বাঙালি নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আমি আশা করি, শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব- এর জীবনী চর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন, বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক অজানা অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারবে।

আমি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব- এর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/গিয়াস/শামীম/২০২০/১২৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯২০

**বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৮ আগস্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমি এই মহীয়সী নারীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। এ বছর বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীতে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘বঙ্গমাতা ত্যাগ ও সুন্দরের সাহসী প্রতীক’ যা মহীয়সী এ নারীর জীবন ও কর্মের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এবং যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বাঙালির অহংকার, নারী সমাজের প্রেরণার উৎস। ১৯৩০ সালের ৮ আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন সাহসী ও দৃঢ়চেতা। যে-কোনো পরিস্থিতি তিনি বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা দিয়ে মোকাবিলা করতেন। তিনি কেবল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণীই ছিলেন না, বাঙালীর মুক্তিসংগ্রামেও তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রদূত। দেশের স্বার্থে বঙ্গবন্ধুকে অসংখ্যবার কারাবরণ করতে হয়েছে। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সেই কঠিন দিনগুলো স্বামীর পাশে থেকে দৃঢ়তার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন। পরিবারের দেখাশোনার পাশাপাশি স্বামীর মুক্তির জন্য মামলা পরিচালনা, দলের সাংগঠনিক কাজে পরামর্শ ও সহযোগিতা দান সবই তাঁকে করতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের নেপথ্যেও ছিলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। তাঁরই অনুপ্রেরণায় বঙ্গবন্ধু হৃদয় থেকে উৎসারিত যে অলিখিত ভাষণ প্রদান করেছিলেন তা ছিল স্বাধীনতার ডাক। দেশ ও জাতির জন্য অপরিসীম ত্যাগ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতা তাঁকে বঙ্গমাতায় অভিষিক্ত করেছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে কারাবন্দি স্বামীর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গভীর অনিশ্চয়তা ও শঙ্কার মাঝেও তিনি অসীম ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন। আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বঙ্গমাতা ছিলেন নির্লোভ, নিরহংকার ও পরোপকারী। পার্থিব বিত্ত-বৈভব বা ক্ষমতার জৌলুস কখনো তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পত্নী হয়েও তিনি সবসময় সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন, গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করতেন। তিনি ছিলেন আদর্শ বাঙালি নারীর প্রতিকৃতি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে স্বামী-পুত্র-পুত্রবধূসহ নিকট আত্মীয়ের সাথে তিনি ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে নির্মমভাবে শহিদ হন। জাতির ইতিহাসে সে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। বঙ্গমাতা আমাদের মাঝে না থাকলেও তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ সবসময় আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আমি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/গিয়াস/শামীম/১২২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                    নম্বর: ২৯১৯

**বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম ও শহীদ শেখ কামাল-এর**

**৭১তম জন্মবার্ষিকী পালন করল অটোয়াস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন**

অটোয়া (কানাডা), ৭ আগস্ট:

জাতির পিতার সহধর্মীনি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম ও তাঁদের সুযোগ্য সন্তান শহীদ শেখ কামাল-এর ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অটোয়াস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন বেশ কিছু কর্মসূচী পালন করে। কর্মসূচীর অংশ হিসাবে প্রথমেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা থেকে প্রেরিত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। বাণী পাঠ শেষে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ও শহীদ শেখ কামালের ওপর নির্মিত পৃথক দু’টি প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনীর পর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অটোয়া তথা কানাডাতে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ভার্চুয়াল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতেই হাইকমিশনার মিজানুর রহমান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

হাইকমিশনার মিজানুর রহমান বলেন, ইতিহাসে বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব কেবল জাতির পিতার সহধর্মীনিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে অন্যতম এক নেপথ্য অনুপ্রেরণাদাত্রী। বাঙালি জাতির সুদীর্ঘ স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি বঙ্গবন্ধুকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। ছায়ার মত অনুসরণ করেছেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে।তৎকালিন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যখনই প্রয়োজন হয়েছেন তখনই সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় আওয়ামী লীগ ও নেতাকর্মীদের পাশে থেকেছেন তিনি। আন্দোলনের সময়ও তিনি প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনা জেলখানায় দেখা করার সময় বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করতেন। সেখানে বঙ্গবন্ধুর পরামর্শশুনে তা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতাদের জানাতেন বঙ্গমাতা।

হাইকমিশনার আরো বলেন, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ শেখ কামাল অনন্য অবদান রাখেন। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কর্মসূচীতে তিনি সক্রিয় অবদান রাখার পাশাপাশি সমাজের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে, সমাজকে মানবতাবদী চেতনায় উদ্ধুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দেশের একজন প্রথম সারির সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নেতৃত্বদারকারী ও ক্রীড়া সংগঠক ছিলেন শেখ কামাল।

আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, শহীদ শেখ কামালসহ পরিবারের নিহত সকল সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন মিশনের প্রথম সচিব অপর্ণা রানী পাল। অনুষ্ঠানে মিশনের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

আইয়ুব/গিয়াস/শামীম/২০২০/১২৪১ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২৭৫৫

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে সংসদ ভবন চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন স্পিকার**

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে জাতীয় সংসদের পক্ষ থেকে বছরব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে-- যার মধ্যে বৃক্ষরোপণ অন্যতম। পরিবেশবান্ধব বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পরিবেশ সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ সময় তিনি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হওয়ায় সকলকে অভিনন্দন জানান।

তিনি আজ জাতীয় সংসদ আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ-২০২০ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ  জাতীয় সংসদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি একটি আম, একটি অশোক ও একটি নাগেশ্বর চারা রোপণের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ গাছের চারা রোপণ করেন।

স্পিকার বলেন, পর্যায়ক্রমে সকল সংসদ সদস্যবৃন্দ সংসদ ভবন চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন। মুজিববর্ষ উপলক্ষে ৩৫০ থেকে  ৫০০টি বৃক্ষের চারা রোপণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সংসদ ভবন চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন ।

জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম এবং পার্লামেন্ট মেম্বারস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এবি তাজুল ইসলাম বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে  অংশ নিয়ে গাছের চারা রোপণ করেন। অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্যবৃন্দ, পিডব্লিউডির কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জাতীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

তারিক/অনসূয়া/কুতুব/২০২০/১৬১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৬৪৪

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

**প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায়** **বেশি করে গাছ লাগাতে হবে**

---**কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ শ্রাবণ (১৯ জুলাই) :

কৃষিমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদের সভাপতি ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বাংলাদেশ এমনিতেই প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এ ঝুঁকি আরো বেড়েছে। সেজন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও দেশকে সত্যিকার অর্থে সবুজ-শ্যামল রাখতে বেশি করে গাছ লাগাতে হবে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটশন চত্বরে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। পরে মন্ত্রী কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটশন চত্বরে একটি গাছের চারা রোপণ করে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

এ সময় করোনা উদ্ভুত পরিস্থিতি প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, সারা পৃথিবীতে করোনা মহামারি মহাদুর্যোগ হিসাবে এসেছে। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকল দেশে মহাসংকট তৈরি করেছে। এটি মোকাবিলায় এখন পর্যন্ত কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নাই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর দূরদর্শিতা, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে অত্যন্ত সফলভাবে এ সংকট মোকাবিলা করে যাচ্ছেন। এর ফলে বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে অনেকটা ভাল অবস্থায় আছে।

বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সারা দেশে ৩ লাখ বৃক্ষরোপণ করবে। আজ এ কর্মসূচির উদ্বোধনকালে বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদের মহাসচিব কৃষিবিদ আফম বাহাউদ্দিন নাছিম, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটশনের মহাসচিব খায়রুল আলম প্রিন্স, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক হামিদুর রহমান-সহ বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৬৪১

**মুজিববর্ষেই সারা দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা হবে**

**---বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ শ্রাবণ (১৯ জুলাই) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, মুজিববর্ষেই সারা দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা হবে। ইতোমধ্যে ৯৭ ভাগ বিদ্যুতায়ন হয়েছে এবং বাকিটুকু ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এই অর্জন গ্রাহক-সহ বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকলের ।

প্রতিমন্ত্রী আজ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে ‘বিদ্যুৎ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা’ সভায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আরএডিপি বাস্তবায়ন ৯৪ দশমিক ৪০ ভাগ, যা অনেকটাই ভালো। ২০২০-২১ অর্থবছরে অবশ্যই যেন শতভাগ বাস্তবায়িত হয়, সে লক্ষ্যেই নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে সকলকে আরো আন্তরিক হয়ে কাজ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, গ্রাহক সন্তুষ্টিই আমাদের মূল লক্ষ্য। তাই গ্রাহকদের সাথে বিদ্যমান আস্থার সম্পর্ক আরো জোরদার করতে পরিকল্পনা মাফিক যোগাযোগ কার্যক্রম বাড়াতে হবে।

উল্লেখ্য, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ১০৪টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ ছিল ২৪ হাজার ৬২৬ দশমিক ৬৫৮ কোটি টাকা। বাস্তবায়ন হয়েছে ৯৪ দশমিক ৪০ ভাগ। ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৮৭টি প্রকল্পের মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মানদণ্ড অনুসারে ৩৪টি প্রকল্প উচ্চ অগ্রাধিকার, ২৬টি প্রকল্প মধ্যম ও ২৭টি প্রকল্প নিম্ন অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখা হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব ড. সুলতান আহমেদ, পিডিবি’র চেয়ারম্যান মোঃ বেলায়েত হোসেন, আরইবি’র চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) মঈন উদ্দিন ও পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসাইন-সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধানগণ অনলাইনে এই সভায় সংযুক্ত ছিলেন।

#

আসলাম/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০১৬/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৭২

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে**

**সারাদেশে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচিতে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সারাদেশে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচিতেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সারাদেশে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

এবারের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘মুজিব বর্ষের আহবান, লাগাই গাছ বাড়াই বন’। মুজিব শতবর্ষকে বিবেচনায় নিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির যে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত সময়োপযোগী। এই প্রতিপাদ্যকে কেন্দ্র করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সারাদেশে ১ (এক) কোটি বৃক্ষের চারা রোপণের কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই।

বঙ্গবন্ধু সবসময় বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত একটি আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সমৃদ্ধ ও সবুজ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আমরা আরো একধাপ এগিয়ে যেতে চাই। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা ছড়িয়ে দিতে হবে কোমলমতি শিশুসহ তরুণ প্রজন্মের মাঝে। তাহলেই আমরা আগামীতে সুস্থ, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সম্মত একটি সবুজ বাংলাদেশ দেখতে পাবো।

বৃক্ষ আমাদের অমূল্য সম্পদ। উপকূলীয় অঞ্চলের জনপদগুলোকে আইলা, সিডর, মহাসেন, ফণি, বুলবুল, আম্পান ইত্যাদি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করতে বৃক্ষরাজি বুক দিয়ে আগলে রাখার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে। প্রকৃতির ফুসফুস হিসেবে কাজ করে বৃক্ষরাজি। বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে এই দেশটিকে আরো বাঁচার উপযোগী ও সবুজে পরিণত করার জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাই ।

বায়ু দূষণের ফলে সারা বিশ্ব আজ বিপন্ন। সেজন্য পতিত ও অব্যবহৃত স্থানসহ সড়কদ্বীপে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়া সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার মাধ্যমে আমাদের সমগ্র জনপদকে আরো অধিক সবুজে আচ্ছাদিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে উদ্যোগী হতে হবে।

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সারাদেশে ১ (এক) কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/অনসূয়া/জসীম/সুবর্ণা/শামীম/২০২০/১২২৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৭৩

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে**

**সারাদেশে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সারাদেশে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচিতেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে তিন মাসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২০ এর প্রতিপাদ্য ‘মুজিববর্ষের আহ্বান, লাগাই গাছ বাড়াই বন’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ, ভূমির ক্ষয়রোধ, দেশের মরুময়তা হ্রাস, কার্বন আধার সৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, দারিদ্র্য বিমোচন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বৃক্ষের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বন বিভাগ বৃক্ষহীন ও অবক্ষয়িত বনভূমি, প্রান্তিক ভূমি এবং উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তাছাড়া স্থানীয় দরিদ্র নারীসহ সাধারণ জনগণকে উপকারভোগী হিসেবে সম্পৃক্ত করে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। পরিবারের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবারকে স্বাবলম্বী করে তোলা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নির্মল পরিবেশ সৃষ্টিতে সামাজিক বনায়ন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সারাদেশব্যাপী এক কোটি গাছের চারা বিতরণ ও রোপণের ফলে দেশে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ যেমন ‍বৃদ্ধি পাবে, তেমনি পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখবে।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম-আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, ইনশাআল্লাহ। প্রতিষ্ঠিত হবে জাতির পিতার আজীবন লালিত ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

আামি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

ইমরুল/অনসূয়া/জসীম/সুবর্ণা/শামীম/২০২০/১৪২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৭৯

**মুজিববর্ষে রোপিত ১ কোটি বৃক্ষের প্রতিটি স্মারক বৃক্ষকে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে**

**-পরিবেশ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষে সারাদেশে রোপিত ১ কোটি গাছকে ‘স্মারক বৃক্ষ’ হিসেবে বিবেচনা করা হবে।মুজিববর্ষের এক কোটি চারা ছাড়াও চলতি বৃক্ষরোপণ অভিযানকালে প্রতিটি সংসদীয় আসনের বিপরীতে ৫ হাজার করে মোট ১৫ লক্ষ বনজ, ফলদ ও ঔষধি চারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ক্যাম্পাসে রোপণের জন্য বিতরণ করা হবে। এছাড়াও বন বিভাগের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় এ অর্থবছরে ৭ কোটি বৃক্ষ রোপণ করা হবে। রোপণ পরবর্তীকালে এসব চারার যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

মন্ত্রী আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমানএঁরজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে‘মুজিব বর্ষের আহবান, লাগাই গাছ বাড়াই বন’ প্রতিপাদ্য ধারণ করেসারাদেশে ১ কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ **কর্মসূচি** বিষয়ে ভার্চুয়াল মিডিয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে এসব কথা বলেন। মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার, সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডক্টর এ কে এম রফিক আহাম্মদ, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আহমেদ শামীম আল রাজী এবং প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমির হোসাইন চৌধুরীসহ মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ঊর্ধতন কর্মকর্তাগণ প্রেস ব্রিফিং এ উপস্থিত ছিলেন।

শাহাব উদ্দিন বলেন, পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষায় উৎসারিত দূরদর্শী ভাবনা হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুরু করেছিলেন ‘বৃক্ষরোপণ অভিযান’; যা’র ধারাবাহিকতায় উপকূলীয় চরাঞ্চল বনায়নে সফল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে অন্যতম। মুজিববর্ষে রোপণের জন্য উত্তোলিত এক কোটি চারার মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ফলদ এবং অবশিষ্ট পঞ্চাশ ভাগ বনজ, ঔষধি ও শোভাবর্ধনকারী প্রজাতির চারার উত্তোলন ইতোমধ্যেই নিশ্চিত করা হয়েছে। কোন প্রকার বিদেশি প্রজাতির চারা এ কাজের জন্য উত্তোলন করা হয়নি। তাছাড়া বর্ণিত বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ২০ এর মধ্যে সম্পন্ন করার বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বন মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ জুলাই ২০২০ বৃহস্পতিবার সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় গণভবন হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সারাদেশে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন। করোনা ভাইরাসজনিত বিরূপ পরিস্থিতির কারনে এ উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি প্রচার মাধ্যম সমূহের উপস্থিতিতে সম্পাদনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। উল্লেখিত দিন ও সময়ে প্রধানমন্ত্রী তেঁতুল, ছাতিয়ান ও চালতা প্রজাতির বৃক্ষের চারা রোপণ করে উক্ত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন করবেন। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পরপরই প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় স্বাস্থ্য নির্দেশিকা মেনে নূন্যতম একটি করে বনজ, ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষের চারা রোপণের মাধ্যমে একই দিনে উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে নির্দেশনা রয়েছে। মন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

#

দীপংকর/অনসূয়া/জসীম/শামীম/২০২০/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৫২৯

**প্রধানমন্ত্রী ১৬ জুলাই ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে ১ কোটি গাছের চারা রোপণের উদ্বোধন করবেন  
 -- পরিবেশ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ আষাঢ় (১২ জুলাই) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন,  প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ জুলাই গণভবনে একটি তেঁতুল ও একটি  ছাতিয়ান গাছ রোপণ করার মাধ্যমে জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ ‘মুজিববর্ষ’ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে দেশব্যাপী এক কোটি গাছের চারা রোপণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন। বন মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর প্রতিটি জেলা এবং উপজেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে  একটি ফলদ, একটি বনজ ও একটি ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হবে। করোনা পরিস্থিতির কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আগামী ১৬ জুলাই থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বৃক্ষরোপণ মৌসুমে সুবিধাজনক সময়ে দেশের ৪ শত ৯২টি উপজেলার প্রতিটিতে ২০ হাজার ৩ শত ২৫টি করে গাছের চারা রোপণ করা হবে ।

আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ে আয়োজিত অনলাইন সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বন মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা এদেশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করেছিলেন। তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় মুজিববর্ষে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।  তিনি বলেন, দেশীয় ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণের এ কর্মসূচির পঞ্চাশ শতাংশের বেশি থাকবে ফলদ গাছ। মন্ত্রী এ মহতী কর্মসূচি সফল করার জন্য সংসদ সদস্যগণ-সহ দেশের সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তা কামনা করেন। তিনি প্রতিটি গাছ রোপণের পর নিয়মিত খোঁজখবর রাখা এবং যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি  হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার এমপি। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ডক্টর মোঃ বিল্লাল হোসেন এর পরিচালনায় সভায় অন্যান্যের মধ্যে অতিরিক্ত সচিব আহমদ শামীম আল রাজী ও মোঃ মিজানুল হক চৌধুরী,  পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ কে এম রফিক আহাম্মদ, বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক আমীর হোসেন চৌধুরী, বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ আহমদ, বন গবেষণা ইন্সটিটিউট এর পরিচালক ড. মো. মাসুদুর রহমান এবং ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের পরিচালক পরিমল সিংহসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৭৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ২৪১৯

**‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২১ আষাঢ় (৫ জুলাই) :

জাতীয় শোক দিবস ২০২০ ও জাতির পিতার শাহাদাত বার্ষিকী পালনে গৃহীতব্য কর্মসূচী বিষয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে গতকাল জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির অধীনে গঠিত বিভিন্ন উপ-কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবদের এক বিশেষ অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৭ জুন ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল ও অনলাইন মিডিয়ায় বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় পাশাপাশি অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতায় বিপুল অংশগ্রহণের তথ্য জানিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতার ফলাফল খুব শিঘ্রই ঘোষণা করা হবে বলে জানান জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

আলোচকগণ মুজিববর্ষে জাতীয় শোক দিবস ২০২০ ও জাতির পিতার শাহাদাত বার্ষিকী পালনে গৃহীতব্য কর্মসূচী বিষয়ে আলোচনায় বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের ভূমিকা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে আনার ওপর জোর দেন।

জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র আমন্ত্রিত সদস্যরা অনলাইন অ্যাপ্স ‘জুম’ এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ করেন।

#

নাসরীন/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১০১৫

**বঙ্গবন্ধু  ছিলেন আধুনিক  ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের পথপ্রদর্শক**

**-- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ):

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় মোবাইল অপারেটর টেলিটক মুজিব কর্নার স্থাপন করেছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার আজ ঢাকায় গুলশানে টেলিটক প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত মুজিব কর্নার উদ্বোধন করেন। টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিন-সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এ উপলক্ষে টেলিটক আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের পথপ্রদর্শক। ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন এবং ইউনিভার্সেল পোস্টাল ইউনিয়নের সদস্যপদ গ্রহণ এবং ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগের মহাসড়কে সংযুক্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর অবদান নিয়ে মুজিববর্ষে শত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার আছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রতিটি সংস্থায় মুজিব কর্নার করা হবে বলে মন্ত্রী ঘোষণা দেন।

মন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে মুজিব জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানমালা দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবাদে আমরা মাঠের অনুষ্ঠানের ঘাটতি অনেকটাই অতিক্রম করতে পেরেছি। ডিজিটাল প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে পারা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান রাজনীতিক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠারই সফলতা। বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ৭ মার্চের ভাষণের অংশবিশেষ দশ কোটিরও বেশি মোবাইল গ্রাহক, করোনা সংক্রান্ত সতর্কতা এবং বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিনের শুভেচ্ছা আমরা ডিজিটাল মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। ডাক বিভাগের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বাণী দেশের চার কোটি পরিবারের হাতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে টেলিটক অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

টেলিটকে মুজিব কর্নার উদ্বোধনের আগে মন্ত্রী টেলিটকে সদ্য যোগদানকৃত ৬০ জন কর্মকর্তার দেড় মাসব্যাপী ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। তিনি আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

#

শেফায়েত/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০১৪

**বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকারকারীদের স্থান হবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

‘বঙ্গবন্ধুকে স্বীকার করতে যারা ব্যর্থ হয়েছে, তারা ধীরে ধীরে নিজেরাই ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে’ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীতে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের ১৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘গতকাল মুজিববর্ষ শুরু হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, জাতিসংঘের মহাসচিব থেকে শুরু করে অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানগণ বঙ্গবন্ধুর ওপর বক্তব্য রেখেছেন। বিশেষতঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, বঙ্গবন্ধু সমগ্র পৃথিবীর মানুষের কাছে একটি প্রেরণার উৎস, বঙ্গবন্ধু এক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী একথা বলেছেন। অথচ আমাদের দেশে বিএনপি-জামাত এই কথাটি স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছে।’

‘করোনা ভাইরাসের যে আতঙ্ক বিশ্বব্যাপী সেটির মধ্যেও মুজিববর্ষ নিয়ে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনার কোনো কমতি ছিল না’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘জাতি বিনম্র চিত্তে, শ্রদ্ধাভরে জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করছে এবং পুরো বছরব্যাপী নানা অনুষ্ঠানামালা পালন করবে। কিন্তু একটি পক্ষ যারা বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল, তারা সেটি করতে ব্যর্থ হয়েছে। যারা বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল, যারা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিল এই বিএনপি-জামাতসহ স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি তারাই কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।’

‘বিএনপি নেতাদের মুখে মুজিববর্ষ নিয়ে কোনো কথা নেই, উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘তিনি (রিজভী) কালকে বলেছেন, আজকে সকালেও বলেছেন যে, করোনা ভাইরাস নিয়ে নাকি সরকার লোকোচুরি করছে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিদিন প্রেস ব্রিফিং করে কি করা হচ্ছে এবং কতজন সংক্রমিত হয়েছে সেটি বলা হচ্ছে এবং কী করণীয় সেটিও বলা হচ্ছে। এটির প্রশংসা না করে এবং জনগণের পাশে না দাঁড়িয়ে, লোক দেখানো কয়েকটা লিফলেট বিলি করে তারা শুধু বিষোদগার করছে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘তারা (বিএনপি) তাদের এই বিষোদগারের রাজনীতি, নেতিবাচক রাজনীতি, সবকিছুতে না বলার রাজনীতি, ষড়যন্ত্রের রাজনীতি এবং হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের যে রাজনীতির উন্মেষ, সেটি থেকে তারা বেরিয়ে আসবে। মুজিববর্ষে সেটিই প্রত্যাশা করবো।’

এ সময় নারীর বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা স্মরণ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর পার্লামেন্টে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই করেছেন। সমাজে ও রাষ্ট্রে বিভিন্ন স্তরে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য তিনি অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। নারীর যে অগ্রগতি জাতির পিতার হাত ধরে শুরু হয়েছিল, সেটি ষোল কলায় পূর্ণ করেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ আগে কখনো ভাবেনি যে নারী ডিসি হবে, নারী এসপি হবে, নারী পুলিশের এডিশনাল আইজিপি হবে, নারী মেজর জেনারেল হবে, নারী হাইকোর্টের বিচারপতি হবে, সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে বিচারপতি হবে, এটি বাংলাদেশে হয়েছে।’

ড. হাছান আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানভিত্তিক তথ্য দিয়ে জানান, সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে নারীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে দ্বিতীয়। তুরস্কের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। আর সমস্ত উন্নয়নশীল বিশ্বে নারীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে শীর্ষে।

নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সভাপতি নাসিমুন আরা হক মিনু’র সভাপতিত্বে সাংবাদিক মিজানুর রহমান মজুমদার, মনিমা সুলতানা, আখতার জাহান মালিক, শাহনাজ সিদ্দীকী সোমা প্রমুখ আলাচনায় অংশ নেন।

#

আকরাম/মাহমুদ/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৮৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১০১০

**বঙ্গবন্ধু পার্বত্য চট্টগ্রামকে মূল ধারায় সম্পৃক্তের উদ্যোগ নিয়েছিলেন**

- পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রী

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামকে মূল ধারায় সম্পৃক্তের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছিলেন। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে কোটা প্রবর্তন করেছিলেন যাতে তারা মূল ধারায় সম্পৃক্ত হতে পারে।

আজ জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর সভাকক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অবিচ্ছিন্ন। বঙ্গবন্ধু ছাড়া বাংলাদেশের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। দেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য ত্যাগ ও অবদানের প্রতি জাতি চিরকাল কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু হলেন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, যিনি সারা জীবন বাঙালি জাতির জন্য কাজ করে গেছেন, কারাবরণ করেছেন। বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি নয়, সারা বিশ্বের নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের কন্ঠস্বর।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু যে পথ দেখিয়েছিলেন, তাঁর দেখানো পথেই হাঁটছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর নেতৃত্বে আজ আমরা বাংলাদেশের সত্যিকারের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়তে দৃঢ়প্রত্যয়ী। আমরা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও কাজ করে যাচ্ছি।

সভায় জানানো হয়, মুজিববর্ষ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বছরব্যাপী নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে: তিন পার্বত্য জেলায় ৫ লক্ষ গাছের চারা রোপন, বঙ্গবন্ধু পার্বত্য মেলা আয়োজন , রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রে ৭১ ফুট উচ্চ বঙ্গবন্ধু ম্যূরাল উদ্বোধন, বঙ্গবন্ধুর পার্বত্য চট্টগ্রামে গমনকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষে বঙ্গবন্ধুর ছবি ও উপস্থিত ব্যক্তিদের বক্তব্য সম্বলিত স্মরণিকা প্রকাশ, ‘Tour-De CHT Mountain Biking’ এবং স্মার্ট ভিলেজ তৈরি করা ইত্যাদি। এছাড়াও আওতাধীন দপ্তর সংস্থাসমূহ বিস্তারিত কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: মেসবাহুল ইসলাম। অতিরিক্ত সচিব তন্দ্রা সিকদার, সালমা জহান, আবদুস সাত্তারসহ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্ত-কর্মচারী, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন এনজিও’র প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

নাছির/অনসূয়া/গিয়াস/কুতুব/২০২০/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১০০৭

**সবাইকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার শপথ নিতে হবে**

- শ্রম প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ):

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, সবাইকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় শপথ নিতে হবে। আগামী প্রজন্মের জন্য দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে।

মঙ্গলবার রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনে মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন শেষে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু দেশের স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার আগামী প্রজন্মের জন্য উন্নত সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করবে।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এর আগে প্রতিমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে মনোমুগ্ধকর বর্ণিল আতশবাজি প্রত্যক্ষ করেন এবং জাতির পিতার জন্মদিনের কেক কেটে বছরব্যাপী অনুষ্ঠান এবং শ্রম অধিদপ্তরের বঙ্গবন্ধু কর্ণার এর উদ্বোধন করেন।

মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, ড.রেজাউল হক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায়, শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ কে এম মিজানুর রহমান এবং কেন্দ্রীয় তহবিলের মহাপরিচালক ড. আনিসুল আওয়ালসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

আকতারুল/অনসূয়া/গিয়াস/কুতুব/২০২০/১৫১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০০৬

**ড্রেনেজের পানি পরিশোধনের লক্ষ্যে ‘ট্রিটমেন্ট প্লান্ট’ বসানো হচ্ছে**

**- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

মুজিব শতবর্ষের সূচনালগ্নে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ড্রেনেজের মুখে দূষিত পানি পরিশোধনের লক্ষ্যে ‘ট্রিটমেন্ট প্লান্ট’ বসানো হচ্ছে। এটি একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ছয় মাসের মধ্যে টিট্রমেন্ট প্লান্টের ফলাফল আশাব্যাঞ্জক হলে সেটি স্থায়ীভাবে গ্রহণ করা হবে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধিন বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা ওয়াসা এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এক ছাতার নিচে মিলিত হয়ে দূষিত পানি পরিশোধনের কাজ করবে।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী আজ ঢাকার সদরঘাটে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ড্রেনেজের মুখে দূষিত পানি পরিশোধনের লক্ষ্যে ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অনল চন্দ্র দাস এবং বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমোডোর গোলাম সাদেক এসময় উপস্থিত ছিলেন।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, নদী তীর রক্ষা, দখল ও দূষণরোধকল্পে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯ সালে সার্বিক দিক নির্দেশনা দেন। পরবর্তিতে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসে সে নির্দেশনা বাস্তবায়ন না করায় নদীর পানি আরো দূষিত হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নদী রক্ষায় ‘টাস্কফোর্স’ গঠন করেছেন। সে অনুযায়ী দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদী রক্ষায় কাজ করা হচ্ছে। পাশাপাশি বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীর দখল ও দূষণরোধে বিআইডব্লিউটিএ কাজ করছে। তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে (পায়ে চলার পথ), ইকো-পার্ক এবং জেটি নির্মাণ করা হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বিআইডব্লিউটিএ জনসচেতনতা সৃষ্টিতে লিফলেট বিতরণসহ সতর্কতামূলক কাজ করছে। মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণ সচেতন হচ্ছে। তিনি প্রয়োজন ছাড়া নৌপথে মানুষের যাতায়াত সীমিত করার অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন, যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান দূষিত   
পানি বিশুদ্ধকরণে যন্ত্রপাতি (অ্যাফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট-ইটিপি) ব্যবহার করছেনা তাদেরকে পরিবেশ অধিদপ্তর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

উল্লেখ্য, বিআইডব্লিউটিএ’র তত্বাবধানে একটি বেসরকারি সংস্থা টিট্রমেন্ট প্লান্ট নির্মাণের পাইলট প্রকল্পের কাজ করছে। এখন পর্যন্ত তারা দু’টি টিট্রমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ করেছে। প্রতিটির নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ১৩ লাখ টাকা।

#

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/গিয়াস/আসমা/২০২০/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০০৫

**বাংলাদেশ দূতাবাস ওয়াশিংটন ডিসি’তে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপিত**

ওয়াশিংটন ডিসি, ১৮ মার্চ :

ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ যথাযোগ্য মর্যাদায় শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়।

রাষ্ট্রদূত সকালে দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিন বলেন, নির্যাতিত বাঙালির স্বতন্ত্র আবাসভূমির জন্য বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ আজো সারা বিশ্বে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, তাঁর বজ্রকণ্ঠই বাঙালিদের সংঘবদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রেরণা যোগায় এবং চূড়ান্তভাবে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন।

জিয়াউদ্দিন আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পিতার অসমাপ্ত কাজ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন।

পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। পরে বঙ্গবন্ধু এবং ১৫ই আগস্টে নিহত তাঁর পরিবারের সদস্যদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

এছাড়া কানাডাতেও মুজিববর্ষ উপলক্ষে অনুরূপ কর্মসূচি পালন করা হয়।

#

শামিম/অনসূয়া/মামুন/গিয়াস/জসীম/আসমা/২০২০/১১৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০০৩

**জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস উদ্‌যাপন**

নিউইয়র্ক, ১৮ মার্চ :

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ উদযাপন করা হয়। জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা জন্মশতবার্ষিকীর আনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন।

সকাল দশটায় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর জাতির পিতার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত শেষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

উদ্বোধনী বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একই সূত্রে গাঁথা’। এসময় তিনি জাতির পিতার জীবন ও কর্মের নানা দিক তুলে ধরেন।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বছরব্যাপী জাতিসংঘে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এবছর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতিসংঘ সদরদপ্তরসহ স্থায়ী মিশনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে আমরা ১৯৩টি দেশের বৈশ্বিক এই প্লাটফর্মে জাতির পিতাকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে তুলে ধরার পরিকল্পনা নিয়েছি’।

ইউনিসেফের নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি উল্লেখ করে স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, ‘এমনই একটি সময়ে আমরা এই মহান দায়িত্ব পেয়েছি যখন বিশ্বব্যাপী উদযাপন করা হচ্ছে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী। জাতির পিতা শিশুদের অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসতেন এবং তাঁর সাড়ে তিন বছরের সরকারে তিনি শিশুদের কল্যাণে অসংখ্য কাজ করে গেছেন। সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা সারাবিশ্বের শিশুদের কল্যাণে কাজ করে যেতে চাই; আর এটাই হবে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর প্রাক্কালে শিশুদের জন্য আমাদের অঙ্গীকার’।

অনুষ্ঠানসূচির মধ্যে আরো ছিল দিবসটি উপলক্ষে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ; স্থায়ী প্রতিনিধির উদ্বোধনী বক্তব্য, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অংশগ্রহণে বিশেষ আলোচনা ও সবশেষে কেক কাটার মাধ্যমে আনন্দমূখর এই বিশেষ দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানটিতে মুজিববর্ষ উপলক্ষে শিশুদের উদ্দেশ্যে লেখা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিঠি পাঠ করে শোনান স্থায়ী প্রতিনিধি।

এছাড়া যথাযোগ্য মর্যাদায় নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস সীমিত পরিসরে উদ্‌যাপন করা হয়। ‘মুজিববর্ষে’র তাৎপর্য অনুধাবন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পোস্টাল বিভাগ (ইউএসপিএস) এদিন বঙ্গবন্ধুর ছবি সম্বলিত সীল মোহর প্রকাশ করে। কনসাল জেনারেল ভিডিও কলের মাধ্যমে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি-আমেরিকান অধ্যুষিত এলাকা জ্যাকসন হাইটসের আঞ্চলিক পোস্ট অফিসে বঙ্গবন্ধুর ছবি সম্বলিত সীল মোহর প্রকাশ এর উদ্বোধন করেন। এসময় তিনি যুক্তরাষ্ট্র পোস্টাল বিভাগ কর্তৃপক্ষকে এ উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানান।

#

অনসূয়া/মামুন/জসীম/আসমা/২০২০/১০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০০২

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন করেছে বিজিবি**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে উদযাপন উপলক্ষে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করেছে। মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখ রাত ১২টা থেকে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ রাত ১২টা পর্যন্ত পিলখানায় কেন্দ্রীয় কোয়ার্টার গার্ড, প্রশাসনিক ভবন, বীর উত্তম সালাহ উদ্দিন আহমেদ গেইট, বীর উত্তম হাবিবুর রহমান গেইট এবং যাদুঘর এলাকা এবং বিজিবি’র সকল রিজিয়ন, প্রতিষ্ঠান, সেক্টর ও ইউনিটসমূহের কোয়ার্টার গার্ড, অফিস বিল্ডিং ও গুরুত্বপূর্ণ গেইটসমূহে বর্ণিল আলোকসজ্জা করা হয়।

সকালে পিলখানাস্থ বিজিবি সদর দপ্তর-সহ অন্যান্য সকল ইউনিটের স্ব স্ব মিলনায়তনে ১৯৭৪ সালের ৫ ডিসেম্বর তৎকালীন বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর)এর তৃতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রদত্ত ভাষণ ও ‘সতীর্থ এসো সত্যাশ্রয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিজিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এছাড়া বাদ যোহর পিলখানাস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদে মিলাদ ও বিশেষ দোয়া করা হয়। সেখানে বিজিবি মহাপরিচালকসহ পিলখানায় কর্মরত বিজিবি’র সকল কর্মকর্তা, অন্যান্য পদবীর সৈনিক ও বেসামরিক কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, মুজিব জম্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পিলখানাস্থ বর্ডার গার্ড যাদুঘর সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

জন্মশতবার্ষিকীর শুভক্ষণ আজ রাত ৮টায় বিজিবি সদর দপ্তর-সহ টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত বিজিবি’র সকল স্থাপনায় (৬১টি) মনোমুগ্ধকর আতশবাজী প্রদর্শন করা হয়। পিলখানার অনুষ্ঠানে বিজিবি মহাপরিচালকসহ পিলখানায় কর্মরত বিজিবির সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, সৈনিক ও অসামরিক কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিজিবি’র অন্যান্য সকল স্থাপনার অনুষ্ঠানসমূহে সংশ্লিষ্ট রিজিয়ন কমান্ডার/ইউনিট অধিনায়কবৃন্দ-সহ সকল কর্মকর্তা এবং বেসামরিক কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শরিফুল/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২২১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০০১

**বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াঙ্গনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন**

**- যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে এগিয়ে নিতে সময়োপযোগী নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে ক্রীড়াঙ্গনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন। তিনি আজকের বিসিবি, বাফুফে ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ গঠন করেছিলেন। তার গৃহীত এ সকল যুগান্তকারী পদক্ষেপের কারণেই বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আজকের দিনটি ক্রীড়াঙ্গনের জন্য একটি বিশেষ দিন উল্লেখ করে বলেন, আমরা ভাগ্যবান যে আমরা জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন করতে পারছি। বঙ্গবন্ধু শুধু একজন সফল রাষ্ট্রনায়কই ছিলেন না, তিনি একজন সফল ক্রীড়াবিদ, সফল ক্রীড়া সংগঠক ছিলেন। তাই এ মাহেন্দ্রক্ষণ ঘিরে আমরা নানা বর্ণিল কর্মসূচির আয়োজন করেছি। যদিও করোনা ভাইরাসের কারণে কিছু প্রোগ্রাম স্থগিত করা হয়েছে। তবে সমস্যা কেটে গেলে আমরা গৃহীত সকল কার্যক্রম শেষ করবো। সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমরা ক্রীড়াঙ্গনকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবো।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, এ বছরে আমরা বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামকে নতুন রূপে সাজাবো। এ জন্য প্রায় ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। শুধু ক্রীড়াক্ষেত্রে নয়, বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে মুজিববর্ষে প্রায় দুই লাখ যুবদের সহজ শর্তে জামানতবিহীন ঋণ দেয়া হবে। এ ঋণের সীমা ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত যা দিয়ে যুবদের বেকারত্ব দূর হবে।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী ১০০ পাউন্ড ওজনের একটি কেক কাটেন এবং বর্ণিল আতশবাজি উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আকতার হোসেন, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মাসুদ করিম, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২১৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৯৮

**মুজিববর্ষে টাইপ-১ ডায়াবেটিক সেবা কর্নার উদ্বোধন করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

আজ মুজিববর্ষের প্রথম দিনে রাজধানীর শিশু হাসপাতালে বছরব্যাপী মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষে শিশুদের জন্য টাইপ-১ ডায়াবেটিক সেবা কর্নার উদ্বোধন করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব আসাদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব হাবিবুর রহমান, শিশু হাসপাতালের পরিচালক-সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এ সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন।

ডায়াবেটিক সেবা কর্নার উদ্বোধন উপলক্ষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘জাতীর পিতা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের জন্য যে কাজগুলো শুরুতেই করেছিলেন সরকারি শিশু হাসপাতাল তার মধ্যে অন্যতম। আজ জাতির পিতার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে তাঁরই জন্মশতবার্ষিকী পালনকালে আমরা শিশুদের জন্য একটি ডায়াবেটিক সেবা কর্নার উদ্বোধন করতে পারলাম। এর থেকে আনন্দের কিছু হয় না।’

দেশের বিভিন্ন জায়গায় অন্যান্য ডায়াবেটিক সেবা কর্নার স্থাপন প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ‘শিশুদের ডায়াবেটিক সেবা কার্যক্রমের আওতায় দেশের ৮ বিভাগে ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, শহীদ তাজউদ্দীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গাজীপুর ও ঝিনাইদহ ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ও মানিকগঞ্জে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল-সহ মোট ১২টি হাসপাতালে আজ থেকে ডায়াবেটিক সেবা কর্নার কাজ শুরু করে দিয়েছে। এছাড়াও দেশের ৩৮টি জেলাতেও এই সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জেলার সিভিল সার্জনদের এ ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আশা করছি মুজিববর্ষ শুরুর এই মহান দিন থেকেই দেশের কোমলমতি শিশুরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেয়া এই কর্নারগুলো থেকে নিয়মিত সেবা লাভ করে উপকৃত হবে।’

সেবা কর্নার উদ্বোধনের আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বেলুন উড়িয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মুজিববর্ষের কার্যক্রম শুরু করেন। এর আগে তিনি রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় শিশুদের আরেকটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। বিকেলে তিনি মহাখালীস্থ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে নবগঠিত করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণ কক্ষ পরিদর্শন করেন।

#

মাইদুল/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/২০৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৯৭

**বিএনপির সুযোগ ছিলো বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে**

**হত্যা-ষড়যন্ত্রের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসার ঘোষণা দেবার**

**- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘আজ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর এই দিনে বিএনপির সুযোগ ছিলো, জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে হত্যা-ষড়যন্ত্রের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসার ঘোষণা দেবার, কিন্তু তারা সেটা করতে ব্যর্থ হয়েছে।’

আজ তথ্যমন্ত্রী গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বিকেলে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ও বিএফডিসির জহির রায়হান মিলনায়তনে চলচ্চিত্র পরিচালক- প্রযোজক- শিল্পী-কুশলী আয়োজিত দোয়া ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে কোনো কর্মসূচি না রেখে সেটাই তারা আবার প্রমাণ করেছে।’

‘বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু হত্যার অন্যতম কুশীলব ছিলেন’ উল্লেখ করে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘জিয়াউর রহমান শুধু কুশীলবই ছিলেন না, বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছেন, বিদেশে দূতাবাসে তাদের পদায়ন করেছেন। জিয়াউর রহমানের স্ত্রীও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে একমাস স্থায়ী সংসদে বঙ্গবন্ধুর খুনীকে বিরোধীদলীয় নেতা বানিয়ে তার গাড়িতে জাতীয় পতাকা তুলে দিয়েছিলেন।’

‘কিন্তু সত্য এই যে, বঙ্গবন্ধুর নাম যারা মুছে ফেলতে চেয়েছে, তাদের নামই মুছে গেছে’, বলেন তথ্যমন্ত্রী।

করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা অনুষ্ঠানগুলো পুনর্বিন্যাস করলেও মানুষের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার কোনো ঘাটতি নেই, সবাই আজকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করছেন, বলেন তথ্যমন্ত্রী।

সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা: মোঃ মুরাদ হাসান বলেন, জাতির পিতার জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। তাই যারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সম্মান জানাতে ব্যর্থ হয়, তাদের প্রতি জাতি ধিক্কার জানায়।

বিএফডিসির ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুজহাত ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে চলচ্চিত্রতারকা আলমগীর, শিল্পী সমিতির সভাপতি মিশা সওদাগর, সাধারণ সম্পাদক জায়েদ খান, পরিচালক সমিতির সভাপতি মুশফিকুর রহমান গুলজার, প্রযোজক ও পরিবেশক সমিতির সভাপতি খোরশেদ আলম খসরু, চিত্রনায়িকা সুজাতা, রোজিনা, দিলারা প্রমুখ সভায় অংশ নেন।

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৯৬

মুজিব জন্মশতবর্ষে পাঁচ কোটি পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা সংবলিত পোস্টকার্ড বিতরণ শুরু

**জন্মশতবর্ষে জাতির পিতার প্রতি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর শ্রদ্ধা**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আজ রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে রক্ষিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মোঃ নূর-উর-রহমান, বিটিআরসির চেয়ারম্যান মোঃ জহুরুল হক, বাংলাদেশ কমিউনিকেশন্স স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড চেয়ারম্যান শাহজাহান মাহমুদ, ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এসএস ভদ্র, বিটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ রফিকুল মতিন, বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মশিউর রহমান, টেলিটকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিন এবং টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফকরুল হায়দার-সহ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর অধীন সংস্থাসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ডাকঘরের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত এই শুভেচ্ছা বাণী সংবলিত পোস্টকার্ড দেশবাসীর হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উদ্যোগে দেশের পাঁচ কোটি পরিবারের নিকট ডাকযোগে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বাণী সংবলিত পোস্টকার্ড পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার আজ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের কাছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা বাণী সংবলিত এই পোস্টকার্ড হস্তান্তর করেন। এরই মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী পাঁচ কোটি পরিবারের প্রতিটি পরিবারের প্রধানের হাতে ডাকযোগে এই পোস্টকার্ড বিতরণের কার্যক্রম শুরু হলো।

এছাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উদ্যোগে আজ স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ ঢাকায় গণভবনে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পরে মন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় ডাক ভবনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। তিনি কেক কেটে জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বছরব্যাপী ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

#

শেফায়েত/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৯৫

**নওগাঁয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন**

নওগাঁ, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্ব-নির্ভর জাতি গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই স্বপ্ন পূরণের পথে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে দেশ এখন বিশ্বে রোল মডেল। দেশের মানুষকে এখন অনাহারে থাকতে হয় না।

আজ নওগাঁয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন মন্ত্রী। এর আগে নওগাঁ শহরের মুক্তির মোড়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় খাদ্য মজুতের পরিমাণ সর্বোচ্চ। বর্তমানে সরকারি গুদামে প্রায় ১৯ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য মজুত আছে। যা সর্বকালের সর্বোচ্চ অর্জন। এই সাফল্য ধরে রাখতে নতুন নতুন পরিকল্পনা করছে সরকার।

অনুষ্ঠানে নওগাঁ সদর আসনের এমপি নিজাম উদ্দিন জলিল জন, জেলা প্রশাসক হারুন অর রশিদ, পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান-সহ প্রশাসনের কর্মকর্তা ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী-সহ সর্বস্তরের মানুষ অংশ গ্রহণ করেন।

পরে মন্ত্রী নওগাঁর সাপাহার উপজেলায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। অনুষ্ঠান শেষে শহরের জিরো পয়েন্টে সাধারণ মানুষের মাঝে করোনা ভাইরাস বিষয়ে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করেন। দুপুরে সাপাহার উপজেলা হল রুমে স্থানীয় প্রশাসন আয়োজিত করোনা সচেতন বিষয়ে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন।

এরপর পোরশা উপজেলায় মন্ত্রী করোনা ভাইরাস বিষয়ক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

#

সুমন/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৯৪

**যার যার অবস্থান থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে**

**-- পরিকল্পনামন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, যার যার অবস্থান থেকে যতটুকু পারা যায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া উচিত।

মন্ত্রী আজ ঢাকার শেরেবাংলা নগরে এনইসি অডিটোরিয়ামে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দায়িত্ব পালন করতে হবে দেশের মানুষের কল্যাণে। জাতির জন্যই আমরা এই কাজে আছি। তিনি বলেন, দেশের অনেক সমস্যা রয়েছে, অনেক সম্ভাবনাও রয়েছে, অনেক সুযোগও রয়েছে। সবকিছুর মধ্যে একটা ভারসাম্য রেখে সকলকে এগিয়ে যেতে হবে।

পরিকল্পনা সচিব মোঃ নূরুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব আবুল মনসুর মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ-সহ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ । এ সময় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদ/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৯৩

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দুই কোটি গাছের চারা রোপণ করবে**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি মুজিববর্ষকে শুধু আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ না রেখে ইতিবাচক কর্মসূচি নিতে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিছু ইতিবাচক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজ করা, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা অন্যতম। মুজিববর্ষ উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সারা দেশে দুই কোটি গাছের চারা রোপণ করবে। এরই অংশ হিসেবে আজ সারা দেশে ৩৩ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একশতটি করে মোট ৩৩ লাখ গাছের চারা রোপণ করা হলো।

মন্ত্রী আজ জাতীয় সংসদ ভবনে ১০০টি গাছের চারা রোপণ শেষে সাংবাদিকদেরকে এ কথা জানান। আজ এ গাছের চারা রোপণের উদ্বোধন করেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগের সচিব মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

#

খায়ের/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৯২

**অসহায় ও দুস্থদের মধ্যে মাছ বিতরণ ও দুধ খাওয়ানো কর্মসূচি**

**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মুজিববর্ষ উদ্যাপন**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে অসহায়, দরিদ্র ও দুস্থদের মধ্যে মাছ বিতরণ ও দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে ব্যতিক্রমভাবে ‘মুজিববর্ষ’ উদযাপন শুরু করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

আজ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমের নির্দেশনায় মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের উদ্যোগে রাজধানীতে এ সকল কর্মসূচি পালন করা হয়।

আজ সকালে মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে রাজধানীর টিটিপাড়ায় দরিদ্র বস্তিবাসীদের মাঝে ও পূর্ব বাসাবোতে এতিমখানায় বিনামূল্যে ইলিশ মাছ বিতরণ করা হয়। একইদিন বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মারস অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক রাজধানীর আজিমপুরে স্যার সলিমুল্লাহ এতিমখানায় ২৬০ জন এতিম ছাত্র-ছাত্রীদের ২০০ লিটার দুধ খাওয়ানো হয় এবং উন্নত খাবার পরিবেশন করা হয়। এর পূর্বে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে খামার বাড়িস্থ বঙ্গবন্ধু চত্বরে রিকশা চালকদের মাঝে মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত ৫০০টি টি-শার্ট বিতরণ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের উদ্যোগে ঢাকার বিভিন্ন এতিমখানায় বিনামূল্যে ৪০০ কেজি মাছ বিতরণ করা হয়।

এর আগে মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ, অতিরিক্ত সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন ও শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস আফরোজ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ আবদুল জব্বার শিকদার-সহ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, কেক কাটা, সীমিত পরিসরে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন এবং দপ্তরসমূহ বর্ণিল সাজ-সজ্জার মাধ্যমে মুজিববর্ষ উদযাপনে আলাদা আলাদা কর্মসূচি পালন করছে। একইভাবে ঢাকার বাইরে অবস্থিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহ এদিন অনুরূপ কর্মসূচির মাধ্যমে মুজিববর্ষ উদ্যাপন শুরু করেছে।

#

ইফতেখার/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৯১

**ঢাকাকে সবুজ বৃক্ষে সুশোভিত করার আহ্বান শিল্প প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

ঢাকাকে সবুজ বৃক্ষে সুশোভিত করার আহ্বান জানিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি বলেন, দূষণ হতে পরিবেশকে রক্ষা করতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ আরো বাড়াতে হবে।

আজ রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে অবস্থিত মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আয়োজিত বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান ও রক্তদান কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় রোগীদের কল্যাণে তরুণদের রক্ত দানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক শাহরিয়ার কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য আরমা দত্ত, মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক জাফর ইকবাল, শিক্ষাবিদ মুনতাসীর মামুন, চিকিৎসক মামুন আল মাহতাব প্রমুখ। শাহরিয়ার কবির বলেন, রক্তদান ও বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা প্রকাশের জন্য এই আয়োজন করা হয়েছে।

সারা দেশে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রায় ২০০ শাখা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১০০টি বৃক্ষরোপণ ও ১০০ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে বলে শাহরিয়ার কবির উল্লেখ করেন।

#

মাসুম/মাহমুদ/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৮২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৯০

জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ ও জাতীয় শিশু দিবস

**মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং শিশু একাডেমির দোয়া ও মোনাজাত**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ উদ্যাপন উপলক্ষে আজ রাজধানীর বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির আয়োজনে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া ও মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার, শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান লাকী ইনাম, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক জ্যোতি লাল কুরী, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পারভীন আকতার প্রমুখ। শিশু একাডেমির শিক্ষার্থী ও অবিভাবকবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

**জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন**

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তারের নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আজ রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবকের মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধা জানান হয়।

শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান অধ্যাপক মমতাজ বেগম এডভোকেট, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক জ্যোতি লাল কুরী, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পারভীন আকতার, জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক কাজল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব ফরিদা পারভীন-সহ মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

#

আলমগীর/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮০০ঘণ্টা

Handout Number : 989

**New Delhi Mission launches celebration of Mujib Barsha**

New Delhi (India), 17 March :

Bangladesh High Commission in New Delhi today launched the celebration of ‘Mujib Barsha’, the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman with a resolve to work for realizing his dream of building ‘Sonar Bangla’.

High Commissioner Muhammad Imran, along with the members of the mission, placed a wreath at the portrait of Bangabandhu in the chancery building. Earlier he hoisted the national flag.

It was followed by reading out of messages from President Md. Abdul Hamid, Prime Minister Sheikh Hasina, Foreign Minister A.K Abdul Momen and State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam. The messages were read out respectively by Deputy High Commissioner A T M Rokebul Haque, Minister (Press) Farid Hossain, Economic Counsellor Rashedul Amin and Counsellor Shafiul Alam.

In presiding over the meeting HC Imran said Bangabandhu’s illustrious life was cut short by his assassination in 1975, but his legacy and ideals will inspire the Bengali nation forever.

“Our children should learn more about our father of the nation, the greatest Bengali of all time, so they can provide future leadership in transforming our country into Sonar Bangla dreamt by him,” he said.

The meeting was conducted by Minister (Political) Md. Nural Islam.

Bangabandhu’s birthday is celebrated as National Children’s Day. Children of the mission took part in painting, essay writing (Bangabandhu and Bangladesh), presentation of Bangabandhu’s historic 7th March speech and correct drawing national flag.

The mission has chalked a series of events throughout Mujib Barsha, including conferences, cultural festival and art exhibition. It will publish a Coffee Table Book in memory of Bangabandhu to mark the National and Independence Day on March 26.

#

New Delhi Mission/Mahmud/Rafiqul/Rezaul/2020/1748 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৮৮

**মুজিববর্ষকে সফল করার আহ্বান জানালেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

মুজিববর্ষকে সফল করতে প্রত্যেককে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানিয়েছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। মুজিববর্ষে সবাই যেন জাতির পিতার মতো ত্যাগী, প্রত্যয়ী চেতনা লালন করতে পারে।

আজ রাজধানীর ওয়াপদা ভবনের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী এসব সকল কথা বলেন।

বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের জন্য জাতির পিতার অবিস্মরণীয় অবদানের কথা স্মরণ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু হলেন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ যিনি সারা জীবন বাঙালি জাতির জন্য কাজ করে গেছেন, কারাবরণ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন মানে সাধারণ মানুষের স্বপ্ন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন মানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন।

পাউবো’র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মাইনুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মাহমুদুল ইসলাম, পাউবো মহাপরিচালক এ এম আমিনুল হক এবং মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরে বঙ্গবন্ধুর রূহের মাগফেরাত-সহ বাংলাদেশের কল্যাণ কামনা করে দোয়া পরিচালনা করা হয়।

#

আসিফ/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৮৭

**বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়নে শিল্পখাতকে শক্তিশালী করতে হবে**

**-- শিল্প প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়নে শিল্পখাতকে শক্তিশালী করতে হবে মন্তব্য করেছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি বলেন, যে মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে একসময় বঙ্গবন্ধু অবহেলিত এ অঞ্চলের শিল্প খাতের উন্নয়নে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, সেই শিল্প মন্ত্রণালয়ের সকলকে শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা অতিসাধারণ জীবন যাপন করতেন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ যাতে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে সেজন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উন্নয়নের সকল রূপরেখা ও পরিকল্পনা তৈরি করে গিয়েছিলেন। জাতির পিতার এসকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করছেন।

অনুষ্ঠানে শিল্পসচিব বলেন, দেশের সঠিক ইতিহাস জানা প্রত্যেক নাগরিকের অপরিহার্য দায়িত্ব। দেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য ত্যাগ ও অবদানের প্রতি জাতি চিরকাল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। তিনি বলেন, জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দেশব্যাপী শিল্পায়নকে শক্তিশালী করতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেককে আরো আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।

এর আগে শিল্প প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রাঙ্গণে স্থাপিত নবনির্মিত ম্যুরালে মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর সংস্থা সমুহের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পরে শিল্প প্রতিমন্ত্রী জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত ‘মুজিবকর্নার’ পরিদর্শন করেন। শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম-সহ শিল্প মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাসুম/নাইচ/সেলিম/২০২০/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৮৬

**ভিয়েতনামে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন**

ভিয়েতনাম, ১৭ মার্চ :

বাংলাদেশ দূতাবাস, হ্যানয়, ভিয়েতনামে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস ১৭ মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে চার্জ দ্যা এফেয়ার্স মোঃ আলী মহসীন রেজা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচির সূচনা করেন। দূতাবাসের কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ এবং ভিয়েতনামে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীগণ এবং স্থানীয় অতিথিবৃন্দ ও মিডিয়া প্রতিনিধি এ সময় উপস্থিত ছিলেন। পরে দেশের উন্নতি কামনা করে বিশেষ দোয়া প্রার্থনা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর উপর ডকুমেন্টারী প্রদর্শন এবং দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

উল্লেখ্য, এ জন্মশতবার্ষিকীতে বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ভিয়েতনামে বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল; ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ - ভাষণের ভিয়েতনামীজ ভাষায় অনুবাদ এবং বঙ্গবন্ধু স্মারক ডাক টিকেট প্রকাশ-সহ এ দূতাবাস বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে চার্জ দ্যা এফেয়ার্স মোঃ আলী মহসীন রেজা বক্তব্যের শুরুতে বঙ্গবন্ধুর ৫৫ বছরের জীবনের কর্ম পর্যালোচনা করেন।

চার্জ দ্যা এফেয়ার্স বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাঙালি জাতির নন, তিনি বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের স্বাধীনতার প্রতীক। তিনি বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মেমের কাছে তাঁর ’সোনার বাংলা’র স্বপ্ন বাস্তবায়নের ধারা অব্যাহত রাখার বার্তা পৌঁছানো আমাদের সকলের দায়িত্ব।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

মহসীন/নাইচ/সেলিম/২০২০/১৪২০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৯৮৫

**মুম্বাই-এ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত**

মুম্বাই (ভারত), ১৭ র্মাচ :

মুম্বাইস্থ বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনে যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। এ দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ, কেককাটা, আলোচনাসভা, কবিতাপাঠ এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনের উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

মুম্বাই-এ নিযুক্ত বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনার মোঃ লুৎফর রহমান আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশে স্বাগত বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করেন। অন্যান্য বক্তাগণ তাঁদের বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কীর্তিময় জীবন ও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব তুলে ধরেন। এরপর বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত কবিতা পাঠ করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনের উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র “Bangabandhu, Forever in our Hearts” প্রদর্শিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপ-হাইকমিশনের সকল সদস্য, তাঁদের পরিবারবর্গ, স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, ডিপ্লোম্যাটিক কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষাবিদ ও প্রবাসী বাংলাদেশীরা অংশ নেন।

#

নাফিসা/নাইচ/সেলিম/২০২০/১৪৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৮৪

**জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পরিবেশ উপমন্ত্রীর শ্রদ্ধা**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহারের নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ আজ মঙ্গলবার রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর স্বাধীনতার এই মহান স্থপতির প্রতি সম্মান জানাতে পরিবেশ উপমন্ত্রী সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/নাইচ/সেলিম/২০২০/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৮৩

**জাপানে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত**

টোকিও (জাপান), ১৭ মার্চ :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে  সরকার ২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ হিসাবে ঘোষণা করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন করেছে জাপানের টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস।

আজ মঙ্গলবার সকালে অনুষ্ঠানের শুরুতে সমবেত কন্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন দূতাবাসের চার্জ দ্যা এফেয়ারস  ড. শাহিদা আকতার। পরে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্য এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে  আত্মোৎসর্গকারী সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে  এক মিনিট নিরবতা পালন এবং তাঁদের আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে চার্জ দ্যা এফেয়ারস ড. শাহিদা আকতারের নেতৃত্বে দূতাবাসের কর্মকর্তা - কর্মচারীগণ  বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

চার্জ দ্যা এফেয়ারস ড. শাহিদা আকতার বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা ও মুক্তির দূত।

উল্লেখ্য, পরে বঙ্গবন্ধুর কর্মজীবন, ত্যাগ ও সংগ্রামের উপর উম্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। জাপান প্রবাসী বাংলাদেশিগণ এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া জাতির পিতার জীবন ও কর্মের উপর একটি বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

শিপলু/নাইচ/সেলিম/২০২০/১০৪৫ ঘণ্টা

Handout Number : 979

**Foreign Minister inaugurates human resources software**

Dhaka, 16 March :

On the eve of celebrations of Mujib Year, Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen, officially launched a Human Resources Management Software at a simple ceremony held at the Foreign Ministry on Monday. The launching ceremony was also attended by State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam, Foreign Secretary Masud Bin Momen and senior officials of the Ministry.

Paying rich tribute to the memories of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Foreign Minister said that one of the dreams of the Father of the Nation was to ensure good governance through creation of a professional pool of civil servants. Digitization of the service records of all officials of the Ministry will be a step towards materializing the dream.

The Foreign Minister also announced that officials of the Ministry and Bangladesh Missions abroad will contribute their one day’s salary to the Prime Minister’s Fund to build houses for homeless people in the Mujib Year. In order to contribute to sustainable development goals of the government, the Foreign Ministry officials will, from now on, use eco-friendly food grade water bottles instead of disposable plastic bottles in all official programs.

#

Tawhidul/Mahmud/Mosharaf/Joynul/2019/2100hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৭৮

**মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়্যার উদ্বোধন করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

মুজিববর্ষ উদ্যাপনের প্রাক্কালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ‘হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার’ আজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার একটি স্বপ্ন ছিল সরকারি কর্মচারীদের পেশাগত পুল তৈরি করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্য মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তার চাকরির তথ্য ডিজিটাল করার মাধ্যমে এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী আরো ঘোষণা করেন, মন্ত্রণালয়ের এবং মিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে তাদের একদিনের বেতন চাঁদা হিসেবে দেবেন, যা দিয়ে গৃহহীন মানুষের জন্য ঘর তৈরি করা হবে। এছাড়া সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বোতলের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব ফুডগ্রেড পানির বোতল ব্যবহার করবে।

#

ইফতেখার/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/২১০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৭৫

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ স্থাপন করল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নারের উদ্বোধন করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। আজ দুপুরে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহ্রিয়ার আলম, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন-সহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মূল ভবনের নিচ তলায় স্থাপিত এ কর্নারের উদ্বোধন করা হয়।

ড. মোমেন এ সময় বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মুজিববর্ষ উদ্যাপনের প্রাক্কালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ চালু করতে পেরে আমরা আনন্দিত। বাংলাদেশের ৭৭টি বৈদেশিক মিশনে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ স্থাপনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি, ‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়’ আমরা এখনো ধারণ করে আছি। তিনি বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে বঙ্গবন্ধুর কিছু দুর্লভ ছবি এ কর্নারে রাখা হয়েছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, নির্যাতিত মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা, সত্য ও ন্যায়ের পথে তাঁর সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ এবং পৃথিবীর সকল নির্যাতিত মানুষের প্রতি তাঁর জয়গান- আমরা সারা পৃথিবীতে পৌঁছে দিতে চাই। গত কয়েক বছর ধরে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ অর্জনের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে, তা আমরা পৃথিবীর সব দেশে পৌঁছে দিয়ে বাংলাদেশকে অপার সম্ভাবনার দেশ হিসেবে ব্রান্ডিং করতে চাই।

বঙ্গবন্ধু কর্নারে অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট প্যানেলে লেজার কাট করে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়েছে। বাংলায় ও ইংরেজিতে লেখা বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত দেয়ালের দু’পাশে স্থাপিত হয়েছে। এখানে টিভি মনিটরে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হবে। বিদেশি কূটনীতিক ও দর্শনার্থীরা যাতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ জানতে পারে সেজন্য এ কর্নারে বঙ্গবন্ধুর ওপর বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বইয়ের সংগ্রহ রয়েছে। এছাড়া দর্শনার্থীদের মন্তব্যের জন্য ‘ভিজিটরস বুক’ রাখা হয়েছে।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৭৪

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান ‘মুক্তির মহানায়ক’**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট বিশ্বপরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। আগামীকাল ১৭ই মার্চ মঙ্গলবার বঙ্গবন্ধুর জন্মক্ষণ রাত ৮টায় জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান দেশের সকল টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একযোগে সম্প্রচার করা হবে। আজ বিকালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পর্কিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন।

রাত ৮টায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আতশবাজি সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে শুরু হবে। ‘মুক্তির মহানায়ক’ শিরোনামের অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত সম্প্রচারের পর রাষ্ট্রপতির বাণী, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানার অনুভূতি প্রকাশ ও তাঁর লেখা কবিতা প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে পাঠ, বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা প্রধানদের ভিডিও বার্তা প্রচার করা হবে। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবসটি জাতীয় শিশু দিবস বিধায় শত শিশুর কণ্ঠে জাতীয় সংগীত ও দলীয় সংগীতের পরিবেশনা থাকবে। শত শিল্পীর পরিবেশনায় যন্ত্রসংগীত, মুজিববর্ষের থিমসং, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকে তুলে ধরে একটি নাট্য পরিবেশনা ও বিশ্বখ্যাত কোরিওগ্রাফার আকরাম খানের পরিবেশনা থাকছে এই অনুষ্ঠানে। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠান শেষে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা থেকে পিক্সেল ম্যাপিং সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা এবং কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

নাসরীন/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৭৩

**‘মুজিববর্ষ-১০০’ নামে নতুন ক্যালেন্ডারের মোড়ক উন্মোচন করলেন শ্রম সচিব**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

ঘটনার ক্রমানুসারে ১২ মাসের নাম দিয়ে নতুন বর্ষপুঞ্জী ‘মুজিববর্ষ-১০০’ নামে নতুন ক্যালেন্ডারের মোড়ক উন্মোচন করলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব কেএম আলী আজম। আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে নতুন এই ক্যালেন্ডারের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

অনুষ্ঠানে শ্রম সচিব বলেন, এ ক্যালেন্ডার উদ্বোধন বাঙালি জাতির জন্য মাইলফলক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আমাদের ধ্রুব তারার মতো। তাঁকে স্মরণ করেই জাতি এ দেশকে এগিয়ে নিবে। নতুন এই ক্যালেন্ডারে বার মাসের নাম দেয়া হয়েছে স্বাধীনতা, শপথ, বেতারযুদ্ধ, যুদ্ধ, শোক, কৌশলযুদ্ধ, আকাশযুদ্ধ, জেলহত্যা, বিজয়, ফিরে আসা, নবযাত্রা এবং ভাষা।

শ্রম সচিব বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে পোশাক শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন সেক্টরের মালিক সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকদের অনুরোধ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কারখানায় প্রবেশের আগেই হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধুয়ে কর্মীদেরকে প্রবেশ করানো, প্রত্যেক শ্রমিককে মাস্ক পরে প্রবেশ করানো, থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে তাপমাত্রা পরীক্ষা করা, তাপমাত্রা ১০০ এর বেশি হলে তাদের স্বতন্ত্রভাবে আলাদা করে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া, যদি করোনা পজিটিভ হয় সেক্ষেত্রে হাপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা।

তিনি বলেন, নভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে কোনো মিল ফ্যাক্টরি কল কারখানা বন্ধের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। একই সঙ্গে সাপ্লাই চেইন ও কার্যক্রম ঠিক রেখে যতদূর সম্ভব করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলেও জানান।

সচিব বলেন, যেসকল শ্রমিকদের আত্মীয় সম্প্রতি বিদেশ থেকে এসেছে তাদের ডাটা গ্রহণ করে তাদের যেন ছুটি দেয়া হয়। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার সকল শ্রমিকদের নিয়ে করোনা ভাইরাস বিষয়ে সচেতনতামূলক বক্তব্য দেয়ার পরামর্শ দেন তিনি। এছাড়া অধিধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশনা অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এ সময় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, ড. রেজাউল হক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায়, জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু এবং কেন্দ্রীয় তহবিলের মহাপরিচালক এবং এ ক্যালেন্ডারের রূপকার ড. আনিসুল আওয়াল-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

আকতারুল/মাহমুদ/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৭২

**মুজিব জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১০০ জন হাফেজ ১০০ খতমে-কোরআন সম্পন্ন করবে**

**-- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

গোপালগঞ্জ, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে তাঁর আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনায় ১৭ মার্চ ঢাকায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে বায়তুল মোকাররমের ইমাম ও  খতিবগণের  তত্ত্বাবধানে দেশের প্রখ্যাত ১০০ জন  হাফেজের মাধ্যমে  ১০০ বার খতমে-কোরআন সম্পন্ন  করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার মাজার জিয়ারত ও মোনাজাতে অংশগ্রহণ, ১৭ মার্চে  মুজিব জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে জাতির পিতার সমাধিসৌধ প্রাঙ্গণে  অনুষ্ঠিতব্য অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এসব কথা বলেন।

খতমে-কোরআন শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সকল  শহীদ সদস্য, জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, দুই লাখ  নির্যাতিতা মা-বোন, ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহত সকল শহীদ সদস্য, বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিহত সকল শহীদ সদস্য ও জাতির কল্যাণ কামনা এবং বিশ্বব্যাপী  ছড়িয়ে  পড়া  মহামারি করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব থেকে বিশ্ববাসীকে বিশেষ করে বাংলাদেশের  জনগণকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৭ মার্চ দেশব্যাপী মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা-সহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনার আয়োজন করা হবে। বাস্তবায়নে থাকবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন; হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট; খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। তিনি আরও জানান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৭ মার্চ সকাল ৯টায় মাসব্যাপী বায়তুল মোকাররম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও এবং ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্রে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা ও রক্তদান কর্মসূচি আয়োজন করবে।

#

আনোয়ার/ফারহানা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৬৭

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশের সকল নাগরিক এবং প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বিশ্ববাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জাতির পিতার জীবন ও কর্ম আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে মার্চ ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করা হয়েছে। ১৭ মার্চ ২০২০ বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালা শুরু হবে। বাংলাদেশের পাশাপাশি ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে ‘মুজিববর্ষ’।

আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট-এর সকল শহীদদের।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক, অমিত সাহসী এবং মানবদরদী। ছিলেন রাজনীতি ও অধিকার সচেতন। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই বিশ্বনেতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা; ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে উন্নত জীবন নিশ্চিত করা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক কিংবদন্তীর নাম। ছাত্র অবস্থায় কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ও ১৯৪৬ সালে কলকাতায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে তরুণ শেখ মুজিব সহপাঠী-সহকর্মীদের নিয়ে জীবনবাজি রেখে উপদ্রুত এলাকায় আর্তমানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দেশ-বিভাগের পর কলকাতা থেকে ফিরে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর পূর্ব বাংলার প্রতি বিমাতাসূলভ আচরণ তাঁকে আহত করে।

এরমধ্যেই আসে মাতৃভাষার ওপর আঘাত। বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এগিয়ে আসেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৪৮ সালে তাঁর প্রস্তাবে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালে ১১ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত তিনবার কারাবন্দি হন। ১৯৪৯ থেকে একটানা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বন্দি থাকেন। কখনো জেলে থেকে কখনও বা জেলের বাইরে থেকে জাতির পিতা ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির বিয়োগান্তক ঘটনার সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অন্তরীণ অবস্থায় অনশন করেন।

চলমান পাতা/২

-২-

ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ’৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ’৫৮-র আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ’৬২-র শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, ’৬৬-র ছয়দফা, ’৬৮-র আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭০-এর নির্বাচন এবং ’৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব ও ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্ব সমগ্র মুক্তিযুদ্ধ জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল। যার ফলে আমরা পেয়েছি স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ। বিকাশ ঘটেছে বাঙালি জাতিসত্তার। জাতির পিতা শুধু বাঙালি জাতিরই নয়, তিনি ছিলেন বিশ্বের সকল নিপীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির অগ্রনায়ক।

গণমানুষের অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন মেয়াদে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুর কেটেছে অন্তত ৩০৫৩ দিন। বলা যায় কারগার ছিল তাঁর দ্বিতীয় আবাসস্থল। তিনি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগকে সুসংহত করে গড়ে তুলতে ১৯৫৭ সালে স্বেচ্ছায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ইউনেসস্কো বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করেছে। বিশ্ব শান্তিতে অনবদ্য অবদান রাখায় জাতির পিতা ১৯৭৩ সালে ‘জুলিও কুরি’ পদকে ভূষিত হন।

জাতির পিতার বিচক্ষণ নেতৃত্বে স্বাধীনতার মাত্র তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় মিত্র বাহিনী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। ১২৬টি রাষ্ট্র স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। তিনি তদানীন্তন বিশ্ব বাস্তবতার চেয়েও অগ্রবর্তী থেকে সমুদ্রসীমা আইনসহ রাষ্ট্রপরিচালনায় নানা আইন প্রণয়ন ও অধ্যাদেশ জারি করেন। তাঁর নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে মাত্র ১০ মাসে প্রণীত হয় একটি অসাম্প্রদায়িক, সমঅধিকার, সমুন্নতকারী-সংস্কারমুক্ত সংবিধান। সদ্য স্বাধীন দেশে জনবান্ধব ও ভারসাম্যমূলক প্রশাসন, যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো সচলকরণ, নির্যাতিত মা-বোন ও শরণার্থী পুনর্বাসন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের ফেরত আনা, রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানকে পাকিস্তানি বাহিনীর দোসরদের রাহুমুক্ত করে পুনর্গঠন ইত্যাদি প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো তিনি দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ শুরু করেন। ভারতের সাথে স্থল সীমানা সমস্যা সমাধানে সীমান্ত চুক্তি করেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশে উন্নীত হয়। মাত্র সাড়ে ৩ বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে তিনি স্বল্পোন্নত দেশের কাতারে সামিল করেন। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে সুসস্পর্ক বজায় রাখতে ‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়’-এই পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশকে জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, ওআইসি, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-সহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধু যখন ‘সোনার বাংলা’ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে পরিবারের সদস্যসহ নৃশংসভাবে হত্যা করে। ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের যেন বিচার না হয় সেজন্য প্রণীত হয় দায়মুক্তির কালাকানুন-ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স। দীর্ঘ ২১ বছর পর জনগণের রায়ে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে এই কালাকানুন বাতিল করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরু করে। এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়।

চলমান পাতা/৩

-৩-

২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার কমেছে, গড় আয়ু বেড়ে ৭৩ বছরে পৌঁছেছে। প্রবৃদ্ধি, শিক্ষার হার বেড়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছি। যুবসমাজের হাতে অস্ত্রের পরিবর্তে কম্পিউটার ও প্রযুক্তি তুলে দেওয়া হয়েছে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, হয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন। আমরা মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিক ও কর্মমুখী করেছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি রায় কার্যকর হয়েছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছি। জঙ্গিবাদ ও হরতালের অবসান ঘটিয়ে দেশকে স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হয়েছি। ভারতের সাথে দীর্ঘ প্রতিক্ষিত সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন করেছি। ভারত ও মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছি। গ্রামকে শহরে রূপান্তর করা হচ্ছে। ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল, ২৮টির অধিক হাই-টেক পার্ক, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২, গভীর সমুদ্রবন্দর, পদ্মাসেতু, এলএনজি টার্মিনাল, এক্সপ্রেসওয়ে, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছি।

রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আসুন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা দৃঢ় সংকল্পে আবদ্ধ হই- বাংলাদেশকে আমরা বিশ্ব সভায় আরো উচ্চাসনে নিয়ে যাব; আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ-শান্তিপূর্ণ আবাসভূমিতে পরিণত করবো।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/মামুন/শামীম/১২০০ ঘণ্টা

Handout Number : 966

**Prime Minister’s message on the occasion of the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day**

Dhaka, 16 March :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the   
birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day :

"I extend my heartiest greetings to all the citizens of Bangladesh, expatriate Bangladeshis and people of the world on the occasion of celebration of the birth centenary of the architect of independent Bangladesh, the greatest Bangalee of all times, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Mujib Year has been declared from March 2020 to March 2021 to highlight the life and work of the Father of the Nation to the mass people. Bangabandhu's birth centenary celebration starts with a grand opening on 17 March 2020. Along with Bangladesh, Mujib Year is being celebrated globally with the initiative of the UNESCO.

I pay my deepest homage to the Father of the Nation. I also pay my respect to all the martyrs of the 15 August 1975.

Bangabandhu Sheikh Mujib was born in Tungipara village of Gopalganj subdivision [now district] of the then Faridpur district on 17 March 1920. From his childhood he was fearless, indomitable brave and kind. He was conscious about politics and people's rights. The key aim of the long political life of this world leader who had keen memory and farsighted vision was to liberate the Bengali nation from the chains of subjugation, and ensure a developed life by freeing people from the Curse of hunger, poverty and illiteracy.

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was a legend. While studying at Islamia College in Kolkata, he got involved in active politics. After the famine of 1943 and the communal riots of 1946 in Kolkata, young Sheikh Mujib with his classmates and colleagues devoted himself in humanitarian activities in the affected areas daring his life. After the partition of India, he returned from Kolkata and got admitted into the University of Dhaka, Discriminatory attitudes towards the people of the East Bengal by the elite rulers of the just-liberated Pakistan hurt Bangabandhu.

In the meantime, attacks were made on our mother tongue. Bangabandhu came forward in the struggle to establish the status and dignity of Bangla language. In 1948, 'Rashtrabhasha Sangram Parishad (State Language Movement Council)' was formed on Bangabandhu's proposal by Chhatra League, Tamaddun Majlish and other student organizations- On 11 March 1948, Bangabandhu was arrested while observing a strike to materialize the demand for recognition Bangla as the state language. He was imprisoned thrice between 1948 and 1949. He was continuously in jail from 1949 to 1952. Both while in and out of jail, the Father of the Nation had led the Language Movement. During the incident of killings of language movement activists on 21 February 1952, Bangabandhu was observing hunger strike in jail.

Contd/2

-2-

In continuation of the language movement, all major movements of Bangalees including United Front elections in 1954, anti-Ayub Movement in 1958; the Education Movement in 1962, the Six-Point movement in 1966, the Agartala Conspiracy Case in 1968, the Mass Upsurge in 1969, the General Elections in 1970 and the War of Liberation in 1971 were led by the Father of the Nation, The charismatic personality and influential leadership of Bangabandhu united all the freedom-aspiring Bangalees during the Liberation War. As a result, we got an independent, sovereign Bangladesh. The entity of the Bangalee nation got flourished. Bangabandhu was not only a leader of the Bangalees, he was also the leader of all oppressed-exploited arid deprived people of the world in establishing their rights and emancipation.

Bangabandhu was imprisoned at least 3,053 days during the British and Pakistani regimes just for the cause of establishing the rights of the people. It can be said that prison was his second home. In order to strengthen Awami League as political organization, he voluntarily resigned from the cabinet in 1957. The historic 7 March speech of Bangabandhu has been recognized by UNESCO as a world documentary heritage, Bangabandhu was awarded Juliot Curie Peace Award in 1973 for his outstanding contribution to the world peace.

The Indian Allied forces returned home just within three months of independence under the prudent leadership of the Father of the Nation. A total of 126 countries recognized independent Bangladesh. During his tenure Bangabandhu enacted many laws and promulgated ordinances, many of which were ahead of their time, including the law for land and maritime boundaries to run the state. Under his directions and supervision, a secular, rights-based and equality prioritizing Bangladesh Constitution was adopted in mere 10 months. He boldly faced major challenges of nation building by establishing a people-centric balanced public administration, resumption of the communication network and infrastructure destroyed during the Liberation War, rehabilitating the refugees and the violated women, controlling the law and order situation, repatriating the stranded Bangladeshis from Pakistan and rebuilding all the national, institutions by freeing those from the grips and influence of collaborators of the Pakistani forces. Bangabandhu started trials of the war criminals. The Father of the Nation signed the historic Land Boundary Agreement with India. Five- Year Plan for economic development was formulated. The GDP growth rate reached 7 percent. Within three years, Bangabandhu turned Bangladesh into a Least Developed Country (LDC) from a war-ravaged country. In order to maintain good relations with all the countries in the world, he adopted the foreign policy based on the principle of 'Friendship to all, malice to none'. Bangabandhu made Bangladesh a dignified country in the world through ensuring the country's membership to the United Nations, the Commonwealth, the Organization of Islamic Cooperation (OIC), the Non-Aligned Movement (NAM) and the World Trade Organization (WTO), among others.

When Bangabandhu was moving forward with an aim to building a Golden Bangladesh facing all obstacles, the defeated and anti-liberation war clique assassinated the Father of the Nation along with most of his family members on 15 August 1975, A black law titled 'Indemnity Ordinance' was enacted to prevent justice to one of the most shameful killings in the history and to give immunity to the killers. After coming to power in 1996 with the people's mandate, the Awami League government repealed the black law and started the trial of Bangabandhu murder case. With the execution of the verdict of the trial, the nation got rid of the stigma.

Contd/3

-3-

Since 2009, the successive governments of Bangladesh Awami League have relentlessly been working to improve living standards of people. In the meantime, Bangladesh has achieved outstanding socio-economic progress, It has fulfilled the requirements for graduating from least developed country to developing one. Child and maternal mortality rates have drastically come down and life expectancy has risen to 73 years. Literacy and economic growth rates have grown rapidly. We have established 'Digital Bangladesh'. Youths have been provided with modern information -technology instead of arms. The scope of education for girls has been widened and women empowerment has been ensured at all levels. We have modernized the Madrasa education and made it job-centric. Trials of war criminals are going on and several verdicts have already been executed. The rule of law has been established. Stability has been ensured by rooting out terrorism and putting an end to the culture of strikes. The long-awaited Land Boundary Agreement with India has been implemented. We have resolved maritime disputes with India and Myanmar. Villages are being equipped with all civic amenities. Many mega projects such as 100 Special Economic Zones, more than 28 Hi-Tech Parks, Bangabandhu Satellite-2, deep seaport, Padma Bridge, LNG terminals,. Expressways and Nuclear Power Plants, among others, are being implemented. The country is moving forward. Today we have become a self-respecting country in the world holding our heads high.

By formulating and implementing our 'Vision-2021', 'Vision-2041' and 'Delta Plan-2100', we have been working tirelessly to build a hunger-poverty free developed-prosperous Bangladesh as envisioned by the Father of the Nation. In the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, let us all resolve to take Bangladesh to even higher heights in the International arena; let us determine to transform Bangladesh into a safe and peaceful home for our next generation.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Emrul/Anasuya/Mamun/Asma/2020/1330 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৬৫

**স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

টিভি স্ক্রল হিসেবে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূল বার্তা :**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৭-২৬ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত গোপালগঞ্জ জেলার ঘোনাপাড়া হতে বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থল পর্যন্ত বিনামূল্যে যাত্রী পরিবহণের জন্য বিআরটিসির বিশেষ বাস সার্ভিস চালু থাকবে।

#

এহছানে/অনসূয়া/গিয়াস/জসীম/আসমা/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা

Handout Number : 964

**President's message on the occasion of the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day**

Dhaka, 16 March :

President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day :

"Today is 17th March, a memorable day in the history of the Bengali nation. This year is the birth centenary of the greatest Bangali of all time Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On the very occasion, I pay my deep homage to the memory of the greatest leader. The Government has announced 'Mujibbarsho' (Mujib Year, 17 March 2020 to 17 March 2021) to celebrate gorgeously the birth centenary of Father of the Nation both at home and abroad throughout the year. I call upon my fellow countrymen living at home and abroad to observe the birth centenary celebration of Bangabandhu in a very colourful and befitting manner.

Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the architect of sovereign and independent Bangladesh, was born in Tungipara of Gopalganj district on 17 March in 1920. From his boyhood, this most distinguished great man was very kind and generous but uncompromising on attaining the rights. In the early forties of the last century, as a young student leader, having come into contact with Huseyn Shaheed Suhrawardy, Sher-e-Bangla A K Fazlul Haque and Moulana Abdul Hamid Khan Bhasani, Bangabandhu got involved in active politics. He led the nation in every democratic movement including Sarbodolio Rashtrobhasa Sangram Parishad(All Party State Language Action Committee), formed in 1948, the Language Movement in 1952, Jukta-Front Election in 1954, movement against Martial Law in 1958, Six-Point Movement in 1966, Mass Upsurge in 1969 and the General Elections in 1970 for attaining freedom and rights of our people. He was sent to jail several times and had to bear inhuman sufferings for his active participation in those movements. Despite manifold challenges, he did never compromise with the Pakistani rulers on the question of establishing the rights of Bengalis.

On 7 March in 1971 at the Race Course Maidan, keeping the feelings and aspirations of the Bengalis, Bangabandhu uttered in his thunderous voice, 'The struggle this time is a struggle for emancipation, the struggle this time is a struggle for independence'. This historic address was, in fact, the true charter of our independence. On the night of March 25, when Pakistani invaders attacked the unarmed Bengalis in a blaze, the Father of the Nation declared the long-cherished independence on 26th March in. 1971. We achieved ultimate victory on 16 December 1971 through a nine-month long armed struggle under the leadership of Bangabandhu. How an address can rouse the whole nation, inspire them to leap into the war of liberation for independence, the historic 7th March Speech by Bangabandhu is its unique example! UNESCO has recognized the 7th March Speech of Bangabandhu as part of the 'World's Documentary Heritage' and included it in the 'Memory of the World international Register' on 30th October 2017. The Newsweek Magazine in its Issue on 5th April in 1971 termed Bangabandhu as the 'Poet of Politics' for this historic address. During our war of liberation, Bangabandhu was confined in Pakistan jail and the then ruler of Pakistan farcically awarded him death sentence. But Bangabandhu said, 'I shall not bow down my head to them rather I will say I am a Bangali, Bangla is my country, Bangla is my language'. For his extraordinary contributions to the nation, Bangla, Bangladesh and Bangabandhu, thus, emerged as a unique symbol to the people of Bangladesh.

Contd/2

-2-

Just after independence, Bangabandhu returned home on 10 January in 1972 freeing from Pakistan Jail. He put all-out efforts to rebuild the war-torn economy. He took all preparations including the returning of the members of allied forces to their country, framing the country's constitution in a short time, fulfilling the basic rights of the people, eliminating corruption at all levels, launching agricultural revolution, nationalizing the industries to transform the country into 'Sonar Bangla'. But the anti-liberation forces did not give the scope for materializing that dream as this murderer group assassinated Bangabandhu and almost all of his family members on 15 August in 1975.

In politics, Bangabandhu appears as a symbol of principle and ideals. The new generation will be able to know about the life and works of Bangabandhu by reading 'Unfinished Memoirs' and 'Karagarer Rojnamcha' (Diary in Jail) written by Bangabandhu himself and other autobiographical books written on him and thus will be able to contribute towards building the nation inspired by the ideology of Bangabandhu.

Bangabandhu is not amongst us but his ideals will remain to be our source of eternal inspiration. Let the principle and ideals of Bangabandhu spread from generation to generation; build a courageous, selfless and idealistic leadership-it is my expectation on this day. Imbued with the spirit of the war of liberation, let us pledge on the eve of 'Mujibbarsho' to turn Bangladesh into 'Sonar Bangla' by completing the unfinished tasks of Bangabandhu.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Azad/Anasuya/Mamun/Zashim/Asma/2020/1145 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৬৩

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে সকল শিশুসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিক এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের শহীদদের।

এবারের জাতীয় শিশু দিবসের প্রতিপাদ্য ‘মুজিববর্ষে সোনার বাংলা, ছড়ায় নতুন স্বপ্নাবেশ; শিশুর হাসি আনবে বয়ে, আলোর পরিবেশ’। জাতির পিতার জীবন ও কর্ম আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে মার্চ ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের পাশাপাশি ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে ‘মুজিববর্ষ’।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁর জন্মদিনকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে আমরা এ দিনটিকে “জাতীয় শিশু দিবস” ঘোষণা করেছি।

শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অপরিসীম মমতা। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক, অমিত সাহসী, মানবদরদী এবং পরোপকারী। ছিলেন রাজনীতি ও অধিকার সচেতন। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই বিশ্বনেতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা; ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে উন্নত জীবন নিশ্চিত করা। স্কুলে পড়ার সময়েই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ লাভ করতে থাকে। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠেন বাংলার নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের শেষ আশ্রয়স্থল। ১৯৪৮-৫২’র ভাষা আন্দলোন, ’৫৪-র য্ক্তুফ্রন্ট নির্বাচন, ’৫৮-র আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ’৬২-র শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, ’৬৬-র ছয় দফা, ’৬৮-এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭০-এর নির্বাচন এবং ’৭১-র মহান মুক্তিযুদ্ধ জাতির পিতার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। তাঁর নেৃতত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধু যখন ‘সোনার বাংলা’ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে পরিবারের প্রায় সকল সদস্যসহ নৃশংসভাবে হত্যা করে। দেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। দীর্ঘ ২১ বছর পর জনগণের রায়ে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরু করে। এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়। ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভুতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি।

চলমান পাতা

-২-

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন ও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেন। বর্তমান সরকার উন্নয়ন ও সুরক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জাতীয় শিশু নীতি-২০১১, শিশু আইন-২০১৩, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ প্রণয়ন করেছে। এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিশু দিবস উদ্‌যাপন, সুবিধাবঞ্চিত পথ শিশুদের পুনর্বাসন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর বিকাশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার প্রিয় মাতৃভূমিকে শিশুদের জন্য নিরাপদ আবাস ভূমিতে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। শিক্ষার্থীদের বছরের শুরুতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় শতভাগ শিশু স্কুলে যাচ্ছে। আমরা শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক বই প্রকাশ এবং পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সংযোজন করেছি। শিশুদের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন, সৃজনশীলতার বিকাশ এবং আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং খেলাধুলার বিভিন্ন শাখায় শিশুদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

সকল শিশুর সমঅধিকার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিতা-মাতা, পরিবার ও সামাজের ভূমিকা অপরিসীম। শিশুর প্রতি সহিংস আচরণ এবং সকল ধরনের নির্যাতন বন্ধ করার জন্যে আজকের এদিনে আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার প্রত্যয়ে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আসুন, দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব শিশুদের কল্যাণে আমরা বর্তমানকে উৎসর্গ করি। সবাই মিলে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য ও আগামী দিনের কর্ণধার শিশু-কিশোরদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/মামুন/শামীম/১১০৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৬২

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী** **ও জাতীয় শিশু দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ১৭ মার্চ, বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এ বছর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি এই মহান নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। বছরজুড়ে দেশ-বিদেশে সাড়ম্বরে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সরকার ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করেছে। জন্মশতবার্ষিকীর এই বর্ণাঢ্য আয়োজন যথাযথ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে উদ্‌যাপনের জন্য আমি দেশবাসী ও প্রবাসী বাঙালিদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষ শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদী কিন্তু অধিকার আদায়ে আপোশহীন। চল্লিশের দশকে এই তরুণ ছাত্রনেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী’র সংস্পর্শে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। ১৯৪৮ সালে ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’, ’৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ’৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ’৫৮ এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ’৬৬ এর ৬-দফা, ’৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। কিন্তু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপোশ করেননি।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’, যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ চালালে ২৬ মার্চ ১৯৭১ জাতির পিতা ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ন’মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। ইউনেস্কো ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে World’s Documentary Heritage-এর মর্যাদা দিয়ে Memory of the World International Register-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ ভাষণের কারণে বিশ্বখ্যাত নিউজউইক ম্যাগাজিন ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুকে 'Poet of Politics' হিসেবে অভিহিত করে। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি অবস্থায় শাসকগোষ্ঠী তাঁকে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করবো না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা’। দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু আজ এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে।

চলমান পাতা

-২-

স্বাধীনতার পর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। মিত্রবাহিনীর সদস্যদের দেশে প্রত্যাবর্তন, স্বল্পসময়ের মধ্যে দেশের সংবিধান রচনা, জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণ, সকল স্তরে দুর্নীতি নির্মূল, কৃষি বিপ্লব, কলকারখানাকে রাষ্ট্রীয়করণসহ দেশকে ‘সোনার বাংলা’ হিসেবে গড়ে তোলার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি।

রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন নীতি ও আদর্শের প্রতীক। বঙ্গবন্ধু রচিত ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ও ‘কারাগারের রোজনামচা’ সহ তাঁর ওপর লিখিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করে নতুন প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আগামীতে জাতিগঠনে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাঁর আদর্শ আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। তাঁর নীতি ও আদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে পড়ুক, গড়ে উঠুক সাহসী, ত্যাগী ও আদর্শবাদী নেতৃত্ব- এ প্রত্যাশা করি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করাই হোক মুজিববর্ষে সকলের অঙ্গীকার।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/অনসূয়া/মামুন/সুবর্ণা/শামীম/২০২০/১০.৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৬১

**শারীরিক প্রতিবন্ধীদেরকে গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর হুইলচেয়ার উপহার**

কুড়িগ্রাম, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলায় নিজস্ব অর্থায়নে অসহায় শারীরিক প্রতিবন্ধীদেরকে হুইল চেয়ার উপহার দেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ রৌমারীর তাঁর নিজ বাড়িতে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বেশকিছু প্রতিবন্ধীর মাঝে এসব হুইল চেয়ার উপহার দেন।

রৌমারী উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোছাঃ সুরাইয়া সুলতানা, উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আহসান হাবিব বাবু, রৌমারী প্রেস ক্লাবের সভাপতি সুজাউল ইসলাম সুজা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সোহরাব হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

রবীন্দ্রনাথ/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৬০

**রপ্তানিমুখী শিল্পায়নকে জোরদারের আহ্বান শিল্পমন্ত্রীর**

ধামরাই, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বিসিক শিল্পনগরীসমূহে রপ্তানিমুখী শিল্পায়নকে জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে মানসম্মত শিল্প পণ্য উৎপাদন করতে হবে।

আজ ঢাকায় ধামরাইয়ে সম্প্রসারিত বিসিক শিল্প নগরীর ভিত্তিফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর চেয়ারম্যান মোঃ মোশতাক হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, ঢাকা-২০ আসনের সংসদ সদস্য বেনজীর আহমেদ।

মন্ত্রী বলেন, এগ্রো প্রসেসিংসহ বিভিন্ন সম্ভাবনাময় শিল্পের উন্নয়নে ক্লাস্টার চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সহজ শর্তে উদ্যোক্তাদের বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন দেশের উন্নয়নের গতিকে আরো শক্তিশালী করবে বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, ধামরাইয়ের সম্প্রসারিত বিসিক শিল্প নগরীতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উদ্যোক্তাদের কারখানা স্থাপন করতে হবে অন্যথা প্লট বরাদ্দ বাতিল করে সেটি অন্য উদ্যোক্তাকে প্রদান করা হবে। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প শিক্ষিত উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে। উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিসিক, বিটাক ও এসএমই ফাউন্ডেশন হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী।

#

মাসুম/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৫৯

**কুড়িগ্রামে সাংবাদিক আরিফকে গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া বিধিসম্মত হয়নি**

**---তথ্যমন্ত্রীর অভিমত**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ):

কুড়িগ্রামে বাংলা ট্রিবিউন প্রতিনিধি আরিফুল ইসলামকে গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এটি বিধিসম্মত হয়নি।'

আজ ঢাকার আগারগাঁওয়ে জাতীয় বেতার ভবনে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'গত ১৩ মার্চ রাতে কুড়িগ্রামে একজন সাংবাদিককে যেভাবে ঘর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র কোর্ট বসিয়ে শাস্তি দেয়া হয়েছে, আমার দৃষ্টিতে এটি কোনোভাবেই বিধিসম্মত হয়নি। এটর্নি জেনারেল ইতোমধ্যেই তার বক্তব্যে এভাবে মধ্যরাতে অন্যত্র কোর্ট বসানো যায় না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।'

মন্ত্রী বলেন, 'আমরা যতদূর দেখে আসছি, মোবাইল কোর্ট ঘটনাস্থলেই বসাতে হয়। একজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র মোবাইল কোর্ট বসানো কোনোভাবেই বিধিসম্মত নয় এবং এটা যেভাবে ঘটানো হয়েছে, তা সমর্থনযোগ্য নয়। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। ডিসি হোন বা অন্য কর্মকর্তা হোন, যেই হোন, তিনি যদি আইন বহির্ভূতভাবে কোনো কাজ করে থাকেন, সরকার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এবং অন্যরাও যারা এর সঙ্গে জড়িত, তারাও এর দায় এড়াতে পারেন না।'

'কারো কোনো অপরাধ থাকলে তার বিচারেরও নিয়মনীতি রয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়েছে বলে আমি মনে করি না', বলেন ড. হাছান।

অপর একজন সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল নিখোঁজ রয়েছেন বলে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি সাংবাদিকরা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ড. হাছান বলেন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তার খোঁজখবর করছে।

এ সময় 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আলোকসজ্জা করোনা সংক্রমণে কোনো প্রভাব ফেলবে কি না' - এ প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান বলেন, 'আলোকসজ্জা বরং করোনার কারণে চিন্তিত মানুষকে উজ্জীবিত করবে। প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকলেও করোনা ভাইরাসের কারণে জনসমাগমপূর্ণ সব অনুষ্ঠান পূণর্বিন্যাস করা হয়েছে। এবং আলোকসজ্জার সাথে জনসমাগমের কোনো সম্পর্ক নেই বিধায় করোনা সংক্রমণে এর কোনো প্রভাবও নেই।'

এরপর মন্ত্রী বেতার মিলনায়তনে সংক্ষিপ্ত সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রের পাশাপাশি উন্নত জাতি গঠন আমাদের লক্ষ্য এবং বেতার সেই লক্ষ্য অর্জনে বড় ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক হোসনে আরা তালুকদার, সংবাদ ও অনুষ্ঠান শাখার উপমহাপরিচালকদ্বয়, পরিচালকবৃন্দসহ সকল পর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৫৬

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্বোধন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্বোধন উপলক্ষে নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে :

জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান ‘মুক্তির মহানায়ক’ ১৭ই মার্চ রাত ৮টায় বাংলাদেশ টেলিভিশন-সহ সকল বেসরকারি টেলিভিশন, সোশ্যাল মিডিয়া ও অনলাইন মিডিয়ায় একযোগে সম্প্রচারিত হবে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় উৎসবমুখর পরিবেশে, তবে জনসমাবেশ পরিহারপূর্বক সীমিত আকারে জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। ১৭ই মার্চ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোপধ্বনি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সকল সরকারি, বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হবে।

এছাড়া মসজিদ, মন্দির, গির্জা-সহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনার আয়োজন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাবার/মিষ্টান্ন বিতরণ এবং হাসপাতাল, কারাগার, শিশু পরিবার ও এতিম খানায় মিষ্টান্ন বিতরণ ও উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হবে।

স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক গৃহহীনদের মধ্যে গৃহ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনসমাবেশ ব্যতিরেকে আতশবাজির আয়োজন করা হবে। মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাদের ভবনে ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি, উদ্ধৃতি, জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সংবলিত সামঞ্জস্যপূর্ণ মাপ অনুযায়ী ড্রপডাউন ব্যানার ব্যবহার ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে সজ্জিতকরণ করা হবে।

সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা, সৌন্দর্যবর্ধন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উৎসবমুখর পরিবেশে নিজস্বভাবে সীমিত আকারে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যেমন: আলোচনা অনুষ্ঠান, দেয়াল পত্রিকা/স্মরণিকা প্রকাশ, কুইজ, রচনা, বিতর্ক ও চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি, মিষ্টান্ন বিতরণ, দুপুরের খাবার ইত্যাদির আয়োজন এবং ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর নির্মিত ভিডিও ক্লিপিংস/ফুটেজ প্রচার করা হবে। স্থানীয়ভাবে স্যুভেনির, গ্রন্থ, স্মরণিকা, দেয়াল পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ করা হবে।

#

লিপি/ফারহানা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৫৪

**মুজিববর্ষের উদ্বোধনী দিনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ এর উদ্বোধনী দিনে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়।

জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী ১৭ মার্চ শিল্প মন্ত্রণালয় ভবন এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ভবন এবং দপ্তর/সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন অফিস, কারখানা ও স্কুল-কলেজ ভবনের সামনে বিধি মোতাবেক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। এছাড়া, মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ভবনগুলোতে দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জ্বা করা হবে।

এ দিন সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ের সামনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম-সহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

এছাড়া, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কারখানাগুলোর মসজিদে বাদ জোহর জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে। মন্দির, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনা আয়োজন করা হবে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিস, প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টরা জাতীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্থানীয়ভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

মুজিববর্ষ উদ্যাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৫-২৩ মার্চ, ২০২০ শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যানার, ড্রপ ডাউন, এসএস ফ্রেমড ডিসপ্লে বোর্ড, ফেস্টুন, জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সংবলিত পতাকা, রঙিন পতাকা, ফুলের টব ইত্যাদির মাধ্যমে নিজ নিজ ভবন সুসজ্জ্বিত করবে। ১৬ মার্চ ২০২০ থেকে মন্ত্রণালয়ের সামনে স্থাপিত এলইডি ডিসপ্লেতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর নির্মিত ভিডিও ক্লিপস্ প্রদর্শন করা হবে। দপ্তর/সংস্থাগুলোও এ ধরনের ভিডিও ক্লিপস্ প্রদর্শন করবে। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েব সাইট থেকে এগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে।

এছাড়া, মুজিব বর্ষে দেশের কোনো ব্যক্ত গৃহহীন থাকবে না মর্মে প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাশা পূরণে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থাগুলো বছরব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে নিজ উদ্যোগে গৃহহীনদের মাঝে গৃহের ব্যবস্থা করবে। শিল্পমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

#

জলিল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৪৯

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিজিএমইএ’র টি-শার্ট ও পোলো শার্ট হস্তান্তর**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ):

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এর পক্ষ হতে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র প্রধান সমন্বয়কের নিকট এক লাখ টি-শার্ট ও পোলো শার্ট হস্তান্তর করা হয়েছে।

আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র কার্যালয়ে প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর নিকট টি-শার্ট ও পোলো শার্ট হস্তান্তর করেন বিজিএমইএ’র সভাপতি ড. রুবানা হক।

এ সময় ড. রুবানা হক বলেন, দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিজিএমইএ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। আমাদের কাজের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে পারলেই তিনি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী মুজিববর্ষের বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিতরণের জন্য টি-শার্ট ও পোলো শার্ট দেওয়ায় বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়া মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনে স্ব-উদ্যোগে ক্যাপ ও কোটপিন সরবরাহকারীদের প্রতিও তিনি ধন্যবাদ জানান। মুজিববর্ষ সফলভাবে উদ্‌যাপনে সবাই সম্মিলিত সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র কার্যালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, যুগ্মসচিব সৈয়দ নাসির এরশাদ ও অজয় কুমার চক্রবর্তী এবং বিজিএমইএ’র কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

নাসরিন/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৭৫১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৪৬

**জলবায়ু বাসের যাত্রা শুরু**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শাহাব উদ্দিন বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ জলবায়ু বাস। এ বাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিতকরণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

মন্ত্রী আজ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী উদ্যোগ ‘জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন (সিসিটিএফ)’ বিষয়ে প্রণীত ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু বাস এর কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

শাহাব উদ্দিন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় নানা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বিসিসিএসএপি-২০০৯ এ বর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব উদ্যোগে রাজস্ব বাজেট হতে সিসিটিএফ গঠন করা হয়। ট্রাস্ট ফান্ড হতে জলবায়ু পরিবর্তন নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অভিযোজন, প্রশমন ও গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সিসিটিএফ ব্যবহার করা হচ্ছে। সরকারের রাজস্ব বাজেট হতে অদ্যাবধি প্রায় ৩ হাজার ২৬৪ কোটি ৪৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭২০ টি (৬৫৯টি সরকারি এবং ৬১টি বেসরকারি) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৭৫টি (সরকারি-৩১৮টি, বেসরকারি-৫৭টি ) প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। সিসিটিএফ এর অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ৩টি প্রকল্প জাতীয় পুরষ্কার এবং ১টি প্রকল্প আন্তর্জাতিক পুরষ্কার লাভ করেছে। ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রকল্পসমূহ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে।

উল্লেখ্য, জলবায়ু বাসে ডিজিটাল এলইডি ডিসপ্লে, মোবাইল থ্রিডি সিনেমা সিস্টেম, ইন্টারেক্টিভ কিয়স্ক, গ্রিন এনার্জির জন্য সোলার প্যানেল, ওয়াইফাই ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক তথ্য সম্বলিত আর্কাইভসহ বিশেষ এ জলবায়ু বাসটি তৈরি করা হয়েছে। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে তৈরিকৃত সচেতনতামূলক টেলিভিশন বিজ্ঞাপন, রেডিও বিজ্ঞাপন, থিম সং এবং ডকুমেন্টারি জলবায়ু বাসের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রচার করা হবে।

উদ্বোধনকালে অন্যান্যের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি, প্রকল্প পরিচালক   
মোঃ মোখতার আহমেদ বক্তব্য রাখেন ।

#

দীপংকর/অনসূয়া/মামুন/গিয়াস/জসীম/শামীম/২০২০/১৫২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৪১

**বর্তমান সরকারই বীরকন্যাদের সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়েছে**

**-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ ফাল্গুন (১৪ মার্চ):

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বিএনপি-জামাত সরকারের আমলে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীরকন্যারা ছিলেন নীরবে-নিভৃতে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাঁদের সম্মান ও স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। বর্তমান সরকারই মুক্তিযোদ্ধা, বীরঙ্গনা-সহ বীরকন্যাদের যথোপযুক্ত সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর ঢাকা ক্লাবের স্যামসন এইচ চৌধুরী সেন্টারে স্বাধীনতার মাস এবং 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে নারী সংগঠন 'চেষ্টা' আয়োজিত বীরকন্যাদের সম্মাননা ও সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের নেতৃত্বে 'গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র' ২০টি জেলায় জরিপ চালিয়ে ইতোমধ্যে পাঁচ হাজারের অধিক বধ্যভূমি চিহ্নিত করেছে। তাঁদের জরিপ পুরোপুরি শেষ হলে দেশব্যাপী আরো কয়েক হাজার বধ্যভূমি চিহ্নিত হবে। এ থেকে বোঝা যায়, পাকিস্তানি হানাদার চক্র মুক্তিযুদ্ধে কি ভয়াবহ গণহত্যা ও নির্যাতন চালিয়েছে। প্রতিমন্ত্রী এ সময় 'চেষ্টা' সংগঠনকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রতি বছর এক লাখ টাকা হারে এবং সংবর্ধিত বীর কন্যাদের মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদানের ঘোষণা দেন।

'চেষ্টা'র সভাপতি সংসদ সদস্য সেলিনা বেগম শেলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য মেহের আফরোজ চুমকি ও আরমা দত্ত, সাবেক সেনাপ্রধান লে. জেনারেল এম হারুন অর রশীদ বীরপ্রতীক এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ হারুন অর রশিদ।

#

ফয়সল/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৩৩

**নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর** **শিমুলিয়াঘাট ও কাঁঠালবাড়ীঘাট পরিদর্শন**

শিমুলিয়াঘাট (মুন্সিগঞ্জ), ২৯ ফাল্গুন (১৩ মার্চ):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুজিববর্ষের একটি বিশেষ উপহার। ২০২১ সালে পদ্মা সেতু চালু হলে এক্সপ্রেসওয়ের গতি আরো বেড়ে যাবে। শেখ হাসিনা শুধু স্বপ্ন দেখাচ্ছেন না, তিনি স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে চলেছেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ মুন্সিগঞ্জের শিমুলিয়াঘাট এবং মাদারীপুরের কাঁঠালবাড়ীঘাট এলাকা পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৭ মার্চ থেকে বছরব্যাপী মুজিববর্ষ শুরু হতে যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে  মানুষ বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থলে যাবেন। যাত্রী ও যানবাহন সঠিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে তিনি বিআইডব্লিউটিএ'র কর্মকর্তাদের সতর্ক থাকতে এবং বছরব্যাপী যানবাহন চলাচল নিরাপদ করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। এছাড়া বন্দর এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং লঞ্চ ও ফেরি  চলাচল সচল রাখতে প্রয়োজনীয় খনন কাজ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন।

বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, সদস্য (পরিকল্পনা) মোঃ দেলওয়ার হোসেন, সদস্য (অর্থ) মোঃ নুরুল আলম এবং প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং) মোঃ আব্দুল মতিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯২৫

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান আয়োজন বিষয়ে ভিডিও**

**কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের প্রতি নির্দেশনা**

ঢাকা, ২৮ ফাল্গুন (১২ মার্চ) :

বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান পরিকল্পনা পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের এ বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

জন্মশতবার্ষিকীর পুনর্বিন্যাসকৃত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পর্কে তিনি জেলা প্রশাসকগণকে ধারনা দিয়ে বলেন, জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে ১৭ই মার্চ যে অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল করোনা ভাইরাসজনিত কারণে সৃষ্ট বিশ্ব পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী জনসমাগম পরিহারের প্রেক্ষিতে তা আপাতত হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত অনুশাসনের কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, জনসমাগম ব্যতিরেকে দেশ বিদেশের অগণিত মানুষ যেন উদ্বোধনী আয়োজনে সম্পৃক্ত হতে পারেন সে লক্ষ্যে টেলিভিশন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান একযোগে সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জনসাধারণের স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ১৭ই মার্চের উদ্বোধন অনুষ্ঠান মিডিয়ায় সম্প্রচার-সহ জেলা পর্যায়েও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে বিভাগীয় প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের নিকট প্রেরিত নির্দেশনাগুলো অনুসরণের আহ্বান জানান।

এ সকল নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে : বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় উৎসবমুখর পরিবেশে, তবে জনসমাবেশ পরিহারপূর্বক সীমিত আকারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন; ১৭ই মার্চ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোপধ্বনি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); সকল সরকারি, বেসরকারি ভবনে ১৭ই মার্চ জাতীয় পতাকা উত্তোলন; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন; মসজিদ, মন্দির, গির্জা-সহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনার আয়োজন; দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাবার/মিষ্টান্ন বিতরণ; হাসপাতাল, কারাগার, শিশু পরিবার ও এতিম খানায় মিষ্টান্ন বিতরণ ও উন্নতমানের খাবার পরিবেশন; স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক গৃহহীনদের মধ্যে গৃহ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ; জনসমাবেশ ব্যতিরেকে আতশবাজির আয়োজন; মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাদের ভবনে ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি, উদ্ধিৃতি, জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সংবলিত সামঞ্জস্যপূর্ণ মাপ অনুযায়ী ড্রপডাউন ব্যানার ব্যবহার ও মুজিববর্ষ উদ্যাপনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে সজ্জিতকরণ; সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা, সৌন্দর্যবর্ধন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা; বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উৎসবমুখর পরিবেশে নিজস্বভাবে সীমিত আকারে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যেমন: আলোচনা অনুষ্ঠান, দেয়াল পত্রিকা/স্মরণিকা প্রকাশ, কুইজ, রচনা, বিতর্ক ও চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি, মিষ্টান্ন বিতরণ, দুপুরের খাবার ইত্যাদির আয়োজন; ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর নির্মিত ভিডিও ক্লিপিংস/ফুটেজ প্রচার; স্থানীয়ভাবে স্যুভেনির, গ্রন্থ, স্মরণিকা, দেয়াল পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ।

ভিডিও কনফারেন্সে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আ: গাফফার খান, জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

#

লিপি/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯১৩

‘পাপিয়া’ সংশ্লিষ্টতার কাল্পনিক তালিকা প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী

**সত্যতা যাচাই না করে তালিকা প্রকাশ কোনোভাবেই সমীচীন নয়**

ঢাকা, ২৭ ফাল্গুন (১১ মার্চ):

সত্যতা যাচাই না করে কোনো সংবাদ মাধ্যমে কোনো ধরনের কাল্পনিক তালিকা প্রকাশ করা কোনভাবেই সমীচীন নয়, বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে নাটোর জেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা শেষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মন্ত্রী।

এ সময় সম্প্রতি গ্রেফতারকৃত ‘পাপিয়া’র সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাল্পনিক তালিকা প্রকাশের অভিযোগে দৈনিক মানবজমিন সম্পাদক-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে রুজু মামলার বিষয়ে মন্তব্য চাইলে মন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, ‘এ বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে কিছু কাল্পনিক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। আমি মনে করি, সত্যতা যাচাই না করে এ ধরনের কাল্পনিক তালিকা প্রকাশ কোনভাবেই সমীচীন নয়। যদি কেউ করে থাকে, সেটি পত্রিকা হোক, অনলাইনে হোক বা অন্যভাবে হোক সেটার দায় তারা এড়াতে পারেন না।’

**‘পোড় খাওয়া নেতাকর্মীরাই দলের নেতৃত্বে থাকবেন’**

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান এ সময় বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুকন্যা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি একদিকে যেমন দেশ পরিচালনা করছেন, সরকার পরিচালনা করছেন, অন্যদিকে তিনি দলের প্রতিটি বিষয় নিয়ে খোঁজ খবর রাখেন। জননেত্রী শেখ হাসিনাই হচ্ছেন আমাদের দলের অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। সেকারণেই আজকে আমরা পরপর তিনবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়। এ দীর্ঘ সময়ে যে সমস্ত সুযোগসন্ধানী এবং সুবিধাবাদী দলের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ঢুকে পড়েছে, দলকে তাদের থেকে মুক্ত করার জন্য আমরা কাজ করেছি।’

তিনি বলেন, ‘দলের পোড় খাওয়া নেতাকর্মীরাই দলের নেতৃত্বে থাকবেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গণমানুষের দল, সবাই এ দল করতে পারে, সমর্থন করতে পারে, কিন্তু সবাই এই দলের নেতৃত্বে আসতে পারে না। নেতৃত্বে তারাই আসবেন, যারা দলের সুসময় এবং দুঃসময়ে দলের জন্য অবিচল কাজ করবে। দলের সাধারণ সম্পাদকও বারংবার বলেছেন, যারা মাদক বা জমি দখলের সাথে যুক্ত, যারা চাঁদাবাজ তারা নেতৃত্বে থাকবে না।’

মন্ত্রী বলেন, ‘আর কয়েকদিন পরেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ১৭ মার্চ। এ উপলক্ষে জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে সমস্ত জনসমাগম সম্পৃক্ত কর্মসূচিগুলো আপাতত স্থগিত করেছেন। কোনো কর্মসূচি বাতিল করা হয় নাই। আমরা পুর্নবিন্যাস করতে যাচ্ছি। জনসমাগম হবে এমন দলীয় কর্মসূচিগুলোও আমরা স্থগিত করেছি, পরবর্তীতে এগুলো সুবিধাজনক সময়ে পালিত হবে।’

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন, নাটোর জেলার আওয়ামী লীগ সভাপতি মোঃ আব্দুল কুদ্দুস এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি, মোঃ শফিকুল ইসলাম শিমুল এমপি, দলের উপ-দপ্তর সম্পাদক সায়েম খান-সহ নাটোর জেলার আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সভায় যোগ দেন।

#

আকরাম/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯০৮

**দেশপ্রেমিক সোনার মানুষ হয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা**

**জানাতে শিশুদের প্রতি নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ২৭ ফাল্গুন (১১ মার্চ) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী শিশুদের উদ্দেশে বলেন, ’৭৫ পরবর্তী আমাদেরকে বঙ্গবন্ধুর কথা উচ্চারণ করতে দেয়া হয়নি। বঙ্গবন্ধুর কথা স্কুল-কলেজে বলতে দেয়া হতোনা। তোমরা ইতিহাসের সৌভাগ্যবান শিশু।’ সত্যিকার দেশপ্রেমিক সোনার মানুষ হয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাতে তিনি শিশুদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে এসব কথা বলেন। ‘বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা’ এর আয়োজন করে।

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেন, আমরা বিজয়ী জাতি। ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত ও মা-বোনদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হয়। তখন বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের বয়স ছিল ১০ বছর। রাসেলকে মায়ের পাশে নিয়ে হত্যা করা হয়, যা ইতিহাসের একটি নির্মম পৈশাচিক ঘটনা।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা এখন স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধুর কথা বলতে পারছি। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আলোকিত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ‘কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন’ গঠন করেছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সেটি আর আলোর মুখ দেখেনি।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, শুধু ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেই বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হয়না। এজন্য দেশপ্রেমিক সোনার মানুষ হতে হবে। প্রকৃত সোনার মানুষ হয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গঠনে অবদান রাখতে প্রতিমন্ত্রী শিশুদের শপথবাক্য পাঠ করান। পরে বঙ্গবন্ধুসহ শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

#

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/মামুন/গিয়াস/জসীম/শামীম/২০২০/১৫৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯০৬

**আন্তঃকলেজ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ২০২০ স্থগিত**

ঢাকা, ২৭ ফাল্গুন (১১ মার্চ) :

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহে আগামী ১৮ মার্চ থেকে দেশব্যাপী অনুষ্ঠেয় ‘মুজিববর্ষ আন্তঃকলেজ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-২০২০' করোনা ভাইরাসের কারণে স্থগিত করা হয়েছে।

পরিবর্তিত কর্মসূচির তারিখ কলেজসমূহকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যথাসময়ে জানিয়ে দেয়া হবে।

#

ফয়জুল/অনসূয়া/মামুন/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৫০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৯৭

**আদালতের রায় অনুযায়ী বিএনপি’রও ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেয়া উচিত**

**- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ ফাল্গুন (১০ মার্চ) :

আদালতের রায় অনুযায়ী বিএনপি’রও ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ ।

আজ দুপুরে ঢাকায় সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ‘জয় বাংলাকে জাতীয় স্লোগান হিসেবে গ্রহণ করে সবাই যাতে জয় বাংলা স্লোগান দেয় সেজন্যই মহামান্য হাইকোর্ট একটি রায় দিয়েছে। এই কাক্সিক্ষত রায়কে আমরা স্বাগত জানাই।’

‘জয় বাংলা’ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্লোগান, ‘জয় বাংলা’ কোন দলের স্লোগান নয় উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, মুক্তিযুদ্ধ এবং আমাদের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রাম সবক্ষেত্রেই স্লোগান ছিল ‘জয় বাংলা’। সুতরাং এই স্লোগান দিতে যাদের লজ্জা লাগে হাইকোর্টের রায়ের পর আমি আশা করবো সেই লজ্জা আর থাকবে না। হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী বিএনপি-সহ তাদের সবারই এখন জয় বাংলা স্লোগান দেয়া উচিত।

**‘করোনা’ নিয়ে রাজনীতি নয়**

‘মুজিববর্ষে বিদেশিরা আসতে চায়নি বলে সরকার দেশে করোনা শনাক্তের ঘোষণা দিয়েছে’- বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের এহেন মন্তব্য খণ্ডন করে মন্ত্রী বলেন, ‘বিশ্বনেতারা মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানে আসার সম্মতি দিয়েছিলেন এবং নিশ্চিত করেছিলেন। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের মান্যবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফর নিশ্চিত মর্মে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। যেদিন মুজিববর্ষ উদযাপন জাতীয় কমিটি বেশি জনসমাগমের অনুষ্ঠানগুলো আপাতত পরিহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়েছিল, সেদিনও ভারতের পক্ষ থেকে সফরের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল। আমাদের সরকার, দল ও সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠন-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী জনস্বার্থের কথা চিন্তা করে বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে এবং বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হবার পর সেই অনুষ্ঠানগুলো সংকুচিত এবং পুনর্বিন্যাস করার নির্দেশনা দেন, কোনো অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়নি।’

মন্ত্রী এ সময় করোনা নিয়ে অযথা আতঙ্ক পরিহারের বিষয়ে বলেন, ‘কিছু পত্র-পত্রিকা করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে, যা না করার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ জানাবো। বাংলাদেশে তেমন আতঙ্ক ছড়ানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। সরকার এই করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বহু আগে থেকে নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়েছে।

‘অন্যদিকে একটি অসাধু মহল মাস্ক, হ্যান্ডওয়াশ ও ক্লিনিক মেটেরিয়ালসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, যে বিষয়ে সরকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে এবং সরকার তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে’ জানিয়ে ড. হাছান বলেন, করোনা ভাইরাস নিয়ে রাজনীতি, আতঙ্ক ছড়ানো বা মুনাফা লোটা কোনভাবেই সমীচীন নয়।

#

আকরাম/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৮৭

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত**

ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন (৯ মার্চ):

করোনা ভাইরাসজনিত কারণে সৃষ্ট বিশ্ব পরিস্থিতিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী জনস্বাস্থ্য এবং জনগণের কল্যাণের বিষয় বিবেচনা করে ব্যাপক জনসমাগম পরিহার করে জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান পালন করা হবে। জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে উদ্বোধন অনুষ্ঠান হচ্ছে না।

জন্মশতবার্ষিকী উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কর্মসূচি নতুনভাবে সাজানোর লক্ষ্যে আজ ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ৬ষ্ঠ সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। সভা পরিচালনা করেন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

সভায় প্রধান সমন্বয়ক গতকাল গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তাৎক্ষণিকভাবে অনুষ্ঠিত জাতীয় কমিটি ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির যৌথসভায় তাঁর প্রদত্ত নির্দেশনা সম্বন্ধে সবাইকে অবহিত করেন। তিনি জানান, ১৭ই মার্চ ব্যাপক জনসমাগম পরিহার করে উদ্বোধন অনুষ্ঠান ও অন্যান্য কর্মসূচি পালন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও দোয়া মাহফিল আয়োজন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সীমিত আকারে অনুষ্ঠান, স্মারক ডাকটিকিট ও স্মারক মুদ্রা উন্মোচন এবং স্মরণিকা ও স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা হবে। প্রধান সমন্বয়ক প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উল্লেখ করে বলেন, “বঙ্গবন্ধু বলেছেন, আমার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন বাংলাদেশের মানুষ যেন অন্ন পায়, বাসস্থান পায়, বস্ত্র পায়’’। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মুজিববর্ষে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের গৃহ দেওয়া হবে। প্রতিটি মানুষের ঠিকানায় ঘর দেওয়া হবে। এরকম জনকল্যাণমূখী কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপিত হবে।

আজকের সভায় পুনর্বিন্যাসকৃত উদ্বোধন অনুষ্ঠান ভিন্নমাত্রায় ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচারের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, যাতে জনসমাগম এড়িয়ে সবাই অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারেন। এ লক্ষ্যে আসাদুজ্জামান নূর, এমপি-কে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সূচি সম্বন্ধে প্রস্তাবনা জাতীয় কমিটির সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত অনুমোদনের পর সবাইকে জানানো হবে।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে এম আব্দুল মোমেন, শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নূর, অসীম কুমার উকিল, র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

লিপি/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/২০০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৮৫

**জনগণের স্বাস্থ্য নয়, এখনো বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়েই চিন্তিত বিএনপি**

**--- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন (৯ মার্চ):

'জনগণের স্বাস্থ্য নয়, এখনো বিএনপি বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়েই বেশি চিন্তিত' বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘সমগ্র পৃথীবীর মানুষ এখন করোনা ভাইরাস নিয়ে চিন্তিত।  আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে যে প্রতিকার ও শনাক্তকরণ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তার মাধ্যমে তিন জনের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। শনাক্ত প্রক্রিয়াধীন অন্যদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। কিন্তু বিএনপি'র বক্তব্যে মনে হচ্ছে তারা করোনা ভাইরাস নিয়ে শঙ্কিত নয়, বরং চিন্তিত খালেদা জিয়াকে নিয়ে। কারণ তাদের মধ্যে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে বেশি চিন্তা দেখতে পাচ্ছি। দেশের মানুষ যেটা নিয়ে চিন্তিত সেটা নিয়ে বিএনপি চিন্তিত নয়, এটি তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে মনে হচ্ছে। ’

'আমি বিএনপিকে অনুরোধ জানাবো, যদি জনগণের রাজনীতি করতে চান, বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে বেশি চিন্তিত না হয়ে দেশের মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হন', বলেন তথ্যমন্ত্রী ।

মুজিববর্ষে বিএনপি'র রাজনীতি কেমন হওয়া উচিত- এমন প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি মুজিববর্ষে হিংসা ও বিদ্বেষের নিরসন হওয়া প্রয়োজন। খালেদা জিয়া হিংসার রাজনীতিটা করেন। তার জন্ম তারিখ পাল্টে যেদিন জাতির পিতাকে হত্য করা হয়েছিলো, সেদিন তার জন্মের তারিখ নয়, তবুও সেদিন ভুয়া জন্মদিন পালন করেছেন, নিজে কেক কেটেছেন। তার সরকার যখন ক্ষমতায়, তখন বঙ্গবন্ধু কন্যাকে হত্যার জন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তার সন্তান তারেক রহমানের নেতৃত্বে গ্রেনেড হামলা পরিচালনা করা হয়েছিলো। যারা ঘৃণা ও হিংসার রাজনীতি করে, দেশের মানুষ নিয়ে তারা চিন্তা করে না।’

'করোনা' বিষয়ে রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষের পদক্ষেপ কেমন হওয়া উচিত সে প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, শুধু করোনা ইস্যু নয় যেকোনো জাতীয় ইস্যুতে দল-মত নির্বিশেষে সবার ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা উচিত।

বিমানবন্দরে করোনা স্ক্যনিংয়ে কোনো ঘাটতি রয়েছে কি না, এ প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সবাইকেই পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আমি চিকিৎসক নই, সে কারণে আমি টেকনিক্যাল উত্তর দিতে পারবো না। আমি যেটুকু জানি, করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার ১৫ দিন পর  শনাক্ত করা যায়। চীনে এটির উৎপত্তি কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যাদের উন্নত সব প্রস্তুকি ছিলো, তারাও করোনা ভাইরাস আটকাতে পারেনি। ইতালিতেও গেছে। তারা এতো কিছু প্রস্তুতি নিয়েও এই যাওয়াটা ঠেকাতে পারেনি। সেখানে বাংলাদেশ যতটা ঠেকিয়ে রেখেছে, সেটি অন্য অনেক দেশের চেয়ে ভালো প্রস্তুতিরই স্বাক্ষর।'

#

আকরাম/মাহমুদ/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৯২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৮৪

**দ্রুত ফাইল নিষ্পত্তির নির্দেশ শ্রম প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন (৯ মার্চ) :

সহজে জনগণের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতে মন্ত্রণালয়ের কাজ আরো গতিশীল করতে কর্মকর্তাদের দ্রুত ফাইল নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।

প্রতিমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় নিজ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের এ নির্দেশ দেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শুদ্ধ আচরণই শুদ্ধাচার, শুদ্ধাচার বর্তমান সরকারের দূরদর্শিতা। তিনি কর্মকর্তাদের কর্মচারী আচরণ বিধিমালা যথাযথভাবে পালন এবং সহকর্মীদের সাথে শুদ্ধাচরণ ও সুসম্পর্ক রাখার তাগিদ দেন এবং কর্মকর্তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করতে বলেন। জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের ফলে উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষের মাঝে পৌঁছে যাবে বলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ এর প্রাক্কালে তিনি প্রত্যাশা করেন।

কর্মশালায় মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে অতিরিক্ত সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, ড. মোঃ রেজাউল হক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায় এবং শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ কে এম মিজানুর রহমান-সহ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তরসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী তিন দিনব্যাপী জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

#

আকতারুল/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৭৮

**বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসীদের ঐক্য অটুট থাকতে হবে**

**- আইনমন্ত্রী**

**ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন (৯ মার্চ) :**

‘সফল হতে হলে আমাদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসীদের ঐক্য অটুট রাখতে হবে। সেই প্রতিজ্ঞা আমাদের সবসময় থাকতে হবে এবং এই ব্রত নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।’

গতকাল রাজধানীর অফিসার্স ক্লাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে তিনি এ কথা বলেন। বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

আইনমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর সারাটা জীবন বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করে গেছেন, জীবনের দীর্ঘ সময় জেল খেটেছেন। ১৯৭১ সালে আমাদেরকে স্বাধীন বাংলাদেশ উপহার দিয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর এই সময়ে তাঁর জন্য কর্তব্য পালনের সুযোগ এসেছে। কর্তব্য পালনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি ঋণশোধ করার জন্য তিনি আইনজীবীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সাবেক আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু এর সভাপতিত্বে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর নবনির্বাচিত মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস।

#

রেজাউল/পরীক্ষিৎ/গিয়াস/জসীম/আসমা/*২০২০/১৬০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৭৬

**জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন (৯ মার্চ):

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১০ মার্চ ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২০’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২০’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে পূর্ব প্রস্তুতি, টেকসই উন্নয়নে আনবে গতি’ যা জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের কারণে বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীভাঙ্গন, ভূমিকম্প, অসময়ে মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, পাহাড়ধস, বজ্রপাত, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদির প্রকোপ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে জীবন-জীবিকার পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় দেশের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলায় স্থানীয় জনগণ এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণমূলক কর্মকাণ্ডের সংস্কৃতি বিশ্বে বাংলাদেশকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-কে সরকারি কর্মসূচি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের কার্যক্রম শুরু করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে প্রতিহত করা না গেলেও দুর্যোগ মোকাবিলার পূর্ব প্রস্তুতির মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। এ কারণে দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করা হয়েছে। মুজিববর্ষে টেকসই উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সামুদ্রিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনগণকে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, গণমাধ্যম, স্থানীয় জনগণসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রাক-দুর্যোগ প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও ঝুঁকিহ্রাসে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে - এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২০’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/গিয়াস/জসীম/শামীম/২০২০/১৫৫৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৬৭

**ব্লু-ইকোনমির বিকাশে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম যুগপৎ কাজ করবে**

**বাংলাদেশে নিযুক্ত ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎকালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ ফাল্গুন (৮ মার্চ):

ব্লু-ইকোনমির বিকাশে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম যুগপৎ কাজ করবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত Pham Viet Chien সাক্ষাৎ করতে এলে মন্ত্রী একথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম দু’টি দেশই দীর্ঘ সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তাই দু’টি দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক মিল রয়েছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জায়গাও দু’টি দেশের মধ্যে অনেক যোগসূত্র রয়েছে।’

ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত বলেন, ‘ভিয়েতনামের কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে একসাথে কাজ করতে পারে। তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে দুটি দুশের সম্পর্ক আরো গভীর হতে পারে।’ এ বছর ভিয়েতনামের কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের পরিকল্পনা রয়েছে বলেও রাষ্ট্রদূত মন্ত্রীকে অবহিত করেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ, অতিরিক্ত সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, যুগ্মসচিব মোঃ তৌফিকুল আরিফ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ আবদুল জব্বার শিকদার এবং বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম চেম্বার অভ্ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি এস এম রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা শেষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূতের হাতে মুজিববর্ষের স্মারক তুলে দেন এবং ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত মন্ত্রীর হাতে ভিয়েতনামের ঐতিহ্য সংম্বলিত একটি ক্রেস্ট তুলে দেন।

#

ইফতেখার/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৬৪

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে ডিজিটাল কিয়স্ক উদ্বোধন**

ঢাকা, ২৪ ফাল্গুন (৮ মার্চ):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন আজ সচিবালয়ের ১৪ তলায় মন্ত্রণালয়ের অতিথি বিশ্রামাগারে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ডিজিটাল কিয়স্কের উদ্বোধন করেছেন।

কিয়স্ক উদ্বোধনকালে মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে বঙ্গবন্ধু বৃক্ষ রোপণ, হাওর, নদী ও অন্যান্য জলাভূমির উন্নয়ন এবং উপকূলীয় বনভূমি সৃজনে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছিলেন। জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত এই কিয়স্কের মাধ্যমে আগত দর্শনার্থীরা পরিবেশ সংরক্ষণে জাতির পিতার বৃক্ষরোপণ-সহ পরিবেশ সংরক্ষণের অন্যান্য বিষয়ে জানতে পারবে।

মন্ত্রী বলেন, মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের স্থির এবং ভিডিও চিত্রও এ কিয়স্কে মুজিববর্ষ ব্যাপী প্রদর্শিত হবে। বৃক্ষ রোপণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে, ‘সুরক্ষিত গাছ নির্মল বায়ু, বৃদ্ধি পাবে মোদের আয়ু’ ; ‘সবাই মিলে লাগাই বৃক্ষ, মুজিব বর্ষে শতলক্ষ ’ এবং ‘জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করি, ধরিত্রী রক্ষা করি’ ইত্যাদি স্লোগান অফিস চলাকালীন প্রদর্শন করা হবে। তিনি জানান, এ কিয়স্কের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম সম্পর্কে আগত ব্যক্তিবর্গ জানতে পারবে।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৭৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৬১

**দেশে কোনো গৃহহীন থাকবে না**

**-- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ ফাল্গুন (৮ মার্চ):

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, আগামীতে বাংলাদেশে কোনো গৃহহীন থাকবে না। প্রত্যেক দরিদ্র গৃহহীন পরিবারকে  দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণ করে দেয়া হবে। যাদের ঘর করার জমি নেই, তাদের জন্য সরকার জমির ব্যবস্থা করে সেখানেই ঘর নির্মাণ করে দিবে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশের প্রতিটি গ্রামের একটি দরিদ্র পরিবারকে দুর্যোগ সহনীয় ঘর করে দেওয়া হবে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে ৬০ লাখ ঘর তৈরি করে দেয়া হবে।

        প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় চকবাজারে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উপলক্ষে অগ্নিকাণ্ড ও ভূমিকম্পে করণীয় বিষয়ে আয়োজিত মহড়ায়  প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় পূর্ব প্রস্তুতির বিকল্প নেই। পূর্ব প্রস্তুতি থাকলে যেকোনো দুর্যোগে ঝুঁকি ও ক্ষয় ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। তাই সারাদেশে ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডে করণীয় বিষয় দেশের মানুষকে সচেতন করতে মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে । তিনি আরো বলেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সক্ষমতা বাড়াতে ১৭০০ কোটি টাকার উদ্ধার সরঞ্জাম ক্রয় করা হবে। এসব সরঞ্জামের মধ্যে হেলিকপ্টার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

      অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য হাজী মোহাম্মদ সেলিম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ শাহ কামাল, অতিরিক্ত সচিব মোঃ আকরাম হোসেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মহসিন এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পরিচালক জিল্লুর রহমান।

#

সেলিম/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৫২

**বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিলো  
 --পরিবেশ মন্ত্রী**

মৌলভীবাজার, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলো। এই ভাষণের কল্যাণেই আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। মন্ত্রী আরও বলেন, জাতির পিতার এই ভাষণটিকে ইউনেস্কো বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বে এখন এই মহাকাব্যিক ভাষণটি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে।

আজ মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার দাশের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী আরও বলেন, সরকার ১৭ মার্চ থেকে পরবর্তী এক বছর জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ  'মুজিববর্ষ' উদযাপন করবে। ১৭ মার্চ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সাফারিপার্ক, ইকোপার্কসহ সকল স্থাপনা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, বিনামূল্যে পরিদর্শন করতে পারবে। পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, তাঁর মন্ত্রণালয় মুজিব শতবর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে ৫ জুন সারাদেশে একযোগে শতলক্ষ গাছের চারা রোপণ করবে।

উপস্থিত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, তোমাদের আদর্শ মানুষ হতে হবে। কোনো কিছু না বুঝে মুখস্থ করা যাবে না। মন্ত্রী বলেন, জীবনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগুতে হবে এবং প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। তিনি  বলেন, বর্তমানে মানসম্মত শিক্ষাই সরকারের অগ্রাধিকার।

উল্লেখ্য, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে চারতলা ভিত বিশিষ্ট একতলা ভবনটি  নির্মাণে মোট বিরাশি লাখ উনআশি হাজার টাকা ব্যয় হয়। একাডেমিক ভবনে তিনটি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পরিবেশ মন্ত্রী বিদ্যালয়ের বার্ষিক ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন করেন।

#

দীপংকর/নাইচ/মোশারফ/শামীম/২০২০/২০৩৩ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৮৫১

**ইস্তাম্বুলে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালিত**

ইস্তাম্বুল (তুরস্ক), ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

বাংলাদশে কনস্যুলেট, ইস্তাম্বুল যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে ৭ই মার্চ কনস্যুলেট প্রাঙ্গনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালন করে । এ দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি Ôবঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও প্রবাসীদের ভূমিকাÕ র্শীষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনার শুরুতে কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম তাঁর স্বাগত বক্তব্যে ৭ই মার্চের ভাষণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, বঙ্গবন্ধুর এ কালজয়ী ভাষণটি আজ বিশ্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। UNESCO এ ভাষণটিকে World’s Documentary Heritage এর মর্যাদা দিয়েছে, যা জাতি হিসেবে আমাদেরকে করেছে গর্বিত ও আনন্দিত । এ দিবসটি আজ এক নতুন মাত্রা পেয়েছে কারণ জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এ ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ সময়কে সরকার ′মুজিববর্ষ′ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

আলোচনার প্রারম্ভে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের কালজয়ী ভাষণের ভিডিও প্রর্দশন করা হয় ।

#

নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৪২

**৭ মার্চ পালন না করা প্রকারান্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামকেই অস্বীকার করার শামিল**

**-- বিএনপির উদ্দেশে তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

'৭ মার্চ পালন না করা প্রকারান্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামকেই অস্বীকার করার শামিল' বলেছেন তথ্যমন্ত্রী  ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ ঢাকায় সার্কিট হাউজ রোডের তথ্য ভবন মিলনায়তনে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা ও সম্মাননা স্মারক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বিএনপি’র উদ্দেশে মন্ত্রী একথা বলেন।

  তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আজ সেই ৭ই মার্চ, যেদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, তার ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালির রক্তে আগুন ধরিয়েছিল, নিরস্ত্র বাঙালি জাতি সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। আজ সমগ্র জাতি পালন করলেও বিএনপি ৭ই মার্চ পালন করতে পারে না এবং করে না। এটি তাদের রাজনৈতিক দীনতা।'

'৭ই মার্চ কোনো দলের নয়, এটি সমগ্র জাতির' উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, 'সমস্ত বিচার বিশ্লেষণ করে জাতিসংঘের ইউনেস্কো যে ৭ই মার্চের ভাষণকে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছে, স্বীকৃতি দিয়েছে, সেই ৭ই মার্চের ভাষণকে বিএনপি-সহ কিছু গোষ্ঠী স্বীকৃতি দিতে পারে না, পালন করে না। ৭ই মার্চ পালন না করা প্রকারান্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামকেই অস্বীকার করার শামিল।'

বিএনপি’র উদ্দেশে তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর দ্বারপ্রান্তে এসে আমি আশা করবো, বিএনপি যে ভুলের রাজনীতি করছে, তা থেকে তারা বেরিয়ে আসবে এবং ভবিষ্যতে তারা ৭ই মার্চও পালন করবে। তাহলেই বরং বাংলাদেশের মানুষ তাদের বাহবা দেবে এবং তারাও তাদের নেতিবাচক ও ভুলের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।'

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় তথ্যসচিব কামরুন নাহার বলেন, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী যখন সমাগত, আজ ৭ই মার্চের এই দিনে দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলাই হোক আমাদের শপথ।’

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)’র ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক স ম গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন সাবেক প্রধান তথ্য অফিসার ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ও ডিএফপি'র সাবেক মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ ধারণ ও সংরক্ষণে দুঃসাহসী ভূমিকা পালনকারী ৮ জনের দলের দুই জীবিত সদস্য আমজাদ আলী খন্দকার ও সৈয়দ মইনুল আহসান এ সময় স্মৃতিচারণ করেন। তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ তাদের দু'জন ও অপর ছয় প্রয়াত সদস্য আবুল খায়ের মোঃ মহিব্বুর রহমান, জি জেড এম এ মতিন, এম এ রউফ, এস এম তৌহিদ, মোঃ হাবিব চোকদার ও মোঃ জোনায়েদ আলীর পরিবারের হাতে ৭ মার্চ সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জাহানারা পারভীন, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক বিধান চন্দ্র কর্মকার, চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান নিজামুল কবীর, তথ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাবৃন্দ ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

#

আকরাম/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৩৭

**আন্তর্জার্তিক নারী দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৮ মার্চ ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নারীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সভ্যতার উষালগ্ন থেকে শুরু করে সকল কর্মকাণ্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। বর্তমান সরকার নারী-পুরুষের সমতা বিধানে নারী শিক্ষার বিস্তার, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়নসহ নারীর প্রতি সবধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে ‘জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১’, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন-২০১০’, ‘ডিএনএ আইন-২০১৪’, ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭’ ও ‘যৌতুক নিরোধ আইন-২০১৮’। ভিজিডি, মাতৃত্বকালীন ভাতা, ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়নে এসব সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ কর্তৃক ‘প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন’ ও ‘এজেন্ট অভ চেঞ্জ’ অ্যাওয়ার্ডে ভুষিত হয়েছে। আমি আশা করি, দেশের টেকসই উন্নয়নে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সহযাত্রী হিসেবে কাজ করবেন।

বতর্মান সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের ফলে নারী উন্নয়ন আজ দৃশ্যমান। ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, বিচার বিভাগ, প্রশাসন, কূটনীতি, সশস্ত্র বাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী, শান্তিরক্ষা মিশনসহ সর্বক্ষেত্রে নারীর সফল অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশ ক্রমন্বয়ে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করা হয়েছে। মুজিববর্ষে নারী উন্নয়নে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠবে সমঅধিকারের একটি বাসযোগ্য পৃথিবী, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এটাই হোক সকলের প্রত্যাশা।

আমি ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২০’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরানুল/গিয়াস/আব্বাস/২০২০/১৭০৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৩১

**আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মসূচি**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

আগামী ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এ বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবস বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশে নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারীর অধিকার রক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন ও সমতা সৃষ্টির জন্য  দিবসটির গুরুত্ব অপরিসীম। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-

প্রজন্ম হোক সমতার

সকল নারীর অধিকার

আগামী ৮ মার্চ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে উদ্বোধন অনুষ্ঠান, দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, ডকুমেন্টারি প্রদর্শন ও জাতীয় পর্যায়ে ৫ জন শ্রেষ্ঠ জয়িতাকে সম্মাননা প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। বাংলাদেশে টেলিভিশনসহ অন্যান্য টেলিভিশন ও গণমাধ্যমে টকশো, বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।

দেশব্যাপী ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ পালনের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে অসামান্য অগ্রগতি, সমতা সৃষ্টি, বৈষম্য হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্যবিয়ে বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও সকল ধরনের সহিংসতা বন্ধে ব্যানার, প্লাকার্ড, ফেস্টুন, স্যুভেনিয়ুর প্রকাশিত ও প্রদর্শিত হবে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ উপলক্ষে আগামী ১৬ থেকে ১৮ মার্চ দেশজুড়ে তিন দিনব্যাপী ‘নারী উন্নয়ন মেলা’ আয়োজন করা হবে।

#

আলমগীর/মাহমুদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৭১৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮২৮

**ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐতিহাসিক ৭ মার্চউপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে ৭ মার্চ এক অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক এদিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন। ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসমুদ্রে তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।’

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ অঞ্চলের জনগণের উপর নেমে আসে বৈষম্য আর নির্যাতনের জাঁতাকল। অর্থনৈতিক বৈষম্য ছাড়াও সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী। শুরু হয় বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। ১৯৪৮-৫২’র ভাষা আন্দোলন, ৫৪’র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২’র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬’র ৬-দফা আন্দোলন, ৬৯’র গণঅভ্যুত্থান এবং ৭০’র সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ের পথ ধরে বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম যৌক্তিক পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। আর এসব আন্দোলন-সংগ্রামে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

অবশেষে চলে আসে ৭ মার্চের সেই ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণ। রেসকোর্সের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে তিনি প্রদান করলেন স্বাধীনতার পথ-নকশা। যুদ্ধ অনিবার্য জেনে তিনি শত্রুর মোকাবিলায় বাঙালি জাতিকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন: ‘তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।’ জাতির পিতার এই সম্মোহনী আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা গণহত্যা শুরু করে। জাতির পিতা ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ শহিদ হন। ২ লাখ মা-বোন সম্ভ্রমহারা হন। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ আর বহু ত্যাগের বিনিময়ে আমরা ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ছিনিয়ে আনি মহান স্বাধীনতা, বাঙালি জাতি পায় মুক্তির কাঙ্ক্ষিত সাধ। প্রতিষ্ঠা পায় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণ। লেখক ও ইতিহাসবিদ Jacob F. Field এর বিশ্বসেরা ভাষণ নিয়ে লেখা 'We Shall Fight on the Beaches : The Speeches That Inspired History' গ্রন্থে এই ভাষণ স্থান পেয়েছে। অসংখ্য ভাষায় অনুদিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ।

জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক ২০১৭ সালে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহাসিক (World Documentary Heritage) হিসেবে ইউনেস্কোর International Memory of the World Register এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সমগ্র দেশ ও জাতি গর্বিত। এই স্বীকৃতির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

বাঙালির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতার এই ভাষণের দিকনির্দেশনাই ছিল সে সময় বজ্রকঠিন জাতীয় ঐক্যের মূলমন্ত্র। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে অমিত শক্তির উৎস ছিল এ ঐতিহাসিক ভাষণ। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ আমাদের ইতিহাস এবং জাতীয় জীবনের এক অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য অধ্যায়; যার আবেদন চির অম্লান। কালজয়ী এই ভাষণ বিশ্বের শোষিত, বঞ্চিত ও মুক্তিকামী মানুষকে সবসময় প্রেরণা যুগিয়ে যাবে।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ২৬ মার্চ ২০২১ সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা বঙ্গবন্ধুর অসামপ্ত কাজগুলো বাস্তবায়ন করছি। তিনি যে সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, বাঙালি জাতির জন্য যে উন্নত জীবনের কথা ভেবেছিলেন, তার সেই স্বপ্নকে আজ আমরা বাস্তবে রূপ দিচ্ছি।

রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছি। গত ১১ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি খাতে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। ইতোমধ্যে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

আসুন, আমরা দৃঢ় সংকল্পে আবদ্ধ হই-বাংলাদেশকে আমরা বিশ্বসভায় আরও উচ্চাসনে নিয়ে যাব; আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ-শান্তিপূর্ণ আবাসভূমিতে পরিণত করবো। ঐতিহাসিক ৭ মার্চে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/কুতুবুদ-দ্বীন/আসমা/২০২০/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮২৭

**ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ৭ মার্চ, বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন। এ দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর অনন্য সাধারণ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে অর্জন করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন। তবে তা একদিনে অর্জিত হয়নি। মহান ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জনের এই দীর্ঘ বন্ধুর পথে বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম সাহস, সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সঠিক দিকনির্দেশনা জাতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১ মার্চ থেকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অসীম সাহসিকতার সাথে রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে বজ্রকণ্ঠে যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন তা ছিল মূলত বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। অনন্য বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ভাস্বর ওই ভাষণে জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’, যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। ঐতিহাসিক সেই ভাষণের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ ন’মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ পৃথিবীর কালজয়ী ভাষণগুলোর অন্যতম। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্তিকামী জনগণকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ঐ ভাষণ ছিল এক মহামন্ত্র। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর এই ভাষণকে World's Documentary Heritage এর মর্যাদা দিয়ে Memory of the World International Register এ অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাঙালি হিসেবে এটি আমাদের বড় অর্জন। এ ভাষণের কারণে বিশ্বখ্যাত নিউজউইক ম্যাগাজিন ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুকে Poet of Politics হিসেবে অভিহিত করে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ কেবল আমাদের নয় বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে।

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলা’য় পরিণত করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর আজীবনের লালিত স্বপ্ন। আমাদের মহান নেতার সে স্বপ্ন পূরণে আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হবে। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘রূপকল্প-২০২১’ ও ‘রূপকল্প-৪১’ ঘোষণা করেছেন। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমি দলমত নির্বিশেষে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখার আহ্বান জানাই।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

ইমরানুল/কুতুবুদ-দ্বীন/আসমা/২০২০/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮২৪

**নতুন প্রজন্ম সমতার বাংলাদেশ গড়ে তুলবে**

**- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ ফাল্গুন (৫ মার্চ) :

‘প্রজন্ম হোক সমতার, সকল নারীর অধিকার’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পালিত হতে যাচ্ছে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০। এবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ ঢাকা-সহ দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় সকাল দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত উদ্যাপিত হল মহিলা সমাবেশ।

আজ ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি নারী উন্নয়ন সংগঠনের অংশগ্রহণে মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেন, আমরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন অনুষ্ঠানের দ্বারপ্রান্তে। বঙ্গবন্ধু নারীর সমঅধিকার ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সংবিধানে নারী-পুরুষের সমতার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। জাতির পিতার আদর্শ অনুসারে সমতা সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক উন্নত দেশকে পিছনে ফেলে দিয়েছে যা বিশ্বে রোল মডেল। আমাদের নতুন প্রজন্ম সমতার বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। মুজিববর্ষে এটাই আমাদের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা বলেন, ১৮৫৭ সালের যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সূচ তৈরির কারখানায় কর্মরত নারী শ্রমিকরা সমমুজুরির দাবিতে সোচ্চার হয়। কারখানার কর্মপরিবেশ, অসম মজুরি ও বার ঘণ্টা কর্ম দিবসের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ মিছিল করে। সেই মিছিলে পুলিশ হামলা করে ও অনেক নারী শ্রমিককে বন্দি করে। এই দিনটিকে সামনে রেখে সম-অধিকারের দাবিতে চলতে থাকে বিভিন্ন আন্দোলন। এই দিনটি স্মরণ করার জন্য জার্মান নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিন ১৯১০ সালে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের ঘোষণা দেন। বাংলাদেশে দিনটি যথাযথ মর্যাদায় উদ্যাপিত হয়ে আসছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন, জাতীয় ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, শ্রম বাজারে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যেম দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর। তিনি আরো বলে, বাংলাদেশে নারীরা রাজনীতি, প্রশাসন, বিচারবিভাগ, চিকিৎসা, প্রকৌশল, সামরিক বাহিনী, খেলাধুলা-সহ উন্নয়নের সর্ব ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। বক্তারা নারী উন্নয়নে তাদের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সমাবেশে আরো বক্তৃতা করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পারভীন আকতার, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান অধ্যাপক মমতাজ বেগম এডভোকেট-সহ মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ। সমাবেশে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, কন্যা শিশু এডভোকেসি ফোরাম, স্টেপ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, সেভ দ্য চিলড্রেন, গার্লস গাইড ও ইউসেফ-সহ বিভিন্ন সংগঠন।

#

আলমগীর/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯৪০ঘণ্টা

Handout Number: 816

**UNHC for Human Rights recognises Bangladesh’s achievement**

Dhaka, 5 March 2020:

The High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet acknowledged Bangladesh’s proven track record as a trusted partner of the United Nations and recognized it’s achievement of the Sustainable Development Goals as well as the government’s commitment to uphold the rule of law. She commended the Government’s efforts in hosting the forcibly displaced Rohingyas despite scarcity of resources. The High Commissioner profusely lauded, in particular, the Government for allowing education for the Rohingya children.

Michelle Bachelet made this comment during a meeting with the visiting State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam in Geneva, Switzerland yesterday.

State Minister said, Bangabandhu’s daughter Prime Minister Sheikh Hasina is committed to strengthen the roots of democratic norms, rule of law and respect for human rights in Bangladesh. 'Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, struggled for a secular and pluralistic society and, as we are celebrating his birth centenary, we have the opportunity to reflect on his values and ideals' he added.

Following up on the recent engagements at the high political level, the State Minister reiterated Bangladesh Government’s willingness to continue to work closely. Referring to the High Commissioner’s comment on Bangladesh during her recent global round up in the ongoing session of the Human Rights Council, he highlighted the risks associated when UN bodies use unconfirmed information. In order to avoid exaggeration, he urged the UN human rights chief to verify information received from alternative sources.

Bachelet accepted the State Minister’s invitation to visit Bangladesh in the context of the Mujib Year.

The State Minister was in Geneva in connection with the launch of the ‘Joint Response Plan for Rohingya Humanitarian Crisis’. He also met the UN High Commissioner for Refugees on Tuesday.

#

Tohidul/Anasuya/Parikshit/Shamim/2020/1641 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮১৫

**মুজিববর্ষে আইসিটি বিভাগ ‘হান্ড্রেডপ্লাস স্ট্র্যাটেজি’ গ্রহণ করেছে**

**-আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ ফাল্গুন (৫ মার্চ) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেছেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে ‘হান্ড্রেডপ্লাস স্ট্র্যাটেজি’ গ্রহণ করেছে। আইসিটি বিভাগ প্রতিটি কার্যক্রমে শতভাগ অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে বলে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, মুজিববর্ষের সময়সীমার মধ্যে নতুন ১০০টি নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা হবে। ১০০ জন স্টার্টআপকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। আইসিটি বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ সারা বছর অতিরিক্ত ১০০ ঘণ্টা কাজ করবেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি বিভাগের সভাকক্ষে ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আইসিটি সেক্টরে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে এক লক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে এবং পরবর্তীতে প্রতিবছর এক লক্ষ কর্মসংস্থান হবে। তিনি বলেন, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। তথ্যপ্রযুক্তি যেমন নারী পুরুষের সমতা নিশ্চিত করে তেমনি দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে। তিনি জানান বর্তমান সরকারের ‘বটম আপ এপ্রোচ’ পদ্ধতি অনুসরণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি-কৌশলের কারণে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৩৪তম। তিনি সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে প্রযুক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আইসিটি বিভাগের গৃহীত উদ্যোগ ও কার্যক্রমসমূহের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট ২০২০, জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের হলোগ্রাফিক প্রোজেকশন, অনলাইনে মুজিববর্ষ, মোবাইল গেইম ও অ্যাপ্লিকেশনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত উদ্যোগ, আইসিটি ডিভিশনের ১০০ প্লাস কৌশলগত পরিকল্পনা, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) এর দশ বছর   
উদ্‌যাপন উপলক্ষে মহাসম্মেলন আয়োজন, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০ আয়োজন বিষয়ে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন প্রতিমন্ত্রী।

এসময় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও এর অধীন সংস্থাসমূহের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শহিদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শামীম/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮১৪

**পাটখাতে অবদানের জন্য ১১ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করবে সরকার**

ঢাকা, ২১ ফাল্গুন (৫ মার্চ) :

পাট বিষয়ে গবেষণা, পাটের উৎপাদন, বহুমুখি পাটপণ্যের উৎপাদন, ব্যবহার ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে অবদানের জন্য সরকার ১১ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করবে বলে জানিয়েছেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীর প্রতীক। পাট গবেষণা, উদ্ভাবন, বীজ উৎপাদন, পাটপণ্য প্রস্তুত, রপ্তানি ও মহিলা উদ্যোক্তাসহ ১১ টি ক্যাটাগরিতে ১১ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হবে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ‘জাতীয় পাট দিবস ২০২০’ উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা বিবেচনায় পাটচাষীদের উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি পাট শিল্পের সম্প্রসারণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পাটের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ, পাট ক্রয়-বিক্রয় সহজিকরণের জন্য এসএমএসভিত্তিক পাট ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থাকরণ, কাঁচা পাট ও বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ, পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে প্রণোদনা ও অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধিকরণে সরকার ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। তিনি জানান, গত মৌসুমে দেশে ৭৪ দশমিক ৪৬ লক্ষ বেল কাঁচাপাট উৎপাদন হয়েছে। চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি পর্যন্ত পাট ও পাটজাত পণ্যে ৬১৬ দশমিক ২০ মিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আয় হয়েছে। এই আয় গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ২০ দশমিক ৮২ শতাংশ বেশি।

তিনি বলেন, পলিথিন ও প্লাস্টিকের অতি ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে বিকল্প হিসেবে প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহারে বিশ্বব্যাপী নতুন আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। পাটের তৈরি বহুমুখী পরিবেশবান্ধব নতুন পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পাটের গৌরব পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এর মাধ্যমে পাটপণ্যের বহুমুখীকরণ ও ব্যবহারের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বহুমুখী পাটজাত পণ্যের প্রায় ৭০০ উদ্যোক্তা ২৮২ প্রকার দৃষ্টিনন্দন পাটপণ্য উৎপাদন করছেন যার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে বলে তিনি এসময় উল্লেখ করেন।

ব্রিফিং-এ জানানো হয়, আগামী ৬ মার্চ ঢাকায় অফিসার্স ক্লাবে পাট দিবসের মূল অনুষ্ঠান এবং ৬-১০ মার্চ পাঁচদিনব্যাপী বহুমুখী পাট মেলা আয়োজিত হবে।

এ সময় বস্ত্র ও পাট সচিব লোকমান হোসেন মিয়া, পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এবারের জাতীয় পাট দিবসের শ্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে- ‘সোনালি আশেঁর সোনার দেশ, মুজিববর্ষে বাংলাদেশ’।

#

সৈকত/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শামীম/১৬৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮১১

**জাতীয় পাট দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২১ ফাল্গুন (৫ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৬ মার্চ ‘জাতীয় পাট দিবস ২০২০’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘জাতীয় পাট দিবস ২০২০’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। পাটখাতের সমৃদ্ধি সুসংহত করতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগ সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

পাট শিল্পের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি জড়িত। দেশীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সাথে মানানসই পাটজাত পণ্য দেশে ও দেশের বাইরে পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসাবে সমাদৃত। মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন। সে লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি রাষ্ট্রের উৎপাদন যন্ত্রের ওপর জনগণের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পাট ও বস্ত্রকল জাতীয়করণ করেন এবং পাট গবেষণায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। বর্তমান সরকার রাষ্ট্রীয় পাটকলসমূহের আধুনিকায়ন ও বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে পাটখাতের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফলে পাটখাত আবারও জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সক্ষমতা ফিরে পেতে শুরু করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব পণ্যের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পলিথিন ব্যাগের বিকল্প ‘সোনালী ব্যাগ’, ‘জিও জুট টেক্সটাইল’ সহ দেশে উদ্ভাবিত পাটজাত পণ্য বিশ্ব বাজারে অনন্য পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে সমাদৃত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারে পরিবেশবান্ধব পাটজাত পণ্যের চাহিদা সৃষ্টিতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। পাটজাত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করা হয়েছে। মুজিববর্ষে দেশের পাটখাতের উন্নয়নে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবে -এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘জাতীয় পাট দিবস -২০২০’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/অনসূয়া/সুবর্ণা/শামীম/২০২০/১১.০৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮০৭

**বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে অতিরঞ্জিত কিছু না করার আহ্বান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ উপহার দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শুধু মহান স্বাধীনতার স্থপতিই নন, তিনি একজন বিশ্ব নেতা। বঙ্গবন্ধুকে যারা হৃদয়ে ধারণ না করে তার ছবি অপব্যবহার করবে তাদের প্রতি সাবধানী উচ্চারণ করে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কেউ অতিরঞ্জিত কিছু করবেন না।

আজ রাজধানীর কাকরাইলস্থ হোটেল রাজমনি ঈশাখাঁ’র ব্যাঙ্কুয়েট হলে সার্ক চলচ্চিত্র সাংবাদিক ফোরাম- বাংলাদেশ এর উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ‘বঙ্গবন্ধু বাঙালির হাজার বছরের অনুপ্রেরণা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সার্ক চলচ্চিত্র সাংবাদিক ফোরাম- বাংলাদেশ’র সভাপতি ও বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সহ সভাপতি, রেদুয়ান খন্দকারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, সাবেক তথ্য ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ দিদার বখত প্রমুখ।

#

হাসান/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮০৬

**ড. কামাল চৌধুরীর সাথে কসোভো রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সাথে আজ তাঁর কার্যালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত কসোভোর রাষ্ট্রদূত এঁহবৎ টৎবুধ সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্যাপনের প্রস্তুতির নানা বিষয় নিয়ে তাঁরা মতবিনিময় করেন। দুই দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়ে আলোকপাত করে রাষ্ট্রদূত মুজিববর্ষ উদ্যাপনের বর্ণাঢ্য আয়োজনে কসোভোর অংশগ্রহণের বিষয়ে তাঁর সরকারের আগ্রহের কথা জানান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে কসোভোর জনগণকে জানানোর নানা উদ্যোগ সম্বন্ধেও সাক্ষাৎকালে আলোচনা হয়।

#

নাসরিন/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮০২

**পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বই আরো বেশি পড়তে হবে**

**- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, শুধু জ্ঞানার্জন নয়, সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে হলেও বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এর বিকল্প নেই। তাই একদিকে যেমন পাঠ্যপুস্তকের বই পড়তে হবে, তেমনি জ্ঞানার্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বই আরো বেশি করে পড়তে হবে। আজ যারা জ্ঞানী-গুণী ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন, তাঁরা সকলেই বেশি করে বই পড়েছেন, জ্ঞান চর্চা করেছেন। তাই নতুন প্রজন্মের উচিত আরো বেশি করে বই পড়া, জ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করা।

প্রতিমন্ত্রী আজ ময়মনসিংহ জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায়, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে ও ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সাত দিনব্যাপী (৪-১০ মার্চ) ময়মনসিংহ বিভাগীয় বইমেলা-২০২০ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মোঃ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ময়মনসিংহের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এ এইচ এম নোমান, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক কবি মিনার মনসুর, ময়মনসিংহ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জয়িতা শিল্পী, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সভাপতি ফরিদ আহমেদ প্রমুখ।

উল্লেখ্য, মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, গ্রামে গ্রামে পাঠাগার শীর্ষক স্লোগানকে সামনে রেখে সপ্তাহব্যাপী এ বইমেলা আয়োজিত হয়েছে।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী আজ ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে মুক্তাগাছা উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত মহান ভাষা আন্দোলন ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে ‘ভাষা ও পিতা’ শীর্ষক কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন।

#

ফয়সল/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৯৪

**৯ম বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমসের উদ্বোধন ১ এপ্রিল**

**- যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

আগামী ১ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ৯ম বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমসের পর্দা উঠবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গেমসের উদ্বোধন করবেন বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ গেমস আয়োজনের সাংগঠনিক কমিটির কো-চেয়ারম্যান মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল।

আজ পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি সম্মেলন কক্ষে ৯ম বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমসের সাংগঠনিক কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক কমিটির চেয়ারম্যান অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

সভা শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ গেমস দেশের সর্ববৃহৎ ক্রীড়া আসর। আর তাই মুজিব বর্ষে বাংলাদেশ গেমসকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। আগামী ১-১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমস আয়োজন করা হবে। গেমসটিতে এবার ৩১টি ডিসিপ্লিনে প্রায় ১২ হাজার ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করবে। দেশের ২০টি ভেন্যুতে ইভেন্টগুলো আয়োজিত হবে।

সভায় যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আখতার হোসেন, তথ্যসচিব কামরুন নাহার, বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের মহাসচিব শাহেদ রেজা-সহ বিভিন্ন উপকমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আগামী ১০ মার্চ অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সাংগঠনিক কমিটির পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে।

#

আরিফ বিল্লাহ/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৯৩

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ২২ মার্চ শুরু**

ঢাকা, ১৯ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামী ২২ মার্চ রবিবার সকাল ১১টায় মুজিববর্ষ-২০২০ উপলক্ষে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশন (একাদশ জাতীয় সংসদের ৭ম এবং ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ২য় অধিবেশন) আহ্বান করেছেন।

রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ অধিবেশন আহ্বান করেছেন।

জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের গণসংযোগ অধিশাখা-১ প্রেরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ এ তথ্য জানানো হয়।

#

তারিক/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৯১

**টাঙ্গাইলকে সাংস্কৃতিক নগরী হিসেবে গড়ে তোলা হবে**

**-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

টাঙ্গাইল, ১৯ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, টাঙ্গাইলে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা সর্বাধিক। টাঙ্গাইল থেকেই মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়েছিল।  এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নগরী হিসেবে টাঙ্গাইলকে বিশেষভাবে লালন ধারণ করেন এবং এ বিষয়ে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন। সাংস্কৃতিক নগরী হিসেবে গড়ে তোলার অংশ হিসেবে টাঙ্গাইলে একটি সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হবে এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার করা হবে। টাঙ্গাইলের শিল্প-সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু মাওলানা ভাসানী মিলনায়তন জরাজীর্ণ হওয়ায় এটিকে ভেঙ্গে নতুন করে নির্মাণ করা হচ্ছে। করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের মঞ্চ ও মিলনায়তন-সহ ক্লাবটির সংস্কার ও যুগোপযোগীকরণ করা হবে। এছাড়া পৌরউদ্যান ও শিল্পকলা একাডেমিতে মুক্তমঞ্চ স্থাপন করা হবে। মোদ্দাকথা, সাংস্কৃতিক নগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে যা যা করণীয় তার সবই করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ টাঙ্গাইল পৌরউদ্যানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে টাঙ্গাইল সাধারণ গ্রন্থাগারের আয়োজনে বাংলাদেশ ও ভারতের কবিদের অংশগ্রহণে তিন দিনব্যাপী (৩-৫ মার্চ) ‘৫ম বাংলা কবিতা উৎসব ২০২০’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসক ও টাঙ্গাইল সাধারণ গ্রন্থাগারের সভাপতি মোঃ শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে উৎসব উদ্বোধন করেন টাঙ্গাইল জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য ফজলুর রহমান খান ফারুক।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী, ভারতের কবি অমৃত মাইতি, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সহ-সভাপতি খান মাহবুব প্রমুখ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন খন্দকার আশরাফুজ্জামান স্মৃতি। স্বাগত বক্তৃতা করেন মাহমুদ কামাল।

#

ফয়সল/মাহমুদ/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৯৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৮৯

বিএনপি’র মোদি বিরোধিতার জবাবে তথ্যমন্ত্রী

**মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদানের জন্য ভারত সরকারপ্রধানকে মুজিববর্ষে আমন্ত্রণ**

ঢাকা, ১৯ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে অন্য কোনো দেশের যদি এককভাবে সবচেয়ে বেশি অবদান থাকে, সেটি হচ্ছে ভারত এবং ভারতের জনগণ। মুক্তিযুদ্ধে এবং বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার জন্য ভারতের যে অবদান, সে সমস্ত বিবেচনাতেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে মুজিববর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।’

আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে আগামী ১৭ মার্চ মুজিববর্ষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ‘নরেন্দ্র মোদি’র আগমন নিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর উত্থাপিত প্রশ্ন এর বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবের এই ধরণের প্রশ্ন উপস্থাপন করার দু’টি উদ্দেশ্য আছে উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘একটি হচ্ছে তাদের রাজনীতির মূল প্রতিপাদ্য ভারত বিরোধিতার ধারাবাহিকতা রক্ষা, আরেকটি হচ্ছে বাংলাদেশে যে বিশ্বে উদাহরণযোগ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রয়েছে, তার বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়া। আমি আশা করবো, তারা সেই পথ পরিহার করবেন। মনে রাখতে হবে, যখনই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টা হয়েছে, তখনই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার তা কঠোর হস্তে দমন করেছে।’

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, ‘বাংলাদেশে এখন মুজিববর্ষকে সামনে রেখে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। মানুষ উন্মুখ হয়ে বসে আছে। এখানে ভারতের অংশগ্রহণ তথা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মান্যবর প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

এ সময় ‘বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে শিল্প হিসেবে গ্রহণ করার জন্য একটি উকিল নোটিশে’র বিষয়ে মন্তব্য চাইলে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বেসরকারি টেলিভিশনের যাত্রাটাই শুরু হয়েছে বাংলাদেশে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। বাংলাদেশে এর আগে প্রাইভেট টেলিভিশন চ্যানেল ছিল না। গত এগারো বছরে এ সেক্টরে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। ১০টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ছিল, সেখান থেকে এখন ৩৪টি চ্যানেল চালু রয়েছে, সরকার ৪৫টির লাইসেন্স দিয়েছে।’

‘শুধু তাই নয়,মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেবার পর থেকেই বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর নানাবিধ সমস্যা সমাধানে আমরা দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছি’ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, কারণ এ চ্যানেলগুলো শুধু বিনোদনই দেয় না, দেশ, জাতি ও সমাজ গঠনে, নতুন প্রজন্মের মনন গঠনে, সমাজের তৃতীয় নয়ন খুলে দেয়া ও ভুলত্রুটি তুলে ধরার ক্ষেত্রে এ টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর ব্যাপক অবদান রয়েছে। ক্রমিকের বিষয়ে কেব্‌ল অপারেটরদের হাতে জিম্মিদশা থেকে বেসরকারি টেলিভিশনগুলোকে মুক্ত করা হয়েছে,  যেটি ১২ বছরে সম্ভবপর হয়নি, সেটি আমরা ৬ মাসে করতে সক্ষম হয়েছি। অবৈধ ডিটিএইচের মাধ্যমে বিদেশি অনেক টেলিভিশন চ্যানেল দেখানো হচ্ছিল। এই অবৈধ সংযোগের বিরুদ্ধে আমরা ইতোমধ্যেই অভিযান পরিচালনা করেছি। দেশের প্রচুর বিজ্ঞাপন বিদেশে চলে যাচ্ছিল, সেটিও রোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা কেব্‌ল অপারেটিং সিস্টেম ডিজিটাল করার উদ্যোগ নিয়েছি, যদিও কেব্‌ল অপারেটররা আমাদের দেয়া সময়সীমার মধ্যে করতে পারেনি। এবিষয়ে আমরা আরো কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছি, যাতে খুব সহসাই কেব্‌ল অপারেটিং সিস্টেমটা ডিজিটাল হয়। অর্থাৎ এখানে একটি শৃঙ্খলা স্থাপন করার জন্য আমরা প্রথম থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং আপনাদের সহযোগিতাও পাচ্ছি।’

#

**আকরাম**/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৮৬

**K‡ivbv fvBivm wb‡q AvZ‡¼i KviY †bB**

**-- ¯^v¯’¨gš¿x**

ঢাকা, ১৯ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

¯^v¯’¨ I cwievi Kj¨vY gš¿x Rvwn` gv‡jK e‡j‡Qb, K‡ivbv fvBivm †gvKvwejvq †`‡ki me †Rjvq wmwfj mvR©b‡`i gva¨‡g nvmcvZvj e¨e¯’vcbv cÖ¯‘Z ivLv n‡q‡Q| cÖwZwU miKvwi I †emiKvwi nvmcvZv‡j Avjv`v AvB‡mv‡j‡UW BDwbU cÖ¯‘Z ivLv n‡q‡Q| wPwKrmK, bvm©‡`i cÖwkwÿZ Kiv n‡q‡Q| K‡ivbv mbv³Ki‡Yi Rb¨ ch©vß wKUm ivLv Av‡Q| Gi cvkvcvwk †`‡ki cÖwZwU †Rjvi †Rjv cÖkvmK Ges Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©v‡`i †bZ…‡Z¡ K‡ivbv fvBivm †gvKvwejvq 10 m`m¨ wewkó Avjv`v 2wU KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q| GgbwK, Avgvi (¯^v¯’¨gš¿x) mfvcwZ‡Z¡ I gwš¿cwil` mwPe, gyL¨ mwPe, Ab¨vb¨ wmwbqi mwPe-mn wek^ ¯^v¯’¨ ms¯’v, GwWwe, BDwb‡md, Iqvì© e¨vsK, BDGmGBW Gi cÖwZwbwaeM©‡`i mgš^‡q 31 m`m¨ wewkó GKwU kw³kvjx KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q| myZivs K‡ivbv fvBivm wb‡q AvZ‡¼i †Kv‡bv KviY †bB| †`‡k †Kv‡bv Kvi‡Y K‡ivbv fvBivm P‡j G‡jI Zv eo †Kv‡bv ÿwZ Ki‡Z cvi‡e bv|

AvR gš¿Yvj‡qi mfv K‡ÿ ¯^v¯’¨ gš¿Yvjq Av‡qvwRZ K‡ivbv fvBivm wel‡q evsjv‡`‡ki cÖ¯‘wZ wb‡q Av‡qvwRZ msev` m‡¤§j‡bi weªwdsKv‡j gš¿x Gme K\_v e‡jb|

K‡ivbv fvBivm Gi Rb¨ gywRee‡l©i Abyôvb evwZj Kiv n‡e wK bv, R‰bK mvsevw`‡Ki Ggb cÖ‡kœi DË‡i ¯^v¯’¨gš¿x e‡jb, Ôe½eÜy Rb¥kZevwl©Kx 100 eQ‡i Avgiv GKeviB cv‡ev| †h‡nZz †`‡k GLb ch©šÍ GKRbI K‡ivbv fvBivm †ivMx cvIqv hvqwb, Kv‡RB K‡ivbv fvBiv‡mi Kvi‡Y e½eÜzi Rb¥kZevwl©Kx cvj‡bi †Kv‡bv Abyôvb eÜ \_vK‡e bv|Õ

weªwdsKv‡j ¯^v¯’¨ †mev wefv‡Mi mwPe †gvt Avmv`yj Bmjvg; ¯^v¯’¨, wkÿv I cwievi Kj¨vY wefv‡Mi mwPe †gvt Avjx b~i; ¯^v¯’¨ Awa`ß‡ii gnvcwiPvjK Aa¨vcK Wv. Aveyj Kvjvg AvRv`; †ivMZË¡, †ivM wbqš¿Y I M‡elYv Bbw÷wUDU (AvBBwWwmAvi) Gi cwiPvjK-mn wewfbœ `ß‡ii mswkøó EaŸ©Zb Kg©KZ©viv Dcw¯’Z wQ‡jb|

#

gvB`yj/gvngy`/mÄxe/†iRvDj/2020/1840 NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৭৭৭

**বছরব্যাপী মুজিববর্ষ ঘোষণা করলো ওয়াশিংটন ডি সি**

ওয়াশিংটন ডিসি, ৩ মার্চ ২০২০

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডি সি’র মেয়র আগামী ১৭ই মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত বছরব্যাপী মুজিববর্ষ ঘোষণা করেছেন।

ওয়াশিংটন ডি সি’র মেয়র মুরিয়েল বোসার এই বিশেষ দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে আজ এক ঘোষণাপত্র জারি করেন।

ঘোষণাপত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর ‘বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক, সহিষ্ণু, বহুদলীয় ও মধ্যপন্থী দেশ’ হিসেবে বর্ণনা করে বলেছে দেশটির সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’য় রূপান্তর ও বিকশিত হচ্ছে। ঘোষণায় আরো বলা হয়, ওয়াশিংটন ডি সি’র সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে বাংলাদেশ দূতাবাস অবদান রেখে চলেছে।

#

শামীম/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১০.১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৬২

**মুজিববর্ষে ৫০ লাখ নারীকে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা হবে**

**-- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ ফাল্গুন (১ মার্চ) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, জাতির পিতা দেশ স্বাধীনের পরপরই সংবিধানে  নারীর অধিকার ও সমতা নিশ্চিত করেন। বর্তমান সরকারই এ দেশে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে কল্যাণকর বিভিন্ন আইন ও নীতি প্রণয়ন করেছে। এ সময় তিনি আরো বলেন, মুজিববর্ষে ৫০ লাখ প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত নারীকে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা হবে।

আজ ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে আগামী ৯ থেকে ২০ মার্চ নিউইয়র্কে জাতিসংঘের উদ্যোগে কমিশন অন দ্য স্টাটাস অভ্ উইমেন এর ৬৪ তম অধিবেশনের মূল আলোচ্য বিষয় “Review and appraisal of the implementation of Beijing Declaration and Platform for Action” বিষয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইউএন উইমেন বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার গত ১০ বছরে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্য  নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কর্মসংস্থান, সমতা প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য হ্রাসের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে যার ফলে সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষে।

সভায় কমিশন অন দ্য স্ট্যাটাস অভ্ উইমেনের ৬৪তম সভায় আলোচিত হতে যাওয়া বেইজিং প্লাটফর্ম ফর একশনের ফলাফল, নারীর অন্তর্ভুক্তিমুলক উন্নয়ন, শোভন কর্মপরিবেশ, দারিদ্র্য হ্রাস, সহিংসতা প্রতিরোধ, সর্বস্তরে নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর সমতা অর্জন বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া বেইজিং ঘোষণা পরবর্তী ২৫ বছরে দেশে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের চিত্র তুলে ধরা হয়।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউএন উইমেনের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ শোকো ইশিকাওয়া ও দিপ্ত ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জাকিয়া কে হাসান। সভায় বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

#

আলমগীর/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৩০ ঘণ্টা

Handout Number : 751

**Foreign Minister inspects the Bangladesh Embassy in Paris**

Dhaka, 29 February:

Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen paid a visit to the Bangladesh Embassy in Paris yesterday. During the visit, Dr. Momen inspected the Embassy's consular service facilities and talked to the present service seekers to get firsthand knowledge on the quality of service provided by the Embassy. He was also updated on the Paris Embassy's preparedness for the celebration of the Birth Centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Later, he attended a Reception held in his honour by the Jalalabad Association of Paris where two Mayors and a handful of councilors from various French cities were also in attendance to exchange views on various contemporary global issues. The French representatives were fulsome in praising Bangladesh Government for its proactive role to promote climate change related issues and adopting innovative approaches to combat the menace of climate change.

#

Tohidul/Nice/Sanjib/Abbas/2020/2110 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৫৪

**সকলে মিলে কাজ করলে বাংলাদেশের পরিবেশ হবে বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ**

**---পরিবেশ ও বন মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ ফাল্গুন (২৯ ফেব্রুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, বর্তমান সরকার পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি বাস্তবায়ন করছে। গত এক বছরে ক্ষতিকর ধোঁয়া নিঃসরণকারী প্রায় ৫ শত অবৈধ ইটভাটা ও কারখানা ধ্বংস করা হয়েছে। ক্ষতিকর ধোঁয়া নিঃসরণকারী যানবাহনের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন,  ইটভাটার দূষণ থেকে স্থায়ীভাবে মুক্তির জন্য ইটের বিকল্প ব্লকের ব্যবহার শুরু করা হচ্ছে। সকল কারখানায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকারের সাথে সকলে মিলে দূষণ রোধে কাজ করলে আমরা ফিরে পাবো বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক পরিবেশ সমৃদ্ধ সুজলা, সুফলা, শস্য, শ্যামলা সোনার বাংলাদেশ ।

মন্ত্রী আজ ধামরাইয়ের আলাদিনস পার্কে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় আয়োজিত বার্ষিক বনভোজন-২০২০ এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।  
  
 মন্ত্রী বলেন, অন্যতম দূষণকারী পলিথিন ও প্লাস্টিকের বর্জ্য রিসাইক্লিংয়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মন্ত্রী জানান, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে মুজিববর্ষে দেশের ৪শত ৯২টি উপজেলায় একযোগে শতলক্ষ গাছের চারা রোপণ করা হবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশ ঠিক করলেই হবে না। মনোজাগতিক দূষণ রোধে সন্তানদের সাহিত্য চর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করাতে হবে।

#

দীপংকর/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৫৬

**বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রজন্মের কাছে রেখে যেতে হবে**

**-- অর্থমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ ফাল্গুন (২৯ ফেব্রুয়ারি) :

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, মুজিববর্ষ ভিক্টোরিয়ান্স ক্রিকেট টি-২০ টুর্নামেন্টের আয়োজনটি একটি আদর্শকে উপস্থাপন করা, আদর্শটি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ। বঙ্গবন্ধু  শেখ  মুজিবুর  রহমানের আদর্শ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে  রেখে  যেতে  হবে। এজন্যই বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে  মুজিববর্ষ  ভিক্টোরিয়ান্স  ক্রিকেট টি-২০ টুর্নামেন্টের  আয়োজন করা হয়েছে।

আজ কুমিল্লার লালমাইস্থ শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে মুজিববর্ষ ভিক্টোরিয়ান্স ক্রিকেট   
টি-২০ টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উল্লেখ্য, গত ২৫ জানুয়ারি এ টুর্নামেন্টের ফাইনালে অংশগ্রহণ করে বরুড়া ও মনোহরগঞ্জ উপজেলা দল। মনোহরগঞ্জ উপজেলা দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

#

গাজী তৌহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৭৪৬

**মুজিববর্ষে বাংলাদেশ হবে উন্নত, সমৃদ্ধ দেশ**

**---পানিসম্পদ উপমন্ত্রী**

ঢাকা, 1৫ ফাল্গুন (২৮ ফেব্রুয়ারি) :

পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেছেন, মুজিববর্ষে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ দেশ। সেই লক্ষ্যে সরকার দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করে চলেছে।

আজ নড়িয়া-জাজিরা সড়কের নড়িয়া পৌরসভা বাজার অংশের ৩৯০ মিটার সড়ক নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী বলেন, পদ্মা নদীর ভাঙন রোধে বাঁধের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। ২০১৮ সালে পদ্মার ভাঙনে ৫ হাজার পরিবার গৃহহীন হয়েছিল। গত বছর পদ্মা নদীর ভাঙন আমরা ঠেকাতে পেরেছি। গত বর্ষা মৌসুমের শেষের দিকে ১২টি বাড়ি আকস্মিকভাবে ভাঙনের কবলে পড়েছিল। এ বছর নদী ভরাট করে ওই জমি ভাঙন কবলিতদের মাঝে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভাঙন রোধে নড়িয়া-সহ শরীয়তপুরে নতুন আরো দুটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, যাতে পদ্মা পাড়ের মানুষ ভাঙনের কবলে পড়ে ভিটে বাড়ি না হারায়।

এর আগে উপমন্ত্রী পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন।

#

আসিফ/ফারহানা/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৩৩

**নভেম্বরের মধ্যে লক্ষ্মীপুরে ‘মুজিববর্ষ স্মারক গুচ্ছগ্রাম’**

**- ভূমিমন্ত্রী**

ঢাকা,১৪ **ফাল্গুন (২৭ ফেব্রুয়ারি) :**

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত লক্ষ্মীপুরের চর পোড়াগাছায় একটি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত মুজিববর্ষ স্মারক গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করে তার প্রবেশ পথে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে। নভেম্বরের মধ্যেই রামগতি উপজেলার পোড়াগাছা গুচ্ছগ্রাম এলাকায় বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ ও উন্নতমানের গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করা হবে।

আজ বৃহস্পতিবার ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার পোড়াগাছা গুচ্ছগ্রামে ‘বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ ও আপগ্রেডেড গুচ্ছগ্রাম নির্মাণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি’র সুপারিশমালা, প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান, ত্রিমাত্রিক নকশা এবং স্বতন্ত্র বাড়ির নকশা বাস্তবায়নের বিষয়ক সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন।

সাইফুজ্জামান চৌধুরী জানান, বঙ্গবন্ধু স্মারক গুচ্ছগ্রামের অভ্যন্তরে স্থানীয় জনগণের চলাচলের জন্য পাকা রাস্তা নির্মাণ করা হবে। গ্রামের এক প্রান্তে একটি শিশু পার্কের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি চিন্তা করে একটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা রাখা হয়েছে।

গুচ্ছগ্রামের বর্তমান মডেলের পরিবর্তে ভূমি মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধু স্মারক গুচ্ছগ্রামের মডেলটি ভবিষ্যতে প্রণিতব্য ডিপিপি’তে  অন্তর্ভুক্ত করে  দেশব্যাপী আধুনিক গুচ্ছগ্রাম সৃজনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান মন্ত্রী।

ভূমিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাটির সঞ্চালনা করেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারী। বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী সংসদ সদস্য এ. কে. এম. শাহজাহান কামাল, সাবেক পাট ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী সংসদ সদস্য মেজর (অব.) আবদুল মান্নান সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. আবদুল মান্নান, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ তসলীমুল ইসলাম, লক্ষীপুরের জেলা প্রশাসক অঞ্জন চন্দ্র পালসহ ভূমি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সহ লক্ষীপুরের কয়েকজন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ অন্যান্যদের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

নাহিয়ান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২০/১৬৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯৮

**গৃহহীন পরিবারকে দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ করে দেবে সরকার**

**- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ ফাল্গুন (২৪ ফেব্রুয়ারি) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, আগামীতে বাংলাদেশে কোনো গৃহহীন থাকবে না। প্রত্যেক গৃহহীন পরিবারকে দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ করে দেবে সরকার। যাদের জমি নেই তাদেরকে সরকার জমির ব্যবস্থা করে দেবে এবং সেই জমিতে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হবে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশের প্রতিটি গ্রামের একটি দরিদ্র পরিবারকে একটি করে দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হবে। পর্যায়ক্রমে সারা দেশে ৬০ লাখ দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ করে দেবে সরকার।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অভ্ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি-এর শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ প্রতিবেদন উপস্থাপনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, দেশের টেকসই উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকার সারা দেশে ব্রিজ, কালভার্ট, রাস্তা যেখানে যা প্রয়োজন নির্মাণ করে দিবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ভবিষ্যতে কোনো বাঁশের সাঁকো থাকবে না, সেখানে পাকা ব্রিজ করে দেওয়া হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মহসীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ শাহ কামাল।

#

সেলিম/ইসরাত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯৭

**ড. কামাল চৌধুরীর সাথে ভারতীয় হাই কমিশনারের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১১ ফাল্গুন (২৪ ফেব্রুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সাথে আজ তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাস।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ১৭ই মার্চ ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি নিয়ে মতবিনিময় করেন। মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের বর্ণাঢ্য এই আয়োজনে ভারতের অংশগ্রহণের বিষয়ে হাই কমিশনার তাঁর সরকারের আগ্রহের কথা জানান।

#

লিপি/ফারহানা/রাহাত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯৫

**‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে**

**বীর মুক্তিযোদ্ধাদের টার্মিনাল চার্জ ও লঞ্চঘাটের প্রবেশ ফি মওকুফ**

ঢাকা, ১১ ফাল্গুন (২৪ ফেব্রুয়ারি) :

‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে আগামি ১৭ মার্চ হতে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য ফেরিঘাটে টার্মিনাল চার্জ ও লঞ্চঘাটের প্রবেশ ফি মওকুফ করেছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার নৌপথে চলাচল সহজতর করার লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিআইডব্লিউটিএ’র নিয়ন্ত্রণাধীন সকল ফেরিঘাটে টার্মিনাল চার্জ, সকল প্রকার লঞ্চঘাটের প্রবেশ ফি যথাযথ পরিচয়পত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে পরবর্তী আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত মওকুফ করা হয়েছে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আজ এ সংক্রান্ত এক অফিস আদেশ জারি করেছে।

**#**

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শা*মীম/২০২০/১৫৪৩ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯২

**যথাযথভাবে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন করতে**

**পৌর মেয়রদের প্রতি আহ্বান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম যথাযথভাবে মুজিববর্ষ পালনে পৌর মেয়রদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে পৌরসভার প্রশাসনিক এবং উন্নয়ন কাক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সংক্রান্ত এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান। এতে ঢাকা বিভাগের ৬৩ জন পৌর মেয়র অংশগ্রহণ করেন।

সভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে পৌরসভাসমূহকে যে সকল নির্দেশনা প্রদান করা হয় তা হলো সকল পৌরসভায় দৃশ্যমান এলাকায় এলইডি ডিসপ্লে স্থাপনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ছবি/ভাষণ/উক্তি/ঘটনা বছরব্যাপী প্রদর্শন করা, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন, ওয়ার্ডগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ইনোভেটিভ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ। এছাড়া পৌরকর নির্ধারণ, পৌর কর আদায়, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

পৌর মেয়রগণ এসময় বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কথা মন্ত্রীর নিকট তুলে ধরেন। মন্ত্রী তাদের কথা ও দাবি দাওয়ার বিষয়গুলো ধৈর্য্য ধরে শুনেন এবং পর্যায়ক্রমে তা সমাধানের আশ্বাস দেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ঢাকা বিভাগের পৌর মেয়ররা উপস্থিত ছিলেন।

#

হাসান/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৮

**সেবাবর্ষে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে গ্রাহক গ্রাহক সন্তুষ্টিতে অবদান রাখুন**

**- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, সেবাবর্ষে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে গ্রাহক সন্তুষ্টিতে অবদান রাখুন। মুজিববর্ষকে বিদ্যুৎ বিভাগ সেবাবর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। দৈনিক এক ঘণ্টা করে বেশি কাজ করবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বিদ্যুৎ ভবনে ‘ডিপিডিসি’র বঙ্গবন্ধু কর্নার এবং গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রি-পেইড মিটার রিচার্জের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা আধুনিক করতে হবে। প্রি-পেইড মিটার গ্রাহক হয়রানি হ্রাস করে এবং গ্রাহকের অর্থের সাশ্রয় ঘটায়। বর্তমানে ৩ কোটি ৬২ লাখ গ্রাহকের মধ্যে মাত্র ৩৩ লাখ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের গতি বাড়ানো প্রয়োজন। ব্লকচেইন প্রযুক্তি অধিকার নিরাপদ এবং ডিজিটাল প্রতারণা রোধ করে। এসব নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে দপ্তর পরিচালনা কার্যক্রম বাড়ানো প্রয়োজন এবং প্রয়োজন হলে গ্রাহকদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। এভাবে সম্মিলিত উদ্যোগে মুজিববর্ষের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব ড. সুলতান আহমেদ ও ডিপিডিসি’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকাশ দেওয়ান বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/নাইচ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৭৩

**স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে স্কাউটরা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে**

**-- ভূমিমন্ত্রী**

কক্সবাজার,৯ **ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :**

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, যা সারা পৃথিবীতে এখন অনুকরণীয়। এই পথচলায় স্কাউটরা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে বলে আমার বিশ্বাস।

ভূমিমন্ত্রী আজ কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার সাবরাং ট্যুরিজম পার্কে '২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্প'-এর মহা তাঁবু জলসা ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, 'উন্নয়নে এগিয়ে' এই প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে স্কাউটদের জন্য এই ক্যাম্প হবে সুন্দর, আদর্শ, দেশপ্রেমিক সুনাগরিক তৈরির পাথেয়। এ সময় ‘ভূমি সেবা সপ্তাহ এবং ভূমি উন্নয়ন কর মেলা, ২০১৯'-এর বিভিন্ন কার্যক্রমে স্কাউটদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে তিনি বাংলাদেশ স্কাউটকে ধন্যবাদ দেন। এছাড়াও মুজিববর্ষে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে যেতে স্কাউটদের আহ্বান জানান ভূমিমন্ত্রী।

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান এবং ক্যাম্প-এর সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ থেকে শুরু হওয়া ২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্পে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত স্কাউট ছাড়াও যুক্তরাজ্য, নেপাল ও ভারতের স্কাউটরা অংশগ্রহণ করেন।

#

নাহিয়ান/রাহাত/মোশারফ/সেলিম*/২০২০/২২৫০ ঘণ্টা*

তথ্যববিরণী নম্বর : ৬৭১

**একশত দেশের অংশগ্রহণে ১৯তম দ্বি-বার্ষিক এশীয় চারুকলা**

**প্রদর্শনী ২০২০ আয়োজনের চেষ্টা চলছে**

**-সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিবশতবর্ষ' উপলক্ষে সারাবিশ্বের একশত দেশের অংশগ্রহণে আগামী ১৯তম এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী ২০২০ আয়োজন করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। তাছাড়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ বইমেলা ফ্রাঙ্কফুট আন্তর্জাতিক বইমেলার আগামী আসরে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের পরিসর চারগুণ বৃদ্ধি করা হবে। একইসঙ্গে আগামী ৫৯তম দ্বি-বার্ষিক ভেনিস আন্তর্জাতিক আর্ট বিয়েনালেও বাংলাদেশের অংশগ্রহণের মাত্রা আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ সন্ধ্যায় রাজধানীর ধানমন্ডির এডওয়ার্ড এম কেনেডি (ইএমকে) সেন্টারে নিউইয়র্ক প্রবাসী চিত্রশিল্পী খুরশিদ আলম সেলিমের 'স্পিড অভ্ কালার' শীর্ষক ৭৪তম চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক শিল্পাঙ্গনে এবং সমকালীন চিত্রকলায় বাংলাদেশের একজন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী খুরশিদ আলম সেলিম যাঁর কাজের মূল জায়গা বিমূর্ত শিল্পকর্ম। এটি ৭০ বছর বয়সে তাঁর ৭৪তম একক চিত্রপ্রদর্শনী। তাঁর চিত্রকর্ম জুড়ে রয়েছে প্রকৃতির বন্দনা। প্রকৃতি ও এর বহুমাত্রিক প্রকাশ সেলিমের শিল্পের অনুপ্রেরণা। শিল্পের প্রতি তাঁর যে একাগ্রতা ও নিবিষ্টতা, তরুণ চিত্রশিল্পীদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে শিক্ষণীয় ও অনুপ্রেরণাদায়ক।

#

ফয়সল/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৬৯

**মুজিব জন্মশতবর্ষে শতলক্ষ গাছের চারা রোপণ করা হবে  
 -- পরিবেশ মন্ত্রী**

মৌলভীবাজার, ৯ **ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :**

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, সরকার বায়ু, পানি, মাটি ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আন্তরিকভাবে কাজ করছে। তিনি বলেন, পরিবেশ সুরক্ষায় অধিক পরিমাণে বৃক্ষ রোপণের অংশ হিসেবে সরকার 'মুজিবশতবর্ষ' উপলক্ষে শতলক্ষ গাছের চারা রোপণ করবে। ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৯২টি উপজেলায় গাছের চারা রোপণের যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী আজ মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার দুটি উচ্চ বিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পড়াশোনা করার আহ্বান জানিয়ে পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, পর্যায়ক্রমে সকল একাডেমিক ভবনই পাকা করার ব্যবস্থা করা হবে।

#

দীপংকর/নাইচ/মোশারফ/সেলিম*/২০২০/২০২৫ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৬১

**ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে অনিয়ম সহ্য করা হবে না**

**-- ভূমিমন্ত্রী**

কক্সবাজার, ৯ **ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :**

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, পর্যটন শিল্পের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কক্সবাজার-সহ দেশের কোথাও ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে কোন ধরনের অনিয়ম সহ্য করা হবে না।

আজ কক্সবাজার জেলার হিল-ডাউন সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভায় ভূমিমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী বলেন, সরকার অনলাইনের মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করছে। এছাড়া বাড়ি বাড়ি গিয়ে অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

এ সময় ভূমি সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ ভূমি সেবা হটলাইন ১৬১২২ নম্বরে কল করে ভূমি বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য এবং ভূমিসংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ দায়ের করার জন্য সবাইকে পরামর্শ দেন ভূমিমন্ত্রী।

আগামী ১৭ মার্চ থেকে নামজারির জন্য কোন ম্যানুয়াল আবেদন গ্রহণ করা হবে না। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের বছরই ভূমি অফিসে নামজারির আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সরকার বদ্ধপরিকর - দৃঢ়তার সাথে সাইফুজ্জামান চৌধুরী এ প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১ জুলাই এ আনুষ্ঠানিকভাবে সারা দেশের ৪৮৫টি উপজেলা ভূমি অফিস ও সার্কেল অফিসে এবং ৩৬১৭ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ই-নামজারি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। কিছু কিছু অঞ্চলে ইন্টারনেট সংযোগ ও বিদ্যুৎ সংযোগ অপ্রতুল হবার কারণে অনলাইনের বদলে ম্যানুয়াল আবেদনপত্র (কাগজে) গ্রহণ করা হচ্ছে। যেসব ভূমি অফিসে এখনও বিদ্যুৎ সুবিধা অপ্রতুল সেসব অফিসে সৌরবিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন করে ই-নামজারি চালু করা হবে।

#

নাহিয়ান/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম*/২০২০/১৮০০ ঘণ্টা*

তথ্যববিরণী নম্বর : ৬৫৮

**দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার স্থাপন করা হবে**

**----প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

চিলমারী (কুড়িগ্রাম), **৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি)** :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শহিদ মিনার  এবং বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার স্থাপন  করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলা সদরে মুদাফৎ থানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আকস্মিক পরিদর্শনকালে একথা বলেন।

  প্রতিমন্ত্রী বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ ঘুরে দেখেন এবং শিক্ষার্থীদের বাংলা বই পড়তে বলেন। তিনি বলেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর বাংলা পঠন দক্ষতা শতভাগে উন্নীত করা হবে।

#

রবীন্দ্রনাথ/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৪৬

**খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমেই শিক্ষা পূর্ণতা পায়**

**- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা পূর্ণতা পায় না। এর সঙ্গে প্রয়োজন খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার সমন্বয় ঘটানো। আর এর মাধ্যমেই একজন শিক্ষার্থী পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর নটরডেম কলেজ প্রাঙ্গণে নটরডেম নাট্যদল আয়োজিত ‘10th Notre Dame Carnival: The Rejuvenation 2020’ শীর্ষক নাট্যোৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও সি এসসি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন নাট্যজন ড. ইনামুল হক ও সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আজিজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাট্যজন ঝুনা চৌধুরী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নটরডেম নাট্যদলের প্রতিষ্ঠাতা ও দৈনিক অধিকার এর সম্পাদক মোঃ তাজবীর হোসাইন এবং নাট্যোৎসব পরিচালনা পরিষদের সভাপতি সায়ন্ত সরকার। স্বাগত বক্তৃতা করেন নটরডেম নাট্যদলের মডারেটর মোঃ আক্তারুজ্জামান।

পরে প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা প্লাজায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ আর্টিস্ট গ্রুপের আয়োজনে ৫১ জন চিত্রশিল্পীর বাছাইকৃত শিল্পকর্ম নিয়ে মুক্তির দূত-২ শীর্ষক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

#

ফয়সল/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/২১৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬২৮

**বাংলাদেশ সফরে আসছেন ইউনিডো মহাপরিচালক**

ঢাকা,৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

বাংলাদেশ সফরে আসছেন জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থার (ইউনিডো) মহাপরিচালক LI Yong। তিনি আগামী ৩-৫ মার্চ বাংলাদেশ সফর করবেন। বাংলাদেশ মিশন, ভিয়েনা এবং ইউনিডো ঢাকা কার্যালয় এটি নিশ্চিত করেছে।

বাংলাদেশ সফরে লি ইয়ং পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন। ইউনিডো’র কর্মসূচি, অংশীদারিত্ব ও মাঠ অঙ্গীভূতকরণ বিভাগের পরিচালক Zou Ciyong, কৃষিভিত্তিক ব্যবসা বিভাগের পরিচালক TEZERA Dejene, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রোগ্রাম অফিসার Prakash Mishra এবং ইউনিডো’র বাংলাদেশ কান্ট্রি প্রধান Zaki Uz Zaman প্রতিনিধিদলে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

আগামী ৩ মার্চ সকালে তাঁর ঢাকায় পৌঁছার কথা। মুজিববর্ষ উপলক্ষে তিনি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করবেন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে সফরসূচি শুরু করবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে। এছাড়া, তিনি শিল্প, পররাষ্ট্র, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, অর্থ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হবেন। তিনি টেক্সটাইল, শিপবিল্ডিং, ফার্মাসিউটিক্যাল-সহ বাংলাদেশের উদীয়মান শিল্পখাত সম্পর্কে সরেজমিনে ধারনা নেবেন। এছাড়া তিনি বিএসটিআই পরিদর্শন করবেন এবং প্রতিষ্ঠানের মেট্রোল্যাব ফ্যাসিলিটি ঘুরে দেখবেন।

সফরকালে তিনি ফেডারেশন অভ্ চেম্বার অভ্ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) আয়োজিত ‘বাংলাদেশের শিল্পখাত এবং জনশক্তির ওপর চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাব’ শীর্ষক কী-নোট বক্তব্য উপস্থাপন করবেন।

ইউনিডো’র মহাপরিচালক ৬ মার্চ ভোরে ভিয়েনার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগের কর্মসূচি রয়েছে।

#

জলিল/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬২৫

**জুন মাস থেকে ভূমি সেবা দানকারী সকল সংস্থা একই ছাদের নিচে**

ঢাকা,৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সেবা দানকারী সকল দপ্তর ও সংস্থাকে একই ছাদের নিচে এনে জনগণকে ‘এক জায়গায় সকল সেবা’ (One Stop Service) প্রদানের জন্য ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় নির্মাণাধীন ‘ভূমি ভবন কমপ্লেক্স’ এ বছরের জুন মাস থেকে দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীকে তেজগাঁওয়ে ‘ভূমি ভবন কমপ্লেক্স’ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক আজ এ তথ্য জানান।

এ সময় মুজিববর্ষ উপলক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ভূমি সংস্কারক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভূমি ভবনে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপনের ঘোষণা দেন ভূমিমন্ত্রী।

‘ওয়ান স্টপ সার্ভিস’ কার্যক্রম পরিচালনা করলে 'ভূমি সেবা হচ্ছে ডিজিটাল, বদলে যাচ্ছে দিনকাল' এ প্রতিপাদ্যে চলমান ডিজিটাল ভূমি সেবা কার্যক্রম আরো বেগবান হবে বলে মনে করেন ভূমিমন্ত্রী।

২০ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট প্রায় ১০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন ২টি বেজমেন্ট-সহ ১৩ তলা ভূমি ভবন কমপ্লেক্সে ৩১ হাজার বর্গ মিটারের বেশি স্থান সংকুলান হবে। এতে ১৫০টি গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধাও থাকবে। এ ভবনে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড ইত্যাদি অফিস ছাড়াও ফুড ক্যাফে, প্রার্থনা স্থান, ব্যাংক ও বুথ ইত্যাদি স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

ভূমিমন্ত্রীর ‘ভূমি ভবন কমপ্লেক্স’ নির্মাণ অগ্রগতি পরিদর্শনের সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ তসলীমুল ইসলাম, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মোঃ আবদুল হক-সহ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান।

উল্লেখ্য, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের যৌথ তত্ত্বাবধানে ‘ভূমি ভবন কমপ্লেক্স’ নির্মিত হচ্ছে।

#

নাহিয়ান/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮২৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬২৪

**মুজিববর্ষে এক লাখ নতুন নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা হবে**

**- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

মুজিববর্ষকে সামনে রেখে দেশজুড়ে নেয়া হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এক লাখ নতুন নারী উদ্যোক্তা তৈরি করবে।

‘জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ’ শীর্ষক ঢাকা বিভাগের শ্রেষ্ঠ জয়িতা (সফল নারী)দের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা জানান মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। আজ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পারভীন আকতার।

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম নারী মুক্তি ও নারী-পুরুষের সমতার কথা ভেবেছেন। এর প্রতিফলন দেখা যায় বাহাত্তরের সংবিধানে। যেখানে অর্থনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি নারী-পুরুষের সমতার কথাও বলা আছে। বাল্যবিবাহ নারী অগ্রগতির পথে বাধা। এটি শুধু আমাদের দেশের জন্যই জন্য বিশ্বের অনেক দেশেই এই সমস্যা রয়েছে।

প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘মুজিববর্ষে বাল্যবিবাহ রোধে মহাপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বাল্যবিবাহ রোধে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি। সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে যাতে বাংলাদেশকে বাল্যবিবাহ মুক্ত করা যায় সেই লক্ষ্যে সকলকে কাজ করতে হবে।’

অনুষ্ঠানে পাঁচটি ক্যাটেগরিতে ঢাকা বিভাগের শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের সম্মাননা জানানো হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী হিসেবে গোপালগঞ্জের ফেরদৌসী আক্তার, শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী হিসেবে ঢাকার আখতারী বেগম, সফল জননী হিসেবে মানিকগঞ্জের রেখা রানী ঘোষ, নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যোমে জীবন শুরু করেছেন ক্যাটেগরিতে ঢাকার অরনিকা মেহেরিন ঋতু এবং সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য ঢাকার ভেলরী এন টেইলরকে সম্মাননা জানানো হয়।

#

আলমগীর/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬২৩

**পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু চত্বরের প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পূর্বাচল শহরে নির্মিতব্য বঙ্গবন্ধু চত্বরের প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করেছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ।

আজ রাজধানীর পূর্বাচল প্রকল্পের সেক্টর ৪ ও ৫ এর সংযোগস্থলে প্রস্তাবিত এ স্থান পরিদর্শন করেন প্রতিমন্ত্রী।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ সাঈদ নূর আলম, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আশরাফুল আলম, স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতি আ স ম আমিনুর রহমান, রাজউকের সদস্য ও প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দ এ সময় প্রতিমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর চত্বর নির্মাণের সর্বশেষ অগ্রগতির খোঁজ-খবর নেন এবং এটি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী পূর্বাচল প্রকল্পের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন এবং প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতির বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন। এরপর প্রতিমন্ত্রী রাজউক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নিকুঞ্জ-১ লেকের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

#

ইফতেখার/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৬১৪

**একুশে পদক ২০২০ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘একুশে পদক ২০২০’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের মাস, বাঙালির প্রাণের ভাষা- বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাস। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা অর্জনের আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদের রক্তের অক্ষরে লেখা হয় ‘আমার মাতৃভাষায় কথা বলতে চাই’। এই ভাষার মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে আত্মাহুতিদানকারী বীর শহিদ রফিক, শফিক, জব্বার, বরকত, শফিউদ্দীন, সালামসহ ভাষা শহিদদের। আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভাষা সৈনিকদের।

একুশ আমাদের অমিত প্রেরণার উৎস। একুশ মানেই মাথা নত না করা, একুশ মানেই একাত্তরের দিকে অনন্ত অভিযাত্রা, ভাষাভিত্তিক-ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা। একুশের চেতনায় আমরা মুক্তিযুদ্ধসহ সকল আন্দোলন-সংগ্রামে এগিয়ে গিয়ে বিজয়ী হয়েছি। আমরা আন্তর্জাতিক প্রাঙ্গণে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছি। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন শুধু বাঙালিকে নয়, সমগ্র মানবজাতিকে মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে থাকে। আমরা বিশ্বের সকল ভাষা সংক্রান্ত গবেষণা ও ভাষা সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলনে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

মহান একুশের চেতনা ‍ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে ধারণ করে আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়ন বিস্ময়। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলনে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই মন ও মননের প্রকাশ এবং সুচিন্তন কর্মকে সাধুবাদ জানিয়ে সকল সহযোগিতা করে থাকে। মুক্তবুদ্ধির চর্চা, স্বাধীন মত প্রকাশ এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার জন্য বর্তমানে দেশে অত্যন্ত সুন্দর ও আন্তরিক পরিবেশ বিরাজ করছে। আমি একুশে পদক ২০২০ প্রাপ্তদের আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি এবং পদকপ্রাপ্তদের স্ব স্ব অবস্থানে থেকে দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিত চিত্তে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি প্রত্যাশা করি, আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/জুলফিকার/শামীম/১১.০১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৬১৩

**একুশে পদক ২০২০ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ‘একুশে পদক ২০২০’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘একুশে পদক ২০২০’ প্রাপ্ত গুণীজনদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। মুজিববর্ষের প্রাক্কালে এবারের একুশে পদক প্রদানের এ আয়োজন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

স্বাধীনতা বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়েছিল। আমি ৫২’র মহান ভাষা আন্দোলনসহ আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ সংগ্রামে অমর শহিদদের স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্ৰদ্ধা।

একুশকে জাতীয় স্মারকে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশের যে সকল কৃতী সন্তান তাঁদের মনন ও মেধার সমন্বয়ে আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও উন্নয়নের নানা অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি হিসেবে প্রদান করা হয় একুশে পদক। প্রতি বছরের মতো এবারও যাঁরা এই সম্মান পেলেন তাঁরা নিঃসন্দেহে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁদের সম্মানিত করার মধ্য দিয়ে দেশে মেধা ও মনন চর্চার ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত হবে বলে আমি মনে করি।

বায়ান্ন’র ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে এ দেশের ছাত্র ও তরুণসমাজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁরা সেদিন দিকনির্দেশনা পেয়েছেন সমাজের বুদ্ধিজীবী ও মুক্তমনা অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে। এ বছর যাঁরা একুশে পদক পেলেন তাঁরাও সেই চেতনা বর্তমান তরুণ প্রজন্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। আমি তাঁদের সৃষ্টিশীল অবদানের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আগামীতে এসব আলোকিত গুণীজন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে আরো উৎকর্ষের স্বাক্ষর রাখবেন - এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘একুশে পদক ২০২০’ প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/অনসূয়া/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১১.০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬১০

**স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ৫ ফাল্গুন (১৮ ফেব্রুয়ারি) :

সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূল বার্তা :**

‘মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকান্ড ভিত্তিক বিভিন্ন প্রদর্শনী, বঙ্গবন্ধুর জীবনী আলোচনা, কবিতা পাঠ, শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে’।

#

বিবেকানন্দ/অনসূয়া/জসীম/শামীম/২০২০/১৫১৫ ঘণ্টা

Handout Number: 608

**State Minister for Foreign Affairs of Qatar meets Foreign Minister**

Dhaka, 17 February:

A five-member delegation led by State Minister for Foreign Affairs of Qatar Soltan bin Saad Al-Muraikhi met Foreign Minister Dr. A. K. Abdul Momen at his office today.

Dr. Momen mentioned that Bangladesh has a big pool of IT professionals as well as a good number of event management firms, whom the government of Qatar can employ in their workplaces as well as during the Qatar FIFA 2022. Foreign Minister suggested the Qatar side for employing more professional workers in their different economic sectors. The Qatari Foreign Minister mentioned that FIFA 2022 is a mega event for Qatar for which Qatar requires support from foreign countries.

Foreign Minister said that the government has undertaken befitting programmes to celebrate the birth centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman through March 2020 to March 2021. Bangladesh will also celebrate the golden jubilee of fifty years of anniversary of independence of Bangladesh in March 2021, he added.

Dr. Momen also said, ‘the government of Prime Minister Sheikh Hasina is working for poverty alleviation. During the last decade poverty has been drastically reduced. Bangladesh has registered remarkable economic growth’ He also particularly sought continued support from Qatar on Rohingya crisis for their early repatriations of Rohingya people to their homeland in safe and secured manner.

Minister of Qatar conveyed the regards of Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Foreign Minister of Qatar to the Foreign Minister Dr. Momen. Qatari State Minister assured that Qatar would be happy to employ skilled Bangladeshi workers in befitting areas. Bangladeshi workers are playing very important role in their workplaces in Qatar, he added. He informed that the Foreign Office Consultations would continue to review the progress of the ongoing cooperation and follow up.

Both leaders agreed to maintain cooperation for the mutual benefit of the peoples of Bangladesh and Qatar.

#

Tohidul/Mahmud/Mosharaf/Abbas/2020/2048 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬০১

**আইসিটি বিভাগে প্রথম পেপারলেস সভা অনুষ্ঠিত**

**ঢাকা, ৪** ফাল্গুন (১৭ ফেব্রুয়ারি) :

ভাষা আন্দোলনের মাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বিভাগের সভাকক্ষে আজ দেশে উন্নয়নকৃত বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট জি আর পি সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় পেপারলেস সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদের সভাপতিত্বে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং বিভাগের অধীন বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় মুজিববর্ষ ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কার্যক্রম অব‍্যাহত রাখা, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার দ্রুত বাস্তবায়ন করা ইত‍্যাদি-সহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রতিমন্ত্রী পরবর্তী সকল সভা ২০২০ সালের মধ্যে লেসপেপার ও ২০২১ সালের মধ্যে পেপারলেস করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপস্থিত কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন।

উক্ত প্রথম পেপারলেস সভায় আইসিটি বিভাগের অধীন সকল সংস্থাসমূহের প্রধান এবং বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালকরা উপস্থিত ছিলেন।

#

শহিদুল/ইসরাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৮৪৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫৯৬

**‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০’-এর জন্য ১৯১ আবেদন জমা**

ঢাকা, ৪ ফাল্গুন (১৭ ফেব্রুয়ারি) :

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রবর্তিত ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০’-এর জন্য ৭ ক্যাটাগরিতে ১৯১টি আবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা পড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বৃহৎ শিল্পে ৭১, মাঝারি শিল্পে ৪৭, ক্ষুদ্র শিল্পে ২৫, মাইক্রো শিল্পে ২১, হাইটেক শিল্পে ৬, কুটির শিল্পে ৮ এবং হস্ত ও কারু শিল্পে ১৩টি আবেদন। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান বিজয়ীদের মাঝে মোট ২১টি পুরস্কার প্রদান করা হবে।

আজ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সংক্রান্ত এক সভায় এ তথ্য জানানো হয়। শিল্পসচিব  
মোঃ আবদুল হালিম এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় পুরস্কার প্রদানে সার্বিক সহযোগিতার জন্য কয়েকটি   
উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

#

মাসুম/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৪৩৩ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৫৮৩

**গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদের যোগদান**

ঢাকা, ৩ ফাল্গুন (১৬ ফেব্রুয়ারি) :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে নবনিযুক্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ আজ তাঁর মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেছেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী সচিবালয়স্থ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থা প্রধানগণ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এ সময় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার তাকে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্যকালে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার কর্মকর্তাদের উদ্দেশে গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনা সবাইকে বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে হবে। সরকারি কর্মকর্তাদের আন্তরিক সহযোগিতায় দেশকে উচ্চতর স্থানে নিয়ে যেতে হবে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারের বিশাল কর্মযজ্ঞ গুণগত মান রক্ষা করে এবং নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করতে সবাইকে কাজ করতে হবে।’ এ সময় তিনি মুজিববর্ষ উপলক্ষে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির খোঁজখবর নেন।

শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ-সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থা প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৭৫৬ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৫৬৯

**জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়াই হবে মুজিববর্ষের অঙ্গীকার**

**-- কৃষিমন্ত্রী**

জামালপুর, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মুজিববর্ষের কর্মসূচি শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়াই হবে মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার।

আজ জামালপুরে জেলা স্কুল মাঠে আয়োজিত মুজিববর্ষ উপলক্ষে জনসভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু সারাটা জীবন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ মুরাদ হাসান প্রমুখ।

#

গিয়াস/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৫৫ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৫৬৭

**মুজিববর্ষকে বিদ্যুৎ বিভাগের সেবা বর্ষ ঘোষণা**

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী সেবা দিতে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের জেনারেল ম্যানেজারদেরকে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মুজিববর্ষকে বিদ্যুৎ বিভাগ সেবা বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। প্রতিদিন এক ঘণ্টা বেশি কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং দক্ষ জনসম্পদ গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) এর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সবিহ উদ্দিন হলে ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে আরইবির জেনারেল ম্যানেজার সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

নসরুল হামিদ বলেন, জুন ২০২০ এর মধ্যে গ্রিড এলাকায় এবং ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে অফগ্রিড এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা হবে। এসব উদ্যোগের সাথে আরইবির জেনারেল ম্যানেজারদের সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের সর্বোচ্চ অবদান রাখতে হবে। তিনি বলেন, গ্রাহকরা এখন মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ চায়। ট্রিপ বা শাট ডাউন শুনতে চায় না। আরইবির গ্রাহকরা গড়ে ৯৮ কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে যা দ্রুততার সাথে ১০০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টায় উন্নীত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

জেনারেল ম্যানেজার সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) এর চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অব.) ও পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসেন বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৫৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্লাস্টিক বর্জ্য মুক্ত ভালোবাসার ক্যাম্পাস অনুষ্ঠানে পরিবেশ মন্ত্রীর আহ্বান

**আসুন সবাই প্লাস্টিক বর্জন করি**

ঢাকা, ১ ফাল্গুন (১৪ ফেব্রুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, পরিবেশ দূষণের অন্যতম উপাদান হলো প্লাস্টিক। প্লাস্টিক ও পলিথিন বাযু, মাটি ও পানি দূষণ-সহ সার্বিক পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্লাস্টিক মানুষের শরীরে অনেক মরণ ব্যাধির পাশাপাশি ক্যান্সারের জন্য দায়ী। প্লাস্টিক, পলিথিন-সহ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পদার্থ বর্জন করার মাধ্যমে বাসযোগ্য স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য তিনি সকলকে আহবান জানান।

মন্ত্রী আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হল ক্যাম্পাসে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের নেচার কনজারভেশন ক্লাব ও পরিবেশ অধিদপ্তরের আয়োজনে ‘প্লাস্টিক বর্জ্য মুক্ত ভালবাসার ক্যাম্পাস ২০২০' শীর্ষক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহবান জানান। ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মোঃ আকতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ ইমদাদুল হক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ.কে.এম গোলাম রব্বানী, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ,কে,এম রফিক আহাম্মদ, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক হুমায়ুন রেজা খান ।

পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্লাস্টিক ও পলিথিন সরকারিভাবে নিষিদ্ধকরণ এবং আইন প্রয়োগই যথেষ্ট নয়। ক্ষতিকর দিকটি অনুধাবন করে জনগণকেই এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্জন করতে হবে। বর্জ্য প্লাস্টিক সাড়ে চারশ বছর পর্যন্ত নস্ট হতে সময় লাগে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ওয়ান টাইম কাপ-গ্লাস, চামচ, বোতলজাত পানি, খাবারের প্লাস্টিকের মোড়ক, স্ট্র, পলিথিন ব্যাগসহ যাবতীয় এক বার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের বিকল্প খুঁজে বের করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণা করতে হবে । তিনি এসময় দূষণের কারণে সংকটাপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের রক্ষায় করণীয় বিষয়েও গবেষণা করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি আহ্বান জানান ।

সার্বিক ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করে সরকার আইন করে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পলিথিনের শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করেছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, পরিবেশ দূষণ রোধে সরকারের আইন প্রয়োগ অব্যাহত রয়েছে, গত দুই বছরে পরিবেশ দূষণের দায়ে এক হাজার ৬৯৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ করে ২০ কোটি ২২ লাখ টাকা আদায় করা হয়েছে। অপরদিকে একই সময়ে পরিবেশগত বিভিন্ন অপরাধ ,অবৈধ পলিথিন, ইটভাটাসহ পরিবেশ দূষকদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১৬ কোটি ৩৮ লাখ টাকা জরিমানা ছাড়াও ৪৬৫ টি অবৈধ ইটভাটা সম্পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংস এবং ৩৮৭ মেট্রিক টন নিষিদ্ধ পলিথিন, পলিথিন দানা ও কাঁচামাল জব্দ করা হয়েছে। তিনি বলেন, সরকার পরিবেশ সুরক্ষায় আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সরকার বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমও জোরদার করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ, ‘মুজিববর্ষ’ পালনের অংশ হিসেবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সারাদেশে শতলক্ষ গাছের চারা রোপন করবে।

'প্লাস্টিক বর্জ্য মুক্ত ভালোবাসার ক্যাম্পাস ২০২০' কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ‘ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্ন রাখার প্রত্যয় ঘোষণা করে শপথ গ্রহণ’ করে। পরবর্তীতে পরিবেশ মন্ত্রী ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

#

দীপংকর/মাহমুদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৫৬

**মুজিববর্ষকে সামনে রেখে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে**

**-- শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

খুলনা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় সবাইকে নিয়ে জাতির পিতার জন্মশত বাষির্কী ও মুজিববর্ষ পালন করতে চায় সরকার। মুজিববর্ষকে সামনে রেখে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

আজ খুলনার দৌলতপুরে এ্যাডামস মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বাষির্কী ও মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে শিক্ষক, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী সংগঠন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

           প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার আদর্শকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাঁর আদর্শ ধারণ করে সকলকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য সারা জীবন কাজ করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে প্রত্যেকটি জনগণকে এক সাথে কাজ করার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী।

            দৌলতপুর সরকারি বিএল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কে এম আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে  বিজেএর সভাপতি ও দৌলতপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ সৈয়দ আলী, সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম বন্দ, দৌলতপুর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আব্দুল লতিফ, শহীদ জিয়া কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শেখ বদরুল আলম, দৌলতপুর সরকারি মুহসিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শহিদুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার, মুক্তিযোদ্ধা নূর ইসলাম বন্দ, শেখ মোশাররফ হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সভায় শিক্ষক, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী সংগঠন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শতাধিক  প্রতিনিধি অংশ নেন।

#

আকতারুল/ইসরাত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৪৯

**কোস্ট গার্ড দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা, ৩০** মাঘ **(১৩ ফেব্রুয়ারি) :**

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও কোস্ট গার্ড দিবস ২০২০উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

‘‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড প্রতিষ্ঠার রজতজয়ন্তী ও ‘কোস্ট গার্ড দিবস-২০২০’ উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দেশের সমুদ্রচারী ও উপকূলীয় জনগণের কাছে একটি পরিচিত নাম হয়ে উঠেছে। দেশের জলসীমা ও উপকূলীয় অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান, চোরাচালান ও মানবপাচার প্রতিরোধ, মাদকের বিস্তার রোধ-সহ সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষায় এ বাহিনী সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। চট্টগ্রাম বহিঃনোঙ্গরে কোস্ট গার্ডের ক্রমাগত তৎপরতার ফলে বিগত বছরে চুরির ঘটনা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে, যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে চট্টগ্রাম বন্দরের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে। মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করে এ বাহিনী বিপুল পরিমাণ অবৈধ মাদক দ্রব্য আটক করেছে। দেশের জাতীয় সম্পদ ইলিশ সংরক্ষণেও কোস্ট গার্ড গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। একটি বাহিনীর উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো ক্রমাগত প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, পেশাদারিত্ব, দেশপ্রেম এবং নেতৃত্বের প্রতি অনুগত থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন। আমি আশা করি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যগণ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করে কোস্ট গার্ডের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করতে সদা তৎপর থাকবে।

বর্তমান সরকার কোস্ট গার্ডের আধুনিকায়নে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে কোস্ট গার্ডকে একটি আধুনিক দ্বিমাত্রিক বাহিনী হিসাবে গড়ে তুলতে এ বাহিনীর যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড তার বিশেষায়িত ক্ষেত্রসমূহে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ‘ব্লু-ইকোনমি’ সংক্রান্ত কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাবে - মুজিব বর্ষের প্রাক্কালে এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।’’

#

ইমরান/মাহমুদ/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৯০৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৩৬

**বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা, ৩০** মাঘ **(১৩ ফেব্রুয়ারি) :**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলদিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশে ১৪ ফেব্রুয়ারি ‘বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলদিবস ২০২০’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাংবাদিকদের সখ্যতা ছিল আজীবন। জাতির পিতা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা এবং মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলআইন প্রণয়ন করেন। আওয়ামী লীগ সরকার সংবাদপত্রকে ‘সেবা শিল্প খাত’ হিসেবে ঘোষণা করেছে। আমরা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা পেশাকে নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। সারাদেশে প্রতিদিন ১২৭০টি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৩০টি বেসরকারি টেলিভিশন, ২৩টি এফএম রেডিও, ১৮টি কমিউনিটি রেডিও, অসংখ্য অনলাইন সংবাদপত্র ও নিউজ পোর্টাল চালু রয়েছে এবং আরো অনেকগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমরা ‘সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট’ গঠন করেছি। সাংবাদিক সহায়তা ভাতা-অনুদান নীতিমালার আওতায় সাংবাদিকদের অনুদান দেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিকদের পেশাগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় প্রেসক্লাবে ৩১তলাবিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু মিডিয়া ভবনের কাজ শুরু হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলসহ গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রেস কাউন্সিল সাংবাদিকদের জন্য অনলাইন ডাটাবেইস তৈরি ও প্রেসক্লাবসমূহে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপনের নীতিমালা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলদিবস উপলক্ষে বস্তুনিষ্ঠ, অনুসন্ধানী ও সৎ সাংবাদিকতায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সাংবাদিকদের ‘বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলপদক’ প্রদানের এ উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি। পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। বর্তমান সরকারের আমলে তথ্য অধিকার আইন পাশের মাধ্যমৈ দেশে অবাধ তথ্য-প্রবাহের যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সাংবাদিকদের ভূমিকা রাখতে হবে।

আমরা রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। আমি আশা করি, এ লক্ষ্য অর্জনে এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সাংবাদিকরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন ।

আমি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলদিবস ২০২০ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/অনসূয়া/জুলফিকার/*আসমা/২০২০/১১৩৫ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৩৪

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতি সম্পন্নের পথে**

**--- ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে আয়োজনের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

আজ ঢাকায় জাতীয় প্যারেড স্কয়ার সংলগ্ন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ‘ঘাঁটি বাশার’এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন সংক্রান্ত সমন্বয় সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা জানান।

সভায় জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্যান্ডেল স্থাপন, সকল পর্যায়ের অতিথি ও দর্শকবৃন্দের আসন ব্যবস্থা, অতিথি ও দর্শকবৃন্দের অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশের ব্যবস্থাপনা, গাড়ি পার্কিং, অনুষ্ঠান পরিবেশনা, স্বেচ্ছসেবক নিয়োগ, অনুষ্ঠান সম্প্রচার এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও দপ্তরের প্রতিনিধিরা তাঁদের গৃহীত পদক্ষেপের অগ্রগতি তুলে ধরেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, এমপি; সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ মাহফুজুর রহমান; এয়ার ভাইস মার্শাল মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম; গৃহায়ন ও গণপূর্ত সচিব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার; তথ্য সচিব কামরুন নাহার; স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মজিবুর রহমান; র‌্যাব ফোর্সেস এর মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ; পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত আইজি (প্রশাসন) মোঃ মইনুর রহমান চৌধুরী; বিটিভি মহাপরিচালক এস এম হারুন-অর-রশীদ; গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আশরাফুল আলম; প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) মোঃ খলিলুর রহমান এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

#

লিপি/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫২৪

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন** **উপলক্ষে ১৭ মার্চ দেশের সকল ভবনে**

**জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আগামী ১৭ মার্চ সারাদেশে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।

সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

#

অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/কুতুব/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫২৩

**বিশ্ব বেতার দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা, ২**৯ মাঘ **(১২ ফেব্রুয়ারি) :**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব বেতার দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশ বেতারের উদ্যোগে 'Radio and Diversity' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবারের মতো এ বছরও ‘বিশ্ব বেতার দিবস-২০২০’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ ‍উপলক্ষে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের শ্রোতা ও সম্প্রচার কর্মীদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিশ্বে বেতার এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কার্যকর ও সহজলভ্য গণমাধ্যম। ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বেতার যাত্রার সূচনালগ্ন ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে এ অঞ্চলের মানুষের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মহান মুক্তিযুদ্ধে ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’ এর অনন্য সাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ বেতার পেয়েছে ‘স্বাধীনতা পদক’ পুরস্কার।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে নিরলস কাজ যাচ্ছে। আমরা ইতোমধ্যে ‘তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এবং ‘জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪’ প্রণয়ন করেছি। গণমাধ্যমের বিকাশ অব্যাহত রাখতে অনেকগুলি বেসরকারি টেলিভিশন, এফএম রেডিও এবং কমিউনিটি রেডিও স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছি। দেশের গণমাধ্যম এখন পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেতারের উপযোগিতা অনেক। দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা বিস্তার, কৃষি উন্নয়ন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসসহ সার্বিক উন্নয়নে বেতারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এছাড়া নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ এখনও বেতারের ওপরই নির্ভরশীল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ২৬-এ মার্চ ২০২১ সময়কে আমরা ‘মুজিববর্ষ’ হিসেবে ঘোষণা করেছি। গোটা বাঙালি জাতির পাশাপাশি ইউনেস্কোর উদ্যোগেও বিশ্বব্যাপী পালিত হবে মুজিববর্ষ। বাংলাদেশ বেতার বর্ষব্যাপী নানা আয়োজনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে এবং সরকারের সার্বিক ‍উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ বেতার দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রজন্মান্তরের সেতুবন্ধন রচনায় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

আমি আশা করি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ বেতার আরো দায়িত্বশীল ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আমি বিশ্ব বেতার দিবস-২০২০ এর সার্বিক সাফল্য কমনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/জুলফিকার/*আসমা/২০২০/১০৩০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৭

**মুজিববর্ষে জাতির পিতার স্বপ্নপূরণ উদযাপন করবো**

**-- নৌ প্রতিমন্ত্রী**

বোচাগঞ্জ (দিনাজপুর), ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী আজ দিনাজপুরের বোচাগঞ্জে হাটরামপুর ডিগ্রি কলেজের নবনির্মিত একাডেমিক ভবন, উপজেলার নয়টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন একাডেমিক ভবন, ভূমি অফিসের দু’টি নতুন ভবন এবং সাতটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের  নবনির্মিত ‘ওয়াশ ব্লক’ উদ্বোধন করেন।

এ উপলক্ষে হাটরামপুর ডিগ্রি কলেজ মাঠে আয়োজিত এক সুধি সমাবেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে স্কুল-কলেজে শিক্ষার পরিবেশ রয়েছে। দেশ আজ মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বাংলাদেশ বিরোধী দুর্বৃত্তায়ন দমন করা । সে চ্যালেঞ্জে জয়ী হয়েছি। তিনি আরো বলেন, মুজিববর্ষে আমরা যেমন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন করবো, তেমনি জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণের   
উদ্‌যাপনও করবো।

হাটরামপুর ডিগ্রি কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোঃ রবিউল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আফছার আলী, হাটরামপুর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আবু সাঈদ, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলী এ এস এম শাহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রতিমন্ত্রী  পরে  বোচাগঞ্জ উপজেলার পরমেশ্বরপুর সীমান্ত নদীর (টাঙ্গন নদী) সংরক্ষণ কাজের উদ্বোধন করেন।

#

জাহাঙ্গীর/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/*২০২০/১৮০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৯

প্রত্যেক জীবিত মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা রেকর্ড করা হবে

--- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী

ঢাকা, ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রত্যেক জীবিত মুক্তিযোদ্ধার বক্তব্য রেকর্ড করা হবে। নয় মাস কীভাবে একজন মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করেছে তার বর্ণনা থাকবে রেকর্ডে।

আজ কুমিল্লা জেলার মেঘনা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স উদ্বোধন শেষে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প হতে প্রায় ১ কোটি ৬১ লাখ টাকা ব্যয়ে এ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়।

মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি-সহ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ করা হচ্ছে যাতে শত শত বছর পরেও পরবর্তী প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারে। তিনি আরো বলেন, যে পাকিস্তান আমাদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল সেই পাকিস্তানেও ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের পথে আমাদের অগ্রযাত্রা কেউ রোধ করতে পারবে না।

কুমিল্লা জেলা প্রশাসক আবুল ফজল মীরের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় স্থানীয় প্রশাসন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

#

মারুফ/ইসরাত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫২০

বাঙালি জাতিসত্তা ও চেতনার উন্মেষ বঙ্গবন্ধুর জন্যই সম্ভব হয়েছে

--- পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা, ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, বাংলার মাটিতে অনেক নেতার জন্ম হয়েছে। কিন্তু বাঙালি জাতিসত্তা ও চেতনার উন্মেষ এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা-সহ সম্মানের আসনে নিয়ে যাওয়া কেবল বঙ্গবন্ধুর নেতেৃত্বের জন্যই সম্ভব হয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, মহানুভবতা শেখার জন্য বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে এবং অনুকরণ করতে হবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশ আয়োজিত ‘বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা’ শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ এবং নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন।

ড. মোমেন বলেন, ‘আগামী দুই বছর আমাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। আমরা ‘মুজিববর্ষ’ ও স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদ্যাপন করবো। এ সময় আমরা জাতির পিতার বৈচিত্র্যময় জীবন সম্পর্কে জানবো এবং সকলকে জানাবো। সারা বিশ্বে আমরা বাংলাদেশকে সম্ভাবনাময়ী অর্থনীতি হিসেবে তুলে ধরতে চাই।’

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, প্রবাসীদের হয়রানি কমাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পদক্ষেপ নিয়েছে। দূতাবাস অ্যাপসের মাধ্যমে ঘরে বসে ৩৪ ধরনের সেবা দেয়া হচ্ছে। প্রত্যেক দূতাবাসে হটলাইন চালু হয়েছে।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১০০ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : ৫০০

**বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করা হলো ৪৫তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা**

ঢাকা, ২৭ মাঘ (১০ ফেব্রুয়ারি) :

২০২১ সালে অনুষ্ঠেয় ৪৫তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে উৎসর্গ করে বাংলাদেশকে থিম কান্ট্রি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা কর্তৃপক্ষ গতকাল ৪৪তম আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা ২০২০-এর সমাপনী ও বাংলাদেশ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা প্রদান করে।

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের স্কুল শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা ও সংসদীয় বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়সহ উভয় দেশের রাজনৈতিক ও সরকারের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে ‘বাংলাদেশ দিবস’ উপলক্ষে বাংলাদেশ উপহাইকমিশন কলকাতার আয়োজনে সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান খান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী, পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ শ্রী গৌতম ভদ্র ও বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এর পরিচালক মিনার মনসুর।

#

ফয়সল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/কুতুব/২০২০/১১০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৭

**বিদেশিদের কাছে নালিশ করে দেশকে খাটো করবেন না**

**--- বিএনপির প্রতি তথ্যমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ২৭ মাঘ (১০ ফেব্রুয়ারি) :

বিদেশিদের কাছে নালিশ করে দেশকে খাটো না করতে বিএনপির প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক) আয়োজিত মুজিববর্ষ উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত অমর একুশে চট্টগ্রাম বইমেলা ২০২০ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দেশ বহুদূর এগিয়ে যেতে পারতো গত ১১ বছরে, যদি বাংলাদেশে নেতিবাচক রাজনীতি না থাকতো। গতকাল দেখতে পেলাম বিএনপির পক্ষ থেকে বেশ কয়েকজন বিদেশি রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিককে ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচন নিয়ে নালিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। ভোট দিল বাংলাদেশের মানুষ, ভোট হল ঢাকা শহরে, যদি কোনো নালিশ থাকে তাহলে ঢাকা শহরের ভোটারদের কাছে নালিশটা দিতে হয়।’

মন্ত্রী বলেন, যদি কোন নালিশ থাকে, তা বাংলাদেশের মানুষের কাছে দিতে হবে। কথায় কথায় বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দেয়া, এতে দেশ ও জাতিকে অপমান করা হয়। তারা ক্রমাগতভাবে যে কোন বিষয়ে বিদেশিদের কাছে ছুটে যায়, এটি দেশ, জাতি এবং ভোটারদেরকে অপমান করার শামিল ছাড়া অন্য কিছু নয়।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিএনপির কোন নালিশ থাকলে সেটা নির্বাচন কমিশনে দিতে পারে, সেই নালিশ দেওয়ার জন্য তারা আদালতে যেতে পারে, জনগণ, ভোটারদের কাছে যেতে পারে। সেটি না করে বিদেশি দূতাবাসের কূটনীতিকদের ডেকে নালিশ উপস্থাপন করা, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি দূতাবাসগুলো বা রাষ্ট্রগুলো যাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে, সেটির পথ তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। এটি কখনো আমাদের জন্য সম্মানজনক নয়, অসম্মানজনক। এই কাজটি ক্রমাগতভাবে বিএনপি করছে।

‘বিএনপিকে আমি অনুরোধ জানাবো, আপনাদের যদি কোন নালিশ থাকে, সেটা জনগণের কাছে উপস্থাপন করুন। দয়া করে ঘরের বিষয় নিয়ে বিদেশিদের কাছে নালিশ উপস্থাপন করে দেশকে খাটো করবেন না’, বলেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

ধারাবাহিকভাবে বইমেলা আয়োজনের জন্য চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি, গত বছরের তুলনায় এ বছর জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উপলক্ষে বইমেলার কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঢাকা থেকে দেড় শতাধিক প্রকাশক এই বইমেলায় অংশগ্রহণ করছে।

মন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রাম দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী, প্রধান সমুদ্র বন্দর, প্রধান বাণিজ্য নগরী, বাণিজ্যিক রাজধানী। এই শহরের লোকসংখ্যা বর্তমানে ৭০ লাখের বেশি। এই শহরে এমন একটি বইমেলার বড় অভাব ছিল কয়েক বছর আগেও। বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জায়গায় বইমেলার আয়োজন করা হতো, যেটির অভাব ঘুচিয়েছে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন আয়োজিত এই বইমেলা। আমি বিশ্বাস করি চট্টগ্রামের বই মেলা ধীরে ধীরে ঢাকা বইমেলার পর্যায়ে যাবে।

স্কুলের শিক্ষার্থীদের বইমেলায় নিয়ে এসে বই পাঠে উৎসাহ ও পুরস্কার প্রদানের উদ্যোগ নিতে সিটি করপোরেশনের প্রতি আহ্বান জানান তথ্যমন্ত্রী।

এর আগে বিকেল ৫টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক) আয়োজিত এ বইমেলার উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ। এ সময় পরিবেশন করা হয় জাতীয় সংগীত। বইমেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন চসিকের পতাকা উত্তোলন করেন।

এ সময় চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো সামশুদ্দোহা, চট্টগ্রাম সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের সভাপতি শাহ আলম নিপু, সাধারণ সম্পাদক জামাল উদ্দিন, কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক, হাসান মুরাদ বিপ্লব, চসিকের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা সুমন বড়ুয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৭

ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

ঢাকা, ২৬ মাঘ (৯ ফেব্রুয়ারি) :

ভারত সফররত সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ আজ কলকাতার হোটেল ওবেরয় গ্র্যান্ডে ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে দেশে-বিদেশে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রীকে অবহিত করেন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকারের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এছাড়া তিনি ‘কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলা ২০২১’ বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গের জন্য মেলা কর্তৃপক্ষ ও ভারত সরকার-সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

নির্মলা সীতারমন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকা-ের তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়েছেন। তিনি বর্তমান সরকারের আমলে বঙ্গবন্ধু হত্যাকা-ের সুষ্ঠু বিচার হওযায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী গতকাল বিকালে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি মিউজিয়ামে (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে) ‘বাংলাদেশ ও রবীন্দ্রনাথ’ শীর্ষক বাংলাদেশ গ্যালারির নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সব্যসাচী বসু রায় চৌধুরী, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বোর্ড অভ্ ট্রাস্টিজ এর চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার ও কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে নিযুক্ত উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান উপস্থিত ছিলেন।

#

ফয়সল/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭১

**সমাবেশে খালেদা জিয়ার মুক্তি নয়**

**-তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ মাঘ (৮ ফেব্রুয়ারি) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, সমাবেশে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি মিলবে না, বরং বিএনপির সমাবেশ আইন- আদালতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন ।

আজ রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবের মওলানা আকরাম খাঁ মিলনায়তনে 'জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা'য় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

বেগম জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপি'র শনিবারের সমাবেশ প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'দুর্নীতির দায়ে আদালতের বিচারে সাজাপ্রাপ্ত আসামী হিসেবে কেবল আদালতে জামিন বা খালাস পাওয়া ছাড়া বেগম জিয়ার মুক্তির অন্য কোন পথ নেই। সেকারণে, তার মুক্তির জন্য আন্দোলন আইন-আদালতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন।'

মন্ত্রী এসময় পাকিস্তানের নওয়াজ শরিফ ও ভারতের জয়রাম জয়ললিতার বিচারের উদাহরণ দেন। তিনি বলেন, 'বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তাদের গ্রেফতার ও বিচার প্রক্রিয়া নেয়া হয়েছে। জয়ললিতার গ্রেফতার ও মৃত্যুর পর অনেক ভক্ত আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছেন, কিন্তু তার দল কখনো আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমাবেশ বা আন্দোলন করেনি।'

'বিএনপি আগেও মেশিন বিক্রি করেছে'

'বিএনপি'র মেশিন বেচার ইতিহাস রয়েছে' উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিএনপি তাদের আমলে আদমজী পাটকল-সহ দেশের বিভিন্ন কলকারখানা বন্ধ করে সেখানকার মেশিনপত্র কেজি দরে বেচে দিয়েছিল বলেই তাদের নেতা খসরু সাহেব আজ নির্বাচনে হেরে ইভিএমগুলো কেজি দরে বেচার কথা বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন।'

'মূর্খের মতো কথা না বলার অনুরোধ'

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্বৃত্ত অর্থ রাষ্ট্রীয় খাতে জমা রাখার বিধানের বিরুদ্ধে বিএনপিনেতা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সমালোচনাকে অযৌক্তিক বলে বর্ণনা করে ড. হাছান বলেছেন, 'কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত অর্থ বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকে রাখা হতো, যার হিসাব প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রতিবেদনে সময়ে সময়ে অপ্রদর্শিত থাকায় তা অর্থনীতিতে যুক্তও হতো না। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর খরচ মেটানো ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রেখেই উদ্বৃত্ত অর্থ রাষ্ট্রীয় খাতে জমা রাখা দেশের অর্থনীতির জন্য মঙ্গলের। এবিষয়টি না বুঝে বা বুঝেও মূর্খের মতো সমালোচনা করলে তারা নিজেরা লজ্জা না পেলেও আমরা লজ্জা পাই। এটি না করার অনুরোধ জানাবো।'

সভার শুরুতে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে মন্ত্রী বলেন, 'জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ সমাগত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্ম না হলে ঘুমন্ত বাঙালি  জাগ্রত হতো না, বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না।'

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শুধু দেশ স্বাধীনই করেননি, দেশের ভেতরে এক কোটি গৃহহারা ও ভারতে আশ্রিত প্রায় আরো এক কোটি মানুষকে পুনর্বাসিত করেছেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে যাওয়া ধ্বংসস্তুপের ভেতর থেকে দেশের অর্থনীতির ইতিহাসে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি এনে দিয়েছেন। আর তাঁর মৃত্যুর পর দেশ যে দুর্নীতি-দুঃশাসনে পিছিয়ে পড়েছিল, বঙ্গবন্ধুকন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে দেশকে অদম্য গতিতে এগিয়ে নিচ্ছেন। সমস্ত সূচকে আজ আমরা পাকিস্তানকে পেছনে ফেলেছি। গত ১১ বছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় হার বিশ্বে সর্বোচ্চ।'

'দেশের এই উন্নয়ন যারা সহ্য করতে পারেনা, শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে তারা যে ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে, তা থেকে সমগ্র জাতিকে সতর্ক থাকতে হবে' বলেন তথ্যমন্ত্রী।

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি প্রখ্যাত অভিনেত্রী সারাহ বেগম কবরী'র সভাপতিত্বে সভায় আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট বলরাম পোদ্দার, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক কণ্ঠশিল্পী মোঃ রফিকুল আলম, সাংবাদিক মানিক লাল ঘোষ, অভিনেত্রী তারিন জাহান, শাহনূর এবং আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ যোগ দেন।

#

আকরাম/কামরুল/শামীম*/২০২০/১৬১৮ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৯

**বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরছে ঢাকা আর্ট সামিট**

**---সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বাঙালির রয়েছে হাজার বছরের সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ চারু ও কারুকলা। চারুকলা বিষয়ক দক্ষিণ এশিয়ায় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত একটি প্রধান শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ঢাকা আর্ট সামিট। এ ধরনের প্রদর্শনী যেমন জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিনাশ করে মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়, তেমনি বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ৫ম ঢাকা আর্ট সামিট ২০২০ সে ধরনের একটি নান্দনিক ও সৃজনশীল শিল্পকর্মের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী।

প্রতিমন্ত্রী আজ সকালে রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় সামদানী আর্ট ফাউন্ডেশন আয়োজিত নয় দিনব্যাপী (৭ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০) '৫ম ঢাকা আর্ট সামিট ২০২০' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

কে এম খালিদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষকে সামনে রেখে ৫ম ঢাকা আর্ট সামিটের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'Lighting the Fire of Freedom Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman' শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনী যেটি সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন (CRI) এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, ৪৪টির অধিক দেশ থেকে আগত ৩২ জন কিউরেটর দল এবং ৫০০ জন শিল্পীর অংশগ্রহণে এবারের আয়োজন গতবারের তুলনায় আরো বৃহৎ পরিসরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যেটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিচ্ছে। একইসঙ্গে এ আয়োজন দেশে দেশে সংস্কৃতি ও মৈত্রীর বন্ধনকে দৃঢ় করতে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন '৫ম ঢাকা আর্ট সামিট ২০২০' এর আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান ফারুক সোবহান। স্বাগত বক্তৃতা করেন সামদানী আর্ট ফাউন্ডেশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নাদিয়া সামদানী।

#

ফয়সল/মাহমুদ/মোশারফ/*আব্বাস/২০২০/১৭২৮ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৩০

**মুজিববর্ষের বর্ষপঞ্জি প্রকাশনা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্যভাবে উদযাপন উপলক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নানা বর্ণাঢ্য কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

আজ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগে মুজিববর্ষের বিশেষ বর্ষপঞ্জি প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একশ’টি ক্রীড়া ইভেন্ট আয়োজন করা হবে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশ গেমস আয়োজন করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ‘মুজিববর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল হিসেবে উদযাপন করবো। গত বছর ২৫ শে ডিসেম্বরে ওআইসি আনুষ্ঠানিকভাবে এ স্বীকৃতি প্রদান করে।  যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে আমরা সারা বিশ্বের কাছে নতুনভাবে উপস্থাপন করতে পারবো’।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মোঃ মাসুদ করিমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আখতার হোসেন। এছাড়াও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৯

**মুজিববর্ষে শিশুদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতে রোডমার্চ ও রোডশো আয়োজন করা হবে**

**--- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, কোমলমতি শিশুদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি ও বইমুখী করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে সারা দেশে রোডমার্চ ও রোডশোর আয়োজন করা হবে। এ রোডমার্চে নেতৃত্ব দেবেন দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। এছাড়া মুজিববর্ষে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৮শ’হতে এক হাজারে উন্নীত করা হবে। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে এক হাজারটি গণগ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন শীর্ষক একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আব্দুল মান্নান ইলিয়াসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবসময় বই পড়তেন। বইয়ের প্রতি তাঁর বেশ আগ্রহ ও ঝোঁক ছিল। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা বইয়ের দিকে না ঝুঁকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। শিক্ষার্থীদেরকে বই পড়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, যতই সোশ্যাল মিডিয়া বিকশিত হোক না কেন, বই থাকবে, গ্রন্থাগার থাকবে। বইয়ের আবেদন কখনো ফুরোবে না।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্পের আওতায় ৭৬টি ভ্রাম্যমাণ গাড়ির মাধ্যমে লাইব্রেরি সেবাকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। এ কাজে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সেবা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, গ্রন্থাগারের সেবাকে আমরা উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছে দিতে চাই। সে লক্ষ্যে দেশব্যাপী ১০০ উপজেলায় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আধুনিক মিলনায়তন, মাল্টিপারপাস হল, মুক্তমঞ্চ, ক্যাফেটেরিয়া স্থাপনের পাশাপাশি একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) আবদুল্যাহ হারুন পাশা। শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি আলী আকবর।

প্রতিমন্ত্রী এর পূর্বে বেলুন উড়িয়ে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের দিনব্যাপী কর্মসূচি ও র‌্যালির উদ্বোধন করেন। র‌্যালিটি গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রাঙ্গণ হতে শুরু হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বর, কলাভবন, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি হয়ে চারুকলা অনুষদের সামনের দিক দিয়ে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়।

#

ফয়সল/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪২৪

**মুজিববর্ষে শতলক্ষ গাছের চারা রোপণ করা হবে**

-**জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শাহাব উদ্দিন বলেছেন, উন্নত দেশের কাছে জলবায়ু ক্ষতিপূরণের দাবি অব্যাহত রাখলেও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন রোধের অংশ হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এ বছর মুজিববর্ষে দেশে ৪শত ৯২ টি উপজেলায় শতলক্ষ গাছের চারা রোপণ করা হবে।

মন্ত্রী আজ পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে চিলি-মাদ্রিদ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন বা কপ-২৫: প্রত্যাশা, প্রাপ্তি এবং ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে কপ-২৫-এ বাংলাদেশের অংশগ্রহণ কার্যকর ও ফলপ্রসু হয়েছে। এ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের সংগঠন ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম(সিভিএফ)’র ২০২০-২১ মেয়াদে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী প্রথমবারের মত স্থাপিত বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে মতবিনিময়কালে বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রধানতঃ দায়ী শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলোর কার্বন নিঃসরণ ব্যাপক হ্রাসকরণ এবং উন্নয়নশীল ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ কপ-২৫ সম্মেলনে জোরালো বক্তব্য প্রদান করেছে। তিনি বলেন, প্যারিস চুক্তির আর্টিক্যাল ৬ এর আওতায় মার্কেট ও নন-মার্কেট ম্যাকানিজমের জন্য বিস্তারিত রুলস ও গাইডলাইন অনুমোদনের বিষয়ে রাষ্ট্রসমূহ একমত হতে না পারায় কাংখিত সাফল্য আসেনি। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতির জন্য সুনির্দিষ্ট আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষে পৃথক তহবিল গঠন এবং প্যারিস এগ্রিমেন্ট ও জলবায়ু কনভেনশন দুই জায়গাতেই লস এন্ড ড্যামেজ বিষয়ক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টিতে একমত হওয়া সম্ভব হয়নি । কিন্তু এ বিষয়ে অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ বেশ কয়েকটি ইস্যুতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গেছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসির সভাপতিত্বে কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার।

#

দীপংকর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫

**স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূল বার্তা :**

মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হেফাজতে থাকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত দুর্লভ ছবি, অডিও-ভিডিও, পান্ডুলিপি, দলিল, হাতে লেখা বা প্রিন্টেড ডকুমেন্টস সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য অনুগ্রহপূর্বক মহাপরিচালক, আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর (মোবাইল: ০১৯১৩৩৮৪৮৯৫, ইমেইল: dg@nanl.gov.bd) বরাবর প্রেরণ কিংবা অবহিতকরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

#

ফরিদ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০১৯/১৪৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৯

**বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে মুজিববর্ষজুড়ে অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ সেমিনার ও আলোচনা সভা**

ঢাকা, ২০ মাঘ (৩ ফেব্রুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর বিশেষ সেমিনার ও আলোচনা সভা আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে গঠিত সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও আলোচনা সভা আয়োজন উপকমিটির আহ্বায়ক শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ দীপু মনির সভাপতিত্বে আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের (৪থ তলা) সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ সংক্রান্ত সভায় তিনি এ কথা জানান।

সভাপতির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিতব্য সেমিনার ও আলোচনা সভাগুলোতে দেশ বিদেশের আলোচকগণের সমন্বিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এসব সেমিনার ও আলোচনা সভাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে হবে যাতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ বিশ্বে আরো বেশি করে ছড়িয়ে পড়ে।

সভায় মুজিববর্ষজুড়ে সেমিনার ও আলোচনা সভা আয়োজনের লক্ষ্যে নির্ধারিত বিষয় ও সূচি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। একই সাথে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সেমিনার আয়োজনের লক্ষ্যে ধারণাপত্র তৈরির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসব ধারণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞজনদের মূল প্রবন্ধ লেখার জন্য অনুরোধ জানানোর বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, অথনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ, পাবলিক সাভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক, এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জুয়েনা আজিজ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান ও অধ্যাপক নজরুল ইসলাম এবং উপকমিটির সদস্য সচিব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন।

#

নাসরীন/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৮

**শ্রম মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন**

ঢাকা, ২০ মাঘ (৩ ফেব্রুয়ারি) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান আজ সচিবালয়ে তার অফিস কক্ষে মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করেছেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মুজিব বর্ষের প্রাক্কালে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকাণ্ডের খুটিনাটি তুলে ধরে একটি সুন্দর প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রকাশনাটি আগামী বছরে মন্ত্রণালয়ের কাজকে ত্বরানি¦ত করতে সহায়ক হবে।

জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকীতে উন্নয়ন অগ্রগতিকে টেকসই করতে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী আরো নিষ্ঠাবান এবং দায়িত্বশীল হবেন বলে প্রতিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ অধিদপ্তরসমূহের সকল কর্মকাণ্ড সূচারুরূপে সন্নিবেশ করায় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান।

এ সময় শ্রমসচিব কে এম আলী আজম, অতিরিক্ত সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, সাকিউন নাহার বেগম, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায়-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

আকতারুল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৬

**কৃষি ও কৃষকের বঙ্গবন্ধু বইয়ের মোড়ক উন্মোচন**

ঢাকা, ২০ মাঘ (৩ ফেব্রুয়ারি) :

আজ ঢাকায় শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে ‘কৃষি ও কৃষকের বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান মন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম ও প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন । বইটি রচনা করেছেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. শামসুল আলম ।

আলোচক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. লুৎফুল হাসান, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর ও প্রাইস ওয়াটার্স কুপার্সের ম্যানেজিং পার্টনার মামুন রশীদ। আলোচনাকালে বক্তাগণ বলেন, ৮০ পৃষ্ঠার বইটিতে লেখক বঙ্গবন্ধুর অনাবিষ্কৃত দিক বিশেষ করে কৃষি ও কৃষকদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নানান ভাবনার বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

এ সময় পরিকল্পনা সচিব মোঃ নুরুল আমিন-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদ/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৮৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬

**‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২ ফেব্রুয়ারি ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান   
করেছেন :

“প্রতি বছরের মত এবারও ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’ আয়োজিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি আয়োজক সংস্থা- বাংলা একাডেমি, দেশি-বিদেশি প্রকাশক এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। মুজিববর্ষ উপলক্ষে এবারের একুশে গ্রন্থমেলা উৎসর্গ করা হয়েছে সর্বকালের সর্বশেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

আজকের এই দিনে আমি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিকসহ সকল ভাষা শহিদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সকল ভাষা সৈনিকের প্রতি।

বাংলা ভাষা আজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী মানুষের প্রাণে অনুরণিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি এখন ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’। এই স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কানাডা প্রবাসী সালাম ও রফিকসহ কয়েকজন বাঙালি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সরকার এ বিষয়ে জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করে। যার ফলশ্রুতিতে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য আমি ইতোমধ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দাবি উত্থাপন করেছি। বিশ্বের সকল ভাষাগোষ্ঠীর মাতৃভাষা সংরক্ষণ, বিকাশ ও চর্চার লক্ষ্যে আমরা ঢাকায় ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠা করেছি।

জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে বাংলা একাডেমি আজ থেকে পর্যায়ক্রমে ১০০টি নতুন বই প্রকাশ শুরু করেছে। এর মধ্যে অন্যতম আকর্ষণ বঙ্গবন্ধুর লেখা নতুন বই ‘আমার দেখা নয়া চীন’। আমি বঙ্গবন্ধুর এ বইয়ের প্রকাশক বাংলা একাডেমি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি, অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং কারাগারের রোজনামচা- এর মত এই বইটিও দেশি-বিদেশি পাঠকের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হবে।

জ্ঞানচর্চা ও পাঠচর্চা বিস্তারে গ্রন্থমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রন্থমেলা এমন একটি মাধ্যম, যা জাতির অগ্রগতির ও উন্নয়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গ্রন্থমেলা আমাদের অস্তিত্ব, জীবনবোধ এবং চেতনাকে জাগ্রত করে। বইয়ের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও বঙ্গবন্ধুকে যথাযথভাবে তুলে ধরবেন- প্রকাশক ও লেখকদের প্রতি এ আহ্বান জানাচ্ছি।

আসুন, বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলি। সকল ভেদাভেদ ভুলে মহান একুশ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে একসঙ্গে কাজ করব- এই হোক একুশে গ্রন্থমেলায় আমাদের অঙ্গীকার।

আমি ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/শামীম/২০২০/১৩২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৫

**‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির** **বাণী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২ ফেব্রুয়ারি ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেনঃ

“বাংলা একাডেমির উদ্যোগে প্রতিবারের ন্যায় এ বছরও ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। অমর একুশে গ্রন্থমেলার প্রাক্কালে একুশে ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা আন্দোলনে অমর শহিদদের স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

বাংলা একাডেমি কর্তৃক এবারের একুশে গ্রন্থমেলা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে উৎসর্গ করার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক ১০০টি বই প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। আমি আশা করি লেখক, পাঠক, প্রকাশক ও সাহিত্যপ্রেমীদের অংশগ্রহণে গ্রন্থমেলা বরাবরের মতো মহামিলন মেলায় পরিণত হবে।

বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির পাদপীঠ বাংলা একাডেমি ১৯৫৫ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা একাডেমি মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিকে নানাভাবে ধারণ করে আছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে নিরবচ্ছিন্ন দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ বছর বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হবে। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্রষ্টা এবং বাঙালি জাতির মন ও মানস গঠনে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। তিনিই সর্বপ্রথম ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে জাতীয় ‘বাংলা সাহিত্য সম্মেলন’ উদ্বোধন করেন। ভাষা শহিদদের রক্তস্নাত পথ ধরে গড়ে ওঠা বাংলা একাডেমি জাতীয় শিল্প-সংস্কৃতি বিকাশে অনন্য একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে দেশ ও দেশের বাইরে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে বাংলা একাডেমি সারা বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের প্রাণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে - এ প্রত্যাশা করি।

মূল্যবোধের অবক্ষয়রোধ এবং সুকুমার বৃত্তির বিকাশে শিল্প-সাহিত্যচর্চা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নবতর চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধের মাধ্যমেই নতুন মানুষ সৃষ্টি সম্ভব। একাডেমির এই প্রাঙ্গণে সৃজনশীল ও মননশীল লেখকদের বিকাশ ও অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে অমর একুশে গ্রন্থমেলা এক অবিকল্প আয়োজন। মহান ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে সমুজ্জ্বল রেখে ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা’ বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হয়ে উঠবে- এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’ এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।’

#

ইমরানুল/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/শামীম/২০২০/১৩২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০

**বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে তরুণ নেতৃত্বই দেশকে এগিয়ে নিবে**

**---স্পিকার**

চরফ্যাসন (ভোলা), ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশের বেশিরভাগ জনগণই তরুণ। আর তরুণরাই হচ্ছে দেশের মূল শক্তি, যারা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিবে। এ সময় তিনি তরুণদের মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে দেশকে এগিয়ে নিতে আহ্বান জানান।

স্পিকার আজ ভোলার চরফ্যাসন সরকারি কলেজের ‘সুবর্ণ জয়ন্তী’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ সকল কথা বলেন।

স্পিকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ-২০২০’ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

স্পিকার বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার অভূতপূর্ব ও ইতিবাচক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, শিক্ষা উপবৃত্তি, প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা ট্রাস্ট, বিনামূল্যে বই বিতরণ, নারীদের মেধাবৃত্তি, মায়েদের কাছে মোবাইলের মাধ্যমে বৃত্তির টাকা পাঠানো, স্কুলকে জাতীয়করণ-সহ বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে বছরের প্রথম দিন বিনামূল্যে সকলের মাঝে বই বিতরণের নজির বিশ্বের আর কোথাও নাই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

চরফ্যাসনকে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অংশ হিসেবে উল্লেখ করে স্পিকার বলেন, ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চরফ্যাসনে ভ্রমণ করেছিলেন। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেওয়া বঙ্গবন্ধু ২৩ বছরের আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন দেশ ও সংবিধান উপহার দিয়েছেন। তিনি বলেন, মাত্র সাড়ে তিনবছরে বঙ্গবন্ধু দেশকে পুনর্গঠন করেছেন।

#

তারিক/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/2020/1933 NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮২

**কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন রুটে জাহাজ উদ্বোধন করলেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

কক্সবাজার, ১৭ মাঘ (৩১ জানুয়ারি)

দেশে প্রথমবারের মতো কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন রুটে সমুদ্রগামী ক্রুজ জাহাজ চলাচল করবে। মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বেসরকারি একটি শিপইয়ার্ড কোম্পানি আজ থেকে উক্ত রুটে জাহাজটি চালাবে।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী গতকাল কক্সবাজারস্থ বিআইডব্লিউটিএ'র নুনিয়ারছড়া ঘাটে কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন রুটে ক্রুজ জাহাজ 'কর্ণফুলী এক্সপ্রেস' এর উদ্বোধন করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'কর্ণফুলী এক্সপ্রেস' জাহাজ চলাচলের মধ্য দিয়ে কক্সবাজারে পর্যটনের নতুন দ্বার উন্মোচিত হলো। আগে পর্যটকদের সেন্টমার্টিন ভ্রমণে নানা ধরনের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। দীর্ঘ সড়কপথ পাড়ি দিয়ে টেকনাফ পৌঁছে জাহাজযোগে পর্যটকদের সেন্টমার্টিন যেতে হতো। এখন পর্যটকদের কক্সবাজার থেকে সরাসরি সেন্টমার্টিন ভ্রমণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে দুর্ভোগ লাঘবের পাশাপাশি পর্যটকরা ভ্রমণের সময় পাহাড়, নদী ও সমুদ্র উপকূলের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে পারবে।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর সৈয়দ আরিফুল ইসলাম, কর্ণফুলী শিপ বিল্ডার্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুর রশিদ উপস্থিত ছিলেন।

৫৮২ জন যাত্রী ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজটি কর্ণফুলী শিপইয়ার্ড লিমিটেড নির্মাণ করেছে। ভবিষ্যতে জাপান থেকে বড় ধরনের জাহাজ এনে উক্ত রুটে যাত্রী পরিবহনের ব্যবস্থা করবে কর্ণফুলী শিপইয়ার্ড।

#

জাহাঙ্গীর/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫

**মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত হবে বিশেষ স্মারকগ্রন্থ**

ঢাকা, ১৬ মাঘ (৩০ জানুয়ারি) :

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর বিশেষ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

আজ ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা সংক্রান্ত সভায় জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের এ কথা জানান।

কমিটি’র সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, আমরা বিশিষ্ট লেখকগণকে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে অনুরোধ করেছি এবং ইতোমধ্যে বেশ কিছু লেখা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। কয়েক মাসের মধ্যেই স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মারক গ্রন্থটি সম্পাদনা বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেছেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এবং অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান।

#

নাসরীন/ইসরাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৮

**জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১৬ মাঘ (৩০ জানুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ যথাযথ মর্যাদায় আড়ম্বরপূর্ণভাবে উদযাপন উপলক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসার সভাপতিত্বে আজ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

সভায় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় জানানো হয়, আগামী ১৭ মার্চ টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধি সৌধে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন এবং এ উপলক্ষে অনার গার্ড প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসনের যৌথ আয়োজনে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হবে ১০০ জন শিশুশিল্পীর অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত পরিবেশনা, ১০০টি পায়রা অবমুক্তকরণ ও ১০০ টি বেলুন উড়ানোর মাধ্যমে। এ অনুষ্ঠানে থাকছে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শীর্ষক গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের লেখা নিয়ে বিশেষ প্রকাশনা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় সেরা ১০০টি রচনার সংকলন গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন। একই অনুষ্ঠানে মেধাবী শিশুদের মাঝে ১০০টি ল্যাপটপ বিতরণ করা হবে। সাংস্কৃতিক পর্বে থাকছে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, কাব্য নৃত্যগীতি আলেখ্যানুষ্ঠান ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বই মেলা উদ্বোধন এবং বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার-সহ সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাস্ট্র মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, পুলিশ সদর দপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা, গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক-সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তর-সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

সভায় প্রতিমন্ত্রী জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ যথাযথ মর্যাদায় আড়ম্বরপূর্ণভাবে উদযাপনে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় প্রতিমন্ত্রী জানান, মুজিব শতবর্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এক লাখ নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করবে। তিনি আরো বলেন, মুজিব শতবর্ষ হবে বাংলাদেশে বাল্যবিয়ে বন্ধের ভিত্তি বছর। বাল্যবিয়ে বন্ধে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে সকল জেলা প্রশাসকের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আশা করেন, সকলের সহযোগিতায় বাংলাদেশকে বাল্যবিয়ে মুক্ত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

#

আলমগীর/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৩৪

**মুজিববর্ষ বিষয়ক সকল কার্যক্রম যেন মিডিয়ায় সঠিকভাবে প্রচারিত** **হয়**

**-তথ্যসচিব**

ঢাকা, ১৪ মাঘ (২৮ জানুয়ারি) :

তথ্যসচিব কামরুন নাহার বলেছেন, আগামী ১৭ মার্চ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সকল কার্যক্রম প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক এবং সোস্যাল মিডিয়ায় বহুল প্রচারের লক্ষ্যে সকল জনসংযোগ কর্মকর্তাকে তৎপর থাকতে হবে। তথ্য অধিদফতর সরকারের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে। এ অধিদফতরের উদ্ভাবিত নতুন কাজগুলো বর্তমান সময়ের জন্য খুবই সহায়ক বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আজ তথ্য অধিদফতরের সম্মেলনকক্ষে ‘সরকারের উন্নয়ন প্রচার কৌশল’ বিষয়ক মতবিনিময় সভা ও ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮-২০১৯’ প্রদান উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তথ্যসচিব এসব কথা বলেন। প্রধান তথ্য অফিসার সভায় সভাপতিত্ব করেন।

তথ্য অধিদফতরের পদসৃজনসহ এর আধুনিকায়ন এবং সৃজনশীল ও জনমূখী উদ্যোগ গ্রহণে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন তথ্যসচিব। তিনি জনসংযোগ কর্মকর্তাদের আরো দক্ষতার সাথে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রচার নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন।

অনুষ্ঠানে তিনি তথ্য অধিদফতরের নয় জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ২০১৮-২০১৯ এর শুদ্ধাচার পুরস্কারের সনদ এবং নগদ অর্থ প্রদান করেন। পরে তিনি অধিদফতরে স্থাপিত ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ পরিদর্শন করেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত জনসংযোগ কর্মকর্তা, তথ্য অধিদফতরের প্রধান ও আঞ্চলিক অফিসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

পরীক্ষিৎ/অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/শামীম/২০২০/১৬৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৬

**মুজিববর্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বেগবান করতে ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর  নির্দেশ**

ঢাকা, ১৩ মাঘ (২৭ জানুয়ারি) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব  এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ বলেছেন, বঙ্গবন্ধু ইসলামের শান্তির বাণী সঠিকভাবে মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত  ইসলামিক ফাউন্ডেশন আজ বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। লাখ লাখ আলেমের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম  বেগবান করতে  কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছেন ।

প্রতিমন্ত্রী  আজ আগারগাঁওয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা  কার্যালয়ের সভাকক্ষে  বদলির কারণে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব মোঃ আনিছুর রহমানের  বিদায় ও নবনিযুক্ত সচিব মোঃ নূরুল ইসলামের যোগদান উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে  ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, মাদক, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ-সহ  নানাবিধ আর্থসামাজিক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে  এ প্রতিষ্ঠানকে আরো বেশি ভূমিকা পালন করতে হবে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  মু. আঃ হামিদ জমাদ্দার।

**#**

আনোয়ার**/**ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস**/২০২০/**২০৩৬ **ঘণ্টা**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৯

**যুবসমাজকে উদ্বুব্ধ করতে অনুষ্ঠিত হবে বঙ্গবন্ধু আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশিপ**

ঢাকা, ১২ মাঘ (২৬ জানুয়ারি) :

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে তাঁর মহান উক্তি ‘সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই’ প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে যুব সমাজকে সুন্দর সমাজ নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধু আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২০ অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণ ও যুব সমাজের জন্য ক্রীড়া ক্ষেত্রে নিজেদের তুলে ধরে দেশ গঠনে উদ্বুদ্ধ করার একটি ভিত্তিভূমি হিসেবে কাজ করবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ক্রীড়া পরিষদের অডিটোরিয়মে বঙ্গবন্ধু আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২০ এর সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

জাহিদ আহসান রাসেল বলেন,  দেশের তরুণ সমাজকে জঙ্গিবাদ থেকে বিরত রাখা ও ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশে এ ধরনের উদ্যোগ যেমন গুরুত্বপূর্ণ  ভূমিকা রাখবে তেমনি সুস্থ ধারার সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরিতে ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এ সময়ে সার্বিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য স্পেল বাউন্ড লিও বার্নেট ও পোলারকে ধন্যবাদ জানান প্রতিমন্ত্রী।

সমন্বয় সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য নাহিম রাজ্জাক ও নাইমুর রহমান দুর্জয়, যুব ও ক্রীড়া সচিব মো.আখতার হোসেন, পোলারের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার আব্দুল্লাহ আল মামুন-সহ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন ফেডারেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

আরিফ/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৯৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯

**তথ্য অধিদফতরের ওয়েবসাইটে ‘মুজিব শতবর্ষ’ নামক সেবাবক্স সংযোজন**

ঢাকা, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য অধিদফতরের ওয়েবসাইট এ ‘মুজিব শতবর্ষ’ নামে একটি সেবাবক্স সংযোজন করা হয়েছে।

এই সেবাবক্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুর্লভ আলোকচিত্র, মুজিব শতবর্ষ   
উদ্‌যাপন বিষয়ক তথ্যবিবরণী, আলোকচিত্র ও ফিচার সংরক্ষিত রয়েছে।

সেবাগ্রহীতারা সহজেই তথ্য অধিদফতরের ওয়েবসাইট [http://www.pressinform.gov.bd](http://www.pressinform.gov.bd/) এর মুজিব শতবর্ষ নামের সেবাবক্স হতে উল্লিখিত সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম*/আসমা/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৪

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ অনুবাদ করা হবে**

**- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ অনুবাদ করা হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদের পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজিতেও বঙ্গব্ন্ধুর ভাষণ থাকবে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সংস্থাসমূহের প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে মন্ত্রী আজ এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিকাশ, সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য রাজধানীর বেইলি রোডে ১৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স’ নির্মিত হয়েছে। পার্বত্যবাসীর উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে মন্ত্রী জানান।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বছরব্যাপী নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে - তিন পার্বত্য জেলায় ৫ লক্ষ গাছের চারা রোপণ, বঙ্গবন্ধু পার্বত্য মেলা আয়োজন,  হিমালয় প্রদেশের একটি রেঞ্জে নামকরণবিহীন স্থানে পর্বতারোহন এবং বঙ্গবন্ধুর নামে এর নামকরণ। এছাড়া রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রে ৭১ ফুট উঁচু বঙ্গবন্ধু ম্যূরাল উদ্বোধন, বঙ্গবন্ধুর পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ছবি ও সেই সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের বক্তব্য সম্বলিত স্মরণিকা প্রকাশ, ‘Tour-De CHT Mountain Biking’ এবং স্মার্ট ভিলেজ তৈরি করাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করবে বলে সভায় জানানো হয়।

পাশাপাশি জাতীয় কর্মসূচির আলোকে সমম্বয় রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগডাছড়িতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর সেমিনার আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর নামে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করবে।

মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: মেসবাহুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বক্ততা করেন, অতিরিক্ত সচিব সুদত্ত চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর ভাইস চেয়ারম্যান মো: মাহিনুল ইসলাম, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

নাছির/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৬

**মুজিব শতবর্ষ লোগো নির্দেশিকা প্রকাশিত**

ঢাকা, ৫ মাঘ (১৯ জানুয়ারি) :

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে মুজিব শতবর্ষ লোগো নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে। সরকারি, বেসরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মুজিববর্ষ সম্পর্কিত যে সকল ডিজাইন ও স্মারক তৈরি করবে তার মানের সমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচিত ও অনুমোদিত ‘মুজিব শতবর্ষ’ লোগো ব্যবহারের জন্য এই নিদের্শিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ‘মুজিব শতবর্ষ’ লোগো ব্যবহার নিদের্শিকা’ নামে প্রকাশিত এই নির্দেশিকার কপি সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া মুজিববর্ষের ওয়েবসাইট (<http://mujib100.gov.bd>) থেকেও এ নিদের্শিকা ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যাবে।

লোগো ব্যবহার নিদের্শিকায় উল্লিখিত দশটি মূল নির্দেশনা হলো: (১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত রঙ, বর্ণবিণ্যাস এবং আকৃতি ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে না; (২) সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি, সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক সকল ইমেইল, সরকারি পত্র, স্মারকপত্র, আধা-সরকারি পত্রে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের লোগোর সঙ্গে যথাযথভাবে মুজিববর্ষের লোগোটি ব্যবহার করা যাবে; (৩) সরকারি মালিকানাধীন সকল বাস, ট্রেন, দাপ্তরিক গাড়ি, নৌযান, অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক রুটে চলমান বাংলাদেশ বিমান, সামরিক এয়ারক্রাফট এবং ক্রুজে উপযুক্ত স্থানে; বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুনে এবং সাজসজ্জায় মুজিববর্ষ লোগোর নির্দেশিকা অনুসরণ করে নির্ধারিত ও আনুপাতিক হারে নান্দনিকভাবে লোগোটি ব্যবহার করা যাবে; (৪) জাতীয় দিবসসহ বিভিন্ন উপলক্ষে সরকারি-বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে শুভেচ্ছা কার্ড এবং আমন্ত্রণপত্রে উক্ত লোগো ব্যবহার করা যাবে; (৫) জাতীয় পাঠ্যপুস্তক এবং সকল সরকারি তথ্য বাতায়নে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে; (৬) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার, নোটপ্যাড, স্টেশনারি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সকল প্রচার সামগ্রীতে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে; (৭) কোনো ব্যক্তিগত বা বেসরকারি ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক প্রোডাক্ট, সেবার উদ্দেশ্যে এই লোগোর ব্যবহার করা যাবে না; (৮) সিগারেট, এলকোহল, আগ্নেয়াস্ত্র কিংবা অনুরূপ দ্রব্যাদিতে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে না; (৯) বিভিন্ন ক্রীড়া, সাহিত্য, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংস্থার অনুষ্ঠানের আয়োজনে, প্রকাশনার ক্ষেত্রে লোগো ব্যবহার করা যাবে; (১০) জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে নির্বাচিত লোগোটি ২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে।

এছাড়া উক্ত নির্দেশিকায় উল্লিখিত লোগোর ধরন, লোগোর পটভূমির রঙ, লোগোর চতুর্দিকের ফাঁকা জায়গা, গাঢ় পটভূমিতে লোগোর ব্যবহার, লোগোর মুদ্রণে রঙের নির্দেশনা, লোগোর ব্যবহারিক অবস্থান এবং লোগো ব্র্যান্ডিং এর উদাহরণ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

#

নাসরীন/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২০/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৬

হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার

--নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

ঠাকুরগাঁও, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, খেলাধুলা, সংস্কৃতি-সহ যে সমস্ত পুরাতন ইতিহাস ঐতিহ্য হারিয়ে গিয়েছিল তা ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার। আগে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ধারায় দেশ পরিচালিত হয়ে আসছিল। এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ পাবলিক ক্লাব মাঠে “মুজিববর্ষের অঙ্গীকার মাদক মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার” প্রত্যয়ে আয়োজিত বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার কাজে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

সাবেক এমপি ইমদাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মু. সাদেক কুরাইশী, পুলিশ সুপার মনিরুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নুর কুতুবুল আলম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দীপক কুমার রায়, বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র কশিরুল আলম।

উদ্বোধনী খেলায় রাজশাহী কিশোর ফুটবল একাডেমি গাইবান্ধা ফুটবল একাডেমিকে ১-০ গোলে পরাজিত করে।

#

জাহাঙ্গীর/রাহাত/শফিক/২০২০/১২০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৪

**অর্থনৈতিক কূটনীতির ওপর সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে**

                               -- **পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ মাঘ (১৭ জানুয়ারি) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন বলেছেন, বাংলাদেশের বিনিয়োগ, রপ্তানি বৃদ্ধি ও রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং বাংলাদেশের জনবলের বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়ে অর্থনৈতিক কূটনীতি ও পাবলিক ডিপ্লোমেসি’র বিষয়ে সরকার খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে। আগামী দু’বছর- বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্য এদেশের ৭৭টি মিশনের মাধ্যমে সারা বিশ্বে তুলে ধরা হবে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ব্রান্ডিং সরকার পরিবর্তন করতে চায়।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা- ২০২০ উপলক্ষে আয়োজিত ‘উদ্ভাবক ও উদ্যোক্তা : ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের চালিকা শক্তি’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের ১ কোটি ২২ লাখ লোক বিদেশে কাজ করে যাদের অধিকাংশ অদক্ষ। বিদেশে দক্ষ জনবল পাঠাতে পারলে রেমিটেন্স অনেক বেড়ে যাবে। তিনি বলেন, সেবার মান বৃদ্ধিতে দূতাবাস অ্যাপ চালু করা হয়েছে। এতে ৩৪ ধরনের সেবা খুব সহজে পাওয়া যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার উপস্থিত ছিলেন।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯২

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম থেকে বিশেষ উৎসব শুরু হবে**

--- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

চট্টগ্রাম, ১ মাঘ (১৫ জানুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বীরকন্যা প্রীতিলতা-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জন্মস্থান এ চট্টগ্রাম। তাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দেশব্যাপী একটি উৎসবের সূচনা এ বীর প্রসবিনী চট্টগ্রাম থেকে করা হবে। আগামী মার্চ-এপ্রিল মাসে মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশব্যাপী একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হবে যেখানে সংগীত, নৃত্য, নাটক, চারুকলা, আবৃত্তি, যাত্রাপালা-সহ সংস্কৃতির সকল শাখার পরিবেশনা থাকবে। প্রতিটি জেলার সংস্কৃতির বিশেষ উপাদানকে অগ্রাধিকার দিয়ে এ উৎসবকে সাজানো হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে বাচিক শিল্পচর্চা কেন্দ্র ‘তারুণ্যের উচ্ছ্বাস’ এর যুগপূর্তিতে বছরব্যাপী উৎসবের সমাপনী আয়োজনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী তাঁর মেয়াদে চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমির নতুন আধুনিক মিলনায়তনের কাজ সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

‘তারুণ্যের উচ্ছ্বাস’ এর সভাপতি ভাগ্যধন বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান, চট্টগ্রামের সাতকানিয়া পৌরসভার মেয়র মোহাম্মদ জোবায়ের এবং চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আলম বাবু। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ‘তারুণ্যের উচ্ছ্বাস’ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম।

প্রতিমন্ত্রী এর আগে চট্টগ্রাম থিয়েটার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে স্বদেশ আবৃত্তি সংগঠনের অর্ধযুগে পদার্পণ উপলক্ষে ‘মুজিব মানে মুক্তি’ শীর্ষক আবৃত্তি, কথামালা, স্বর্ণপদক প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

#

ফয়সল/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৫

**মুজিববর্ষের কর্মসূচিতে শিশু-কিশোরদের সম্পৃক্ত করতে হবে**

* **সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ১ মাঘ (১৫ জানুয়ারি) :

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচিতে শিশু-কিশোরদের সম্পৃক্ত করতে হবে যাতে তারা বঙ্গবন্ধুর দর্শন, চেতনা ও আদর্শ সম্পর্কে জানতে পারে, নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে পারে। এ ব্যাপারে অভিভাবক ও শিক্ষকদের মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ চট্টগ্রামের বন্দর কর্তৃপক্ষ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে সাংস্কৃতিক সংগঠন চট্টল ইয়ুথ কয়ার আয়োজিত মুজিব বর্ষবরণ ও বছরব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

কে এম খালিদ বলেন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা ছাড়া শিক্ষা পূর্ণতা পায় না। প্রকৃত শিক্ষা অর্জনে উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটাতে হবে। শিশুদের মধ্যে জানার আগ্রহ ও কৌতূহল বাড়াতে হবে, তাঁদের স্পৃহা জাগ্রত রাখতে হবে।

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও চট্টুল ইয়ুথ কয়ারের সভাপতি মফিজুর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে অবস্থিত ‘বীরকন্যা প্রীতিলতা ও ওয়াদ্দেদার’ এর ভাস্কর্য পরিদর্শন করেন।

#

ফয়সল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৬

**মুজিববর্ষ থেকে শুরু হচ্ছে প্রাথমিক স্তরে স্কুল মিল**

রৌমারী (কুড়িগ্রাম), ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি ) :

সরকার মুজিববর্ষ থেকে প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলোতে মিল চালু করতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন। তিনি বলেন, সারাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে দুপুরে রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হবে। ইতোমধ্যে জাতীয় মিড-ডে-মিল নীতিমালা ২০১৯ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ, বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, শ্রেণি কক্ষে ধরে রাখা এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে একদিন অন্তর রান্না করা খাবার ও উচ্চ পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ স্কুল মিল কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের সময় শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উচ্চ পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহসহ বিভিন্ন শিক্ষাবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ করার ফলে ঝরে পড়ার হার ১৮ ভাগের নিচে নেমে এসেছে। বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সময় শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার ছিল ৫০ ভাগেরও বেশি। তিনি আরো বলেন, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী প্রায় শতভাগ কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক-কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়াসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীনের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সোহেল আহমেদ এবং ডব্লিউএফপি'র আঞ্চলিক প্রতিনিধি বিথিকা বিশ্বাস অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

পরে শিক্ষার্থীদের মাঝে খিচুড়ি বিতরণের মধ্য দিয়ে প্রতিমন্ত্রী রাজিবপুর ও রৌমারী উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল মিল কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

#

রবীন্দ্র/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৬৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৫

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে এক কোটি গাছের চারা বিতরণ করা হবে  
 - পরিবেশ ও বনমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ পৌষ (১৩ জানুয়ারি):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণসহ আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে অধিক পরিমাণ বৃক্ষ রোপণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে আগামী ৫ জুন সারাদেশে ৪শ’ ৯২টি উপজেলায় একযোগে ১ কোটি গাছের চারা বিতরণ করা হবে। ফলদ, বনজ ও ঔষধিসহ সকল প্রকার গাছের চারা বিতরণ করা হলেও দেশীয় ফলজ গাছকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। মন্ত্রী এ সময় সুন্দরবন রক্ষাসহ দেশের বনাঞ্চল বৃদ্ধিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন।

আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাবেক আব্দুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী’র বিদায় এবং নতুন সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি’র বরণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষকে বিশুদ্ধ পরিবেশ উপহার দিতে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করা হবে। এর অংশ হিসেবে গত একমাসে সারাদেশে সাড়ে তিনশ ইটভাটা ধ্বংস করা হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশনা মোতাবেক এক বছরের মধ্যে পলিথিন ও একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের ব্যবহার শুন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, বনশিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার, প্রধান বন সংরক্ষক শফিউল আলম চৌধুরী এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ কে এম রফিক আহাম্মদ।

#

দীপংকর/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/আসমা/২০২০/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩২

**কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে Ôসোনার বাংলা আর্ট-ক্যাম্প ২০২০’ শুরু হলো**

কলকাতা (ভারত), ২৭ পৌষ (১১ জানুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাকে উপজীব্য করে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গণে আজ দু’দিনব্যাপী Ôসোনার বাংলা আর্ট ক্যাম্প ২০২০’ শুরু হলো।

এ আর্ট ক্যাম্পে চিত্রকর্ম নিয়ে একটি প্রদর্শনী বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের Ôবাংলাদেশ গ্যালারিতে ১৩-১৭ জানুয়ারি-২০২০’ প্রতিদিন বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দর্শকদের জন্য খোলা থাকবে। এ চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে আগামী ১২ জানুয়ারি ২০২০ রবিবার বিকেল ৫টায়। উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসানের শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর বরেণ্য চিত্রশিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ বলেন, বাঙালি জাতির গর্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাকে ভিত্তি করে আয়োজিত Ôসোনার বাংলা আর্ট ক্যাম্প -২০২০’ এর গুরুত্ব অত্যধিক এবং আজকে ভারত-বাংলাদেশের শিল্পীদের রং তুলিতে যা ঘটবে এক সময় তা ইতিহাস হয়ে থাকবে।

Ôসোনার বাংলা আর্ট ক্যাম্প-২০২০’ এ বাংলাদেশ ও ভারতের প্রথিতযশা যে চিত্র শিল্পীবৃন্দ ছবি আঁকলেন তাঁরা হলেন- বাংলাদেশের শাহাবুদ্দিন আহমেদ, জামাল আহমেদ, রোকেয়া সুলতানা, আহমেদ শামসুদ্দোহা, শেখ আফজাল হোসেন, সৈয়দ হাসান মাহমুদ, আতিয়া ইসলাম, কনক চাপা চাকমা, আনিসুজ্জামান, শাহজাহান আহমেদ বিকাশ ও দুলালা চন্দ্র গাইন এবং ভারতের গণেশ হালুই, বাদল পাল, ইশা মোহাম্মদ, শ্যামশ্রী বসু, শুভাপ্রসন্ন, ওয়াসিম কাপুর, সোহিনী ধর, মনোজ দত্ত, আদিত্য বসাক, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দ্র ভট্টাচার্য, ছত্রপতি দত্ত ও অতিন বসাক।

#

মোফাকখারুল/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩১

**জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী**

**উপলক্ষে হাতিরঝিলে বর্ণিল অনুষ্ঠান সম্পন্ন**

ঢাকা, ২৭ পৌষ (১১ জানুয়ারি) :

  অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, সরকারের একটাই লক্ষ্য বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন হলেই দেশ উন্নত হবে। বঙ্গবন্ধু আমাদের একটা স্বাধীন দেশ দিয়েছেন, আমাদের নিজস্ব পরিচয় দিয়েছেন। দেশের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার সূচনা বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই। তার হাত ধরেই সংবিধান পেয়েছি।

আজ ঢাকায় হাতিরঝিলের এমফিথিয়েটারে অনুষ্ঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে  আয়োজিত অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এই  আনন্দ উৎসবের আয়োজন করে  অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)। অনুষ্ঠান থেকে একযোগে বাংলাদেশের সকল উপজেলায় এবং কেন্দ্রীয়ভাবে উৎসব পালন ও বর্ণিল আতশবাজি করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস ও বর্তমান সরকারের  উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরা হয় অনুষ্ঠানে।

অর্থমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের জীবনে বেদনার দিন একটাই বঙ্গবন্ধুকে হারাতে হয়েছে । বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া কাজ সম্পন্ন করতে হবে।  জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হবে। বঙ্গবন্ধুকে আমাদের মধ্যে আজীবন বাঁচিয়ে রাখতে তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে।

#

গাজী তৌহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/রশীদ/২০২০/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫

**মুজিববর্ষের ক্ষণ গণনার উদ্বোধন**

**বছরব্যাপী মুজিব জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান আয়োজনের ঘোষণা রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমার**

নিউইয়র্ক, ১১ জানুয়ারি :

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে জাতিসংঘকে সম্পৃক্ত করে বছরব্যাপী নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে মর্মে ঘোষণা দিলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

গতকাল জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদ্যাপন এবং মুজিববর্ষের ক্ষণ গণনার উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন রাষ্ট্রদূত।

অনুষ্ঠানের শুরুতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এরপর জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনা সংক্রান্ত একটি ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। স্থায়ী প্রতিনিধির বক্তব্য শেষে রাজধানী ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষণ গণনা অনুসরণ করে নিউইয়র্কস্থ স্থায়ী মিশনেও জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনার উদ্বোধন করা হয়।

স্থায়ী প্রতিনিধি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘১৯৭২ সালে জাতির পিতার স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের এই দিনটি নিছক ফিরে আসা ছিল না, সেটি ছিল স্বাধীনতার পূর্ণতা প্রাপ্তি’। জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের এই শুভদিনে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অভিহিত করে তিনি বলেন, ‘জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী বা মুজিববর্ষ শুধু আনুষ্ঠানিকতাই নয়, এটি একটি দর্শন। এই দর্শন আমরা চর্চা করবো, আমার চিন্তায় ও মননে প্রোথিত রাখবো; এই দর্শন ধারণ করে আমরা দেশ ও জাতির উন্নয়নে কাজ করবো’।

স্থায়ী প্রতিনিধির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় মিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং জাতিসংঘের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

স্থায়ী মিশন, নিউইয়র্ক/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২২

**মুজিববর্ষে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আধুনিক জব পোর্টাল চালু করা হবে**

**-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক**

ঢাকা, ২৭ পৌষ (১১ জানুয়ারি) :

  তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেছেন, বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আইসিটি বিভাগ হতে মুজিব বর্ষে একটি আধুনিক জব পোর্টাল  চালু করা হবে। এর মাধ্যমে বিশেষভাবে সক্ষম তার যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির আবেদন করতে পারবেন। অন্যদিকে বিভিন্ন চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান ভিডিও কলের মাধ্যমে দেশের বা বিদেশের যে কোনো স্থান থেকে ইন্টারভিউ গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়াও বিশেষভাবে সক্ষমদের সাথে চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ সৃষ্টি হবে ।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় আগারগাঁওস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো মিলনায়তনে ‘প্রতিবন্ধীদের চাকুরি মেলা ২০২০’ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমর্ন্ত্রী বলেন, সরকার বিশেষভাবে সক্ষমদের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করতে ‘প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন’ প্রণয়ন-সহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

  প্রযুক্তির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন বৈষম্য দূর করা সম্ভব উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের ২৮টি হাইটেক পার্কে ‘ডিজিটাল সার্ভিস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার’ প্রতিষ্ঠা করা হবে। এতে বিশেষভাবে সক্ষমগণ প্রশিক্ষণের জন্য অগ্রাধিকার পাবেন ।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের  সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক কে এম আব্দুস সালাম এবং দেশীয় এনজিও সিএস আইডি এর নির্বাহী পরিচালক খন্দকার জহিরুল আলম ও প্রকল্প পরিচালক এনামুল কবির ।

#

শহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২০

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বাণী সংবলিত পোস্টকার্ড পাঠাবে ডাক বিভাগ**

ঢাকা, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশজুড়ে বিস্তৃত ৯হাজার ৮শত ৮৬টি ডাকঘরের মাধ্যমে চার কোটি পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতের লেখা শুভেচ্ছা বাণী সংবলিত পোস্টকার্ড পাঠাবে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ। এছাড়া ডাক বিভাগে ব্যবহৃত বাণিজ্যিক স্ট্যাম্পগুলো বঙ্গবন্ধুর ছবিযুক্ত হবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সমগ্র জীবনের কালানুক্রম অনুসরণ করে ১০০টি ছবিকে আর্টওয়ার্কে রূপান্তরের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। এই উপলক্ষে গোল্ড ফয়েল যুক্ত পোস্টকার্ডও প্রকাশ করা হবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় জিপিওতে মুজিবশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনায় ডাক বিভাগের ব্যবস্থাপনায় দু’টি ডিজিটাল ডিসপ্লে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা জানান। মন্ত্রী এর আগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনার জাতীয় কর্মসূচির উদ্বোধনের পরবর্তী সময়ে টঙ্গিতে টেলিফোন শিল্পসংস্থা কার্যালয়, গুলশানে টেলিটক সদর দপ্তর এবং ঢাকার পরিবাগে বিটিসিএল সদর দপ্তরে পৃথক পৃথকভাবে ক্ষণগণনার ডিজিটাল ডিসপ্লে উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর ডাকে যুদ্ধে গিয়েছি, দেশ স্বাধীন করেছি। কিন্তু যার অঙ্গুলি হেলনে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে সেই বিজয়ের দিনও তিনি পাকিস্তানের কারাগারে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। ৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি দেশে ফিরলেন কিন্তু পরিবারের কাছে না গিয়ে তিনি আসলেন রেসকোর্স ময়দানে জনতার কাছে। স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় তাকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশকে পাকিস্তানের ভাবধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা না হলে আরো বিশ বছর আগে বাংলাদেশ সোনার বাংলায় পরিণত হতো। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা আজ তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বের ফলে বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর অধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা -কর্মচারীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, যার যার অবস্থান থেকে আমরা যদি সঠিকভাবে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করি তবে ডাক বিভাগ, টেলিটক, টেশিস, বিটিসিএল, বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল লিমিটেড-সহ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন প্রতিটি সংস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হবে।

অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব নূর- উর- রহমান এবং ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সুধাংশু শেখর ভদ্র বক্তৃতা করেন। বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মশিয়ুর রহমান, টেলিটক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিন-সহ অধীনস্থ সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

শেফায়েত/মাহমুদ/মোশারফ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৯

**কলকাতায় সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হলো বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের ক্ষণ গণনা**

কলকাতা (ভারত), ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন কলকাতায় সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালনের ক্ষণ গণনা।

কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন আজ জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের প্রতীকী বিমান অবতরণের মাধ্যমে শুরু হওয়া জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনা অনুষ্ঠান অনুসরণের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। উপ-হাইকমিশনের ‘বাংলাদেশ গ্যালারি’-তে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ‘মুজিববর্ষের ক্ষণ গণনা’ উদ্বোধন জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে বিটিভি কর্তৃক সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান উপস্থিত দর্শকরা উপভোগ করেন।

এরপর উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসানের সভাপতিত্বে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রেরিত বাণী পাঠ করেন উপ-হাইকমিশনের প্রথম সচিব (প্রেস) মোঃ মোফাকখারুল ইকবাল ও প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) শামীমা ইয়াসমীন স্মৃতি। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা পদকপ্রাপ্ত তৎকালীন আকাশ বাণীর সংবাদকর্মী পঙ্কজ সাহা।

সভাপতির বক্তবে উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিবসটি বাংলাদেশের ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশের ফিরে আসার মধ্যেই নিহিত ছিল স্বাধীনতার পরিপূর্ণতা।

#

মোফাকখারুল/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৭

**ভিয়েতনামে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবাসন দিবস এবং জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনা উদ্‌যাপন**

হ্যানয় (ভিয়েতনাম), ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

আজ ভিয়েতনামের হ্যানয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণ গণনার উদ্বোধন যথাযোগ্য মর্যাদায় ও উৎসাহ উদ্দীপনায় উদ্‌যাপন করা হয়।

এ উপলক্ষে রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ চ্যান্সারি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে দিবসটির সূচনা করেন। দূতাবাসের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণ গণনার উদ্বোধনের মুহুর্তে হ্যানয়স্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা, কর্মচারীরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। দিনটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যগণ, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা-সহ সকল শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

রাষ্ট্রদূত দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বাংলাদেশের ইতিহাসে এ দিবসের তাৎপর্য এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন।

রাষ্ট্রদূত বলেন, জাতির পিতা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণশক্তি। তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে বাঙালি জাতি মরণ যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই বিজয়ের পূর্ণতা লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরি তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গত এক দশকে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ এবং ইতোমধ্যে যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে, রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে আলোকপাত করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে রোল মডেল। ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে এ-আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতার ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শণীর আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণ গণনা মুহুর্তের সাথে একযোগে বাংলাদেশ দূতাবাস হ্যানয়ে মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়।

#

রেজা/মাহমুদ/মোশারফ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৬

**ইসলামাবাদে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা উদ্‌যাপিত**

ইসলামাবাদ (পাকিস্তান), ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনার উদ্বোধন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর্যের সাথে পালন করেছে। এ উপলক্ষে হাইকমিশনের চান্সারি ভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অন্যান্য অতিথি এতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন হাইকমিশনার ও হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্বে হাইকমিশনার তারিক আহসান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীর ক্ষণগণনার বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের সাথে মিল রেখে ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসও ক্ষণগণনার প্রতীকী উদ্বোধন করছে। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবাসন দিবস থেকে ক্ষণগণনা শুরু করাটি ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ; কেননা মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয়ের পর সসম্মানে ইসলামাবাদ থেকেই বঙ্গবন্ধু স্বদেশের উদ্দেশে রওনা হন।

এরপর জাতির পিতা ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় এবং জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত একটি প্রামাণ্য ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

শহীদুল/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৫

**বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা উপলক্ষে নওগাঁয় বর্ণাঢ্য মোটর শোভাযাত্রা**

নওগাঁ, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা শুরু উপলক্ষে আজ সকালে নওগাঁয় বর্ণাঢ্য মোটর শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের নেতৃত্বে নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ ও জেলা প্রশাসনের যৌথ আয়োজনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

সকাল ৭:৩০টায় শহরের এটিএম মাঠ থেকে মোটর শোভাযাত্রাটি বের হয়। দুই শতাধিক গাড়ি ও মোটর সাইকেল নিয়ে এ শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন নওগাঁ-১ আসনের সাংসদ ও খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। এছাড়াও জেলা প্রশাসক হারুন-অর-রশীদ, পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান মিয়া, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জিএম ফারুক হোসেন পাটোয়ারী-সহ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং মুক্তিযোদ্ধারা এ শোভাযাত্রায় অংশ নেন। শোভাযাত্রাটি নওগাঁ শহর থেকে প্রধান সড়ক ধরে বদলগাছী, পত্নীতলা, সাপাহার, পোরশা, নিয়ামতপুর ও মান্দা উপজেলা হয়ে প্রায় ২০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পুনরায় নওগাঁ শহরে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রাটি যাওয়ার পথে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের স্থানীয় নেতাকর্মী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী-সহ বিভিন্ন স্থরের মানুষ মোড়ে মোড়ে রাস্তার দু’পাশে দাঁড়িয়ে ফুল ছিটিয়ে অভ্যর্থনা জানায়।

শোভাযাত্রাটি যাওয়ার পথে খাদ্যমন্ত্রী নজিপুর পৌরসভার জিরোপয়েন্ট, সাপাহার উপজেলার সদর, পোরশার সারাইগাছী মোড় ও নিয়ামতপুর উপজেলা সদর-সহ বিভিন্ন পথসভায় বক্তব্য রাখেন।

বিকেলে ঢাকায় মুজিববর্ষের ক্ষণগণনার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ নওগাঁ শহরের মুক্তির মোড় অস্থায়ী মঞ্চে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। ঢাকায় মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে নওগাঁয় মুক্তির মোড়ে স্থাপিত ক্ষণগণনার ডিজিটাল ঘড়িটিও চালু করা হয়। পরে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মুক্তির মোড়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় খাদ্যমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, দেশের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে ত্যাগ-তিতীক্ষা তা আজকের তরুণ প্রজন্মের অনেকেই সঠিকভাবে জানে না। বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করা যায় না। তাই তরুণ প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে এ আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাকর্মী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করেন।

#

সুমন/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৬

**জনশুমারি ও গৃহগণনায় নিখুঁত তথ্য দিতে হবে**

**-- পরিকল্পনা মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, জনশুমারি ও গৃহগণনায় পূর্বের চেয়ে আরো নিখুঁত তথ্য জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে। এখানে আপস চলবে না।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর সম্মেলন কক্ষে জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ বিষয়ক এক কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, গণনার কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যারাই গণনার কাজ করবে তাদের কাজগুলো সঠিকভাবে মনিটরিং করতে হবে যাতে এই গণনার কাজে কেউ বাদ না পড়ে।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব সৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস এবং ইউএনএফপিএ'র প্রতিনিধি ড. আশা টেরকেলসন৷

উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে দেশের ষষ্ঠ ‘জনশুমারি ও গৃহগণনা’র ক্ষণগণনা (কাউন্ট ডাউন) শুরু হবে আগামী ১৭ মার্চ। দেশব্যাপী জনশুমারির মূল গণনা ২০২১ সালের ২ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে চলবে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত।

#

শাহেদ/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৮৫৫ ঘণ্টা

Handout Number : 93

**Prime Minister’s message on the occasion of countdown of celebration**

**of the birth centenary of Bangabandhu**

Dhaka, 9 January :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of countdown of celebration of the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman :

"I extend my greetings to the countrymen on the occasion of launching of the Countdown Programme of the celebration of birth centenary of the greatest Bangalee of all times, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The countdown starts on 10 January-the homecoming day of the Father of the Nation. Through the grand inauguration of the birth centenary of Bangabandhu, the celebrations will commence on 17 March 2020.

On this occasion, I pay my deep homage to the memory of the Father of the Nation. I also recall with profound respect the national four leaders, 3 million martyrs, 200 thousand oppressed women and the valiant freedom fighters, whose supreme sacrifice has brought us independence.

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is the name of a courageous and fearless person. The Bangalis had struggled for ages to liberate themselves from the subjugation and oppression but failed. At last, Bangabandhu emerged as an apostle of freedom under whose leadership the Bangalis achieved independence by breaking the shackle of oppression.

Bangabandhu was born for the wellbeing of the people and freedom of the Bangalies. He fought lifelong against the rulers for establishing the rights of the people and their freedom. He had to spend the best period of his life in the dark cell of the jail. He was even ready to sacrifice his life for the sake of the people. His lifelong aspiration was to acquire political independence along with economic emancipation of the people of the country. Despite achieving political freedom, the assassination of Bangabandhu along with his most of the family members by the defeated enemies of the Liberation War on 15 August 1975 stopped the path of achieving economic emancipation.

Overcoming the various obstacles, we have been working to build a 'Golden Bangladesh' as Bangabandhu dreamt of. We have been taking practical plans and implementing those to turn Bangladesh into a middle income country by 2021 and a developed one by 2041. To meet the aspiration of the people, we will certainly achieve our goals, InshaAllah.

We have declared 17 March 2020 to 17 March 2021 as 'Mujib Year' with a view to upholding the life and works of Bangabandhu to the people, especially to the next generation through this glorious celebration. In my consideration ' Bangabandhu' belongs to all. I hope that the celebration of the birth centenary will come to a success by projecting his life and works through different programmes and initiatives taken by all government, non-government offices, organizations, educational institutions as well as pro-liberation political parties and social-cultural organizations.

On the occasion of the celebration of the birth centenary of Bangabandhu, I hope, the countdown watch and the display devices that will depict the life and works of Bangabandhu, will create huge enthusiasm among the people.

I wish all out success of the programs taken on the occasion of countdown of celebration of the birth centenary of Bangabandhu.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Shakhawat/Parikshit/Zulfiar/Rezzakul/Asma/2020/1330 hours

Handout Number : 92

**President's message on the occasion of countdown of celebration**

**of the birth centenary of Bangabandhu**

Dhaka, 9 January :

President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of countdown of celebration of the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman :

"10 January is the Homecoming Day of founder of our independence, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On this day in 1972, Father of the Nation returned to independent and sovereign Bangladesh after 9 months and 14 days of imprisonment in Mianwali Jail in Pakistan. Though we achieved ultimate victory on 16 December in 1971 through armed struggle but the true essence of victory came into being upon returning home of the Father of the Nation. This year birth centenary of the Father of the Nation will be observed throughout the country with due respect. The countdown of the birth anniversary of the Father of the Nation from January 10, 2020 bears great significance in this context.

On the occasion of countdown of the celebration of birth centenary of founder of our independence, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman I extend my heartfelt thanks and best wishes to my fellow countrymen and all the Bangladeshis living abroad. At this auspicious moment I remember with profound respect and gratitude to the greatest Bengalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at whose call the people from all rank and file joined liberation war. We got independence through nine months-long bloody-war which was fought under the able leadership and direction of Bangabandhu. The celebration of his birth centenary is a glorious event in our national life. I urge the countrymen to come forward to commemorate the birth centenary and the golden jubilee celebrations of our great independence in 2021.

With a view to celebrate the birth centenary throughout the year in home and abroad, the Government has declared March 17, 2020 to March 17, 2021 as 'Mujib Year'. This is an extraordinary opportunity for the nation to pay deep respect and gratitude to Bangabandhu. I believe that through the celebration of Mujib Year, the young generation will be able to know the life and works of Bangabandhu and being inspired by his ideals they will be able to contribute to build Golden Bangla.

I wish all out success of all the programmes taken on the birth anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Azad/Parikshit/Zulfikar/Asma/2020/1330 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯১

**বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা**

**উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের ক্ষণগণনা কর্মসূচির উদ্বোধন উপলক্ষে সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ১০ জানুয়ারি জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন হতে এই ক্ষণগণনা শুরু হবে। আর ১৭ মার্চ ২০২০ বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালা।

এ উপলক্ষে আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোন এবং সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে, যাঁদের অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক সাহসী অগ্নিপুরুষের নাম। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ বাঙালি জাতি যুগে যুগে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে, কিন্তু সফল হতে পারেনি। অবশেষে বিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে মুক্তির দূত হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর নেতৃত্বেই বাঙালি জাতি শেষ পর্যন্ত পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা লাভ করে।

বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছিল মানুষের কল্যাণের জন্য- বাঙালির মুক্তির জন্য। মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির লক্ষ্যে শাসকদের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন লড়াই করেছেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কেটেছে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। এমনকি জনগণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর আজীবনের আরাধ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ রুদ্ধ করে দেয়।

অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে জনগণের রায়ে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমরা কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত হবোই, ইনশাআল্লাহ।

জাতির জন্য গৌরবময় এই উদ্‌যাপনে আপামর জনসাধারণ- বিশেষ করে আগামী প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তুলে ধরতে আমরা ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২১ সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করেছি। আমি মনে করি, ‘বঙ্গবন্ধু’ সকলের। কাজেই সকলের কাছে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তুলে ধরতে সরকারি-বেসরকারি সকল দপ্তর, সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল দল ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল করে তুলবে -এ আমার প্রত্যাশা।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে সারাদেশে স্থাপিত ক্ষণগণনার ঘড়ি এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম তুলে ধরতে স্থাপিত ডিসপ্লেগুলো জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে বলে আমি আশা করি।

আমি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৪২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯০

**বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে**

**রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“১০ জানুয়ারি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। দীর্ঘ ৯ মাস ১৪ দিন পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী কারাগারে বন্দিজীবন শেষে ১৯৭২ সালের এই দিনে জাতির পিতা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই এ বিজয় পূর্ণতা লাভ করে। এ বছর জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হবে। এ প্রেক্ষাপটে ১০ জানুয়ারি ২০২০ থেকে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কর্মসূচি উপলক্ষে আমি দেশবাসী ও প্রবাসে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ শুভক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ দেশের আপামর জনসাধারণ মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনায় দীর্ঘ নয়মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা। তাই তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন আমাদের জাতীয় জীবনে এক গৌরবময় অধ্যায়। জন্মশতবার্ষিকীর মাহেন্দ্রক্ষণকে স্মরণীয় রাখতে ও ২০২০ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যথাযথভাবে উদ্‌যাপনে এগিয়ে আসতে আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বছরজুড়ে দেশ-বিদেশে সাড়ম্বরে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৪৩৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৭

**উদ্বোধন করা হলো মুজিববর্ষ অ্যামেচার গলফ চ্যাম্পিয়নশিপ**

ঢাকা, ২৩ পৌষ (৭ জানুয়ারি) :

কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবে আজ প্রধান অতিথি হিসেবে মুজিববর্ষ অ্যামেচার গলফ চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে ক্রীড়াঙ্গনকে সাজানো হয়েছে নানা বর্ণিল কর্মসূচি দিয়ে। এ বছর আয়োজিত হবে প্রায় ১০০টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। এরই ধারাবাহিকতায় আজ শুরু হচ্ছে স্বাগতিক বাংলাদেশ-সহ ৮টি দেশ নিয়ে মুজিববর্ষ অ্যামেচার গলফ চ্যাম্পিয়নশিপ।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় অ্যামেচার গলফ চ্যাম্পিয়নশিপকে মুজিববর্ষ হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

স্বাগতিক বাংলাদেশ-সহ আটটি দেশের ২০৫ জন গলফার অংশ নিচ্ছেন এই প্রতিযোগিতার। দেশগুলো হচ্ছে- আফগানিস্তান, ইরান, চীন, নেপাল, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও ভুটান।

বুধবার থেকে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টের পর্দা নামবে ১১ জানুয়ারি।

#

আরিফ/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৬

**জয় বাংলা স্লোগানকে তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ২৩ পৌষ (৭ জানুয়ারি) :

জয় বাংলা সেøাগানকে তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে মুক্তিযোদ্ধাদের মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে আহ্বান জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। পাশাপাশি স্বাধীনতা বিরোধীদের কাছ থেকে দেশকে রক্ষা করতে মুক্তিযুদ্ধে স্বপক্ষের শক্তিকে সর্তক থাকারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

মন্ত্রী আজ কুষ্টিয়ার কুমাখালী উপজেলার বাঁশশগ্রাম আলাউদ্দিন আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের রজতজয়ন্তী উদ্যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধকালে জামায়াতে ইসলামি, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস সদস্যরা পাকহানাদার বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে এদেশের মুক্তিকামী মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। তারা মা-বোনদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে। তাদের ভূমিকা পাঠ্যপুস্তকে লিপিবদ্ধ করতে হবে। তা না হলে মানুষ ইতিহাস ভুলে যাবে। ভুলে গেলে দেশপ্রেম থাকবে না।

তিনি আরো বলেন, এ বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে সারাদেশে ১৪ হাজার অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া হবে। প্রতিটি বাড়ি নির্মাণে ১৬ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে।

উল্লেখ্য এর আগে মন্ত্রী কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় অবস্থিত বংশিতলা স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তর্বক অর্পণ ও দুর্বাচারায় শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ।

#

মারুফ/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৫

**টুঙ্গিপাড়ায় স্কুল মিল কার্যক্রম উদ্বোধন করলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ), ২৩ পৌষ (৭ জানুয়ারি) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন আজ টুঙ্গিপাড়ায়  মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে একদিন অন্তর রান্না করা খাবার ও উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ  স্কুল মিল কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ফলে দেশের ১৬টি উপজেলার ২ হাজার ১৬৬টি বিদ্যালয়ের ৪ লাখ ১০ হাজার ২৩৮ জন শিক্ষার্থীরা এ কার্যক্রমের আওতায় আসলো। আগামী ২০২০-২০২১ অর্থবছর থেকে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্কুল ফিডিং প্রকল্পের  আওতায় আনার লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

    গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক শাহিদা সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আকরাম- আল-হোসেন।

    প্রতিমন্ত্রী বলেন, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প ২০১০ সালে শুধু গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলায় শুরু হয়। বর্তমানে ১০৪ টি উপজেলায় ২৮ লাখ ৭৫ হাজার শিক্ষার্থীর মাঝে প্রতি স্কুল দিবসে উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দৈনিক ৭৫ গ্রাম  ফর্টিফাইড বিস্কুট কার্যক্রম চলমান আছে।

   প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া রোধ, শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীদের ধরে রাখা এবং শিক্ষার মান বাড়াতে দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল মিল  কার্যক্রমটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

  এর আগে প্রতিমন্ত্রী টুঙ্গিপাড়ায় গিমাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার উদ্বোধন করেন।

#

রবীন্দ্রনাথ/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭১

**বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ট্রাস্টি বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২৩ পৌষ (৭ জানুয়ারি) :

কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও অনুকরণীয় অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ সম্মাননা ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার’ আগের ন্যায় ১৪২৪ বঙ্গাব্দের পুরস্কার দেয়া হবে। মোট ২শ’ ৮৫টি আবেদনের মধ্য হতে সর্বশেষ ৪০টি আবেদনের মধ্য হতে ৩২ জন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করা হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট্রি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে আজ ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ট্রাস্টি বোর্ডের ৫ম সভায় এসব তথ্য জানানো হয়।

সরকার খাদ্য উৎপাদনের জন্য আধুনিক, উন্নত ও টেকসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহারকে শক্তিশালী করেছে। এছাড়া খাদ্য উৎপাদন খরচ হ্রাস করার জন্য সারের মূল্য একাধিকবার কমানো হয়েছে। কৃষি শতভাগ যান্ত্রিকীকরণ কাজ এগিয়ে চলছে। এর ফলে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্জন করা-সহ ইতিমধ্যে রপ্তানিও করেছে বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কৃষি সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্য পরিবশে, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিবৃন্দ এবং বঙ্গবন্ধু চেয়ার এর অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

গিয়াস/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৮

**‘মুজিববর্ষ’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বছরব্যাপী কর্মসূচি**

ঢাকা, ২২ পৌষ (৬ জানুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য এক আলোচনা সভা আজ ঢাকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান এতে সভাপতিত্ব করেন।

মন্ত্রী ‘মুজিববর্ষ’ এর সকল কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর অবদান যাতে সকলের নিকট তুলে ধরা যায় সে লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সেই সাথে মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ সংস্থার সকল কর্মকর্তার আন্তরিকতা সহযোগিতা-সহ সংস্থাগুলো যে কর্মসূচি গ্রহণে করে সেগুলো যাতে সারা দেশে যথাযথভাবে ও যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি অধীনস্থ সংস্থার কর্মপরিকল্পনা দ্রুত প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও নির্দেশ প্রদান করেন।

‘মুজিববর্ষ’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বছরব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মেসেজ, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু কর্নার তৈরি, সকল অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য সেন্ট্রালি ডিসপ্লের ব্যবস্থা, লাইট এন্ড সাউন্ড শো এর মাধ্যমে পুরো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরা, বঙ্গবন্ধু জীবনী নিয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রবেশ পথে বা প্রধান ফটকে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড প্রদর্শন করা। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর ওপর রচনা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক ও মুক্তিযুদ্ধের ছবি প্রদর্শনী, বঙ্গবন্ধু ডাকটিকিট ও মুদ্রা প্র্রদর্শনী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক রচনা, কবিতা আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গান এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আনোয়ার হোসেন, মন্ত্রণালয়াধীন সংস্থা প্রধানগণ এবং প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

বিবেকানন্দ/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে**

**প্রবেশের জন্য দর্শকদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন শুরু**

ঢাকা, ২১ পৌষ (৫ জানুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সর্বসাধারণের উপস্থিতির সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে গণমাধ্যমকে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়।

প্রেস ব্রিফিংয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এবং শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর উপস্থিতিতে প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী গণমাধ্যমকে এ বিষয়ে বিস্তারিত অবহিত করেন।

প্রধান সমন্বয়ক উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দকে অবহিত করেন যে, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এ ঐতিহাসিক মূহুর্তের অংশীদার হতে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশনের এই কার্যক্রম আগামীকাল ৬ জানুয়ারি বিকাল ৩টা হতে ৭ জানুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে। আসন সংখ্যা খালি থাকা সাপেক্ষে সফলভাবে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্নকারীগণ অনুষ্ঠানে প্রবেশের সুযোগ পাবেন। এ জন্য িি.িবাবহঃ.সঁলরন১০০.মড়া.নফ এই ওয়েবপেইজে সংযোজিত ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন ফরমে আবেদনকারীর নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর, মোবাইল নম্বর, ইমেইল ঠিকানা যথাযথভাবে পূরণ করে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য, আগামী ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন।

#

নাসরীন/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৯৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫

**সরকারি হাসপাতালে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্বাস্থ্য সহায়তা কেন্দ্র চালু করা হবে**

**--স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ পৌষ (৫ জানুয়ারি) :

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ‘বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে স্মরণীয় করে রাখতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সকল হাসপাতালে স্বাস্থ্য ও তথ্য সহায়তা নিশ্চিত করতে আলাদা করে একটি বঙ্গবন্ধু কর্নার নামে ‘হেলপ সেন্টার’ চালু করা হবে। এর পাশাপাশি দেশের সকল সরকারি ক্লিনিক, হাসপাতালে প্রায় ২০ হাজার গাছও লাগানো হবে।’

আজ সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত কর্মপরিকল্পনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

সভায় প্রাথমিকভাবে প্রতিটি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অন্তত একটি করে দীর্ঘজীবী গাছ রোপণ, পরিচ্ছন্ন হাসপাতাল কর্মসূচি গ্রহণ, প্রত্যেক হাসপতালে স্বাস্থ্য সহায়তার জন্য হেলপ ডেস্ক স্থাপন, ঢাকায় ৫টি বড় হাসপাতালে সমন্বিত জরুরি বিভাগ চালুকরণ এবং বিভাগীয় হাসপাতাল ও দেশের বৃহত্তর হাসপাতালগুলোর প্রতিটিতে কিডনি, ডায়ালাইসিস চালু করতে উদ্যোগের ব্যাপারে সভায় একাত্মতা ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি দেশের ৮টি বিভাগে শিশুদের জন্য বিনামূল্যে ইনস্যুলিন প্রদান করার ব্যাপারেও উদ্যোগ নেয়া হবে বলে সভায় জানানো হয়।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মোঃ আসাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আলী নূর, অতিরিক্ত সচিব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু, মোঃ হাবিবুর রহমান খান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এ এইচ এম এনায়েত হোসেন-সহ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

#

মাইদুল/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৭৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, চলতি ২০২০ সালের ১৭ মার্চ হতে আগামী ২০২১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত সময়কাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী তথা মুজিববর্ষ হিসাবে পালিত হবে। মুজিববর্ষ শুরুর দিনক্ষণ গণনার জন্য আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে কাউন্টডাউন শুরু করা হবে। আগামী ৭ মার্চ হতে ২৬ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত একটানা ২০ দিন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ৮০ ঘণ্টার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হবে। হাতিরঝিল এম্পিথিয়েটার ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তমঞ্চে দু’টি ভেন্যুতে শিল্পের বিভিন্ন শাখা যথা- সংগীত, নৃত্য, নাটক, আবৃত্তি, চিত্রকলা, যাত্রাপালা প্রভৃতি বিষয়ে ৩৩২টি শো তথা পরিবেশনা থাকবে। তাছাড়া সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে মুজিববর্ষব্যাপী বিস্তারিত সাংস্কৃতিক আয়োজন থাকবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে ছায়ালোক মিডিয়া স্টেশন আয়োজিত মিউজিক্যাল ফিল্ম সোনার বাংলার উদ্বোধনী প্রদর্শনী, জন্মশতবর্ষের অঙ্গীকার বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা এবং গুণিজন সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, যে কোনো জাতির সমস্যা-সংকটে সঠিক পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যান সংস্কৃতিকর্মীরা। বাংলাদেশের মহান ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন-সহ বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছে এ দেশের শিল্পীসমাজ ও সংস্কৃতিকর্মীরা। তিনি আরো বলেন, শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের পক্ষ হতে বিশিষ্ট শিল্পী ও সংস্কৃতিজনদের তথা ক্যালচারালি ইম্পরটেন্ট পারসন (সিআইপি) হিসাবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির যে দাবিটি এসেছে সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

#

ফয়সল/নাইচ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ০৭

**শ্রম ভবনে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ উদ্বোধন**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

মুজিব বর্ষকে সামনে রেখে শ্রম ভবনে বঙ্গবন্ধু চর্চায় “বঙ্গবন্ধু কর্নার” উদ্বোধন করলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বিজয় নগরে শ্রম ভবনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে প্রধান অতিথি হিসেবে এ কর্নার উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধু কর্নারে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, কর্ম ও আদর্শের ওপর শতাধিক বই, ডকুমেন্টারি, ভিডিও-সহ বিভিন্ন বিষয়ের আড়াই হাজার বইয়ের বিরাট সংগ্রহশালা তৈরি করা হয়েছে।

উদ্বোধনকালে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর ওপর লিখিত বইগুলো পড়ে বঙ্গবন্ধুকে ভালভাবে জানা এবং তাঁর কর্ম ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারা যাবে। বর্তমান সরকার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর চেতনা বুকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুকে চর্চার মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ২০৪১ সালের উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী প্রজন্মের জন্য ২১০০ সালে বিশ্বের এক নম্বর উন্নত দেশ গড়তে চায়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রম নিরসনে কাজ করছে সরকার। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে কোন প্রকার শিশুশ্রম থাকবে না। সকল শ্রমিকের জন্য নিরাপদ ও শোভন কর্মক্ষেত্রর নিশ্চিত করা হবে।

অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী ফিতা কেটে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করেন এবং মুজিব বর্ষ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে কেক কাটেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজম, অতিরিক্ত সচিব মোল্লা জালাল উদ্দিন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মোঃ জয়নাল আবেদীন, শ্রমিক লীগের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, শ্রমিক নেতা আব্দুস সালাম খান-সহ অধীনস্থ অধিদপ্তরসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ।

#

আকতারুল/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৭৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ০১

**বিদেশে মুজিববর্ষ পালনের নির্দেশনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন গতকাল বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনপ্রধানদের কাছে লেখা এক পত্রে স্বাগতিক দেশের সরকার, সুশীলসমাজ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে বিদেশে মুজিববর্ষ পালনের নির্দেশনা দিয়েছেন।

ড. মোমেন বলেন, মুজিববর্ষ পালন আমাদের জন্য শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এটি আমাদের জাতীয় পরিচয়,  বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একক ভূমিকার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্য আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তুলে ধরার একটি বিরাট সুযোগ করে দিয়েছে মুজিববর্ষ, উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বিশ্বের সকল দেশেরসরকার, ব্যবসায়ীমহল, সুশীলসমাজ এবং জনগণের কাছে বাংলাদেশের সাফল্যসমূহ তুলে ধরার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখতে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে বাংলাদেশের বৈদেশিক মিশনসমূহকে নির্দেশনা দেন তিনি।

ড. মোমেন উল্লেখ করেন, চলতি বছরে আমাদের প্রবৃদ্ধি ৮ দশমিক ১৫ শতাংশ এবং অচিরেই বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশের কোটা স্পর্শ করবে। গতদশকে বাংলাদেশের জিডিপি ১৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে সাড়ে তিনগুণ এবং বর্তমানে তা প্রায় ২ হাজার মার্কিন ডলার। বর্তমানে আমাদের জিডিপি ৩০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০০৯ সালে ছিলো ১০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি আয় প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে আজ ৪০ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঊর্ধ্বে। গত দেড়দশকে বিনিয়োগ-জিডিপির শতকরা হার ২৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩১ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ৭১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য হয়েছে।

#

তৌহিদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৫৪৮ ঘণ্টা